সীরাতুন নবী (সা.)

দ্বিতীয় খণ্ড

ইবন হিশাম (র.)

السيرة النبوية

সীরাতুন নবী (সা)

দ্বিতীয় খণ্ড

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

সীরাতুন নবী (সা) দ্বিতীয় খণ্ড
সীরাতুন নবী (সা) প্রকল্প

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৪
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১২৯/১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৯১/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0202-X

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০০৭
পৌষ ১৪১৪
যিলহাজ্জ ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রুফ সংশোধন : কালাম আযাদ

প্রচ্ছদ : সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

SIRATUN NABEE (2nd Volome) [The life of Hazrat Muhammad (Sm)] : Written by Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham Muafiree in Arabic, translated into Bangla under the Supervision of the Editorial Board and published by Director, Translation and compilation, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394. December 2007

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 150.00 ; US Dollar : 6.00

মহাপরিচালকের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর পবিত্র জীবন কুরআন পাকেরই বাস্তব রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ।

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম মুআফিরী (র) (মৃত্যু ২১৮ হি.) সীরাত শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ। তাঁর সংকলিত 'সীরাতুন নববিয়্যাহ' সংক্ষেপে 'সীরাতে ইব্ন হিশাম' সুপ্রাচীন, মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বাংলাভাষীদের সামনে এ অমূল্য গ্রন্থের তরজমা পেশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত।

সীরাতে ইব্ন হিশাম মূলত আল্লামা ইব্ন ইসহাকের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'সীরাত ইব্ন ইসহাক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আল্লামা ইব্ন ইসহাক এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন আব্বাসী খলীফা মামুনের শাসনামলে। এতে রয়েছে হযরত আদম (আ) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা। এর মধ্য থেকে ইব্ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে হযরত হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত ঘটনাবলী।

চারখণ্ডে সমাপ্ত এ-সীরাত গ্রন্থখানি ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সংশোধিত ও পুনঃসম্পাদনাকৃত এ সংস্করণটিও সুধী পাঠকমহলের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকমণ্ডলী, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মিগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ এ মহতী কাজে আমাদের সবার খিদমত কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীনের প্রতি। নবী করীম (সা)-এর কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবীজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাত চর্চাও অব্যাহত থাকবে।

সীরাত গ্রন্থের মধ্যে ইব্ন হিশাম রচিত 'সীরাতুন নবী' একটি বুনিয়াদী গ্রন্থ। সর্বজন সমাদৃত এ গ্রন্থকে অনুসরণ করেই পরববর্তীকালে সীরাত গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকটি অনূদিত হলেও ১৪১৫ হি. উদযাপন উপলক্ষে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বাংলা ভাষায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

চার খণ্ডে সমাপ্ত সীরাতের এ প্রাচীনতম গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ ব্যাপক পাঠক চাহিদার দরুন অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক্ষণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে গ্রন্থটি পুনঃ সম্পাদনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মালেক এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব কালাম আযাদ। আশা করি প্রথম সংস্করণের মত সীরাতুন নবী (সা)-এর দ্বিতীয় সংস্করণটিও সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

এ সংস্করণেও পুস্তকটি নির্ভুল করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ পাঠকের চোখে যদি এতে কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, মেহেরবানী করে আমাদের অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব।

পুস্তকটির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ শ্রমকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	সভাপতি
২.	ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক	সদস্য
৩.	অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক	সদস্য
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৫.	মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য সচিব

অনুবাদক মণ্ডলী

১. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

২. মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

৩. মাওলানা আকরাম ফারুক

৪. মাওলানা সাঈদ আল-মেসবাহ

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদনা

অধ্যাপক আবদুল মালেক

সূচিপত্র

শিরোনাম

সীরাতুন নবী (সা)

দ্বিতীয় খণ্ড

চুক্তিনামার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাফিরদের প্রতিশোধমূলক হলফনামা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন দেখল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ একটি নিরাপদ স্থানে গিয়ে সম্মানজনক আশ্রয় পেয়ে গেছে, সম্রাট নাজ্জাশী তাদেরকে তাদের বিরোধীপক্ষ হাতে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, এদিকে উমর (রা)-ও ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি ও হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে গিয়ে মিলেছেন, ফলে আরবের অপরাপর গোত্রে ইসলাম ক্রমবিস্তার লাভ করছে, তখন তারা এক জরুরী পরামর্শে মিলিত হল এবং এই মর্মে তারা বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের বিরুদ্ধে একটি হলফনামা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা আর তাদের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখবে না। তাদের সাথে বিয়ে-শাদী ও বেচাকেনা সম্পূর্ণরূপে বয়কট করে চলবে। এ প্রস্তাবে তাদের ঐকমত্য সাধিত হওয়ার পর, তারা একটি চুক্তিনামা লিখল এবং তা মেনে চলার ব্যাপারে সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল ও তাতে তারা সই করল। এরপর তারা চুক্তিপত্রটি কা'বা শরীফের ভিতরে ঝুলিয়ে রাখল, যাতে এর মর্যাদা তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হয়।

এ চুক্তিনামাটি লিখেছিল মানসূর ইব্‌ন 'ইকরিমা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ 'আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারও মতে এর লেখক ছিল নাযর ইব্‌ন হারিস। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার উপর অভিসম্পাত করেছিলেন। ফলে, তার কয়েকটি আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের লোকজন আবূ তালিব ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিবের কাছে সমবেত হয় এবং তার সাথে তাঁর গিরিসংকটে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বনূ হাশিম থেকে একমাত্র আবূ লাহাব 'আবদুল-উয্‌যা ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিবই সপক্ষ ত্যাগ করে কুরায়শের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের সমর্থন করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আবূ লাহাবের হঠকারিতা এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ ওহী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আবূ লাহাব স্বগোত্র ছেড়ে কুরায়শদের পক্ষ অবলম্বন করার পর, উতবা ইব্‌ন রবী'আর কন্যা হিন্দার সাথে সাক্ষাৎ করল। তাকে বলল : হে উতবা তনয়া! তুমি কি লাত ও 'উয্‌যার সমর্থন করেছ ? যারা

তাদের পরিত্যাগ ও বিরোধিতা করেছে তুমি কি তাদের বর্জন করেছ ? সে বলল : হ্যাঁ, হে আবূ 'উতবা! আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে বলত মুহাম্মদ আমাকে এমন সব বিষয়ের কথা বলে ভয় দেখায়, যা আমি দেখি না। সে বলে, মৃত্যুর পর সেগুলো হবে। এসব বলে সে আমার হাতে কি যেন তুলে দিল। এরপর সে তার দু'হাতে ফুঁ দিয়ে বলে ওঠে, তোমরা ধ্বংস হও, মুহাম্মদ যা বলে তার কিছুই আমি তোমাদের মাঝে দেখছি না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ "আবূ লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজেও।"

ইব্ন হিশাম বলেন : تَبَّتْ মানে خسرت (ধ্বংস হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক) التباب। (হতে ক্রিয়াটি উদ্ভূত, যার) অর্থ الخسران। (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ধ্বংস হওয়া)। বনূ হিলাল ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'আ গোত্রীয় হাবীব ইব্ন খুদ্রা খারিজীর একটি কাসিদায় আছে :

হে তায়ব! আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক
যাদের শ্রম পণ্ড ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কুরায়শদের সম্পর্কে আবূ তালিবের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আবূ তালিব বলেন :

ওহে! আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বনূ লুআঈকে এ বার্তা পৌঁছে দাও, বিশেষত বনূ লুআঈ-এর শাখা বনূ কা'বকে।

তোমরা কি জান না, আমরা মুহাম্মদকে একজন নবীরূপে পেয়েছি, যেমন নবী ছিলেন হযরত মূসা। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণনা আছে।

وان عليه فى العباد محبة × ولاخير ممن خصه الله بالحب -

মানুষের অন্তরে তাঁর জন্য আছে ভালবাসার ঠাঁই। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নিজ ভালবাসার জন্য বাছাই করেছেন, তাঁর থেকে বিছিন্ন হয়ে কোন কল্যাণের আশা করা যায় না।

তোমরা যে চুক্তিপত্র লিখেছ, তা তোমাদের নিজেদেরই জন্য অশুভ প্রমাণিত হবে, যেমন অশুভ প্রমাণিত হয়েছিল সালিহ (আ)-এর উট শাবকের আওয়ায।

তোমরা সচেতন হও, সচেতন হও, কবর খননের আগেই। সাবধান হও সেদিনের আগে, যেদিন নিষ্পাপ লোক হবে পাপীদের মত।

তোমরা নিন্দুকদের কথায় পড়ে, আমাদের পূর্ব ভালবাসা ও নৈকট্যের বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে ফেল না।

তোমরা টেনে এনো না ক্রমাগত যুদ্ধ। কারণ, যুদ্ধের স্বাদ যে একবার গ্রহণ করেছে, সে তা তেঁতোই পেয়েছে।

কা'বার রবের কসম ! আমরা এমন লোক নই যে, কালচক্রের আঘাত ও বিপদাপদে জর্জরিত হয়ে আহমদকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেব—

এখনও তো তোমাদের আমাদের গর্দান বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং তোমাদের আমাদের হাত তীক্ষ্ণ কুসাসী তরবারিতে কর্তিত হয়নি।

بمعترك ضيق ترى كسر القنا × به والنسور الطخم يعكفن كالشوب -

আমরা এখনও মুখোমুখি হইনি এমন সুকঠিন রণাঙ্গণে, যেখানে তুমি দেখতে পাবে— ইতস্তত খণ্ড-বিখণ্ড বর্শা, আর কালো মাথাবিশিষ্ট একঝাঁক শকুন, যারা নেশাগ্রস্থদের মত বুঁদ হয়ে পড়ে আছে।

তার আশেপাশে ঘোড়ার ছোটাছুটি ও দুর্দান্ত বীরদের হাঁক-ডাক দেখলে তুমি ভাববে, এ বুঝি এক মহাব্যস্ত রণক্ষেত্র।

আমাদের পূর্বপুরুষ কি হাশিম নন, যিনি নিজ শক্তিকে করে যান সুদৃঢ় এবং সন্তানদের উপদেশ দিয়ে যান বর্শা ও তলোয়ারবাজীর ?

আমরা যুদ্ধে ক্লান্ত হই না, যতক্ষণ না যুদ্ধই শ্রান্ত হয়ে ওঠে, যে কোন বিপদ-আপদই আসুক, আমরা কারও কাছে তার অভিযোগ করি না।

والكننا اهل الحفائظ والنهى × اذا طار ارواح الكماة من الرعب -

বস্তুত আমরা সুদক্ষ প্রতিরোধকারী, জ্ঞানের অধিকারী এমনকি সেই মুহূর্তেও, যখন ভয়-ত্রাসে বাহাদুদেরও প্রাণ উড়ে যায়।

উক্ত গিরিসংকটে তারা দুই বা তিন বছর অন্তরীণ অবস্থায় কাটান। এ সময় তারা দুর্বিষহ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। কুরায়শদের কতক আত্মীয়তার দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি গোপনে যা কিছু পাঠাত, তাই ছিল তাদের সম্বল, নয়ত প্রকাশ্যে তাদের কাছে কারও কোন সাহায্য-সামগ্রী পৌঁছতে পারত না।

হাকীম ইব্‌ন হিযামের সাহায্য প্রেরণ, আবূ জাহল কর্তৃক বাধা প্রদান ও আবুল বাখতারীর মধ্যস্থতা

বর্ণিত আছে, হাকীম ইব্‌ন হিয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ তাঁর ফুফু খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)-এর জন্য কিছু গম নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার একটি গোলাম তা বয়ে নিচ্ছিল। খাদীজা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী এবং তাঁরই সংগে গিরিসংটে অবস্থানরত ছিলেন। আবূ জাহল তাদের দেখতে পেয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং বলে ওঠে : তুমি এই খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বনূ হাশিমের কাছে যাবে ? আল্লাহ্‌র কসম ! এ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তোমাকে এক কদমও অগ্রসর হতে দেব না। তার আগে আমি তোমাকে মক্কায় অপদস্থ করে ছাড়ব। এমনি মুহূর্তে সেখানে আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আবূ জাহ্‌লকে বললেন : তোমার কি হয়েছে ? আবূ জাহ্‌ল বলল : সে বনূ হাশিমের কাছে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। আবুল বাখতারী বললেন : আরে, তার ফুফুর এই সামান্য কিছু

খাদ্যদ্রব্য তার কাছে রক্ষিত ছিল। তিনি এখন চেয়ে পাঠিয়েছেন আর তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ ? ছেড়ে দাও, ও চলে যাক। কিন্তু আবূ জাহ্ল অনড়। এই নিয়ে তাদের মধ্যে কটুক্তি বিনিময়ও হল। এক পর্যায়ে আবুল বাখতারী উটের একটি চোয়াল তুলে আবূ জাহ্লকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ফলে তার মাথা ফেটে যায়। এরপর তাকে আচ্ছা করে পদদলিত করেন। হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব কাছ থেকে এসব লক্ষ্য করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীদের নিকট কোনরূপ সাহায্য-সামগ্রী পৌঁছুক, এটা কাফিরদের পসন্দ ছিল না। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশায় তারা রীতিমত কৌতুকবোধ করছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এ অবস্থায়ও নিজ সম্প্রদায়কে রাত-দিন, প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় হিদায়াতের পথে আহবান জানাচ্ছিলেন। এভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে যাচ্ছিলেন। এতে কোন মানুষকে তিনি একবিন্দু পরওয়া করতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর তাঁর সম্প্রদায়ের নির্যাতন

আবূ লাহাব সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে বরাবরই কুরায়শদের থেকে হিফাযত করেছেন। এই সামাজিক বয়কটকালে তাঁর চাচা এবং তাঁর গোত্র-বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবও যথারীতি তাঁর পক্ষে রুখে দাঁড়ায় এবং সার্বিক সহায়তা দান করে। কাফিররা যখনই তাঁর উপর কোন দৈহিক আক্রমণ চালানোর দুরভিসন্ধি করেছে, তখনই তারা ইস্পাত-কঠিন প্রাচীররূপে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে কুরায়শরা ঠাট্টা-উপহাস ও কূট-তর্কের পথ বেছে নেয়। তাদের এসব অপতৎপরতা সম্পর্কে যুগপৎভাবে কুরআনের আয়াতও নাযিল হতে থাকে। কুরআন তো পরিষ্কারভাবে অনেকের নামও উচ্চারণ করেছে, আবার অনেক সময় সাধারণভাবে কাফিরদের আলোচনাক্রমে তাদের উল্লেখ করে দিয়েছে। কুরআন মজীদে যাদের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবশেষে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আবূ লাহাব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এবং তার স্ত্রী উম্মু জামীল বিন্ত হারব ইব্ন উমাইয়া; যাকে আল্লাহ তা'আলা নাম দিয়েছেন 'হাম্মালাতাল-হাতাব' 'ইন্ধন বহনকারিণী'। কারণ সে কাঁটা বহন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যাতায়াত পথে ছড়িয়ে দিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উভয়ের সম্পর্কে নাযিল করেন :

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ - مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ -

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকান রজ্জু।" (১১১ : ১-৫)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الجيد অর্থ গলদেশ আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবা তার একটি কবিতায় বলেন :

"কুতায়লা যেদিন কণ্ঠহার পরে তার দীর্ঘ গ্রীবা নিয়ে আমাদের সামনে হাযির হয়েছিল।"

جيد -এর বহুবচন اجياد।

المسد। - এক প্রকার গাছ, যা তুলার মত ধুনে রশি তৈরি করা হয়। নাবিগা যুবয়ানী তার একটি দীর্ঘ কবিতায় বলেন :

مقذوفة بدخيس النحض بازلها × له صريف صريف القعو بالمسد –

"সে এক হৃষ্টপুষ্ট গরু। তার গোশ্‌ত কানায় কানায় পূর্ণ। তার দাঁত কাটার শব্দ যেন ঠিক রশি তৈরিকালে চরকা চালানোর আওয়ায।"

শব্দটি একবচনে مسدة ব্যবহৃত হয়। নাবিগার আসল নাম যিয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মু'আবিয়া।

উম্মু জামীলের দুরভিসন্ধি এবং আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁর রাসূলের হিফাযত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি শুনেছি, এই ইন্ধন বহনকারিণী উম্মু জামীল তাঁর ও তার স্বামীর সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হল। সে তৎক্ষণাৎ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে ছুটে আসল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সংগে নিয়ে কা'বা শরীফের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মু জামীল তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তার দৃষ্টির আড়াল করে দিলেন। ফলে সে কেবল আবূ বকর (রা)-কেই দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করল : হে আবূ বকর ! তোমার সঙ্গী কই ? আমি শুনেছি, সে নাকি আমার কুৎসা করে। আল্লাহ্‌র কসম ! এই মুহূর্তে তাকে পেলে আমি এই পাথর তার মুখে ছুঁড়ে মারতাম। শোন, আমিও কিন্তু একজন কবি। তখন সে বলল :

"আমরা এক নিন্দিত ব্যক্তির নাফরমানী করেছি, আমরা তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং আমরা তার দীনকে ঘৃণা করি।"

এই বলে সে চলে গেল। আবূ বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! সেকি আপনাকে দেখেনি ? তিনি বললেন : না, সে আমাকে দেখেনি। আল্লাহ্ তার দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়াল করে দেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ودينه قلينا লাইনটি ইব্‌ন ইসহাক ভিন্ন অপর সূত্রে প্রাপ্ত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মুযাম্মাম (নিন্দিত) নাম দিয়ে গালমন্দ করত। তিনি বলতেন : তোমরা কি আশ্চর্যবোধ কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার থেকে কুরায়শদের গালমন্দ কিভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তারা গালমন্দ করে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত)-কে, আর আমি হচ্ছি 'মুহাম্মদ' (প্রশংসিত)।

উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্যাতন প্রসঙ্গে

উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখামাত্রই উচ্চঃস্বরে গালমন্দ ও নিম্নস্বরে নিন্দাবাদ করত। আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ - يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ - كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ - وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ - اِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ - فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ -

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে, সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় ; হুতামা কী, তা তুমি কি জান ? তা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে; নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।" (১০৪ : ১-৯)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : اَلْهُمَزَةُ অর্থ যে ব্যক্তি মানুষকে প্রকাশ্যে গালাগাল করে, চোখ পাকায় ও কটাক্ষ করে।

এ প্রসংগে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁর একটি গীতি কবিতায় বলেন :

همزتك فاختضعت لذل نفس × بقافية تاجج كالشواظ -

"আমি লেলিহান অগ্নিতুল্য ছন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কটাক্ষ করি; ফলে, তুমি স্বীয় হীনতাবশত বশ্যতা স্বীকার করেছ।"

هُمَزَةٌ এর বহুবচন هُمَزَات আর اللمزة-এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে পশ্চাতে অন্যের দোষ চর্চা করে ও তাদের কষ্ট দেয়। রু'বা ইব্‌ন আজ্জাজ তার একটি কবিতায় বলেন :

فى ظل عصرى باطلى ولمزى

"আমার অসার বাক্য এবং আমার নিন্দাবাদ, আমার সময়ের ছায়ায় লালিত হয়েছে।"

'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপহাস এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরূপ আরেকজন দূরাচার হচ্ছে 'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সাহমী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম সাহাবী খাব্বাব ইব্‌ন আরাত (রা) ছিলেন একজন কর্মকার। তিনি মক্কায় তরবারি বানাতেন। একবার তিনি 'আস ইব্‌ন ওয়ায়লের কাছে কয়েকটি তরবারি বিক্রি করেন। তার নির্দেশেই তিনি সেগুলো তৈরি করেছিলেন। একদিন তিনি তার কাছে সে টাকার তাগাদা দিতে গেলে আস বলল : হে খাব্বাব! তুমি যার দীনের অনুসারী, তোমার সেই সাথী মুহাম্মদ কি বলে না যে, যারা জান্নাতে যাবে, তারা সেখানে যত খুশি সোনা-রূপা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাকর-বাকর লাভ করবে? খাব্বাব বললেন : বটেই তো। তখন সে বলল :

তা হলে তুমি হে খাব্বাব! আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দাও। সেখানে গিয়ে আমি তোমার পাওনা শোধ করে দেব। আল্লাহ্‌র কসম, হে খাব্বাব! তুমি ও তোমার সাথী আল্লাহ্‌র নিকট আমার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে না এবং সেখানেও আমার চেয়ে বেশি বেহেশতী নিয়ামত পাবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اَفَرَأَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَداً - اَطَّلَعَ الْغَيْبَ ... ... وَنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَ فَرْداً -

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? কখন-ই নয়, তারা যা বলে, আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ের কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।" (১৯ : ৭৭-৮০)

আবূ জাহ্ল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উৎপীড়ন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

আমি শুনেছি একবার আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের দেবদেবীদের গালমন্দ করা বন্ধ কর, অন্যথায় আমরাও তোমার ইলাহের গালমন্দ করব, যার ইবাদত তুমি কর। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তার সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

"আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের তারা ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না, কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে।" (৬ : ১০৮)

বর্ণিত আছে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দেবদেবীদের নিন্দা করা হতে বিরত হন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে থাকেন।

নায্‌র ইব্ন হারিস কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্যাতন এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উত্যক্তকারীদের মধ্যে আরেকজন হচ্ছে নায্‌র ইব্ন হারিস ইব্ন 'আলকামা ইব্ন কাল্‌দা ইব্ন 'আব্‌দ মানাফ ইব্ন 'আবদুদ্দার ইব্ন কুসাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই কোন মজলিসে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আহবান জানাতেন, কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন এবং কুরায়শদের বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ইতিহাস দ্বারা সতর্ক করে মজলিস ত্যাগ করতেন, তখন নায্‌র ইব্ন হারিস উঠে সে মজলিসের লোকদের পারস্য বীর রুস্তম, ইসফানদিয়ার ও ইরানী রাজা-বাদশাহদের কাহিনী বর্ণনা করে শোনাত। সে বলত, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ আমার চাইতে ভাল বর্ণনাকারী নয়। তার বর্ণনা তো অতীত যুগের উপকথা মাত্র। তার মত আমিও সেগুলো লিখে রেখেছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً - قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"তারা বলে 'এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।' বল, 'এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (২৫ : ৫-৬)

আরও নাযিল হয় : اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ "তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এ তো সেকালের উপকথা মাত্র।" (৬৮ : ১৫; ৮৩ : ১৩)

আরও ইরশাদ হয় :

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ - يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহ্র আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি। তাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।" (৪৫ : ৭-৮)

ইব্ন হিশাম বলেন : الأفاك - মানে ঘোর মিথ্যাবাদী।

কুরআন মজীদে আছে : اَلَاۤ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ - وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ "দেখ তারা তো মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।" (৩৭ : ১৫১-১৫২)

রু'বা ইব্ন 'আজ্জাজ তাঁর এক কবিতায় বলেন : ما لامرى افك قولا افكا "কোন মানুষের মিথ্যা রটনায় কি লাভ।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি শুনেছি, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার সাথে মসজিদে বসে ছিলেন। এ সময় নায্র ইব্ন হারিস সেখানে উপস্থিত হয় এবং মজলিসে তাদের সাথে বসে পড়ে। সেখানে কুরায়শ গোত্রের লোক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে আলোচনা শুরু করলেন। নায্র ইবন হারিস আলোচনায় তাঁর সঙ্গে তর্ক শুরু করে দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিরুত্তর করে দিতে সক্ষম হন। এরপর তিনি তাদের সকলের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করেন :

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ - لَوْ كَانَ هٰؤُلَاۤءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ

"তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর, সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে তাতে প্রবেশ করবে। যদি তারা ইলাহ্ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না; তাদের সকলেই তাতে স্থায়ী হবে। সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পাবে না।" (২১ : ৯৮-১০০)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ আগুন জ্বালানোর উপকরণ। আবূ যুওয়ায়ব খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন খালিদ হুযালী বলেন :

فاطفى ولا توقد ولاتك محضا - لنار العداة ان تطير شكاتها

"সুতরাং তুমি আগুন নিভাও, তা প্রজ্বলিত করে তুমি তার ইন্ধন হয়ো না। কেননা, শত্রুর আগুনের লেলিহান শিখা তোমাকেও গ্রাস করবে।"

এটা আবূ যুওয়ায়বের একটি কবিতার অংশবিশেষ।

অপর এক কবি বলেন :

حضات له نارى فابصر ضوءها × وماكان لولا حضاة النار يهتدى

"আমি তার জন্য আগুন জ্বালিয়েছি, ফলে সে তার আলোকচ্ছটা দেখেছে। ঐ আগুনের আলো না হলে সে পথের দিশা পেত না।"

ইব্‌ন যাবা'রীর উক্তি এবং তার সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদেরকে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিস ত্যাগ করলেন। এ সময় সেখানে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাবা'রী সাহ্‌মী এসে উপস্থিত হল। সে অন্যদের সাথে মজলিসে আসন গ্রহণ করল। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা তাকে লক্ষ্য করে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আবদুল মুত্তালিবের সন্তান এইমাত্র নায্‌র ইব্‌ন হারিসকে নির্বাক করে দিয়েছে। মুহাম্মদ দাবি করে বলে : আমরা এবং আমরা যাদের উপাসনা করি, সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হব। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবা'রী বলল : দেখ আমি যদি তাকে পেতাম, তবে নির্ঘাত হারিয়ে দিতাম। তোমরা গিয়ে মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরই ইবাদত করা হয়, সকলেই কি উপাসকদের সাথে জাহান্নামী হবে? আমরা তো ফেরেশতাদেরও উপাসনা করি। অনুরূপ ইয়াহূদীরা হযরত উযায়র (আ)-এর এবং নাসারা সম্প্রদায় 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর পূজা করে। এ উত্তর শুনে ওয়ালীদ এবং মজলিসের অন্যরা খুবই খুশি হল। তারা ভাবল, ইব্‌ন যাবা'রীর এ প্রতিউত্তরে মুহাম্মদ (সা)-এর পরাজয় অনিবার্য। তার এ উক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উত্থাপন করা হল। তিনি বললেন : আল্লাহ্ ছাড়া আর যে-কেউ এটা ভালবাসে যে তার উপাসনা করা হোক, সে অবশ্যই উপাসকের সাথে জাহান্নামী হবে। তারা তো কেবল শয়তানদেরই পূজা করে। আর করে তাদের পূজা, যারা তাদের উপাসনা করতে বলে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ - لاَ يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ -

"যাদের জন্য আমার নিকট হতে আগে থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদের তা থেকে দূরে রাখা হবে। তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেথায় তারা তাদের মন যা চায়, চিরকাল তা ভোগ করবে।" (২১ : ১০১-১০২)

এ আয়াতে 'ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ) ও উযায়র (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। অনুরূপ সেইসব ইয়াহূদী ধর্মশাস্ত্রবিদ (আহবার) ও খ্রিস্টান ধর্মযাজক (রাহিব)-ও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে জীবন নির্বাহ করেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালের বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্থলে রব ঠাউরে নিয়েছে এবং তাদের পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়েছে।

তারা বলত : তারা ফেরেশতাদের পূজা করে এবং ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ নাযিল করেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ - لاَ يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ... وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ -

"তারা বলে,'দয়াময় (আল্লাহ্) সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমি-ই ইলাহ্ তিনি (আল্লাহ্) ব্যতীত', তাকে আমি প্রতিফল দেব জাহান্নাম; এভাবেই আমি যালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।" (২১ : ২৬-২৯)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবা'রী-এর এ উক্তি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এরও পূজা-অর্চনা করা হয়, যা শুনে ওয়ালীদ ও উপস্থিত শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে এটাকে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ -

"যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।" (৪৩ : ৫৭)

তারপর 'ঈসা (আ) সম্পর্ক বলা হচ্ছে :

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ - وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ - وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ لاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

"সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।" (৪৩ : ৫৯-৬১)

وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, রুগ্নকে সুস্থ করা সহ যে সকল নিদর্শন আমি তার হাতে তুলে দিয়েছি, কিয়ামতের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য সেগুলো প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

আখনাস ইব্‌ন শারীক ও তার সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অপর একজন নির্যাতনকারী হচ্ছে আখনাস ইব্‌ন শারীক ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন ওয়াহব সাকাফী। সে ছিল যুহরা গোত্রের মিত্র এবং স্বগোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। গোত্রের সকলে তার কথা শুনত। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দা করে বেড়াত এবং তাঁর প্রচার খণ্ডন করত। আল্লাহ্ তা'আলা তার সম্পর্কে— وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ হতে زَنِيمٍ পর্যন্ত সূরা কালামের এ আয়াতগুলো নাযিল করেন।

অর্থ : "তুমি অনুসরণ কর না তার - যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়, যে কল্যাণকার্যে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।" (৬৮ : ১০-১৩)।

এখানে زَنِيمٍ শব্দটি জারজ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কারও পিতৃ-পরিচয় নিয়ে নিন্দা করেন না। বস্তুত এ বিশেষণ উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। الزَّنِيمِ। অর্থ যে নিজ বংশে অপরিচিত, তবে অন্য গোত্রের পরিচয়ে পরিচিত। জাহিলী যুগের কবি খাতীম তামীমীর কবিতায় আছে :

زَنِيمٍ تداعاه الرجال زيادة × كما زيد فى عرض الاديم الاكارع

"সে অন্য গোত্রের লোক, কিন্তু এ গোত্রের পরিচয়ে পরিচিতি। লোকে তাকে ফালতু বলেই জানে। সে যেন পায়ের তলার চামড়া, যাকে বাড়তি ধরে অন্য চামড়ার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়।"

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা এবং তার সম্পর্কে আল্লাহ্ যা নাযিল করেন

অন্য একজন নির্যাতনকারী হচ্ছে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা। সে বলত, মুহাম্মদের প্রতি ওহী নাযিল হবে, আর আমি বাদ যাব; যেখানে আমি কুরায়শ গোত্রের একজন সরদার ও সর্বজনমান্য নেতা ? কিংবা অপসন্দ করা হবে সাকীফ গোত্রের অধিপতি আবূ মাসঊদ 'আমর ইব্‌ন 'উমায়রকে? আমরা দু'জন হচ্ছি মক্কা ও তায়ফের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ হতে مِمَّا يَجْمَعُوْنَ পর্যন্ত সূরা যুখরুফের এ আয়াত দু'টি নাযিল করেন।

অর্থ : "এবং এরা বলে, 'এই। কুরআন কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর ? এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে ? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতম।" (৪৩ : ৩১-৩২)

উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ ও উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আয়ত এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ যা নাযিল করেন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অপর দুজন নির্যাতনকারী ব্যক্তি হচ্ছে—উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ও 'উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আয়ত। তারা ছিল একে

অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একবার 'উক্‌বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসে বসে তাঁর কথা শুনেছিল। একথা উবায়-এর কানে পৌছায়। সে তখন 'উক্‌বার কাছে এসে বলল : আমি কি শুনিনি, তুমি মুহাম্মদের সাথ ওঠাবসা কর এবং তার কথা শোন ? আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি, তবে আমার জন্য তোমার চেহারা দেখা হারাম। সে একটা কঠিন শপথ করে বলল : যদি তুমি তাঁর কাছে বস, বা তাঁর কথা শোন, তবে তাঁর মুখে থুথু মেরে আসতে হবে। আল্লাহ্‌র দুশমন 'উক্‌বা এ ঘৃণ্য কাজটি সম্পন্ন করে। আল্লাহ্ তাকে লা'নত করুন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً ۔ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً – لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً ۔

"যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, 'দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছাবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।" (২৫ : ২৭-২৯)

একদিন উবায় ইব্‌ন খাল্‌ফ একখণ্ড জরাজীর্ণ হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হল। সে বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'আলা এই ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিকেও পূনরুজ্জীবিত করবেন ? এই বলে সে অস্থিটিকে হাতের মাঝে গুড়োগুড়ো করে ফেলল এবং তা ফুঁ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে উড়িয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ, আমি তাই বলি। আল্লাহ্ তা'আলা এর পুনরুত্থান ঘটাবেন এবং তোমারও এরূপ অবস্থা হওয়ার পর আল্লাহ তোমাকেও পুনরায় জীবিত করে তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ – قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ – الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ –

"এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পঁচে গলে যাবে ?' বল, 'তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।' তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত কর।" (৩৬ : ৭৮-৮০)

সূরা কাফিরূনের শানে নুযূল

একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বার তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ ও আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সাহমী তাঁকে ঘিরে ধরল। তারা ছিল নিজ নিজ গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তি। তারা

বলল, হে মুহাম্মদ! আচ্ছা এসো, আমরা তাঁর ইবাদত করি, যাঁর ইবাদত তুমি কর এবং তুমিও তাদের ইবাদত কর, যাদের ইবাদত আমরা করি। এভাবে তুমি এবং আমরা একে অন্যের দীনে শরীক হয়ে যাই। যদি আমাদের উপাস্যদের চেয়ে তোমার উপাস্য উত্তম হন, তবে আমরা তার ইবাদত করে ধন্য হব, আর যদি তোমার উপাস্য অপেক্ষা আমাদের উপাস্যগণ শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তাদের পূজা করে তুমিও ধন্য হবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ - لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ - وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ - وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ - وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ - لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ -

"বলুন, 'হে কাফিররা! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি আর আমিও ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।" (১০৯ : ১-৬)।

অর্থাৎ আমি তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের পূজা না করলে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে না এটাই যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাহলে আমার তোমাদের এ ধরনের পূজার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের দীন তোমাদেরই জন্য এবং আমার জন্য আমার দীন।

আবূ জাহ্ল এবং আল্লাহ্ তার সম্পর্কে যা নাযিল করেন

আবূ জাহ্ল ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম উৎপীড়নকারী। আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাক্কুম বৃক্ষের উল্লেখ করে কাফিরদের ভয় দেখালেন, তখন আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের যে যাক্কুম বৃক্ষের ভয় দেখাচ্ছে, তা কি, জান? তারা বলল : না। সে বলল : তা হচ্ছে মদীনার 'আজওয়া' খেজুর, যা মাখন সহকারে খাওয়া যায়। আল্লাহ্র কসম! আমরা যদি মদীনায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তা হলে এ খেজুর পেটপুরে খাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ - طَعَامُ الْاَثِيْمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ - كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ -

"নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে—পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত; তা তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত।" (৪৪ : ৪৩-৪৬)

অর্থাৎ সে যা বলছে, যাক্কুম বৃক্ষ তা নয় মোটেই।

ইব্ন হিশাম বলেন : المهل। অর্থ যে কোন গলিত দ্রব্য, যথা তামা, সিসা ইত্যাদি। আবূ 'উবায়দা এরূপই বলেছেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) المهل-এর যেভাবে ব্যাখ্যা করেন

হাসান বসরী (র)-এর সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) কূফায় 'উমর ফারূক (রা)-এর পক্ষ হতে খাজাঞ্চীর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তাঁর

নির্দেশে রূপা গলানো হল। সে উত্তপ্ত গলিত রূপা হতে বিচিত্র রং বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : দরজায় কেউ আছে কি ? লোকেরা বলল : আছে। তিনি বললেন : তাদের ভিতরে আসতে বল। তারা এলে পরে তিনি বললেন : এই যে গলিত তপ্ত রূপা দেখছ, এটা হচ্ছে المهل-এর একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত। কোন কবি বলেন :

يسقيه ربى حميم المحل يجرعه × يشوى الوجوه فى بطنه صهر -

"আমার রব তাকে গলিত ধাতুর ন্যায় উত্তপ্ত পানীয় পান করাবেন, সে তা অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে। সে পানীয় তার মুখমণ্ডল ঝলসে দেবে এবং তার পেটের ভেতর টগবগ করে ফুটবে।"

অন্য মতে المهل অর্থ দেহের গলিত পুঁজ।

আবূ বকর (রা)-এর উক্তি দ্বারা المهل-এর ব্যাখ্যা

বর্ণিত আছে যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মৃত্যু সন্নিকট হলে তিনি তাঁর কাফনের জন্য দু'খানি পুরাতন ব্যবহৃত কাপড় ধুয়ে রাখতে বললেন। 'আয়েশা (রা) বললেন : আব্বা! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তো এত দুরাবস্থায় রাখেন নি। কাজেই কাফনের জন্য নতুন কাপড় কিনে নিলেই হয়। তিনি বললেন : এ দেহ তো ক্ষণিকের জন্য, শেষ পর্যন্ত তো এটা গলিত পুঁজে পরিণত হবে। কোন কবি বলেন :

شاب بالماء منه مهلا كريها × ثم عل المتون بعد النهار -

"তার পূঁতিগন্ধময় পুঁজ পানির সাথে মিশে গেছে, ঐ গলিত পুঁজে তার পিঠ বার বার সিক্ত হয়েছে।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ জাহ্লের উক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيْرًا -

"কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।" (১৭ : ৬০)

ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) ও তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা আবাসা

একদা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথে কথা বলছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের এই আলাপ-আলোচনার মাঝখানেই অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) সেখানে হাযির হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন এবং তাঁকে কুরআন শিখিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তাঁর এ আচরণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিরক্তবোধ করলেন এবং বেজার হলেন। কারণ ওয়ালীদের ইসলাম গ্রহণে আশাবাদী হয়ে তিনি তার প্রতি মনোসংযোগ

করেছিলেন। ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের কারণে তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছিল। এভাবে যখন তিনি বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, তখন তিনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং উপেক্ষা করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى হতে فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ পর্যন্ত সূরা 'আবাসা-এর এ আয়াতগুলো নাযিল করেন।

অর্থ : "তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি আসল। আপনি কেমন করে জানবেন—সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না, আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। অন্যপক্ষে যে আপনার নিকট ছুটে আসল, আর সে সশংকচিত্ত, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন; না, এ আচরণ অনুচিত, এ তো উপদেশ–বাণী; যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে। এটা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র।" (৮০ : ১-১৪)

অর্থাৎ হে নবী! আমি তো আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। বিশেষ কারও জন্য আপনি প্রেরিত নন। কাজেই যে হিদায়াত পেতে ইচ্ছুক, তাকে বঞ্চিত করবেন না এবং এ ব্যাপারে যার আগ্রহ নেই, তার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দেবেন না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) ছিলেন 'আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের লোক। আসল নাম 'আবদুল্লাহ্, কারও মতে 'আমর।

মক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে আবিসিনিয়া (হাবশা) হতে যাঁরা প্রত্যাবর্তন করেন

আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবিসিনিয়ার হিজরতকারী সাহাবায়ে কিরামের কাছে খবর পৌঁছল যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ফলে তাঁরা সাথে-সাথেই মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন কিন্তু মক্কার কাছাকাছি পৌঁছতেই তাঁরা জানতে পারলেন যে, খবরটি গুজবমাত্র। সুতরাং মক্কাবাসীদের কারো আশ্রয় গ্রহণ কিংবা আত্মগোপন ছাড়া তাঁদের কেউ মক্কায় প্রবেশ করলেন না।

এভাবে যারা মক্কায় প্রবেশ করেন, তাঁদের কতক তো মদীনায় হিজরত পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করতে থাকেন। এরপর তাঁরা মদীনায় হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বদর ও উহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে যোগদান করেন। কতক হিজরতের ইচ্ছা প্রকাশ করলে মক্কাবাসীরা তাঁদের আটকে রাখে। ফলে বদর ও উহুদ যুদ্ধে তাঁরা শরীক থাকতে পারেন নি। আবার কতিপয় সাহাবীর মক্কাতেই ইন্তিকাল হয়ে যায়।

সর্বমোট তেত্রিশজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা সাহাবী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নিম্নে তাঁদের পরিচয়

বনূ আব্‌দ শামস ও তাঁদের মিত্রদের পরিচয়

(১) উসমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন 'আব্‌দ শামস (রা); (২) উসমান (রা)-এর স্ত্রী-রাসূল (সা) তনয় রুকাইয়া (রা); (৩) আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন 'উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন 'আব্‌দ শামস (রা); (৪) তাঁর স্ত্রী সাহ্‌লার বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (রা); (৫) এ গোত্রেরই মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ ইব্‌ন রিআব (রা)।

বনূ নাওফালের

(৬) উত্‌বা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান (রা)। ইনি বনূ-নাওফাল ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফের মিত্র এবং কায়স ইব্‌ন আয়লান গোত্রের লোক।

বনূ আসাদের

(৭) যুবায়র (রা) ইব্‌ন 'আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ। ইনি আসাদ ইব্‌ন 'আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই গোত্রের লোক।

বনূ আবদুদ্দারের

(৮) মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার (রা) ও (৯) সুওয়ায়বাত ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হারমালা (রা)।

বনূ আবদ ইব্‌ন কুসাই-এর

(১০) তুলায়ব ইব্‌ন 'উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন 'আব্‌দ (রা)।

যুহরা ইব্‌ন কিলাব গোত্রের

(১১) আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন 'আব্‌দ 'আওফ ইব্‌ন 'আব্‌দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহ্‌রা (রা) এবং এ গোত্রের মিত্র (১২) মিকদাদ ইব্‌ন 'আম্‌র (রা) ও (১৩) 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)।

বনূ মাখযূমের

(১৪) আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন মাখযূম (রা) ও তাঁর স্ত্রী (১৫) উম্মু সালামা বিন্‌ত আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা (রা); (১৬) শাম্মাস ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন শারীদ সুওয়ায়দ ইব্‌ন হারমী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মাখযূম (রা); (১৭) সালামা ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা (রা), যাকে তাঁর চাচা মক্কায় আটকে রাখেন। ফলে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি শরীক হতে পারেন নি। (১৮) আইয়াশ ইব্‌ন আবূ

রবী'আ ইব্ন মুগীরা (রা)। তিনি হিজরত করে মদীনায় যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বৈপিত্রেয় **ভাই** আবূ জাহ্‌ল ইব্ন হিশাম ও হারিস ইব্ন হিশাম তাকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে আটক করে **রাখে**। এরপর বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় হিজরত কতে সক্ষম হন।

আবূ সালামা (রা), শাম্মাস (রা), সালামা ইব্ন হিশাম (রা) ও আয়াশ (রা) ছিলেন মাখযূম ইব্ন ইয়াক্‌যা গোত্রের লোক।

(১৯) এ গোত্রেরই মিত্র 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) ও (২০) মু'আত্তিব ইব্ন 'আওফ ইব্ন 'আমির ইব্ন খুযা'আ (রা)। অবশ্য আম্মার (রা) হাবশায় গিয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

বনূ জুমাহ ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'বের

(২১) উসমান ইব্ন মায'উন ইব্ন হাবীব ইব্ন ওয়াহব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ্ (রা) ও তাঁর পুত্র (২২) সায়িব ইব্ন উসমান (রা); (২৩) কুদামা ইব্ন মাযঊন (রা) ও (২৪) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাযঊন (রা)।

বনূ সাহমের

(২৫) খুনায়স ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন 'আদী (রা); (২৬) হিশাম ইব্ন 'আস ইব্ন ওয়ায়ল (রা)। এঁরা দু'জন বনূ সাহম ইব্ন 'আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব গোত্রের লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পর হিশাম মক্কায় আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় আগমন করতে সক্ষম হন।

বনূ আদীর

(২৭) বনূ 'আদী ইব্ন কা'ব গোত্রের মিত্র 'আমির ইব্ন রবী'আ (রা) ও তাঁর স্ত্রী (২৮) লায়লা বিন্ত আবী হাসমা ইব্ন হুযাফা ইব্ন গানিম।

বনূ আমির ইব্ন লুআঈ এবং তাদের মিত্রদের মধ্যে

(২৯) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাখরামা ইব্ন 'আবদুল উয্‌যা ইব্ন আবূ কায়স (রা); (৩০) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন 'আমর (রা); তিনি কাফিরদের হাতে আটকা পড়ে যান, যে কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করতে পারেন নি। এরপর বদর যুদ্ধে তিনি কুরায়শদের সাথে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং এক সুযোগে তাদের থেকে কেটে পড়েন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধে শরীক হন।

(৩১) আবু সাব্‌রা ইব্ন আবূ রুহ্‌ম ইব্ন 'আবদুল উয্‌যা (রা); (৩২) তাঁর স্ত্রী উম্মু কুলসুম বিন্ত সুহায়ল ইব্ন আমর (রা); (৩৩) সাকরান ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আব্‌দ শাম্‌স (রা); (৩৪) তাঁর স্ত্রী সাওদা বিন্ত যাম'আ ইব্ন কায়স (রা)। সাকরান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিধবা

পত্নী সাওদা (রা)-কে উম্মুল মু'মিনীনরূপে গ্রহণ করেন। (৩৫) উক্ত গোত্রের মিত্রদের মধ্যে ছিলেন সা'দ ইব্ন খাওলা (রা)।

বনূ হারিস

(৩৬) আবূ 'উবায়দা ইব্ন জার্‌রাহ (রা); তাঁর আসল নাম 'আমির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জার্‌রাহ ; (৩৭) 'আমর ইব্ন হারিস ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ শাদ্দাদ (রা); (৩৮) সুহায়ল ইব্ন বায়যা (রা); অর্থাৎ সুহায়ল ইব্ন ওয়াহব ইব্ন রবী'আ ইব্ন হিলাল; (৩৯) 'আমর ইব্ন আবূ সার্‌হ ইব্ন রবী'আ ইব্ন হিলাল।

এই মোট তেত্রিশজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা সর্বমোট ৩৯ জন সাহাবী আবিসিনিয়া হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

যাঁরা অন্যের আশ্রয়ে প্রবেশ করেন তাঁদের পরিচয়

এঁদের মধ্যে যারা অন্যের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আমরা তাদের নাম পেয়েছি নিম্নরূপ :

'উসমান ইব্ন মায'উন ইব্ন হাবীব জুমাহী (রা)। যিনি ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

আবূ সালামা ইব্ন 'আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর ইব্ন মাখযূম (রা)। তিনি তাঁর মামা আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন বার্‌রা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব।

উসমান ইব্ন মায'উন (রা) কর্তৃক ওয়ালীদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যান

দীনী ভাইদের দুঃখ-কষ্টে তাঁর মর্মযাতনা ও লাবীদের মজলিসে উদ্ভূত ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : সালিহ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন এমন এক ব্যক্তির সূত্রে, যিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন উসমান ইব্ন মায'উন (রা)-এর থেকে, 'উসমান (রা) বলেন : তিনি যখন দেখলেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্য সাহাবীগণ কাফিরদের হাতে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন, আর তিনি নিজে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার আশ্রয়ে নিরাপদে চলাফেরা করছেন, তখন তিনি বললেন : আমার সঙ্গী-সাথী ও দীনী ভাইয়েরা আল্লাহ্‌র রাহে এরূপ উৎপীড়িত হবে, আর আমি একজন মুশরিকের আশ্রয়ে সে উৎপীড়ন থেকে বেঁচে থাকব এবং নিরাপদে তাদের সামনে ঘুরে বেড়াব—আল্লাহ্ কসম! এটা আমার জন্য এক বিরাট ত্রুটি। এই বলে তিনি ওয়ালীদের কাছে চলে গেলেন এবং তাকে বললেন : হে আবূ 'আব্‌দ শাম্‌স! তুমি তোমার যিম্মাদারী পূর্ণ করেছ। আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। ওয়ালীদ বলল : কেন

ভাতিজা! আমার কওমের কেউ তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছে কি? তিনি বললেন : না, বরং আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয়ই বেছে নিচ্ছি। তাঁর আশ্রয় ভিন্ন অন্যের আশ্রয়ে আমি থাকতে চাই না। তখন ওয়ালীদ বলল : তা হলে তুমি মসজিদুল হারামে চল। সেখানে তুমি প্রকাশ্যে আমার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান কর, যেমন আমি প্রকাশ্যে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেমতে তারা উভয়ে মসজিদে চলে গেলেন। ওয়ালীদ সকলকে লক্ষ্য করে বলল : এই যে 'উসমান ইব্‌ন মায'উন—সে আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিতে এসেছে। তখন 'উসমান (রা) বললেন : হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। আমি তাকে ওয়াদা পালনকারী এবং একজন উত্তম আশ্রয়দাতা পেয়েছি। তবে আমি আল্লাহ্ ভিন্ন আর কারও আশ্রয়ে থাকতে চাই না। তাই তার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করছি। এই বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তখন কবি লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন কিলাব কুরায়শদের একটি মজলিসে তাদের কবিতা শোনাচ্ছিলেন। 'উসমান (রা) সেখানে গিয়ে তাদের সাথে বসে পড়লেন। লাবীদ আবৃত্তি করলেন :

الا كل شيئ ما خلا الله باطل

"শোন, আল্লাহ্ ছাড়া আর সবই মিথ্যা।"

'উসমান (রা) বললেন : তুমি ঠিক বলেছ।

লাবীদ তার পরবর্তী চরণ উচ্চারণ করলেন :

وكل نعيم لا محالة زائل

"যা কিছু ঐশ্বর্য, সবই অনিবার্য ধ্বংসশীল।"

'উসমান (রা) বললেন : তোমার কথা মিথ্যা। জান্নাতের নি'আমত কখনই ধ্বংস হবে না।

এ কথা শুনে লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের মজলিসে বসে কেউ কখনও কষ্ট পেত না। তা এই অনাসৃষ্টি তোমাদের মাঝে কবে থেকে শুরু হল? এক ব্যক্তি উত্তর দিল, ও একটা আহমক, তার দলে এরূপ আরও কিছু বেওকুফ আছে, তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছে। কাজেই আপনি ওর কথায় মনে কিছু নেবেন না। উসমান (রা) তার কথার প্রতিবাদ করলেন। ফলে উভয়ের মাঝে বাদানুবাদ বাড়তে থাকল। এক পর্যায়ে সে লোকটি উঠে 'উসমান (রা)-এর চোখে এমন জোরে চড় মারল যে, তাঁর চোখটি নষ্ট হয়ে গেল। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কাছে বসে তাঁর এ অবস্থা লক্ষ্য করছিল। সে বলল : হে ভাতিজা! আল্লাহ্‌র কসম, তোমার চোখের এ অবস্থা নাও হতে পারত। তুমি তো এক সুরক্ষিত আশ্রয়ে ছিলে। উসমান (রা) বললেন : তুমি উল্টো বলেছ, বরং আমার ভাল চোখটির জন্যও প্রয়োজন আল্লাহ্‌র পথে অপর চোখটির যা হয়েছে, অনুরূপ হওয়া। আমি যার আশ্রয়ে আছি, তিনি হে আব্‌দ শামস্! তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক ক্ষমতাবান।

ওয়ালীদ বলল : ভাতিজা, ইচ্ছা হলে এসো, পুনরায় আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। তিনি বললেন : আমার প্রয়োজন নেই।

আবূ সালামা (রা)-এর আশ্রয় নেওয়া প্রসঙ্গে

আবূ সালামাকে আশ্রয় দানের কারণে আবূ তালিবের প্রতি মুশরিকদের চাপ, আবূ লাহাবের প্রতিবাদ ও আবূ তালিবের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরূপ আরেকজন হচ্ছেন আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ, তাঁর সম্পর্কে আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) আমার কাছে সালামা ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন : আবূ সালামা (রা) যখন আবূ তালিবের আশ্রয় লাভ করলেন, তখন বনূ মাখযূমের কতিপয় লোক তার সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা তাকে বলল : হে আবূ তালিব। আপনি নিজ ভাতিজা মুহাম্মদকে আমাদের থেকে আগলে রেখেছেন। এখন আবার আমাদের লোককে আমাদের থেকে ছায়া দিচ্ছেন কোন অধিকারে ?

আবূ তালিব বললেন : সে আমার ভাগিনেয়। আমার আশ্রয় চেয়েছে। আমি যদি ভাগিনাকে রক্ষা করার অধিকার না রাখি, তবে ভাতিজাকেও রক্ষা করতে পারি না।

তখন আবূ লাহাব উঠে বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এই প্রবীণের সাথে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। তিনি নিজ খান্দানের একজনকে আশ্রয় দিলেও তোমরা তার সাথে বাড়াবাড়ি করছ। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এসব থেকে বিরত না হলে, আমি সব কিছুতে তাঁর সঙ্গে থাকব। তার ইচ্ছা পূরণে আমি তার সর্বপ্রকার সহযোগিতা করব।

এ কথা শুনে তারা বলল : না, হে আবূ উত্‌বা! আপনি যা পসন্দ করেন না, আমরা তা এড়িয়ে চলব।

বলা বাহুল্য, আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের এক মযবূত খুঁটি ও সহায়ক শক্তি ছিল। তাই তারা তাকে আর বিরক্ত না করে সে অবস্থাতেই থাকতে দিল।

আবূ লাহাবের কথা শুনে আবূ তালিবের মনে একটু আশার সঞ্চার হল। তিনি ভাবলেন, হয়ত সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে। তিনি এ ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবিতা আবৃত্তি করলেন :

وان امرأ ابو عتيبة عمه × لفى روضة ما ان يسام المظالما

যার চাচা আবূ উতায়বা, নিশ্চয়ই সে অবস্থান করে এমন এক সম্মানজনক স্থানে, যেখানে যুলুমের আচরণ অকল্পনীয়।

اقول له واين منه نصيحتى × ابا معتب ثبت سوادك قائما

আমি তাকে বলি, হে আবূ মুআত্তাব! নিজ দল আরও সুসংগঠিত কর। কিন্তু আমার উপদেশ কোথায় আর সে কোথায়!

لا تقبلن الدهر ماعشت خطة × تسب بها اما هبطت المواسما

দুনিয়াতে যতদিন তুমি জীবিত থাকবে ততদিন তুমি এমন কিছুই গ্রহণ করবে না, যার কারণে জাতীয় সভা-সমিতিতে যোগদান করলে তোমাকে নিন্দা কুড়াতে হয়।

وول سبيل العجز غيرك منهم × فانك لم تخلق على العجز لازما

অপরাগতার পথ পরিহার কর, সে পথ তো অন্যদের। কেননা এটা নিশ্চিত যে, কোনরূপ দুর্বলতার উপর তোমার জন্ম হয়নি।

وحارب فان الحرب نصف ولن ترى × اخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما

যুদ্ধরত থাক, যুদ্ধই ন্যায়দণ্ড। যুদ্ধপ্রিয়কে তুমি দেখবে না কখনও অবনমিত, যতক্ষণ না লোক তার কাছে সন্ধিপ্রার্থী হয়।

وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة - ولم يخذلوك غانما او مغارما

কি করে তুমি স্বগোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, অথচ তারা তোমার সাথে কোন গুরুতর অপরাধ করেনি, আর তারা জয়-পরাজয় কোন অবস্থাতেই তোমার সঙ্গ ছাড়েনি।

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا × وتيما ومخزوما عقوقا وماثما

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে বনূ আব্দ শামস্, বনূ নাওফল, বনূ তায়ম ও বনূ মাখযূমকে তাদের হঠকারিতা ও অপরাধের বদলা দিন।

يتفريقهم من بعد ودو الفة × جما عتنا كيما ينالوا المحارما

তারা নিষিদ্ধ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিতে ফাটল ধরিয়েছে।

كذبتم وبيت الله نبزى محمدا × ولما تروا يوما لدى الشعب قائما

বায়তুল্লাহ্‌র কসম! তোমরা মিথ্যা বলেছ যে, আমাদের থেকে মুহাম্মদকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, অথচ এখনও তোমরা এ গিরিসংকটের পাশে (যুদ্ধের) অন্ধকার দিন দেখনি।

আবূ বকর (রা) কর্তৃক ইব্‌ন দুগুন্নার আশ্রয় গ্রহণ এবং পরে তা প্রত্যাখ্যান

ইব্‌ন দুগুন্না যে কারণে আবূ বকর (রা)-কে আশ্রয় দেয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র) উরওয়া (র)-এর সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আবূ বকর (রা)-এর জন্য যখন মক্কার যমীন সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাঁর উপর নানা রকম উৎপীড়ন চলল এবং সেই সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর অন্য সাহাবীদের প্রতি কুরায়শদের নির্মম যুলুম-অত্যাচার দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। এরপর আবূ বকর (রা) মক্কা ছেড়ে রওয়ানা হলেন। যখন মক্কা হতে এক বা দু'দিনের পথ অতিক্রম করে গেলেন, তখন ইব্‌ন দুগুন্নার সাথে পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাৎ হল।

ইব্‌ন দুগুন্না ছিল হারিস ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানা গোত্রের লোক এবং সে সময়কার আহাবীশ (সম্মিলিত গোত্র)-এর নেতা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আহাবীশ হচ্ছে বনূ হারিস ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানা, হূন ইব্‌ন খুযায়মা ইব্‌ন মুদরিকা গোত্র এবং খুযাআ গোত্রের বনূ মুসতালিক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ গোত্রদ্বয় পরস্পর মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল বলে তাদের নাম আহাবীশ। কারণ মক্কার নিম্ন এলাকায় আহবাশ নামক স্থানে এ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল।

ইব্‌ন দুগুন্নাকে ইব্‌ন দুগায়নাও বলা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইমাম যুহ্‌রী (র) 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইব্‌ন দুগুন্না তাঁকে বলল : হে আবূ বকর কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি বললেন : আমার সম্প্রদায় আমাকে কষ্ট দিয়ে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। তারা আমাকে নানা রকম কষ্ট দিয়েছে এবং মক্কার যমীনকে আমার জন্য সংকীর্ণ করে দিয়েছে।

ইব্‌ন দুগুন্না জিজ্ঞেস করল : এর কারণ ? আল্লাহ্‌র কসম! আপনি বংশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। আপনি বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করেন। আপনি একজন সৎকর্ম-পরায়ণ মানুষ। আপনি নিঃস্বের হাতে অর্থ যোগান (বা আপনি অন্যকে শ্রেষ্ঠতম বস্তু কিংবা অন্যের কাছে যা নেই, তা তাকে দান করেন)। অতএব আপনি ফিরে যান। আমি আপনার নিরাপত্তার যিম্মাদারী গ্রহণ করলাম।

তখন আবূ বকর (রা) ইব্‌ন দুগুন্নার সাথে ফিরে আসলেন, তারা মক্কায় পৌঁছার পর ইব্‌ন দুগুন্না ঘোষণা করল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি আবূ কুহাফার পুত্রকে নিরাপত্তা দিয়েছি। কাজেই কেউ যেন তার সাথে ভাল ছাড়া কোনরূপ মন্দ ব্যবহার না করে। 'আয়েশা (রা) বলেন : এর ফলে কুরায়শরা তাঁর সাথে সংযত আচরণ করতে থাকে।

আবূ বকর (রা) কর্তৃক ইব্‌ন দুগুন্নার আশ্রয় প্রত্যাখ্যানের কারণ

আয়েশা (রা) বলেন : বনূ জুমাহ্ গোত্রে নিজ বাড়ির সামনে আবূ বকর (রা)-এর একটি মসজিদ ছিল। তিনি সেখানে সালাত আদায় করতেন। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি কুরআন তিলাওয়াতকালে কাঁদতেন। শিশু, গোলাম ও নারীরা আশ্চর্য হয়ে তাঁর সে অবস্থা দেখত। এটা কুরায়শদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তারা ইব্‌ন দুগুন্নার কাছে গিয়ে বলল : হে ইব্‌ন দুগুন্না ! আপনি তো এই লোকটিকে এজন্য নিরাপত্তা দেননি যে, সে আমাদের জ্বালাতন করবে। সে সালাতে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয় বলে কথিত, তা পাঠ করে; আর বিগলিত হয়ে কাঁদে। তার সে অবস্থা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। আমাদের আশংকা হয়, পাছে সে আমাদের নারী, শিশু ও দুর্বল চিত্তের লোকগুলোকে নিজ দলে ভিড়িয়ে ফেলে। আপনি তার কাছে গিয়ে বলুন, সে যেন নিজ গৃহে চলে যায় এবং সেখানে বসে যা ইচ্ছা তাই করে।

ইব্‌ন দুগুন্না আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হল। সে তাকে বলল : হে আবূ বকর! আপনি নিজ সম্প্রদায়কে অতিষ্ঠ করবেন বলে তো আপনাকে আশ্রয় দেইনি। আপনার বর্তমান অবস্থায় তারা উদ্বিগ্ন, এতে তারা পীড়াবোধ করছে। কাজেই আপনি বাড়ির ভেতর চলে যান এবং সেখানে বসে যা ইচ্ছা তাই করুন।

আবূ বকর (রা) উত্তর দিলেন : তার চেয়ে আমি তোমার নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা গ্রহণ করা পসন্দ করছি। সে বলল : তবে আপনি তাই করুন! আবূ বকর (রা) বললেন : আমি তোমার দেওয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলাম।

'আয়েশা (রা) বলেন : তখন ইব্‌ন দুগুন্না দাঁড়িয়ে বলল : হে কুরায়শ সম্প্রদায়। আবূ কুহাফার পুত্র আমার আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই তোমাদের লোক নিয়ে এখন তোমরা বোঝ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম তাঁর পিতা কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা আবূ বকর (রা) কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে জনৈক নির্বোধ কুরায়শ তাঁর পথ রোধ করল এবং তাঁর মাথায় ধুলো নিক্ষেপ করল। এ সময় ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কিংবা 'আস ইব্‌ন ওয়ায়ল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আবূ বকর (রা) তাকে বললেন : এই আহাম্মক আমার সাথে কি আচরণ করল, দেখলে ? তখন সে বলল : এটা তো তুমি নিজেই তোমার সাথে করেছ। রাবী বলেন, তখন আবূ বকর (রা) বলছিলেন : হে আমার রব! তুমিই কতই না সহনশীল। হে রব! তুমি কতই না সহনশীল! হে রব! তুমি কতই না সহনশীল।

চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ

চুক্তি বাতিলকরণে হিশাম ইব্‌ন আমরের কৃতিত্ব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে যে গিরিসংকটে অন্তরীণ করে রাখার জন্য কুরায়শরা চুক্তি সম্পাদন করেছিল, তারা সেখানে নির্বাসিত জীবন যাপন করে যাচ্ছিল। অবশেষে একদল কুরায়শ উক্ত চুক্তিপত্র বাতিল করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তাদের মধ্যে হিশাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হুবায়ব ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন জাযীমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল ইব্‌ন আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর কৃতিত্ব ছিল সব চাইতে বেশি। তিনি ছিলেন নাযলা ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফের বৈমাত্রেয় ভাই। এ কারণে তিনি বনূ হাশিমের সাথে সর্বদা আত্মীয়তা বজায় রেখে চলতেন। নিজ গোত্রের মাঝেও তার বিশেষ মর্যাদা ছিল।

হিশাম অবরুদ্ধ বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের কাছে গিরিসংকটে রাত্রিযোগে উট বোঝাই খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আসতেন। গিরিসংকটের মুখে পৌঁছেই তিনি উটের লাগাম খুলে ভিতরে হাঁকিয়ে দিতেন। আবার কখনও এভাবে উট বোঝাই কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতেন। মোটকথা, তিনি এরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে এ বিপদ মুহূর্তে তাদের সাহায্য করে যাচ্ছিলেন।

যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়াকে দলে ভেড়ানোর জন্য হিশামের চেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদিন তিনি যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূমের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। যুহায়র ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকার পুত্র। হিশাম তাকে বললেন : হে যুহায়র! তোমার কি এটা ভাল লাগে যে, তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে, ভাল কাপড়-চোপড় পরবে এবং স্ত্রী-পরিবারসহ মহাসুখে থাকবে, আর তোমার মাতুল গোষ্ঠী দুর্বিষহ বয়কটের মাঝে থাকেবে ? তারা থাকবে ক্রয়-বিক্রয় বর্জিত ও বিয়ে-শাদী-বঞ্চিত ? আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলতে পারি, তারা যদি আবূ জাহ্‌লের মাতুল-খান্দান হত, আর এরূপ বয়কটের জন্য তুমি তাকে আহ্বান করতে, তবে কস্মিনকালেও সে তোমার ডাকে সাড়া দিত না।

যুহায়র বললেন : আফসোস, হে হিশাম! আমি কি করতে পারি ? জানোই তো আমি একা মানুষ। আমার সাথে যদি একটি লোকও থাকত, তা হলে আমি চেষ্টা চালাতাম এবং চুক্তি বাতিল করেই ছাড়তাম। হিশাম বললেন : একজন লোক তোমার পক্ষে আছে। যুহায়র বললেন : সে কে ? তিনি বললেন : আমি। যুহায়র বললেন : দেখ তো তৃতীয় একজন পাওয়া যায় কি না ?

মুতঈম ইব্‌ন আদীকে দলে ভেড়ানো জন্য হিশামের প্রচেষ্টা

তখন হিশাম গিয়ে মুতঈম ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে বললেন : হে মুতঈম! তোমার কি এটা পসন্দ যে, তোমার চোখের সামনে 'আব্‌দ মানাফ গোত্রের দু'টি শাখা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তুমি তাতে কুরায়শদের সমর্থনে থাকবে ? শোন, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, তোমরা যদি কুরায়শদের এভাবে সুযোগ দিতে থাক, তা হলে তারা একদিন তোমাদের দিকে আরও দ্রুত অগ্রসর হবে। মুতঈম বললেন : আফসোস! আমি তো একা—কাজেই আমি কি করতে পারি ? হিশাম বললেন : তুমি একা নও, তোমার দাস আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কে সে ? হিশাম বললেন : আমি! মুতঈম বললেন : আমাদের জন্য তৃতীয় একজন খোঁজ কর। হিশাম বললেন : তাও পেয়েছি। মুতঈম জিজ্ঞেস করলেন : কে সে ? তিনি বললেন : যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া। মুতঈম বললেন : আমাদের জন্য চতুর্থ আরেকজনের অনুসন্ধান কর।

আবুল বাখতারীকে দলে ভেড়ানোর জন্য হিশামের চেষ্টা

এরপর হিশাম বাখতারী ইব্‌ন হিশামের কাছে গেলেন। তাকেও মুতঈম ইব্‌ন 'আদীর অনুরূপ বললেন। তিনি বললেন : আমাদের সমর্থন করবে এমন কেউ কি আছে? হিশাম বললেন : আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে আছে ? হিশাম বললেন : যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া, মুতঈম ইব্‌ন আদী ও আমি। তখন বাখতারী বললেন : দেখ পঞ্চম একজন পাওয়া যায় কিনা।

যাম'আকে দলে ভেড়ানোর জন্য হিশামের প্রচেষ্টা

হিশাম যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং এ বিষয়ে তার সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন। তিনি তাকে তাদের আত্মীয়তা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। তখন যাম'আ তাকে বললেন : এ কাজে আর কেউ আমাদের সহযোগিতা করবে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। এরপর উপরিউক্ত চার ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেন।

চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলার সংকল্প করলে হিশামের দল ও আবূ জাহ্‌লের মাঝে যা ঘটে

তারা মক্কার উঁচু দিকে হাজূন নামক স্থানের সূচনাভাগে একটি জায়গা ঠিক করে নিলেন যে, সেখানে তারা রাত্রিকালে গোপনে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করবেন। কথামত তাঁরা সেখানে একত্রিত হলেন এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, উক্ত অন্যায় চুক্তিপত্র রদ করার জন্য তারা জোর তৎপরতা চালাবেন। যতক্ষণ না তাঁরা সফলকাম হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

তখন যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া বললেন : আমিই তোমাদের আগে ভাগে থাকব এবং এ ব্যাপারে আমিই প্রথম কথা বলব।

পরদিন সকালে তারা নিজ-নিজ সভাস্থলগুলোর দিকে রওয়ানা হলেন। যুহায়র ইব্‌ন আবূ উমাইয়া অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে, প্রথমে সাতবার কা'বা শরীফের তাওয়াফ করলেন। এরপর লোকদের কাছে এসে এ মর্মে ভাষণ দিলেন যে, হে মক্কাবাসী! আমরা খেয়ে-পরে সুখে থাকব, আর বনূ হাশিম সমাজ-বর্জিত অবস্থায় ধ্বংস হবে, তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ থাকবে, এটা কি করে হতে পারে ? আল্লাহ্‌র কসম! এই সম্পর্ক নষ্টকারী অন্যায় চুক্তিপত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না।

তখন আবূ জাহ্‌ল মসজিদে হারামের এক কিনারায় বসা ছিল। সে বলল : তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম, ওটা ছেঁড়া যাবে না। যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ বললেন : বরং আল্লাহ্‌র কসম! তুমিই বড় মিথ্যাবাদী। আমরা শুরুতেই এ চুক্তিতে সম্মত ছিলাম না। আবুল বাখতারী বললেন : যাম'আ ঠিকই বলেছে, এতে যা লেখা হয়েছে, তাতে আমরা রাযী নই এবং আমরা তা স্বীকারও করি না। মুতঈম ইব্‌ন 'আদী বললেন : তোমরা দু'জনে সত্যই বলেছ। এর বিপরীত যে বলে, সে-ই মিথ্যুক। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই চুক্তির সাথে নিজেদের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। হিশাম ইব্‌ন 'আমরও তাদের সমর্থন করলেন। আবূ জাহ্‌ল এসব শুনে বলল : নিশ্চয়ই এটা রাতের অন্ধকারে স্থির করা হয়েছে এবং অন্য কোথাও বসে সলা-পরামর্শ করে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তখন আবূ তালিব মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। মুতঈম উঠে গিয়ে চুক্তিপত্রটি ছেঁড়ার জন্য নামিয়ে আনলেন। দেখা গেল তার باسمك اللهم (হে আল্লাহ! আপনার নামে আরম্ভ করছি) অংশটুকু ছাড়া, বাকি টুকু উইপোকা খেয়ে ফেলেছে।

চুক্তিপত্র লেখকের হাত অবশ হওয়া প্রসঙ্গে

এ চুক্তিনামাটি মানসুর ইবন ইকরিমা লিখেছিল। কথিত আছে যে, পরবর্তীকালে তার হাত অবশ হয়ে যায়।

চুক্তিপত্র কীটে খাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ দান ও পরবর্তী বৃত্তান্ত

ইব্ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ তালিবকে বলেছিলেন : হে চাচা! আমার রব কুরায়শদের চুক্তিনামা খেয়ে ফেলার জন্য উইপোকাকে ক্ষমতা দিয়েছেন। তার যত জায়গায় আল্লাহ্র নাম লেখা ছিল, তা বাদ দিয়ে তাদের যুলুম, আত্মীয়তা বিচ্ছেদ ও অপবাদমূলক যত কথা ছিল, তা উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। আবূ তালিব বললেন : তোমার রব কি তোমাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আবূ তালিব বললেন : তা হলে আল্লাহ্র কসম! কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। এই বলে তিনি কুরায়শদের কাছে চলে গেলেন।

তিনি বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমার ভাতিজা আমাকে এই এই সংবাদ দিয়েছে। কাজেই তোমরা এসে দেখ, তোমাদের চুক্তিপত্রের কি অবস্থা। তার সংবাদ যদি সঠিক হয়, তা হলে তোমরা আমাদের সাথে এই সম্পর্কচ্ছেদ পরিহার কর। আর তোমরা তোমাদের অবস্থান হতে সরে আস। পক্ষান্তরে তাঁর সংবাদ যদি সত্য না হয়, তবে আমি তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেব।

কুরায়শগণ বলল : আমরা এতে রাযী। তারা সকলে এ প্রস্তাবে একমত হল। অবশেষে চুক্তিপত্র নামিয়ে আনা হল। দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেওয়া খবর সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এতে তাদের হঠকারিতা আরও বেড়ে গেল। এ সময় কুরায়শের উপরিউক্ত দলটি চুক্তিনামাটি টুকরো টুকরো করে ফেলল।

চুক্তি ছিন্নকারীদের প্রশংসায় আবূ তালিবের কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : চুক্তিপত্রটি ছিন্ন করা হলে এবং তাতে যা লেখা ছিল তা বাতিল হয়ে গেলে, যারা এ চুক্তিনামা ছিন্ন করেন, আবূ তালিব তাঁদের প্রশংসায় এ কবিতা রচনা করেন :

الاهل اتى بحرينا صنع ربنا × على نايهم والله بالناس ارود

কে আছে এমন যে সুদূর সাগরের ওপারে অবস্থিত আমাদের ভাইদের কাছে পৌছে দেবে আমাদের রবের আচরণের কথা। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অতি মেহেরবান।

فيخبرهم ان الصحيفة مزقت × وان كل مالم يرضه الله مفسد

তাদের কাছে পৌছে দেবে এ বার্তা যে, চুক্তিপত্রটি ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্র মনঃপূত নয় এমন সবই ধ্বংস হতে বাধ্য।

تراوحها افك وسحر مجمع × ولم يلف سحر اخر الدهر يصعد

চুক্তিটি ছিল অপবাদ ও ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যায় পরিপূর্ণ, কিন্তু মিথ্যা কখনও স্থায়ী হয় না।

تداعى لها من ليس فيها بقرقر × فطائرها فى رأسها يتردد

এ চুক্তিপত্র সম্পাদনে এমন সব লোক একত্রিত হয়েছিল, যারা এতে পুরোপুরিভাবে একমত ছিল না। ফলে এ চুক্তির অশুভ পাখি তাদের মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছিল।

وكانت كفاء رقمة باثيمة × ليقطع منها ساعد ومقلد

বস্তুত চুক্তিপত্রের এ ব্যাপারটি ছিল এমন এক জঘন্য অপরাধ, যার বদলে সংশ্লিষ্ট সকলের হাত ও গর্দান কেটে ফেললেই উচিত বিচার হত।

ويظعن اهل المكتيين فيهربوا × فرايصهم من خسية الشرترعد

মক্কার উভয় পাশের লোকদের যখন পথিকেরা অতিক্রম করে, তখন তারা তাদের অনিষ্টের আশংকায় সেখান থেকে ভীত-প্রকম্পিত অবস্থায় দ্রুত পালিয়ে যায়।

ويترك حراث يقلب امره × ايتهم فيهم عند ذاك وينجد

আর উপার্জনকারীকে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অবকাশ দেওয়া হয় যে, সে তিহামার পথ ধরবে, না কি নজ্‌দের।

وتصعد بين الاخشبين كتيبة × لها حدج سهم وقوس ومرهد

আখশাবায়ন পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে উঠে আসে এমন এক বাহিনী, যার রয়েছে ঢের তিক্ত ফল–তীর, ধনূক আর তরবারি।

فمن ينش من حضار مكة عزه × فعزتنا فى بطن مكة اتلد

যদি এমন কেউ থাকে, যে মান–সম্মানের সাথে মক্কায় লালিত–পালিত হয়েছে; তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আমরা মক্কা উপত্যকায় পুরুষানুক্রমে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

نشانا بها والناس فيها قلائل × فبم ينفكك نزداد خيرا ونحمد

আমরা এখানে প্রতিপালিত হয়েছি, যখন এখানকার জনসংখ্যা ছিল সামান্য। এরপর আমরা দিন দিন কল্যাণপ্রাপ্ত হতে থাকি; আর আমাদের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ونطعم حتى يترك الناس فضلهم × اذا جعلت ايدى المفيضين ترعد

আমরা মানুষকে অন্নদান করতে থাকি, ফলে এক পর্যায়ে অন্য লোকদের মর্যাদা ম্লান হয়ে যায়। আমরা তখনও অন্নদান করি, যখন জুয়ার তীর তুলতে গিয়ে কেঁপে ওঠে প্রতিযোগীর হাত।

جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا × على ملايهدى لحزم ويرشد

আল্লাহ্ তা'আলা সেই দলটিকে উত্তম বদলা দান করুন, যারা হাজূন থেকে একের পর এক জনসমক্ষে এসে হাযির হয় এবং তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধির কথা শোনায় এবং সৎপথের সন্ধান দেয়।

قعودا لدى خطم الحجون كانهم × مقاولة بل هم اعز وامجد

তারা খাতমুল-হাজূন নামক স্থানে এমনভাবে বসে ছিলেন, যেন তারা রাজণ্যবর্গ। বস্তুত তারা ছিলেন সম্মানিত নেতাদের মধ্যে অতি মর্যাদাবান।

اعان عليها كل صقر كانه × اذا مامشى فى رفرف الدرع احرد

এতে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন, তারা প্রত্যেকে ছিলেন বাজপাখির মত। যখন তারা দীর্ঘ বর্ম পরিহিত অবস্থায় এগিয়ে চলতেন, তখন তারা ধীর পদক্ষেপে চলতেন।

جرى على جلى الخطوب كانه × شهاب بكفى قابس يتوقد

অনেক বড় বিপজ্জনক কাজেও তারা সাহসিকতার পরিচয় দেন, তারা যেন এক-একটা অগ্নিশিখা, যা অগ্নি গ্রহণকারীর হাতে দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে।

من الاكرمين من لؤى بن غالب × اذا سيم خسفا وجهه يتربد

তারা লুআঈ ইব্‌ন গালিবের বংশধরদের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাবান, যখন তদের সাথে কোন অবমাননাকর আচরণ করা হয়, তখন তাদের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

طويل النجاد خارج نصف ساقه × على وجهه يسقى الغمام ويسعد

তারা দীর্ঘ দেহের অধিকারী, তাদের পায়ের অর্ধেক পরিধেয় বস্ত্রের বাইরে থেকে যায়। তাদের চেহারার বদৌলতে মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং নিজেকে ধন্য মনে করে।

عظيم الرماد سيد وابن سيد × يحض على مقعرى الضيوف ويحشد

তারা দানবীর, জননেতা এবং নেতার সন্তান, তারা অন্যকেও অতিথি আপ্যায়নে উৎসাহিত করে এবং নিজেরাও এ উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করে।

بينى لابناء العشيرة صالحا × اذا نحن طفنا فى البلاد ويمهد

আমরা যখন দেশ-বিদেশে সফরে থাকি, তখন তারা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ঘর-বাড়ি তৈরি করে এবং অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে।

الظ بهذ الصلح كل مبرأ × عظيم اللواء امره ثم يحمد

এ সন্ধিপত্রে হস্তক্ষেপ করে এমন সব লোক, যাঁরা নির্মল চরিত্রের অধিকারী, বৃহৎ ঝাণ্ডাধারী জননেতা, তদুপরি তারা সর্বজননন্দিত।

قضوا ما قضوا فى ليلهم ثم اصبحوا × على مهل وسائر الناس رقد

তারা রাত্রিকালে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে নিল এবং তারা সকালে তাদের উদ্দিষ্ট স্থানে ধীর-স্থিরভাবে পৌঁছে গেল; আর এ সময় অন্য লোকেরা নিদ্রায় বিভোর ছিল।

هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا × وسر ابو بكر بها ومحمد

তারা সাহ্‌ল ইব্‌ন বায়যাকে রাযী করে ফিরিয়ে দিল, আর তাদের এ কাজে মুহাম্মদ (সা) ও আবূ বকর (রা) খুশি হলেন।

متى شرك الاقوام فى جل امرنا × وكنا قديما قبلها نتودد

এরা আমাদের বড় বড় কাজে অংশগ্রহণ করেছে ? আমরা তো এ চুক্তিপত্রের আগে, বহু আগ থেকেই পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন ছিলাম।

وكنا قديما لا نقر ظلامة × وندرك ما شئنا ولانتشدد

সুদূর অতীত থেকে আমরা কখনও যুলুমকে প্রশ্রয় দেইনি। আমরা যা চাইতাম তা করতাম, কিন্তু কখনও কঠোর হতাম না।

فيالقصى هل لكم فى نفوسكم × وهل لكم فيما يجئ به غد

সুতরাং হে বনূ কুসাই! তোমাদের জন্য আশ্চর্য! তোমরা কি কখনো তোমাদের ভাল-মন্দের কথা চিন্তা করেছ, আগামীকাল কি ঘটতে পারে, সে ব্যাপারে তোমরা কি একবারও চিন্তা করে দেখেছ?

فانى واياكم كما قال قائل × لديك البيان لوتكلمت اسود

আমার ও তোমাদের অবস্থা তো ঠিক সেইরূপ, যেমন কেউ বলেছিল : হে আসওয়াদ পাহাড়! কথা বলার শক্তি তোমারই আছে, যদি তুমি বলতে।

মুতঈম ইব্ন 'আদীর ইন্তিকালে হাস্সান (রা)-এর শোকগাথা এবং চুক্তিপত্র বাতিলকরণে তাঁর অবদান প্রসংগে

মুতঈম ইব্ন 'আদীর ইন্তিকাল হলে হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) নিম্নের শোকগাথাটি রচনা করেন। চুক্তিপত্র বাতিলকরণে তিনি যে অবদান রাখেন, তা তিনি এ শোকগাথায় তুলে ধরেন :

أيا عين فابكى سيد القوم واسفحى × بدمع وان انزفته فاسكبى الدماء

হে চোখ! গোত্র-প্রধানের শোকে কাঁদো, অশ্রু উজাড় করে দাও। আর যখন অশ্রু ফুরিয়ে যাবে, তখন রক্তধারা ঝরাতে থাকবে।

وبكى عظيم المشعرين كليهما × على الناس معروفا له ماتكلما

উভয় দলের প্রধান ব্যক্তির স্মরণে কাঁদো। মানুষের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ততদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, যতদিন মানুষ কথা বলবে।

فلو كان مجد يخلد الدهر واحدا × من الناس ابقى مجده اليوم مطعما

প্রতিপত্তির যদি ক্ষমতা থাকত কোন মানুষকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখার, তা হলে মুতঈমকে তাঁর প্রতিপত্তি আজও বাঁচিয়ে রাখত।

اجرت رسول الله منهم فاصبحوا × عبيدك مالبى مهل واحرما

তুমি আল্লাহ্র রাসূলকে তাদের থেকে আশ্রয় দিয়েছ। সুতরাং যতদিন আল্লাহ্র ডাকে সাড়া প্রদানকারী ইহ্রাম বেঁধে লাব্বায়ক বলবে, ততদিন তারা তোমার কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবে।

فلو سئلت عنه معد باسرها × وقحطان او باقى بقية جرهما

যদি তাঁর সম্পর্কে বনূ মা'আদ, বনূ কাহতান এবং বনূ জুরহুমের অবশিষ্ট লোকদের জিজ্ঞেস করা হয়,

لقالوا هو الموفى بخفرة جاره × وذمته يوما اذا تذمما

তবে তারা একযোগে বলবে : তিনি তাঁর আশ্রিতের দেওয়া অংগীকার পূরণ করেন এবং তিনি আদায় করেন নিজ যিম্মাদারী, যখন তা আদায়ের সময় আসে।

فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم × على مثله فيهم اعز واعظما

সুতরাং তাদের উপর তার মত উজ্জ্বল সূর্য আর উদিত হবে না; যা তার মত অধিক সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন।

وابى اذا يابى واليـن شيمة × وانوم عن جار اذا الليل اظلما

আর যখন সে অস্বীকার করে, তখন তার মত অস্বীকারকারী আর কেউ নেই। আর সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। অন্ধকার রাতে সে তার আশ্রিতদের ব্যাপারে নিশ্চিন্তে নিদ্রা-বিভোর থাকে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার كليهما সম্বলিত লাইনটি ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্যদের সূত্র থেকে প্রাপ্ত।

মুতঈম ইব্‌ন আদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যেভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান (রা) এ কবিতায় বলেছেন اجرت رسول الله منهم [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তুমি তাদের থেকে আশ্রয় দিয়েছিলে]।

এ উক্তি দিয়ে তিনি এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়ফবাসীদের তাঁর প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁর সহযোগিতা করার আহবান জানালেন, কিন্তু তারা তাঁর এ আহবানে সাড়া দিল না, তখন তিনি হেরা পর্বতে চলে গেলেন। এরপর তিনি আখনাস ইব্‌ন শুরায়কের কাছে তার আশ্রয় চেয়ে তার কাছে খবর পাঠালেন। সে উত্তর দিল : আমি কুরায়শদের মিত্র। এক গোত্রের মিত্র তাদের প্রতিপক্ষকে আশ্রয় দিতে পারে না। এরপর তিনি সুহায়ল ইব্‌ন আমরকে অনুরূপ অনুরোধ জানালেন। সে বলল : বনূ 'আমিরের লোক বনূ কা'বের বিরুদ্ধে কাউকে আশ্রয় দেয় না। অবশেষে তিনি মুতঈম ইব্‌ন 'আদীর কাছে লোক পাঠালেন। মুতঈম তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। মুতঈম ও তাঁর খান্দানের লোকসহ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন এবং তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সেখানে প্রবেশ করার জন্য ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করলেন এবং সেখানে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি (সা) তার বাড়িতে চলে গেলেন। হাস্‌সান (রা) ঐ ঘটনারই প্রতি ইঙ্গিত করে উপরোক্ত উক্তি করেন।

চুক্তিপত্র বাতিলকরণে হিশাম ইব্‌ন 'আমরের অবদান ও হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) কর্তৃক তার প্রশংসা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন 'আমর কুরায়শদের চুক্তিপত্র বিনষ্ট করার জন্য প্রশংসনীয় অবদান রেখেছিলেন বলে, হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) তার প্রশংসা করে বলেন :

هل يوفين بنو امية ذمة × عقدا كما اوفى جوار هشام
من معشر لايغدرون بجارهم × للحارث بن حبيب بن سخام
واذا بنو حسل اجاروا ذمة × اوفوا وادوا جارهم بسلام

বনূ উমাইয়া কি তাদের যিম্মাদারী পূরণ করবে,
যেমন তা পূরণ করেছে হিশামের প্রতিবেশীগণ ?
তারা হারিস ইব্ন হাবীব ইব্ন সুখামের বংশধর,
যারা তাদের আশ্রিতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

বনূ হিস্‌ল যখন কাউকে আশ্রয় দিয়ে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়, তখন তারা তা যে কোন মূল্যে রক্ষা করে এবং আশ্রিতের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করে।

তুফায়ল ইব্‌ন 'আমর দাওসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

কুরায়শ কর্তৃক নবী (সা)-এর কথা না শোনার জন্য তাকে সতর্কীকরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সম্প্রদায়কে পাপ-পঙ্কিলতা হতে বিরত হওয়ার জন্য উপদেশ দিতে থাকেন এবং তাদের মুক্তির পথে আহবান জানাতে থাকেন। ওদিকে তাদের হাত থেকে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হিফাযত করলেন, তখন তারা নতূন কৌশল অবলম্বন করল। তারা মক্কাবাসী ও মক্কায় আগত অপরাপর আরববাসীকে তাঁর ব্যাপারে সতর্ক করতে লাগল, যেন কেউ তাঁর কাছে না আসে, তাঁর কথা না শোনে।

তুফায়ল ইব্‌ন 'আমর দাওসী নিজ ঘটনা সম্পর্কে বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় থাকাকালে তিনি একবার কোন কাজে সেখানে আসেন। তিনি ছিলেন একজন কবি, বিচক্ষণ ও শরীফ লোক। তিনি মক্কায় পৌছানোর সাথে সাথেই একদল কুরায়শ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে বলল : হে তুফায়ল! আপনি আমাদের দেশে এসেছেন (খুবই খুশির কথা), তবে সাবধান থাকবেন। কেননা আমাদের মাঝে এই যে লোকটির অভ্যুদয় হয়েছে, সে আমাদের জটিলতার মাঝে ফেলে দিয়েছে। সে আমাদের ঐক্য নষ্ট করেছে এবং আমাদের দীনের ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। তার কথা যাদুর মত যা পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল ধরায়। আমরা আপনার জন্য আশংকা করছি যে, সে আমাদের যে বিপদে ফেলেছে, সে বিপদে আপনাকে ও আপনার কাওমকে ফেলবে। কাজেই আপনি কখনো তাঁর সাথে কোন কথা বলবেন না এবং তাঁর কথা শুনবেনও না।

তুফায়ল ইব্‌ন আমর কর্তৃক কুরায়শদের কথা মেনে চলা, পরে তা প্রত্যাখ্যান করা এবং শেষে নবী (সা)-এর কথা শ্রবণ

তুফায়ল (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, তারা এভাবে আমার পেছনে লেগে থাকল। ফলে আমিও সংকল্প করলাম, তাঁর কোন কথা শুনব না এবং নিজেও তাঁর কাছে কিছু বলব না।

এমনকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কোন কথা কানে ঢুকে পড়তে পারে এ আশংকায় আমি যখন কা'বা শরীফে যেতাম, তখন কানে কাপড় এঁটে নিতাম। এমনিভাবে আমি একদিন যখন কা'বা শরীফে যাই, তখন দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। আমি তাঁর কাছাকাছি এক জায়গায় দাঁড়ালাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আমাকে তাঁর কিছু কথা শোনানোর। তিনি বলেন : তখন আমি সুন্দর কথা শুনলাম। মনে মনে বললাম : আমার মা সন্তানহারা হোক। আল্লাহ্র কসম! আমি তো একজন কবি ও বুদ্ধিমান লোক। ভাল-মন্দ আমার কাছে অস্পষ্ট থাকে না। কাজেই আমি তাঁর বক্তব্য শুনছি না কেন ? যদি ভাল হয় তা গ্রহণ করব, আর যদি মন্দ হয়, তবে তা বর্জন করব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং তাঁর দাওয়াত গ্রহণ

তুফায়ল (রা) বলেন : আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলে আমিও তাঁর সংগে প্রবেশ করলাম। তারপর বললাম : হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় আপনার সম্পর্কে এই এই কথা বলে। আল্লাহ্র কসম! তারা আমাকে আপনার ব্যাপারে এত বেশি ভয় দেখিয়েছে যে, আমি আমার কানে তুলা পর্যন্ত গুঁজে নিই, যাঁতে আমি আপনার কোন কথা শুনতে না পাই। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল ভিন্ন, তিনি আমাকে আপনার কথা শোনালেন। আমি এক সুমধুর বাণীই শুনেছি। কাজেই আপনি আপনার দীনের বিষয়টি আমার সামনে তুলে ধরুন। তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন এবং আমাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহ্র কসম! এমন মধুর বাণী আমি আর কখনও শুনিনি এবং এমন ভারসাম্যপূর্ণ ধর্মীয় বিধানের কথা জানতে পারিনি। আমি তখনই ইসলাম কবূল করলাম এবং সত্যের সাক্ষ্য দিলাম।

এরপর আমি বললাম : হে আল্লাহ্র নবী! আমি আমার সম্প্রদায়ের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত জানাব। আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে এমন কোন নিদর্শন দান করেন, যা আমার দাওয়াতের পক্ষে সহায়ক হবে। তিনি বললেন : اللهم اجعل له اية। 'হে আল্লাহ্! তাকে একটি নিদর্শন দিন।'

যে নিদর্শন তাঁকে দেওয়া হয়

তুফায়ল (রা) বলেন : আমি স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যখন এক গিরিপথে পৌঁছলাম, তখন আমার দু'চোখের মাঝ বরাবর একটি আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠল। সেখানে একটি কাফেলা পানি গ্রহণের জন্য অবস্থান করছিল। আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলাম, এটা আমার চেহারা ভিন্ন অন্য কোথাও স্থানান্তর করে দিন। আমি আশংকা করছিলাম যে, লোকেরা ভাবতে শুরু করবে তাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার চেহারা বিকৃতি ঘটেছে। তখন সে আলো সরে গিয়ে আমার চাবুকের মাথায় পড়ল। উক্ত কাফেলার লোকেরা একটি ঝুলন্ত

ফানুসের মত সে আলো আমার চাবুকের মাথায় প্রত্যক্ষ করছিল। আমি গিরিপথ থেকে তাদের দিকে নেমে আসলাম এবং তাদের সাথে মিলে গেলাম।

তাঁর পিতাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে

তুফায়ল (রা) বলেন : বাড়ি আসার পর আমার বৃদ্ধ পিতা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। আমি বললাম : হে পিতা! আপনি আমার কাছে আসবেন না। আমি আপনার নই, আপনিও আর আমার নন। তিনি বললেন : কেন হে বৎস ? বললাম : আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর দীন অবলম্বন করেছি। তিনি বললেন : বৎস! তোমার দীনই আমার দীন। বললাম : তা হলে যান, গোসল করুন এবং কাপড়-চোপড় পবিত্র করুন। তারপর আসুন, আমি যা শিখেছি তা আপনাকেও শিখিয়ে দেব। কাজেই তিনি গিয়ে গোসল করলেন এবং কাপড়-চোপড় পাক-পবিত্র করে আবার ফিরে আসলেন। আমি তার সামনে ইসলামের বাণী পেশ করলাম। ফলে তিনি ইসলাম কবূল করলেন।

তাঁর স্ত্রীকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া প্রসঙ্গে

তিনি বলেন : এরপর আমার স্ত্রী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল। আমি বললাম : তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও। তুমি আর আমার কেউ নও, আমিও তোমার কেউ নই। সে বলল : এর কারণ কি ? আমি বললাম : ইসলাম তোমার ও আমার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। আমি দীনে ইসলামের দীক্ষা নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হয়েছি। সে বলল : তা হলে আমার দীনও তাই, যা আপনার দীন। আমি বললাম : তা হলে যাও যু'শ্‌-শারার পানি হতে পাক-পবিত্র হয়ে আস।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুশ্‌-শারা ছিল দাওস গোত্রের একটি প্রতিমা। তার জন্য তারা একটি পশু চারণক্ষেত্র বরাদ্দ করে রেখেছিল। এ চারণক্ষেত্রে পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি জমে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যুশ্‌-শারার পানি বলতে সে জলাশয়ের পানি বোঝানো হয়েছে।

তুফায়ল (রা) বলেন : আমার স্ত্রী বলল, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, যু'শ্‌-শারার পক্ষ হতে আমাদের শিশুর কোন ক্ষতির আশংকা নেই তো ? আমি বললাম : না। সে দায়-দায়িত্ব আমার। কাজেই সে গিয়ে গোসল করে আসল। আমি তার কাছে ইসলামের বাণী পেশ করলাম এবং সে তা কবূল করে নিল।

তাঁর নিজ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, তাদের বিলম্ব করা এবং পরিশেষে তাদের রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গে মিলিত হওয়া

তুফায়ল (রা) বলেন : এরপর আমি দাওস গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহবান জানালাম। কিন্তু তারা সাড়া দিতে বিলম্ব করল। পরে আমি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী! দাওস গোত্র অশ্লীলতার মাঝে ডুবে রয়েছে।

আপনি তাদের জন্য বদ দু'আ করুন। তিনি বললেন : ইয়া আল্লাহ্! দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন। তারপর তিনি আমাকে বললেন : তুফায়ল, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও। তাদের আবার দাওয়াত দাও। আর দাওয়াতের কাজে নম্রতা বজায় রাখবে।

তুফায়ল (রা) বলেন : আমি দাওস গোত্রের এলাকায় দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় হিজরতের পরও তা চালু থাকল। এর মধ্যে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধও সংঘটিত হয়ে গেল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এ সময় আমার সাথে ছিল দাওস গোত্রের ঐ সব লোক, যারা আমার ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবূল করেছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারে অবস্থান করছিলেন। পরিশেষে আমি দাওস গোত্রের সত্তর বা আশিটি পরিবার নিয়ে মদীনায় পৌঁছলাম। পরে আমরা সেখান থেকে খায়বারে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মিলিত হলাম। তিনি গনীমতের মাল থেকে অন্যান্য মুসলমানের সাথে আমাদেরও অংশ দিয়েছিলেন।

তাঁর যুলকাফায়ন প্রতিমায় অগ্নি সংযোগ এবং এ সম্পর্কে তাঁর কবিতা

তুফায়ল (রা) বলেন : এরপর থেকে মক্কা বিজয় হওয়া পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। একদিন আমি আরয করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাকে যুলকাফায়ন প্রতিমা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করুন। যুলকাফায়ন ছিল 'আম্র ইব্ন হুমামা গোত্রের একটি প্রতিমা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সেমতে তুফায়ল (রা) যুলকাফায়ন প্রতিমা ধ্বংসের জন্য যাত্রা করলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে মূর্তিটির গায়ে অগ্নি সংযোগ করে আবৃত্তি করতে লাগলেন :

يا ذا الكفين لست من عبادكا × ميلادنا اقدم من ميلادكا

انى حشوت النار فى فؤادكا

'হে যুলকাফায়ন! আমি তোমার পূজারী নই।
আমার জন্ম তো তোমার জন্মের আগে।
দেখ, আমি তোমার বুকের ভিতর আগুন ঢুকিয়ে দিলাম।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণ, তাঁর স্বপ্ন ও শাহাদত প্রসঙ্গে

এরপর তুফায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে আসেন এবং তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই তাঁর সংগে অবস্থান করেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের ধর্মত্যাগ-এর ফিতনা বিস্তার লাভ করলে তিনি মুসলিম মুজাহিদদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তুলায়হাকে দমন ও নাজদের বিদ্রোহ প্রশমনের কাজ সমাপ্ত করে মুজাহিদগণ ইয়ামামা যাত্রা করেন। তুফায়ল (রা) এসব অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তাঁর পুত্র 'আমর (রা)-ও তাঁর সাথে

ছিলেন। ইয়ামামা যাত্রার পথে তুফায়ল (রা) একটি স্বপ্ন দেখে সঙ্গীদের কাছে তা এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি দেখলাম : আমার মাথা কামিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার মুখ থেকে একটি পাখি উড়ে গেল। একটি নারী এসে আমাকে তার গুপ্ত অঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল। আর দেখলাম আমার পুত্র আমাকে দিশেহারা হয়ে খুঁজছে, শেষ পর্যন্ত সে বাধাপ্রাপ্ত হল। তোমরা আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল। তারা বলল : ভালই তো দেখেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিজে এর এক ব্যাখ্যা করেছি। তারা জিজ্ঞেস করল : কি ব্যাখ্যা করেছেন ? তিনি বললেন : আমার মাথা কামানোর অর্থ হচ্ছে—মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যে পাখিটি আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেল, সে হচ্ছে আমার আত্মা। স্ত্রীলোকটি আমাকে তার যোনি গহবরে লুকিয়ে ফেলল–এর অর্থ আমার জন্য কবর খনন করা হবে এবং তার ভেতরে আমাকে ঢেকে ফেলা হবে। আর আমাকে আমার পুত্রের খুঁজে বেড়ানো এবং শেষ পর্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মানে হচ্ছে, সেও আমার অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে (কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে যাবে)।

বস্তুত তুফায়ল (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আর তাঁর পুত্রও এ যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীতে 'উমর (রা)-এর আমলে তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধে শহীদ হন।

আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবার বৃত্তান্ত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাতে রওয়ানা এবং তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বকর ইব্‌ন ওয়ায়ল গোত্রের খাল্লাদ ইব্‌ন কুর্‌রা ইব্‌ন খালিদ সাদূসী প্রমুখ মনীষী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আ'শা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 'উকাবা ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন বক্‌র ইব্‌ন ওয়ায়ল ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হন। আর নবী (সা)-এর প্রশংসায় তিনি তাঁর যাত্রা পথে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন :

الم تغتمض عيناك ليلة ارمدا × وبت كما بات السليم مسهدا

চোখওঠা রোগীর মত তোমারও কি চোখের পাতা লাগছে না ? তুমিও কি সাপেকাটা ব্যক্তির ন্যায় বিনিদ্র রজনী যাপন করলে ?

وما ذاك عشق النساء وانما × تناسيت قبل اليوم صحبة مهددا

বলাবাহুল্য, এটা কোন রমণীর প্রেমজনিত কারণে নয়, (প্রিয়া) মাহ্‌দাদের সান্নিধ্য তো ভুলে গেছি আজ থেকে অনেক আগেই।

ولكن ارى الدهر الذى هو خائن × اذا اصلحت كفاى عاد فافسدا

বস্তুত আমি বিশ্বাসঘাতক মহাকালের কাণ্ডকারখানা দেখছি। আমি যখন কোন জিনিস ঠিকঠাক করি, কালচক্র তখন তা লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

كهولا وشبانا فقدت وثروة × فلله هذا الدهر كيف ترددا

আমি কত বৃদ্ধ, কত যুবক ও শত ঐশ্বর্য হারিয়েছি। সময় আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি, কিভাবে তার আবর্তিত হচ্ছে।

وما زلت ابغى المال مذ انا يافع × وليدا وكهلا حين شبت وامردا

শৈশব হতে কৈশোর, এরপর যৌবন ও বার্ধক্য—গোটা জীবনই আমি অর্থের তালাশে কাটিয়েছি।

وابتذل العيس المراقيل تقتلى × مسافة ما بين النجير فصرخدا

এখন আমি নুজায়র ও সারখাদের মাঝপথ অতিক্রম করছি সাদা-লালবর্ণের উটের পিঠে, আর সে উট ভীষণ দ্রুতগামী যেগুলো একটি অপরটিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

الا ايهذا السائلى اين يممت × فان لها فى اهل يثرب موعدا

শোন হে প্রশ্নকারী! আমার উটগুলোর গন্তব্য স্থান কোথায় ? এ উটের লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে ইয়াসরিববাসীদের মাঝে পৌঁছে দেবে।

فان تسالى عنى فيارب سائل × حفى عن الاعشى به حيث اصعدا

তুমি যদি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর, তবে এ প্রশ্ন অবান্তর নয়, কারণ আ'শা যে দিকেই যায় তার সম্পর্কে প্রশ্নকারীর অভাব থাকে না।

اجددت برجليها النجاء وراجعت × يداها خنافا لينا غيرا حردا

উটটি দ্রুত চলার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করল, ফলে তার সামনের দু'পা শ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ল, তবুও সে খুঁড়িয়ে চলল না।

وفيها اذا ما هجرت عجرفية × اذا خلت جرباء الظهيرة اصيدا

দুপুরের রোদে তুমি যখন গিরগিটিকে ঘাড় বাঁকিয়ে থাকতে দেখতে পাও, তখনও আমার উট সগর্বে হেঁটে চলে।

واليت لا اوى لها من كلالة × ولامن حفى حتى تلاقى محمدا

আমি কসম করেছি, কোনরূপ শ্রান্তি বা খুর খুলে যাওয়ার কারণে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ দেখাব না; যতক্ষণ না সে মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত পৌঁছায়।

متى ما تناخى عند باب ابن هاشم × تراحى وتلقى من فواضله ندى

তুমি যখন হাশিমের সন্তানদের দুয়ারে গিয়ে বসবে, তখনই শান্তি লাভ করবে এবং তাঁর মহান চরিত্রের কৃপাবারিতে স্নাত হবে।

نبيا يرى ما لاترون وذكره × اغار لعمرى فى البلاد وانجدا

তিনি আল্লাহ্‌র নবী, তিনি যা দেখেন তোমরা তা দেখ না; আর তাঁর সুখ্যাতি আমার জীবনের কসম! তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশের সকল উঁচু-নীচু স্থানে, অর্থাৎ সর্বত্র।

له صدقات ماتغب ونائل × وليس عطاء اليوم مانعه غدا

তিনি সব সময় দান–খয়রাত করে থাকেন, তাঁর আজকের দান আগামীকালের দানের জন্য অন্তরায় নয়।

اجدك لم تسمع وصاة محمد × نبي الاله حيث اوصى واشهدا

তুমি এত ছুটাছুটি করছ কেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপদেশ শোনোনি—যখন তিনি উপদেশ ও সাক্ষ্য দেন ?

اذا انت لم ترحل بزاد من التقى × ولاقيت بعد الموت من قدتزودا

তুমি যদি তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে সফর না কর এবং মৃত্যুর পর এ পাথেয় সংগ্রহকারীদের সাক্ষাৎ পাও—

ندمت على ان لاتكون كمثله × فترصد للامر الذى كان ارصدا

তবে তোমার অনুশোচনার সীমা থাকবে না যে, কেন তুমি তাদের মত হলে না এবং যে মৃত্যু তোমার জন্য প্রতীক্ষারত ছিল, তার জন্য প্রস্তুত হলে না।

فاياك والميتات لاتقربنها × ولا تاخذن سهما حديدا لتفصدا

সুতরাং সাবধান, মৃত জন্তুর নিকটেও যাবে না এবং রক্ত প্রবাহ করার (অর্থাৎ মূর্তির জন্য উৎসর্গ করার) জন্য তীক্ষ্ণ শর হাতে নিও না।

وذا النصب المنصوب لا تنسكنه × ولا تعبد الا وثان والله فاعبدا

আর স্বহস্তে স্থাপিত মূর্তির জন্য কুরবানী কর না। দেবদেবীর পূজা কর না, শুধু আল্লাহ্‌র-ই ইবাদত কর।

ولا تقربن حرة كان سرها × عليك حراما فانكحن او تابدا

কোন সতী-সাধ্বীর নিকটেও যেওনা, যার সম্ভ্রম তোমার জন্য নিষিদ্ধ, সম্ভব হলে তুমি বিবাহ কর, নয়ত স্ত্রীলোকদের থেকে দূরে থাক।

وذا الرحم القربى فلا تقطعنه × لعاقبة ولا الا سير المقيدا

আর শাস্তিদানের জন্য নিকট-আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কর না এবং বন্দীর সাথে দুর্ব্যবহার কর না।

وسبح على حين العشيات والضحى × ولاتحمد الشيطان والله فاحمدا

সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ কর, শয়তানের গুণগান কর না, আর আল্লাহ্‌রই প্রশংসা কর।

ولاتسخرا من بائس ذى ضرارة × ولاتحسبن المال للمئ مخلدا

আর তুমি নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের উপহাস কর না এবং কখনো মনে কর না যে, ধন-সম্পদ কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদ হারাম বলেন শুনে তার প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যু

আ'শা মক্কায় বা তার কাছাকাছি পৌঁছলে জনৈক কুরায়শ মুশরিকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে তাকে তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল : সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছে। তখন কুরায়শ লোকটি

বলল : হে আবূ বাসীর! তিনি যে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেন। আ'শা বলল : আল্লাহ্র কসম! কাজটি গুরুতর, এতে আমার কোন আগ্রহ নেই। তখন সে আবার তাকে বলল : তিনি তো মদপানকেও হারাম বলেন। আ'শা বলল : হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! এতে অবশ্য আমার কিছুটা আসক্তি আছে। বরং এ বছর আমি মক্কা থেকে ফিরে যাচ্ছি। এ বছর আমি স্বাদ মিটিয়ে মদপান করব। এরপর ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করব। এই বলে আ'শা ফিরে যায়। কিন্তু সে বছরই সে মারা যায়। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আর ফিরে আসেনি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আবূ জাহলের লাঞ্ছনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্র দুশমন আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোর দুশমন ছিল, তার মনে ছিল তাঁর প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ এবং তাঁকে উৎপীড়নও করত সেই মাত্রায়, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনাসামনি হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপমানিত করতেন।

আবূ জাহ্লের কাছে জনৈক ইরাশীর উট বিক্রয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : জ্ঞানী আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ সুফইয়ান সাকাফী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন হিশাম বলেন : ইরাশা গোত্রের এক ব্যক্তি তার কয়েকটি উট নিয়ে মক্কায় আসে। আবূ জাহ্ল তার থেকে সে উট খরিদ করে নেয়। কিন্তু দাম নিয়ে টালবাহানা শুরু করে দেয়। নিরুপায় হয়ে সে ইরাশী কুরায়শদের একটি সভাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের এক পাশে বসেছিলেন। ইরাশী লোকটি বলল : হে কুরায়শরা। কেউ আছে কি, যে আবুল হাকাম ইব্ন হিশামের কাছ থেকে আমার উটের দাম আদায় করে দেবে? আমি একজন বিদেশী মুসাফির। সে আমার হক আদায়ে গড়িমসি করছে।

রাবী বলেন : তখন সে মজলিসের লোকেরা তাকে বলল : তুমি কি ঐ বসা লোকটি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)]-কে দেখতে পাচ্ছ না, তুমি তাঁর কাছে যাও সে তোমার পাওনা তার থেকে আদায় করে দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ জাহ্লের মধ্যকার দুশমনির কথা জানত বলেই তারা এরূপ করেছিল।

আবূ জাহল থেকে লোকটির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায়বিচার আদায়

ইরাশী লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এসে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আবুল হাকাম ইব্ন হিশামের কাছে আমার কিছু পাওনা আছে, কিন্তু আমাকে দুর্বল পেয়ে সে তা আদায়ে গড়িমসি করছে। আমি একজন বিদেশী মুসাফির। আমি ঐ মজলিসের লোকদের কাছে তার থেকে আমার হক আদায়ের ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আপনি তার কাছ থেকে আমার পাওনা আদায় করে দিন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করবেন। তিনি (সা) বললেন : তার কাছে চল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও তার সঙ্গে

উঠলেন। তা দেখে মজলিসের লোকেরা তাদের একজনকে বলল : তুমি তাঁর অনুসরণ কর আর তিনি কি করেন তা দেখ।

রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে সোজা আবূ জাহ্‌লের বাড়ি উপস্থিত হলেন এবং তার দরজায় করাঘাত করলেন।

তখন সে জিজ্ঞেস করল : তুমি কে ? তিনি বললেন : মুহাম্মদ। তুমি আমার কাছে বেরিয়ে এস।

আবূ জাহ্‌ল বের হয়ে তাঁর কাছে আসল। এ সময় ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ ছিল, প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি এই লোকটির পাওনা দিয়ে দাও। সে বলল : হ্যাঁ, দাঁড়ান, আমি এক্ষণই তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। রাবী বলেন : এই বলে সে ভিতরে চলে গেল এবং তার পাওনাসহ বেরিয়ে এসে তাকে তা দিয়ে দিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে আসলেন এবং ইরাশীকে বললেন : তুমি আপন কাজে চলে যাও। ইরাশী আবার সেই মজলিসে গিয়ে হাযির হল। তাদের লক্ষ্য করে সে বলল : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দিন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন।

আবূ জাহ্‌লের ভীত হওয়ার কারণ

কুরায়শদের প্রেরিত লোকটিও ফিরে আসল। তারা জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা, কি দেখলে ? সে বলল : দেখালাম এক মহা-বিস্ময়। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি গিয়ে শুধু আবূ জাহ্‌লের দরজায় করাঘাত করলেন। তখন আবূ জাহ্‌ল বেরিয়ে আসল। কিন্তু ভয়ে তার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। মুহাম্মদ (সা) তাকে বললেন : এই লোকটির পাওনা দিয়ে দাও। তখন সে বলল : হ্যাঁ, দিচ্ছি। একটু দাঁড়ান, এক্ষণই তার পাওনা দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে সে ভিতরে গেল এবং তার পাওনা এনে তাকে দিয়ে দিল।

রাবী বলেন : একটু পরেই আবূ জাহ্‌ল স্বয়ং সে মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হল। তখন তারা তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : আপনার কি হয়েছে ? আজ যা করলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এরূপ করতে আর কখনও আপনাকে দেখিনি। সে বলল : ধিক তোমাদের! আল্লাহ্‌র কসম! সে গিয়ে যখন আমার দরজায় করাঘাত করল এবং আমি তাঁর সামনে বেরিয়ে এসে দেখি যে, তাঁর মাথার উপর একটি ভয়ানক আজব উট। অতবড় মাথা, কাঁধ আর দাঁতবিশিষ্ট উট আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। আল্লাহ্‌র কসম! তখন যদি আমি তার পাওনা শোধ করতে অস্বীকার করতাম, তবে সে উট আমাকে খেয়ে ফেলত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে রুকানা মুত্তালিবীর মল্লযুদ্ধ

নবী (সা)-এর বিজয়, গাছের আশ্চর্য ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার পিতা ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন যে, মুত্তালিব গোত্রের রুকানা ইব্‌ন 'আব্‌দ ইয়াযীদ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন 'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ

ছিল কুরায়শদের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। একদিন মক্কার এক পাহাড়ী পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তার নির্জনে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : হে রুকানা! তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় করবে না ? আর আমি তোমাকে যার দাওয়াত দিচ্ছি, তা কি কবূল করবে না ? রুকানা বলল : আমি যদি জানতাম আপনার দাওয়াত সত্য, তবে অবশ্যই গ্রহণ করতাম। তিনি বললেন : বল তো, আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে হারিয়ে দিতে পারি, তা হলে কি তুমি বিশ্বাস করবে আমার দাওয়াত সত্য ? সে বলল : হ্যাঁ। তা হলে বিশ্বাস করব। তিনি বললেন : তা হলে উঠ, আমি তোমার সাথে কুস্তি লড়ব।

রাবী বলেন : রুকানা কুস্তি লড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ধরেই এমনভাবে ধরাশায়ী করে ফেললেন যে, সে ছিল অসহায়। সে পুনরায় কুস্তি লড়বার প্রস্তাব করল। কিন্তু এবারও সে ধরাশায়ী হল। তখন সে বলে উঠল : হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্র কসম, এ বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। আপনি আমাকে পরাস্ত করছেন ? তিনি বললেন : তুমি চাইলে আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার দেখাতে পারি। শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্কে ভয় করতে হবে এবং আমার অনুসরণ করতে হবে। সে বলল : তা কি ? তিনি বললেন : তুমি ঐ যে গাছটিকে দেখছ, আমি তাকে তোমার জন্য ডাকব, আর সে আমার কাছে চলে আসবে। সে বলল : ডাকুন তো। তিনি গাছটিকে ডাকলেন। সাথে সাথে গাছটি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে থেমে গেল। এরপর তিনি গাছটিকে বললেন : এবার তুমি স্বস্থানে ফিরে যাও। তখন গাছটি তার নিজের স্থানে ফিরে গেল।

রাবী বলেন : এরপর রুকানা তার নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল : হে বনূ 'আব্দ মানাফ। তোমরা তোমাদের এই সাথীকে নিয়ে বিশ্ববাসীর সাথে যাদুর চ্যালেঞ্জ করতে পার। আল্লাহ্র কসম! আমি তার চাইতে বড় যাদুকর আর কখনো দেখিনি। এরপর সে তাদের কাছে ঐ ঘটনার বর্ণনা দিল, যা সে দেখেছিল এবং তিনি যা করেছিলেন।

খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলাম গ্রহণ

আবূ জাহ্ল কর্তৃক তাদেরকে ইসলাম হতে ফেরানোর চেষ্টা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খবর পেয়ে আবিসিনিয়া হতে আনুমানিক বিশ সদস্যের একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল তাঁর সংগে সাক্ষাতের জন্য আসে। এ সময় তিনি মক্কাতেই ছিলেন। তারা তাঁকে মসজিদে হারামে পেল। তারা তাঁর কাছে এসে বসল এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করল। এ সময় কুরায়শরা কা'বার পাশে স্ব-স্ব মজলিসে বসা ছিল। প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নাদি, যা তারা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, তা শেষ করলে, তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিলেন এবং তাদের কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন। তারা যখন কুরআন শুনলো, তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তারা সকলে আল্লাহ্র দাওয়াত স্বীকার করে

নিল এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং তাঁকে বিশ্বাস করে নিল। তারা বুঝে ফেলল, তাদের কিতাবে যে আখিরী নবীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ইনিই সেই নবী। খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করে যখন নবী (সা)-এর নিকট হতে চলে গেল, তখন আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম কতিপয় কুরায়শসহ তাদের সম্মুখীন হল। তারা তাদের বলল, আল্লাহ্ তোমাদের অমঙ্গল করুন, কি অশুভ কাফেলা তোমরা! তোমাদের স্বধর্মীয় ভাইরা তোমাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন, যাতে তোমরা ফিরে গিয়ে এই লোকটির খবরাখবর তাদের জানাতে পার। আর তোমরা কি না তার মজলিসে বসতে না বসতেই ধর্মচ্যুত হলে এবং তার কথায় বিশ্বাস করলে ? তোমাদের মত আহাম্মক কাফেলা আর আমরা দেখিনি। তারা তাদের বলল : ভাই, তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা তোমাদের সাথে মূর্খের ন্যায় তর্ক করব না। আমরা আমাদের কর্মফল ভোগ করব, আর তোমরা তোমাদের কর্মফল ভোগ করবে। আমরা আমাদের কল্যাণ সাধনে কোন ত্রুটি করিনি।

প্রতিনিধি দলটির নিবাস ও তাদের সম্পর্কে কুরআনের নাযিলকৃত আয়াত

আর বলা হয়ে থাকে এ প্রতিনিধি দলটি ছিল নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ মত সঠিক হলে বলা যাবে এদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয় : اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ - وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ হতে لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ পর্যন্ত।

"এর পূর্বে আমি যাদের কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে : আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। তাদের দু'বার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। কারণ তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে ও আমি তাদের যে রিয্ক দিয়েছি, তা হতে তারা ব্যয় করে। তারা যখন অসার বাক্য শোনে, তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, 'আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।" (২৮ : ৫২-৫৫)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি ইব্ন শিহাব যুহ্রী (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ আয়াতগুলো কাদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে ? তিনি আমাকে বললেন : আমি আমাদের আলিমদের কাছে এমন শুনেছি যে, এগুলো নাজাশী ও তার লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, আর সূরা মায়িদার এ আয়াতগুলো : ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ হতে فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ। পর্যন্ত। ["যারা বলে আমরা খ্রিস্টান, মানুষের মধ্যে তুমি তাদেরকেই মু'মিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে]; কারণ, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী আছে, আর

তারা অহংকারও করে না। রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে, তারা বলে, "হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কর।" (৫ : ৮২-৮৩)

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্তদের প্রতি মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং এ সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে হারামে বসতেন, তখন খাব্বাব, 'আম্মার, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মুহাররিসের আযাদকৃত গোলাম আবূ ফুকায়হা, ইয়াসার, সুহায়ব (সা) প্রমুখ দুর্বল সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে বসতেন। কুরায়শরা তাদের দেখে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত এবং তারা পরস্পরে বলাবলি করত : এ হলো এঁর সাথী, যেমন তোমরা দেখছ। আল্লাহ্ এদের হিদায়াত ও সত্য দ্বারা অনুগৃহীত করার জন্য আমাদের থেকে বেছে নিয়েছেন। মুহাম্মদের দীন যদি সত্যই হত, তা হলে এরা আমাদের অগ্রগামী হতে পারত না; আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বাদ দিয়ে এদেরকে এ নি'আমতের জন্য বাছাই করে নিতেন না। আল্লাহ্ এদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ - مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ - وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ - وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"যারা তাদের রবকে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না। তাদের কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব আপনার নয় এবং আপনার কোন কাজের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, আপনি তাদের বিতাড়িত করবেন; করলে আপনি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এভাবে আমি তাদের একদলকে অন্যদল দিয়ে পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে, "আমাদের মধ্যে কি তাদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করলেন ?" আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নন ? যারা আমার আয়াতে ঈমান আনে, তারা যখন আপনার নিকট আসে, তখন আপনি তাদের বলুন, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দকাজ করে, এরপর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৬ : ৫২-৫৪)।

মুশরিকদের দাবি খ্রিস্টান জাব্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষাদান করত; এ সম্পর্কে আল্লাহ্ নাযিল করেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই মারওয়ার কাছে এক খ্রিস্টান গোলামের দোকানের পাশে বসতেন। সেই ছিল হাদরামী গোত্রের গোলাম, যাকে জাব্র বলা হত। ফলে কাফিররা বলত: আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ যা কিছু শোনায় তা ঐ খ্রিস্টান গোলাম জাব্রেরই শেখানো। তাদের এ বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ নাযিল করেন :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُبِيْنٌ -

"আমি তো জানি, তারা বলে, তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ। তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।" (১৬ : ১০৩)।

ইব্ন হিশাম বলেন, يلحدون اليه অর্থ يميلون اليه 'যার দিকে তারা আকৃষ্ট হয়।' الالحاد অর্থ সত্য হতে বিচ্যুত হওয়া। রু'বা ইব্ন 'আজ্জাজ তার এক কবিতায় বলে :

اذا تبع الضحاك كل ملحد

"যখন সকল সত্যত্যাগী দাহ্হাকের অনুসরণ করল।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এ দ্বারা দাহ্হাক খারিজীকে বোঝানো হয়েছে। এটা তার কবিতার অংশ।

সূরা কাওসার নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে 'আস ইব্ন ওয়ায়লের উক্তি এবং সূরা কাওসার নাযিল হওয়া

ইব্ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, 'আস ইব্ন ওয়ায়ল আস-সাহ্মীর কাছে কেউ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা উত্থাপন করত, তখন সে বলত, আরে তার কথা রেখে দাও, সে তো একজন নির্বংশ লোক, তার কোন সন্তানাদি নেই। মারা গেলে তার চর্চা করার কেউ থাকবে না। তখন তোমরা এমনিতেই তার থেকে নিস্তার পেয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন : اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ অর্থাৎ "আমি অবশ্যই আপনাকে কাওসার দান করেছি," যা আপনার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম। কাওসার অর্থ মহা-মঙ্গলের প্রাচুর্য।

ইব্ন ইসহাক বলেন : লাবীদ ইব্ন রাবী'আ কিলাবী, তাঁর একটি কাসীদায় বলেন :

وصاحب ملحوب فجعنا بيومه × وعند الرداع بيت اخر كوثر

"মালহূব কুয়ার মালিকের মৃত্যুর দিন আমাদের খুব কষ্ট হয়, আর রিদা' কুয়ার পাশেও একটা ঘর আছে, প্রচুর মঙ্গলময়।"

ইব্ন হিশাম বলেন : মালহূবের লোকটি বলতে আওফ ইব্ন আহওয়াস ইব্ন জা'ফর ইব্ন কিলাবকে বুঝান হয়েছে, এখানে সে মারা গিয়েছিল।

আর রিদা'র পাশে একটা ঘর বলে, শুরায়হ ইব্ন আহওয়াস ইব্ন জা'ফর ইব্ন কিলাবকে বোঝানো হয়েছে। তার মৃত্যু হয়েছিল এই কুয়ার পাশে।

كوثر শব্দ كثير হতে উদ্ভূত। কুমায়ত ইব্ন যায়দ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের প্রশংসায় বলেন :

وانت كثير يابن مروان طيب × وكان ابوك ابن العقائل كوثرا

"হে মারওয়ান তনয়! আপনি একজন উত্তম পবিত্র ব্যক্তি, আর আপনার পিতা ছিলেন এক অভিজাত বংশের মহান সন্তান।"

উমাইয়া ইব্ন আবূ 'আইয হুযালী একটি বন্য গাধার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

يحامى الحقيق اذا ما احتدمن × وحمحمن فى كوثر كالجلال

"সে প্রয়োজন ক্ষেত্রে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করে। যখন সবেগে ধাবিত হয়, তখন ধূলোর শামিয়ানার মাঝে ফোঁসফোঁস করতে থাকে।"

এতে كوثر দ্বারা কবি অধিক ধূলোবালি বুঝিয়েছেন এবং আধিক্যের কারণে তাকে তুলনা করেছেন শামিয়ানার সাথে।

কাওসার কি ? এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে কাওসার দান করেছেন, তা কি? তিনি বললেন : সান'আ হতে আয়লা পর্যন্ত প্রশস্ত একটি নহর। তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রমালাতুল্য। তাতে এমন সব পাখি আনাগোনা করে, উটের মত যাদের গ্রীবাদেশ। এ কথা শুনে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ তো ভারী উত্তম বস্তু। তিনি বললেন : এর পানকারীরা আরও উত্তম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমি এই হাদীস কিংবা এতদসংশ্লিষ্ট অপর কোন হাদীসে শুনেছি, যে ব্যক্তি একবার এর পানি পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ আয়াতের অবতরণ প্রসঙ্গে : যাম'আ ও তার সাথীদের উক্তি এবং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। তিনি তাদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকলেন এবং তাদের আহ্বান জানালেন চূড়ান্ত পর্যায়ে। শেষে যাম'আ ইব্ন আসওয়াদ, নায্র ইব্ন হারিস, আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূস, উবায় ইব্ন খালাফ ও 'আস ইব্ন ওয়ায়ল তাঁকে বলল : হে মুহাম্মদ! তোমার সাথে যদি কোন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হত, যে তোমার পক্ষে কথা বলত এবং মানুষ তা চাক্ষুষ দেখত! তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالُوا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ - وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ -

"তারা বলে, তাঁর নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয় না ? যদি আমি ফেরেশতা প্রেরণ করতাম তা হলে তাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হয়ে যেত, আর তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হতনা। যদি তাকে ফেরেশতা করতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম, আর তাদের সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন রয়েছে।" (৬ : ৮-৯)

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ - আয়াতের অবতরণ প্রসংগে : ওয়ালীদ ও তার সাথীদের উক্তি এবং এর জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, উমাইয়া ইব্‌ন খালাফ ও আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে দেখে পরস্পরে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। তাদের সে আচরণে তিনি রাগান্বিত হন। তখন আল্লাহ্ তাদের এ আচরণ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ -

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল তাই বিদ্রূপকারীদের পরিবেষ্টন করেছে।" (৬ : ১০)।

ইস্‌রা ও মি'রাজ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুত্তালিবীর সূত্রে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্‌সা অর্থাৎ ঈলিয়ায় অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মক্কার কুরায়শ ও অন্যান্য সমস্ত গোত্রের মধ্যে ইসলামের আহবান ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা), আবূ সাঈদ খুদরী (রা), উম্মুল-মু'মিনীন 'আয়েশা (রা), 'মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা), হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র), ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র), কাতাদা (র), উম্মু হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা) প্রমুখ হতে মি'রাজর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কারও সূত্রে পূর্ণ ঘটনা, কারও সূত্রে অংশবিশেষ। মহানবী (সা)-এর এ ঘটনার মাঝে মানবজাতির জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র মহিমা ও কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন, মু'মিনদের জন্য পরীক্ষা ও বুদ্ধিমানদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয়। এতে মু'মিন ও বিশ্বাসীগণ খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা, লাভ করে আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহ এবং দীনের ব্যাপারে অবিচলতা। এ মহা-পরিভ্রমণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সন্দেহাতীতভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। মহান আল্লাহ্

যেভাবে ইচ্ছা করেছেন নবী (সা)-কে স্বীয় কুদরতের নিদর্শনাবলী দর্শন করানোর জন্য এ সফর করিয়েছেন। সুতরাং এ মহাসফরে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব এবং মহাবিশ্বে বিরাজমান তাঁর কুদরত ও আধিপত্যের যে সকল নিদর্শন দেখবার, তা স্বচক্ষে দেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর বর্ণনা

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে বুরাক উপস্থিত করা হল। এটি একটি চতুষ্পদ জন্তু। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকেও এতে সওয়ার করান হত। এটি এত দ্রুতগামী যে, তার এক-একটি পদক্ষেপ হয় তার দৃষ্টির শেষ সীমায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এর পিঠে সওয়ার করান হল। তাঁর সঙ্গী তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আসমান-যমীনের মাঝখানে তিনি বহু নিদর্শন দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন। অবশেষে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন। এখানে তিনি তাঁর সম্মানে ইবরাহীম খলীল (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-সহ বহু নবী-রাসূলকে সমবেত দেখতে পেলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর তাঁর সামনে তিনটি পাত্র পেশ করা হল। একটিতে দুধ, একটিতে মদ ও আরেকটিতে পানি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : এগুলো আমার সামনে পরিবেশিত হলে আমি শুনতে পেলাম, কেউ বলছে : যদি তিনি পানির পাত্র গ্রহণ করেন, তবে তিনি নিজেও ডুববেন এবং তাঁর সংগে তাঁর উম্মতও ডুববে। তিনি মদের পাত্র গ্রহণ করলে নিজেও বিভ্রান্ত হবেন এবং উম্মতও বিভ্রান্ত হবে। আর যদি দুধের পাত্র গ্রহণ করেন, তা হলে নিজেও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন এবং তাঁর উম্মতও হিদায়াত লাভ করবে। আমি দুধের পাত্রই গ্রহণ করলাম এবং তা থেকে দুধ পান করলাম। তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেন : হে মুহাম্মদ! আপনি হিদায়াত লাভ করলেন এবং আপনার উম্মতও হিদায়াতপ্রাপ্ত হল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাসান বসরী হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি কা'বার হিজরের মাঝে শায়িত ছিলাম। সহসা জিবরাঈল (আ) আমার কাছে যে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে খোঁচা মেরে জাগালেন। আমি উঠে বসলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আবার শুয়ে পড়লাম। তিনি আবারও জাগালেন। এবারও উঠে কিছুই দেখলাম না। আমি তৃতীয়বার শুয়ে পড়লাম। তখন তিনি আগের মত আমার ঘুম ভাঙালেন। এবার উঠে বসলে তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি তার সাথে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে মসজিদের দরজার দিকে নিয়ে চললেন। হঠাৎ দেখলাম একটি সাদা জন্তু, গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি আকৃতির। তার দুই উরুতে রয়েছে দু'টি পাখা। তা দিয়ে সে পেছনের পায়ে ঝাপটা দেয়, আর সামনের পা তার দৃষ্টির শেষ সীমায় ফেলে। জিবরাঈল (আ) আমাকে তার পিঠে আরোহণ করালেন। এরপর আমাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। আমরা কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে কাতাদার বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাতাদার বর্ণনায় শুনেছি যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমি আরোহণ করার জন্য যখন ঐ বুরাকের কাছে গেলাম, তখন সে ছটফট শুরু করে দিল। জিবরাঈল তার ঝুটে হাত রেখে বললেন : হে বুরাক! কি করছ ? তোমার লজ্জা হয় না ? আল্লাহ্‌র কসম! এর আগে তোমার পিঠে মুহাম্মদ অপেক্ষা বেশি সম্মানী কোন আল্লাহ্‌র বান্দা আরোহণ করেননি। রাবী বলেন : এ কথা শুনে বুরাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল এবং সে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল। তখন আমি তার পিঠে সওয়ার হলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনার অবশিষ্টাংশ ও আবূ বকর (রা)-এর সিদ্দীক উপাধি লাভ

হাসান বসরী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলতে লাগলেন। জিবরাঈল (আ)-ও তাঁর সংগে চলতে লাগলেন। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-সহ বহু নবীর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তিনি তাঁদের সালাতে ইমামতি করলেন। এরপর তাঁর সামনে দু'টি পাত্র রাখা হল। একটিতে মদ, অপরটিত দুধ ছিল। তিনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন এবং তা থেকে পান করলেন। মদের পেয়ালা স্পর্শ করলেন না। তখন জিবরাঈল (আ) তাঁকে বললেন : হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি স্বভাব ধর্মের হিদায়াত লাভ করলেন, আর আপনার উম্মতও হিদায়াত লাভ করল। আপনাদের জন্য মদ হারাম করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

পরদিন সকালে তিনি কুরায়শদের কাছে এ ঘটনা প্রকাশ করলেন। অধিকাংশ লোক বলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! এ তো এক আজব ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্‌র কসম! একটি কাফেলার শামে (সিরিয়া) যাতায়াত করতে দু'মাস সময় লাগে। একমাস যেতে, এক মাস আসতে। আর মুহাম্মদ কিনা এই এক রাতের মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসল!

এ ঘটনার ফলে বহু নও-মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করল। একদল লোক আবূ বকর (রা)-কে গিয়ে বলল : হে আবূ বকর! তোমার বন্ধু সম্পর্কে তুমি কি এখনও ভাল ধারণা পোষণ কর ? সে তো দাবি করে, এই রাতে সে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিল। সেখানে সে সালাতও আদায় করেছে।

তখন আবূ বকর (রা) তাদের বললেন : তোমরা কি তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে কর ? তারা বলল : অবশ্যই। সে তো এখনও মসজিদে বসে মানুষের সামনে এ কথাই বলছে।

আবূ বকর (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যদি এরূপ বলে থাকেন, তবে তিনি সত্যই বলেছেন। এতে তোমরা অবাক হচ্ছ কেন ? আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তো আমাকে এ সংবাদও দেন যে, দিন-রাতের এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, আসমান থেকে বার্তা চলে আসে, আর আমি তা বিশ্বাসও করি। এ ঘটনা কি তার চেয়েও কঠিন, যে

তোমরা অবাক হচ্ছ ? এরপর তিনি সেখান থেকে সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চলে আসলেন এবং বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! আপনি কি এদের কাছে বলেছেন যে, এই রাতে আপনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আবূ বকর (রা)বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! সে মসজিদটির বর্ণনা দিন তো; আমি সেখানে গিয়েছিলাম। হাসান (র) বলেন : তখন নবী (সা) বললেন : তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরা হল। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগলেন। আর আবূ বকর (রা) প্রতিবারই কলতে থাকলেন : صَدَقْتَ আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদটির পূর্ণ বর্ণনা দিলেন এবং আবূ বকর (রা) সাথে সাথে বললেন : আপনি সত্য বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। সবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-কে বললেন : হে আবূ বকর! তুমি সিদ্দীক। সেদিনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সিদ্দীক উপাধি প্রদান করেন। হাসান বসরী বলেন : এ ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুরতাদ হয়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيْرًا -

"আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।" (১৭ : ৬০)

এ হচ্ছে ইসরা সম্পর্কে হাসান বসরীর বর্ণনা। অবশ্য এর মাঝে কাতাদা (র)-এর বর্ণনাও রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর খান্দানের কেউ কেউ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা)-এর স্ত্রী 'আয়েশা (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহ মুবারক অদৃশ্য হয়নি, বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রূহানীভাবে এ সফর করিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে মু'আবিয়া (রা)-এর বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াকূব ইব্ন 'উতবা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আখনাস আমার কাছে বর্ণনা করেন, মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলতেন : নবী (সা)-এর এ সফর মূলত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে একটি সত্য স্বপ্ন ছিল।

ইস্‌রা স্বপ্নযোগেও হতে পারে

'আয়েশা (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর এ মতামতকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হাসান বসরীর উক্তি দ্বারাও তাদের সমর্থন হয় যে, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ রয়েছে (এতে ঘটনাটিকে الرُّؤْيَا 'স্বপ্ন' বলা হয়েছে)। ইবরাহীম (আ) তাঁর পুত্রকে নিজ স্বপ্নের কথা যেভাবে শুনিয়েছিলেন, তা কুরআন মাজীদে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

يَا بُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ "হে বৎস। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি।" (৩৭ : ১০২) এতে বোঝা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ওহী দু'ভাগে হয়ে থাকে, কখনও জাগ্রতাবস্থায়, কখনও স্বপ্নযোগে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন, تنام عيناى وقلبى يقظان "আমার দু'চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে", আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত, বাস্তব ব্যাপার কি ছিল! তিনি যে মহাবিস্ময় প্রত্যক্ষ করেছেন, তা স্বপ্নযোগে করেছেন, না জাগ্রত অবস্থায় তা আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক অবগত। যেভাবেই হোক, ঘটনা সত্য ও বিশ্বাস্য।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-এর আকার-আকৃতি বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইমাম যুহরী সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাব (র) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফরে ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-কে দেখে এসে সাহাবায়ে কিরামের কাছে তাঁদের আকার-আকৃতিও বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের সাথী (অর্থাৎ আমি) অপেক্ষা আর কাউকে ইবরাহীম (আ)-এর সংগে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। আর তোমাদের সাথীর সাথেও বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হযরত ইবরাহীম (আ) ছাড়া কাউকে দেখিনি। আর মূসা (আ) সম্পর্কে বলেন : তিনি বাদামী বর্ণের দীর্ঘকায়, হালকা পাতলা, কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট উন্নত নাসিকাযুক্ত লোক। অনেকটা আযদের শাখা গোত্র শানূআর লোকদের মত। আর তিনি ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেন : তিনি তো লালবর্ণের মাঝারী আকৃতির লোক। তাঁর চুল ছিল সোজা, চেহারায় অনেক তিল ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন সবে গোসলখানা থেকে বের হয়েছেন, মাথা থেকে পানি পড়ছিল। অথচ তাঁর মাথায় কোন পানি ছিল না। তোমাদের মধ্যে 'উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ সাকাফী তাঁর সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলী (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আকার-আকৃতি বর্ণনা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আলী (রা) হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে গঠনাকৃতি বর্ণিত হয়েছে, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সূত্রে গুফরার আযাদকৃত গোলাম উমর নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হযরত 'আলী (রা) তাঁর গঠনাকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন : তিনি অতিমাত্রায় লম্বা ছিলেন না, আর অত্যধিক খর্বকায়ও নয়; বরং তিনি ছিলেন

মধ্যমাকৃতির মানুষ। তিনি অত্যধিক কুঞ্চিত কেশবিশিষ্টও ছিলেন না, আবার ঋজু চুলবিশিষ্টও নয়, বরং তাঁর চুল ছিল ঈষৎ কোঁকড়ান। তিনি অত্যধিক স্থূলকায় ছিলেন না। চেহারা সম্পূর্ণ গোলাকার ছিল না। বর্ণ ছিল শুভ্র লোহিতাভ, চক্ষুদ্বয় ছিল নিবিড় কালো, দীর্ঘ আঁখিপল্লব। অস্থিগ্রন্থি ছিল বড়সড় ও চওড়া কাঁধ। তাঁর বক্ষদেশ হতে নাভিমূল পর্যন্ত প্রলম্বিত একটি সরু লোমের রেখা ছিল। এ ছাড়া হাতে পায়ে অতি সামান্যই লোম ছিল। পথ চলাকালে দ্রুত চলতেন, মনে হত যেন উপর হতে নীচে নামছেন। তিনি যখন কোনদিকে তাকাতেন তখন পূর্ণভাবে ফিরে তাকাতেন। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে ছিল নবুওয়তের মোহর। আর তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। তিনি ছিলেন অধিক দানশীল এবং অসীম সাহসের অধিকারী। তিনি কথায়ও ছিলেন সবচাইতে সত্যনিষ্ঠ এবং দায়িত্ব ও অঙ্গীকার রক্ষায় সর্বাধিক যত্নবান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল চরিত্রের অধিকারী ও আচার-ব্যবহারে সর্বোত্তম! যখন তাঁকে কেউ প্রথমে দেখত, তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হত। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশত, সে তাঁকে ভালবেসে ফেলত। তাঁর প্রশংসাকারী তো সংক্ষেপে এই-ই বলে : তাঁর আগে বা পরে তাঁর মত আমি আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মু হানী (রা)-এর বর্ণনা

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইস্‌রা সম্পর্কে উম্মু হানী বিন্‌ত আবূ তালিব (রা)-এর বর্ণনা নিম্নরূপ। তিনি বলতেন : আমারই ঘর থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ সফর শুরু হয়েছিল। তিনি সে রাতে আমার ঘরে শায়িত ছিলেন। তিনি ঈশার সালাত আদায় শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। আমরাও ঘুমিয়ে যাই। ফজরের সামান্য আগে তিনি আমাদের জাগালেন। এরপর আমরা সকলে তাঁর সংগে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বললেন : হে উম্মু হানী! তোমরা তো দেখেছ, আমি তোমাদের সাথে ঈশার সালাত আদায় করে তোমাদের এখানেই শুয়ে পড়ি। কিন্তু এরপরে আমি বায়তুল-মুকাদ্দাস গমন করি এবং সেখানে সালাত আদায় করি। তারপর তো তোমাদের সাথেই ফজরের সালাত আদায় করলাম, যা তোমরা দেখলে। উম্মু হানী বলেন : এই বলে তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর চাদরের কিনারা ধরে ফেললাম। ফলে তাঁর পেট থেকে কাপড় সরে গেল। তা দেখতে ভাঁজ করা কিব্‌তী বস্ত্রের মত স্বচ্ছ ও মসৃণ। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি এ কথা লোকদের কাছে প্রকাশ করবেন না। অন্যথায় তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। কিন্তু তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই তাদের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করব। তখন আমি আমার এক হাবশী দাসীকে বললাম : বসে আছ কেন, জলদি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে যাও, তিনি লোকদের কি বলেন তা শোন, আর দেখ তারা কি মন্তব্য করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে গিয়ে লোকদের এ ঘটনা জানালেন। তারা বিস্মিত হয়ে বলল : হে মুহাম্মদ! এ যে সত্য তার প্রমাণ? এমন ঘটনা তো আমরা কোনদিন শুনিনি। তিনি বললেন :

প্রমাণ এই যে, আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সহসা আমার বাহন জন্তুটির গর্জনে তারা ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের একটি উট হারিয়ে যায়। আমি তাদের উটটির সন্ধান দেই। আমি তখন শামের দিকে যাচ্ছিলাম। এরপর সেখান থেকে ফিরে আসার পথে যখন দাজনান পর্বতের কাছে পৌছি, তখন সেখানেও একটি কাফেলা দেখতে পাই, তারা সকলে নিদ্রিত ছিল। তাদের কাছে একটি পানিভরা পাত্র ছিল। যা কোন কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি সে ঢাকনা সরিয়ে তা থেকে পানি পান করি। এরপর তা আগের মত ঢেকে রেখে দেই। আর এর প্রমাণ এই যে, সে কাফেলাটি এখন বায়যা গিরিপথ থেকে সানিয়াতুত—তানঈমে নেমে আসছে। তাদের সামনে একটি ধূসর বর্ণের উট আছে। যার দেহে একটি কালো ও আরেকটি বিচিত্র বর্ণের ছাপ আছে।

উম্মু হানী (রা) বলেন : এ কথা শোনামাত্র উপস্থিত লোকেরা সানিয়ার দিকে ছুটে গেল। তারা ঠিকই সম্মুখভাগের উটটিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্ণনামত পেল। তারা কাফেলার কাছে তাদের পানির পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, আমরা পানির একটি ভরা-পাত্রে ঢাকনা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। জাগ্রত হওয়ার পর পাত্রটিকে যেমন রেখেছিলাম তেমনই ঢাকা পাই, কিন্তু ভিতর পানিশূন্য ছিল।

তারা অপর কাফেলাকেও জিজ্ঞেস করল। সে কাফেলাটি তখন মক্কাতেই ছিল। তারা বলল : আল্লাহ্র কসম! তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি যে উপত্যকার কথা বলেছেন, সেখানে ঠিকই আমরা ভয় পেয়ে ছিলাম। তখন আমাদের একটি উট হারিয়ে যায়। আমরা অদৃশ্য এক ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পাই, যে আমাদের উটটির সন্ধান দিচ্ছিল। সেমতে আমরা উটটি ধরে ফেলি।

মি'রাজের বিবরণ

মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, যার নির্ভরযোগ্যতায় আমি সন্দেহ পোষণ করি না। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের কাজ শেষ হওয়ার পর আমার সামনে একটি সিঁড়ি উপস্থিত করা হল। আমি এমন সুন্দর জিনিস আর কখনো দেখিনি। এটাই সে বস্তু যার দিকে তোমাদের মত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালে বিস্ফোরিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে। আমার সঙ্গী আমাকে তার উপর সওয়ার করাল। সেটি আমাকে নিয়ে আকাশের একটি দরজায় উপনীত হল, যার নাম বাবুল হাফাযা অর্থাৎ প্রহরীদের ফটক। ইসমাঈল নামক একজন ফেরেশতা তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। তাঁর দুই হাতের নীচে ছিল বার হাজার ফেরেশতা, যাদের প্রত্যেকের হাতের নীচে ছিল বার হাজার করে ফেরেশতার অবস্থান।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : এ হাদীস বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ করেন :

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ

"আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।" (৭৪ : ৩১)।

এরপর তিনি বলেন, আমাকে যখন দরজার মুখে হাযির করা হল, তখন প্রশ্ন করা হল, ইনি কে, হে জিবরাঈল! তিনি বললেন : মুহাম্মদ! পুনরায় প্রশ্ন হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বলেন : হ্যাঁ। তখন সে ফেরেশতা আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন।

জাহান্নামের অধিনায়ক ফেরেশতার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে না হাসা

ইব্ন ইসহাক বলেন : এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি প্রথম আসমানে প্রবেশ করলে সকল ফেরেশতাই আমাকে হাসিমুখে স্বাগতম জানাল এবং আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করল, কিন্তু এক ফেরেশতা ছিল এর ব্যতিক্রম। সে আমাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন ও আমার জন্য দু'আ করল ঠিকই, কিন্তু একটুও হাসল না। অন্য ফেরেশতাদের মধ্যে যে আনন্দ খুশি লক্ষ্য করলাম, তা তার মধ্যে দেখলাম না। তখন আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! এই ফেরেশতা কে ? সে তো অন্য ফেরেশতাদের মত আমাকে মুবারকবাদ জানাল ঠিকই, কিন্তু সে আমাকে দেখে একটু হাসল না এবং আমি তার মধ্যে অন্য ফেরেশতাদের মত আনন্দের ভাবও লক্ষ্য করলাম না ? তখন জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেন : শুনুন, সে যদি আপনার আগে কারও জন্য হাসত এবং আপনার পরেও কারও জন্য যদি হাসে, তবে সে অবশ্যই আপনার জন্য হাসত। আসলে সে কখনই হাসে না। এ হচ্ছে মালিক ফেরেশতা, জাহান্নামের দারোগা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ বিশেষণে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আপনার নির্দেশ পালন করে এবং আপনি বিশ্বাসভাজন। কাজেই এ ফেরেশতাও নিশ্চয়ই আপনার নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবে ? আপনি তাকে বলুন না, আমাকে জাহান্নাম দেখাক ?

জিবরাঈল (আ) বললেন : হে মালিক! মুহাম্মদ (সা)-কে জাহান্নাম দেখাও। সে তখন জাহান্নামের ঢাকনা খুলে দিল। সাথে সাথে জাহান্নাম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তার লেলিহান আগুন দাউ দাউ করে উপরে উঠে আসল। এ অবস্থা দেখে আমি মনে করলাম যে, আমি যা কিছু দেখছি, সে তা সবই গ্রাস করে ফেলবে। তখন আমি জিবরাঈলকে বললাম : শীঘ্র মালিক ফেরেশতাকে বলুন একে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিক। তিনি তাঁকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সে বলল : হে জাহান্নাম! শান্ত হও। সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তার সে প্রত্যাবর্তনকে আমি বিস্তারিত ছায়ার সংকোচনের সাথে তুলনা করতে পারি। জাহান্নাম তার পূর্বস্থানে ফিরে আসার পর মালিক তার উপর আবার ঢাকনা স্থাপন করল।

মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের অবিশিষ্টাংশ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : প্রথম আসমানে প্রবেশ করার পর আমি এক ব্যক্তিকে বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁর সামনে বনী আদমের রূহ পেশ করা হচ্ছে। কোনটিকে পেশ করা হলে তিনি খুশি হয়ে বলেন : এ একটি পবিত্র আত্মা যা একটি পবিত্র দেহ হতে নির্গত। আবার কোনটিকে পেশ করা হলে তিনি মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন : উহু! এ একটি নিকৃষ্ট আত্মা যা একটি নিকৃষ্ট দেহ হতে নির্গত।

আমি বললাম : হে জিবরাঈল! ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আপনার পিতা আদম (আ)! তাঁর সামনে তার সন্তানদের আত্মা পেশ করা হয়। কোন মু'মিনের আত্মা হাযির করা হলে তিনি খুশি হন এবং বলেন : একটি পবিত্র আত্মা, যা পবিত্র দেহ হতে নির্গত। পক্ষান্তরে তাঁর সামনে কাফিরের আত্মা হাযির করা হলে তিনি কষ্ট পান ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং বলেন : একটি নিকৃষ্ট আত্মা, যা নিকৃষ্ট দেহ হতে নির্গত।

ইয়াতীমদের মাল আত্মসাৎকারীদের অবস্থা

তিনি বলেন, এরপর আমি কতগুলো লোক দেখলাম, যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মত। তাদের হাতে প্রস্তরখণ্ডের মত আগুনের টুকরা। তারা তা নিজেদের মুখের ভেতর নিক্ষেপ করছে, আর পরক্ষণেই তা পশ্চাদদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল। এরা কারা ? জিবরাঈল বললেন : এরা হলো অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী।

সুদখোরদের অবস্থা

তিনি বলেন : এরপর আমি আরও কিছু লোক দেখলাম, যাদের পেটের মত বীভৎস পেট আমি আর কখনও দেখিনি। তারা ফির'আউন সম্প্রদায়ের গমন পথে তৃষ্ণার্ত উটের মত পড়েছিল। ফির'আউন সম্প্রদায় জাহান্নামে গমনকালে তাদের পায়ের তলে পিষ্ট করে যাচ্ছিল। তাদের এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে, সে স্থান থেকে সরে গিয়ে নিজেদের সে দুর্গতি হতে রক্ষা করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে সুদখোরের দল।

ব্যভিচারীদের অবস্থা

নবী (সা) বলেন : এরপর আমি আরও একদল লোক দেখলাম। তাদের সামনে রয়েছে পরিপুষ্ট উপাদেয় গোশত এবং তার পাশে দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট গোশত। তারা সেই উৎকৃষ্ট গোশত রেখে নিকৃষ্ট পুঁতিগন্ধময় গোশত খাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা আল্লাহ্ কর্তৃক বৈধকৃত নারীদের রেখে তাদের জন্য নিষিদ্ধ নারীদের কাছে যেত।

যেসব স্ত্রীলোক অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত বলে চালিয়ে দেয়

তিনি বলেন : এরপর আমি স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা একদল নারী দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! এরা কারা ? তিনি বললেন : এরা সেইসব নারী, যারা অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত সন্তানরূপে চালিয়ে দিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ হতে জা'ফর ইব্‌ন আমর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : সেই নারীর প্রতি আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড ক্রোধ নিপতিত হয়, যে অন্য বংশের সন্তানকে স্বামীর বংশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। ফলে সে সন্তান অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ-সম্পদ ভোগ করে এবং তাদের গোপনীয়তায় (অর্থাৎ যাদের দেখা তার জন্য জায়েয নয় তাদের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে।

মি'রাজ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসের বাকী অংশ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, প্রিয় নবী (সা) বলেছেন : এরপর জিবরাঈল (আ) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন। সেখানে দুই খালাত ভাই ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।

পরে তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে আরোহণ করেন। সেখানে আমি পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর দীপ্তিমান এক পুরুষকে দেখতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল! ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আপনার ভাই ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব (আ).।

তারপর তিনি আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে পৌছেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখে আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম : ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি হলেন ইদরীস (আ)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইদরীস (আ)-এর প্রসংগ আসলে এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا "এবং আমি তাঁকে উন্নীত করেছিলাম মর্যাদায়।" (১৯ : ৫৭)।

নবী (সা) বলেন : এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে আরোহণ করলেন, সেখানে আমি সাদা চুল-দাড়ি ও ঘন-দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত এক বৃদ্ধলোককে দেখতে পেলাম। এত সুন্দর বৃদ্ধলোক আমি আর কখনো দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল। ইনি কে? তিনি বললেন : ইনি স্বজাতির কাছে সমাদৃত ব্যক্তি হারূন ইব্‌ন ইমরান (আ)।

তিনি বলেন : এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করলেন। সেখানে আমি একজন বাদামী রংয়ের উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি ছিলেন অনেকটা শানূআ গোত্রের লোকদের মত। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! ইনি কে? তিনি বললেন : ইনি আপনার ভাই মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)।

এরপর তিনি আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। সেখানে দেখলাম, বায়তুল মা'মূরের দরজার কাছে এক বৃদ্ধলোক চেয়ারে বসে আছেন। বায়তুল মা'মুর এমন মসজিদ যার মধ্যে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। একবার যারা তার মধ্যে প্রবেশ করে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় সেখানে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তির সাথে তোমাদের এই সঙ্গীর চাইতে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি এবং তোমাদের এই সাথীর সাথেও তাঁর চাইতে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে জিবরাঈল ! ইনি কে ? তিনি বললেন : ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ)।

নবী (সা) বলেন : এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঈষৎকালো রক্তিম অধরবিশিষ্ট এক রূপসীকে দেখতে পেলাম। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার ? সে বলল : যায়দ ইব্ন হারিসার। নবী (সা) যায়দ (রা)-কে এর সুসংবাদ দান করেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জিবরাঈল আমাকে নিয়ে যে আসমানেরই দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাইতেন, সেখানেই তাঁকে জিজ্ঞেস করা হত : হে জিবরাঈল ! ইনি কে ? তিনি বলতেন : মুহাম্মদ ! আবার জিজ্ঞেস করা হত, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে ? তিনি উত্তর দিতেন : হ্যাঁ। তখন তাঁরা আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বলতেন : তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভাই, উত্তম বন্ধু। এভাবে তিনি তাঁকে নিয়ে সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছান। এরপর তাঁকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছান হয়। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দেন।

সালাত সংক্ষেপ করার ব্যাপারে মূসা (আ)-এর পরামর্শ

রাবী বলেন, নবী (সা) বলেছেন : আমি সেখান থেকে ফেরত রওয়ানা হলাম, পথিমধ্যে মূসা ইব্ন ইমরান (আ)-এর সংগে আমার দেখা হল। তিনি তোমাদের একজন উত্তম বন্ধুই বটে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে।

আমি বললাম : দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত। তিনি বললেন : সালাত তো সুকঠিন বিষয়, অথচ আপনার উম্মত দুর্বল। কাজেই আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য এর পরিমাণ কমিয়ে দিতে বলুন।

আমি আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলাম। আমি তাঁর কাছে আবেদন জানালাম, যেন তিনি আমার ও আমার উম্মতের জন্য বিষয়টি সহজ করে দেন। আল্লাহ্ দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। বাদ বাকি নিয়ে আমি রওয়ানা হলাম। পথে মূসার সাথে আবার সাক্ষাৎ হল। তিনি এবারও আগের মতই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলাম এবং আমার রবের কাছে আরও কমানোর জন্য আবেদন জানালাম। তিনি আরও দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি ফিরে

গেলাম। পথে মূসার সাথে আবার দেখা হলো। এবারও তিনি আমাকে একই কথা বললেন। সুতরাং আমি আবার আল্লাহ্র কাছে ফিরে গেলাম এবং আরও কমানোর জন্য আবেদন জানালাম। তিনি আরও দশ ওয়াক্ত হ্রাস করে দিলেন। আমি ফেরত রওয়ানা হলাম। কিন্তু মূসা আমাকে ক্রমাগত একই পরামর্শ দিতে লাগলেন যে, আপনি ফিরে গিয়ে আরও কমানোর আবেদন জানান। এভাবে সে সংখ্যা কমাতে কমাতে দৈনিক মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত বাকী রাখা হল। আমি তা নিয়ে মূসার কাছে আসলাম। তিনি আমাকে আগের মত বললেন কিন্তু আমি বললাম : আমি আমার রবের কাছে অনেকবার গিয়েছি এবং সালাতের পরিমাণ কমানোর জন্য আবেদন করেছি। এখন আমি তাঁর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি। কাজেই আর নয়, আমি এরূপ আর করব না।

নবী (সা) বলেন : তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈমানের সাথে, সওয়াবের আশায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, সে পূর্ণ পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব লাভ করবে।

বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্র সাহায্য

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে দাওয়াতের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে সদুপদেশ দানের ক্ষেত্রে তাদের যাবতীয় উৎপীড়ন, উপহাস ও মিথ্যারোপকে সওয়াবের আশায় বরদাশত করতে থাকলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা)-এর বর্ণনামতে তারা হল পাঁচজন। স্বগোত্রে তারা ছিল প্রবীণ ও প্রভাবশালী। নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হল :

আসাদ গোত্রের বিদ্রুপকারী

আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ। উপনাম আবূ যাম'আ। সে ছিল আসাদ ইব্ন 'আবদুল উয্যা ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব গোত্রের লোক। বর্ণিত আছে যে, তার উৎপীড়ন-উপহাস যখন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য বদদু'আ করে বললেন : হে আল্লাহ্! তাকে অন্ধ করে দাও এবং তাকে সন্তানহারা কর।

বনূ যুহরার বিদ্রুপকারী

আসওয়াদ ইব্ন আবদ ইয়াগূস ইব্ন ওয়াহব ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন যুহরা। সে যুহরা ইব্ন কিলাব গোত্রের লোক।

মাখযূম গোত্রের বিদ্রুপকারী

ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা। সে বনূ মাখযূম গোত্রের লোক। বংশ তালিকা এরূপ, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম।

সাহম গোত্রের বিদ্রুপকারী

আস ইব্ন ওয়ায়ল। সে ছিল সাহম গোত্রের লোক। বংশ তালিকা এরূপ : আস ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হিশাম ইব্ন সুআয়দ ইব্ন ইব্ন সাহম। ইব্ন হিশাম বলেন : সে হল ওয়াইল ইব্ন হাশিম।

খুযা'আ গোত্রের বিদ্রুপকারী

হারিস ইব্ন তুলাতিলা। সে ছিল খুযা'আ গোত্রের লোক। বংশ তালিকা এরূপ : হারিস ইব্ন তুলাতিলা ইব্ন 'আমর ইব্ন হারিস ইব্ন আব্দ 'আমর ইব্ন লুআঈ ইব্ন মালকান।

এদের অশুভ তৎপরতা যখন চরমে পৌঁছল এবং নবী (সা)-এর প্রতি তাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ -

"আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন। আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ্র সাথে অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করেছে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।" (১৫ : ৯৪-৯৬)।

বিদ্রুপকারীদের পরিণাম

ইব্ন ইসহাক বলেন : উরওয়া ইব্ন যুবায়র ও অন্যান্য আলিম হতে ইয়াযীদ ইব্ন রূমান আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, একদা এসব কাফির যখন আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করছিল, তখন জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসেন। তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়ালেন। এ সময় আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব তাঁদের পাশ দিয়ে যায়। জিবরাঈল একটি সবুজ পাতা তার চেহারায় ছুঁড়ে মারেন। ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। এরপর আসওয়াদ ইব্ন আব্দ ইয়াগূস তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। তখন জিবরাঈল (আ) তার পেটের প্রতি ইশারা করেন। ফলে সে দুরারোগ্য উদরাময়ে ভুগে মারা যায়। ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাও সেখান দিয়ে অতিক্রম করে। জিবরাঈল (আ) তার পায়ের গোছার নীচে একটি ক্ষতের প্রতি ইশারা করেন। এ ক্ষতটি কয়েক বছর আগে একটি তীরের খোঁচায় সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনা ছিল এরূপ : সে একদিন পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে পথ চলছিল। এভাবে সে বনূ খুযা'আর এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। সে তখন তীর বানাচ্ছিল। তার একটি তীরের ফলক ওয়ালীদের কাপড়ে বিঁধে যায় এবং তারই খোঁচা তার পায়ে লাগে। তবে সে খোঁচায় মামুলী ক্ষতই সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু জিবরাঈল (আ)-এর ইশারায় উক্ত ক্ষত আবার তাজা হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়।

এমনিভাবে আস ইব্ন ওয়ায়ল সেখান দিয়ে অতিক্রম করলে জিবরাঈল (আ) তার পায়ের তলার দিকে ইশারা করেন। এরপর সে একটি গাধার পিঠে চড়ে তায়ফ যাচ্ছিল। গাধাটি

তাকেসহ একটি প্রকাণ্ড গাছ তলায় বসে পড়ে। এ সময় তার পায়ের নীচে একটি কাঁটা ফোটে এবং শেষ পর্যন্ত এতেই তার মৃত্যু ঘটে।

হারিস ইব্ন তুলাতিলাও সেখান দিয়ে গেলে জিবরাঈল (আ) তার মাথার দিকে ইশারা করেন। ফলে তার মাথায় পুঁজ জমে এবং এতেই সে মারা যায়।

আবূ উযায়হির দাওসীর ঘটনা

পুত্রদের প্রতি ওয়ালীদের অন্তিম উপদেশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : ওয়ালীদের যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন সে তার পুত্রদের ডাকল। তার ছিল তিন পুত্র। হিশাম ইব্ন ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদ ও খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ। ওয়ালীদ তাদের বলল : হে আমার পুত্রগণ ! আমি তোমাদের তিনটি উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা এগুলো প্রতিপালনে অবহেলা করবে না।

ক. বনূ খুযা'আর উপর রয়েছে আমার রক্তের (খুনের) দাবি। তোমরা এর প্রতিশোধ নিতে ভুলবে না। আল্লাহ্র কসম ! আমি জানি তারা এ ব্যাপারে নির্দোষ। কিন্তু আমার আশংকা (প্রতিশোধ না নিলে) তোমরা পরবর্তীতে নিন্দিত হবে।

খ. সাকীফ গোত্রের কাছে আমার সুদ পাওনা আছে। তোমরা তা আদায় না করে ছেড়ো না।

গ. আবূ উযায়হিরের প্রতি রয়েছে আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে আটকে রাখার দায়। তোমরা তার থেকে এর প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না। উল্লেখ্য, আবূ উযায়হির ওয়ালীদের নিকট নিজ কন্যা দিয়েছিল। পরে সে তাকে আটকে রাখে। মৃত্যু পর্যন্ত ওয়ালীদ তার স্ত্রীকে ফিরে পায়নি।

বনূ খুযা'আর কাছে মাখযূম গোত্র কর্তৃক আবূ উযায়হিরের রক্তপণ দাবি

ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তার গোত্র—বনূ মাখযূম, বনূ খুযা'আর নিকট ওয়ালীদের রক্তপণ দাবি করে তাদের উপর হামলা করল। তারা বলল : তোমাদের লোকের তীরই তো তার মৃত্যুর কারণ।

যে লোকটির তীরে ওয়ালীদ যখম হয়েছিল, সে ছিল বনূ খুযা'আর শাখা কা'ব ইব্ন আম্র গোত্রের লোক। বনূ কা'ব ও বনূ আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমের মাঝে মৈত্রীচুক্তি ছিল। খুযা'আ গোত্র বনূ মাখযূমের দাবি প্রত্যাখ্যান করল। এ নিয়ে উভয় গোত্র একে অন্যের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করল এবং বিষয়টি ক্রমে জটিল হয়ে দাঁড়াল।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম বনূ খুযা'আকে বলল :

انی زعیم ان تسیروا فتهربوا × وان تترکوا الظهران تعوی ثعالبه
وان تترکوا ماء بجزعة اطرقا × وان تسالوا ای الاراك اطایبه ؟
فاذا اناس لاتطل دماؤنا × ولایتعالی صاعدا من نحاربه

"আমার ধারণা এই যে, তোমরা যুদ্ধে এগিয়ে আসবে কিন্তু পরক্ষণেই তোমরা পালাবে। আর তোমরা জাহরান উপত্যকা ছেড়ে যাবে এবং সেখানে শুধু শেয়ালের ডাক শোনা যাবে। তোমরা আতরিক উপত্যকার জলাশয় ত্যাগ করে যাবে। আর তোমরা খুঁজে বেড়াবে বাবলা বৃক্ষ ঘেরা কোন্ উত্তম স্থান। আমরা এমন লোক, যাদের রক্ত বৃথা যায় না। আমরা যাদের সাথে লড়াই করি, তারা সম্মানের আসনের অধিষ্ঠিত হতে পারে না।"

জাহারান ও আতরিক ছিল খুযা'আ গোত্রের শাখা কা'ব গোত্রের অধিকারভুক্ত স্থান।

উক্ত কবিতার জবাবে কা'ব ইব্ন 'আমর ইব্ন খুযাঈ গোত্রের জাওন ইব্ন আবূ জাওন বলল :

والله لانؤتی الولید ظلامة × ولما تروا یوما تزول کواکبة
ویصرع منکم مسمن بعد مسمن × وتفتح بعد الموت قسرامشاربه
اذا ما اکلتم خبزکم وخزیرکم × فکاکم باکی الولید ونادبه

"আল্লাহ্‌র কসম! ওয়ালীদের নিজে বিপদগ্রস্ত হওয়ার বদলা আমরা কখনও দেব না। আর তোমরা এখনও এমন কঠিন যুদ্ধ দেখনি, যাতে তারকামালা খসে পড়ে।

তোমাদের স্থূলকায় ব্যক্তি একের পর এক খতম হতে থাকবে, এরপর তাদের অট্টালিকাগুলো জোরপূর্বক খুলে ফেলা হবে। তোমরা যখন রুটি–গোশ্ত দিয়ে উদর পূর্ণ করবে, তখন তোমরা সবাই ওয়ালীদের জন্য আর্তনাদ করবে।"

অবশেষে উভয় পক্ষ আপস-মীমাংসায় সম্মত হল। বনূ খুযা'আ বুঝতে পারল যে, মাখযূম গোত্র শুধু লোকনিন্দার ভয়েই এসব করছে, সুতরাং তারা বনূ মাখযূমকে সামান্য কিছু রক্তপণের অংশ দিয়ে দিল। বনূ মাখযূম বাকী অংশের দাবি ছেড়ে দিল। আপস-মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর জাওন ইব্ন আবূ জাওন নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করল :

وقائلة لما اصطلحنا تعجبا × لما قد حملنا للولید وقائل
الم تقسموا تؤتوا الولید ظلامة × ولما تروا یوما کثیر البلابل
فنحن خلطنا الحرب بالسلم فاستوت × فام هواه امنا کل راحل

"আমরা সন্ধি সম্পন্ন করলে কতিপয় নর-নারী বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, আমরা কেন ওয়ালীদের রক্তপণ বহন করলাম ? (তারা বলল) : তোমরা কি শপথ করনি যে, ওয়ালীদের রক্তপণ কিছুতেই আদায় করবে না ? তোমরা তো এখনও বিভীষিকাময় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করনি ? আমরা যুদ্ধকে সন্ধির সাথে মিশ্রিত করেছি। ফলে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এখন যে-কোন পথিক নিরাপদে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারে।"

এরপরও জাওন ইব্‌ন আবূ জাওন ক্ষান্ত হলনা। এমনকি এক পর্যায়ে সে ওয়ালীদের হত্যা নিয়ে গর্ব করতে শুরু করল। সে বলতে লাগল : ওয়ালীদকে তারাই হত্যা করেছে। অথচ এ দাবি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার বক্তব্য অনুযায়ী ওয়ালীদ, তার পুত্র ও সম্প্রদায়কে সেই পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়, যার হুঁশিয়ারী সে দিয়েছিল। এ সম্পর্কে তার কবিতা নিম্নরূপ :

الازعم المغيرة ان كعبا × بمكة منهم قدر كثير
قلا تفخر مغيرة ان تراها × بها يمشى المعلهج والمهير
بها اباؤنا وبها ولدنا × كما ارسى بمثبته ثبير
وما قال المغيرة ذاك الا × ليعلم شاننا او يستثير
فان دم الوليد يطل انا × نطل دماء انت بها خبير
كساه الفاتك الميمون سهما × زعافا وهو ممتلى بهير
فخرببطن مكة مسلحبا × كانه عند وجبته بقير
سيكفينى مطال ابى هشام × صغار جعدة الا وبار خور

"শোন ! বনূ মুগীরা দাবি করছে যে, মক্কায়
কা'ব গোত্র তাদের চাইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ।
বনূ মুগীরা যেন এটা দেখে অহংকার না করে যে, সেথায়
আশরাফ ও আতরাফ (শরীফ ও ইতর) লোকেরা চলাফেরা করে।
আমাদের পিতৃপুরুষ এখানকারই, এখানেই আমাদের জন্ম
ঠিক যেমন সবীর পাহাড় নিজ স্থানে স্থির রয়েছে।
বনূ মুগীরা তো এটা বলছে মানুষকে আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য,
অথবা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করার জন্য।

কারণ, ওয়ালীদের রক্ত বৃথা যাচ্ছে, আর এভাবে আমরা অনেক রক্তের দাবি ছেড়ে দেই, যা তোমরা ভাল করেই জান। অতর্কিত আক্রমণকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তার বিষাক্ত তীর তাক করল, আর তখন সে অধিক রাগের কারণে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় উপনীত হল। ফলে সে মক্কা উপত্যকায় লম্বা হয়ে পড়ে যায়, তার পড়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন একটা উট পড়ে গেছে। আবূ হিশামের (রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে) টালবাহনার জন্য কোঁকড়ান পশমযুক্ত অধিক দুধ প্রদানকারী, কয়েকটি উটনীই আমার জন্য যথেষ্ট।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতার একটি শ্লোক অশ্লীল হওয়ায় এখানে উল্লেখ করা হলো না।

আবূ উযায়হির হত্যা ও তজ্জন্য আব্‌দ মানাফ গোত্রের উত্তেজনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর ওয়ালীদের পুত্র হিশাম আবূ উযায়হিরের উপর হামলা করল। সে তখন যুলমাজায বাজারে ছিল। আবূ উযায়হিরের কন্যা আতিকা ছিল আবূ

সুফইয়ান ইব্ন হারবের পত্নী। আবূ উযায়হির ছিল তার গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। হিশাম উক্ত বাজারে তাকে হত্যা করে তার পিতার স্ত্রীকে আটকে রাখার প্রতিশোধ নেয়। এ সম্পর্কে তার পিতা তাকে ওসিয়ত করে গিয়েছিল। এ ঘটনা নবী (সা)-এর মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে বদর যুদ্ধও শেষ হয়েছিল। নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মারা যায় এবং বন্দী হয়।

আবূ উযায়হির নিহত হওয়ার পর আবূ সুফইয়ানের পুত্র ইয়াযীদ বনূ আব্দ মানাফকে সংঘবদ্ধ করে। আবূ সুফইয়ান তখন যুলমাজায বাজারে ছিল। লোকেরা বলতে লাগল : আবূ সুফইয়ানের শ্বশুরকে হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। সে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। আবূ সুফইয়ান তার পুত্র ইয়াযীদের এ কাণ্ডের কথা শুনে দ্রুত মক্কায় চলে আসল। স্বভাব-চরিত্রে সে ছিল অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও বিচক্ষণ লোক। নিজ গোত্রের প্রতি তার ভালবাসার অন্ত ছিল না। তার আশংকা হল আবূ উযায়হিরকে নিয়ে কুরায়শদের মাঝে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সে তাড়াতাড়ি পুত্রের কাছ চলে গেল। সে তখন বনূ আব্দ মানাফ ও মুতায়িবীনের মাঝে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিল। সে তার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিয়ে তার মাথায় এমন জোরে আঘাত করল, যার ফলে তার মাথা ফেটে গেল। এরপর সে তাকে বলল : আল্লাহ্ তোর ধ্বংস করুক ! তুই দাওস গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে নিয়ে কুরায়শদের মাঝে আত্মকলহের সৃষ্টি করতে চাস ? তারা যদি রক্তপণ দাবি করে, তবে আমি শীঘ্রই তা আদায় করে দেব। এভাবে সে বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

কিন্তু এর পরই হাস্সান ইব্ন সাবিত তৎপরতা চালালেন। তিনি আবূ উযায়হিরের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। আবূ সুফইয়ানের প্রতি বিশ্বাস হনন ও কাপুরুষতার অভিযোগ এনে তিনি বললেন :

غدا اهل ضوجى ذى المجاز كليهما × وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو

ولم يمنع العير الضروط ذماره × وما منعت مخزاة والدها هند

كساك هشام بن الوليد ثيابه × فابل واخلف مثلها جددا بعد

قضى وطرا منه فاصبح ما جدا × واصبحت رخوانا ما تخب تعدو

فلو ان اشياخا ببدر تشاهدوا × لبل نعال القوم معتبط ورد

"যুলমাজাযের উভয় পক্ষের লোক ভোরে বের হয়ে পড়ে অথচ ইব্ন হারবের প্রতিবেশী মুগাম্মাসই থেকে যায়, বের হয় না। গাধা যা সংরক্ষণ করতে পারত, তা সে সংরক্ষণ করল না, যাকে রক্ষা করা তার কর্তব্য ছিল। আর হিন্দা ও তার বাপকে অপমান হতে বাঁচাতে পারল না।

হিশাম ইব্ন ওয়ালীদ নিহত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় তোমাকে পরিয়েছে। তুমি এটা জীর্ণ করে ফেল, আর এর পরেও যেন অনুরূপ নতুন কাপড় তুমি পরতে পার। সে তো তার কাজ শেষ করে ফেলেছে, ফলে সে সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর তুমি হয়ে গেছ অলস-ঢিলে,

তুমি না পার দ্রুত চলতে, আর না পার দৌড়াতে। যদি বদরের বুড়োরা তাকে দেখত, তবে তাজা রক্তে সকলের জুতো সিক্ত হত।"

হাস্‌সান (রা)-এর এ কবিতা আবূ সুফইয়ানের কানে পৌঁছলে সে বলল : সে তো দাওস গোত্রীয় এক ব্যক্তির জন্য আমাদের পরস্পরের মাঝে কলহের সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম ! তার চিন্তা অত্যন্ত মন্দ।

খালিদ (রা) কর্তৃক তাঁর পিতার পাওনা সুদ দাবি ও এ সম্পর্কিত আয়াত

তায়ফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সাথে তার পিতা ওয়ালীদের সুদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। বনূ সাকীফের নিকট ওয়ালীদের সুদ পাওনা ছিল, যা আদায় করার জন্য সে তার পুত্রকে ওসিয়ত করে গিয়েছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বিজ্ঞজনদের অনেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যখন তার পিতার পাওনা সুদ দাবি করল, যা লোকদের কাছে পাওনা ছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয় :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও।" (২ : ২৭৮)।

আবূ উযায়হির হত্যা প্রতিশোধ ও উম্মু গায়লান প্রসঙ্গে।

আমাদের জানামতে, আবূ উযায়হির হত্যার কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে ইসলাম মানুষের জানমাল হিফাযতের নিশ্চয়তা বিধান করে। অবশ্য যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস ফিহরী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে একদল কুরায়শসহ দাওস গোত্রের এলাকায় গিয়েছিল। সেখানে উম্মু গায়লান নাম্মী এক মহিলার বাড়িতে তারা যায়। সে মহিলা ছিল দাওস গোত্রের আযাদকৃত দাসী। তার পেশা ছিল মহিলাদের চুল বিন্যাস করা এবং নববধূকে সাজানো। দাওস গোত্রের লোকেরা আবূ উযায়হির হত্যার প্রতিশোধে তাদের হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু উম্মু গায়লান ও তার সাথীরা রুখে দাঁড়ায় এবং তাদের বাধা দিতে সক্ষম হয়। যিরার ইব্‌ন খাত্তাব এ সম্পর্কে বলেন :

جزى الله عنا ام غيلان صالحا × ونسوتها اذهن شعث عواطل

فهن دفعن الموت بعد اقترابه × وقد برزت للثائرين المقاتل

دعت دعوة دوسا فسالت شعابها × بعز وادتها الشراج القوابل

وعمرا جزاه الله خيرا فما ونى × وما بردت منه لدى المفاصل

فجردت سيفى ثم قمت بنصله × وعن اى نفس بعد نفسى اقاتل

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে উম্মু গায়লান ও তার সাথীদের উত্তম বিনিময় দান করুন। তারা ছিল অপরিপাটি ও নিরাভরণ।

তারা সমাগত মৃত্যুকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল, অথচ প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছুদের জন্য হত্যার স্থান প্রকাশ পেয়েছিল। উম্মু গায়লান দাওস গোত্রকে সন্ধির জন্য আহবান জানায়, ফলে তাদের সকল শাখা মান-সম্মানের প্রতি ধাবিত হয় এবং সামনের শাখাগুলো সে প্রবাহকে আরও বেগবান করে, (অর্থাৎ তারা সবাই সন্ধির ব্যাপারে একমত হয়)।

আল্লাহ্ তা'আলা আমরকেও উত্তম বদলা দিন, সে আদৌ অলসতা করেনি। আমার ব্যাপারে তার অস্থিগ্রন্থিগুলো শিথিল হয়নি, অর্থাৎ সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। অতএব আমি তরবারি টেনে নিই এবং তার ফলা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। নিজকে রক্ষার জন্যই যদি না লড়াই করি, তবে আর কার জন্য লড়ব ?"

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যিরারকে যে মহিলা রক্ষা করে, তার নাম ছিল উম্মু জামীল, কেউ বলেন উম্মু গায়লান। সম্ভবত উম্মু গায়লান এ কাজ উম্মু জামীলের সহযোগিতায় করেছিল।

উম্মু জামীল ও খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)

'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) খলীফা হওয়ার পর উম্মু জামীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তার ধারণা ছিল যিরার খলীফার ভাই। সে যখন যিরারের বংশ পরিচয় উল্লেখ করে, তখন যিরারের ঘটনা খলীফার মনে পড়ল। তিনি বললেন : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ছাড়া আর কোনরূপ ভ্রাতৃত্ব তার সাথে আমার নেই। সে তো এখন গাযী। তার প্রতি তোমার অনুগ্রহের কথা আমি জানি। এরপর তিনি তাকে একজন মুসাফির হিসাবে কিছু অর্থ প্রদান করেন।

যিরার ও খলীফা উমর (রা)

রাবী বলেন, ইব্ন হিশাম বলেছেন : যিরার উহুদ যুদ্ধে 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর মুখোমুখি হয়েছিল। সে 'উমর (রা)-কে বর্শার পার্শ্বদেশ দ্বারা আঘাত করে বলেছিল : 'উমর ! আত্মরক্ষা কর। আমি তোমাকে হত্যা করব না। যিরার (রা) ইসলাম গ্রহণের পর 'উমর (রা) তাঁকে তাঁর আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকাল

মুশরিকদের অত্যাচারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ধৈর্যধারণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যারা তাঁর বাড়িতে এসে উত্যক্ত করত, তারা ছিল তাঁর প্রতিবেশী আবূ লাহাব, হাকাম ইব্ন আবুল আস্ ইব্ন উমাইয়া, 'উকবা ইব্ন আবূ মু'আয়ত, 'আদী ইব্ন হামরা সাকাফী ও ইব্ন আসদা হুযালী। এদের মধ্যে হাকাম ইব্ন আবুল 'আস ব্যতীত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি।

বর্ণিত আছে : এদের কেউ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাঁর গায়ে ছাগলের গর্ভাশয় নিক্ষেপ করত, কেউ বা তা নিয়ে তাঁর (সা) চুলার উপর রাখা হাঁড়িতে ফেলে

আসত। অগত্যা তিনি তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একটি সুরক্ষিত স্থান নির্বাচন করে নিয়েছিলেন, যেখানে গিয়ে তিনি গোপনে সালাত আদায় করতেন। তারা তাঁর গায়ে এগুলো নিক্ষেপ করে আসলে, তিনি একটি লাঠির মাথায় করে তা এনে ঘরের দরজায় দাঁড়াতেন আর বলতেন : হে বনূ আব্দ মানাফ ! এটা কেমন প্রতিবেশী সুলভ আচরণ ?

আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর প্রতি মুশরিকদের ক্রমবর্ধমান নির্যাতন

ইব্ন ইসহাক বলেন : খাদীজা বিন্ত খুওয়ায়লিদ (রা) ও আবূ তালিব একই বছর ইন্তিকাল করেন। তাঁদের মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। খাদীজা (রা) ছিলেন ইসলাম প্রচারে তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী। বিপদ-আপদের কথা তিনি একমাত্র তাঁরই কাছে এসে প্রকাশ করতেন। আর আবূ তালিব ছিলেন তাঁর প্রচারকার্যের পক্ষে এক মযবূত শক্তি এবং তাঁর প্রতিরক্ষক। কুরায়শদের হাত থেকে তিনিই তাঁকে রক্ষা করতেন এবং সুখে-দুঃখে তাঁর পাশে দাঁড়াতেন। তাঁদের ইন্তিকাল হয়েছিল মদীনায় হিজরতের তিন বছর আগে।

আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এমন নির্যাতন শুরু করে দিল, যা তাঁর জীবদ্দশায় তারা আশা করতে পারেনি। এমনকি একদিন তাদের জনৈক নীচাশয় ব্যক্তি পথিমধ্যে তাঁর মাথায় ধূলো নিক্ষেপ করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্ন উরওয়া তার পিতা উরওয়া ইব্ন যুবায়রের সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : অর্বাচীন লোকটি নবী (সা)-এর মাথায় ধূলো নিক্ষেপ করলে তিনি তা নিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর এক কন্যা ছুটে আসেন এবং কেঁদে কেঁদে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। নবী (সা) তখন তাঁকে বলছিলেন : মা, তুমি কেঁদ না, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমার পিতাকে রক্ষা করবেন। এ পর্যায়ে তিনি বলতেন : আবূ তালিবের ইন্তিকালের আগে কুরায়শরা আমার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহারের সাহস করেনি।

অন্তিম শয্যায় আবূ তালিব, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে আপস রফা করে দেওয়ার জন্য তার কাছে মুশরিকদের অনুরোধ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিব রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তার চরম অবস্থার কথা যখন কুরায়শদের কানে পৌঁছল, তখন তারা একে অপরকে বলল, হামযা ও উমর তো ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর কুরায়শের সকল শাখাগোত্রে মুহাম্মদের ধর্মাদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে। চলো আমরা আবূ তালিবের কাছে যাই যাতে তিনি মধ্যস্থতা করে তাঁর ভাতিজা ও আমাদের মধ্যে একটা কিছু চুক্তি সম্পন্ন করে দেন। আল্লাহ্র কসম ! আমরা আশংকা করছি যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা আমাদের উপর বিজয়ী হবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা) হতে আব্বাস ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মা'বাদ ইব্ন আব্বাস তাঁর পরিবারের জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, প্রতিনিধি

দলটি আবূ তালিবের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করল। এদের মধ্যে ছিল উতবা ইব্‌ন রাবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রাবী'আ, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব্ প্রমুখ বড় বড় গোত্র প্রধান। তারা বলল : হে আবূ তালিব ! আমাদের মাঝে আপনার মর্যাদা সুবিদিত। আপনার এখন অন্তিম লগ্ন। আপনার জীবন সম্পর্কে আমরা শংকিত। আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যে যা চলছে, তাও আপনার অজানা নয়। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমাদের ও তাঁর মধ্যে একটা আপস-নিষ্পত্তি করে দিন। যাতে সে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না বলে এবং আমরাও তাকে কিছু না বলি। সে আমাদের ধর্মাদর্শ নিয়ে আমাদের থাকতে দেবে এবং আমরা তাকে তার দীন নিয়ে থাকতে দেব।

আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে পরে আবূ তালিব তাঁকে সম্বোধন করে বললেন : হে আমার ভাতিজা ! এরা তোমার সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ। তোমার ব্যাপারে তারা এখানে সমবেত হয়েছে। তারা চায়, তারা তোমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দেয়, তুমিও তাদের একটা প্রতিশ্রুতি দাও।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : ঠিক আছে, তোমরা আমাকে একটামাত্র কথা দাও, যার ফলে তোমরা আরব জাহানের অধিকর্তা হয়ে যাবে এবং অনারব বিশ্ব তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। আবূ জাহ্‌ল বলল : বেশ ! তোমার পিতার কসম, এরূপ হলে একটা কেন, আমরা দশটা কথা দিতে রাযী। তিনি বললেন : তা হলে তোমরা বল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই)। তিনি ব্যতীত আর যাদের পূজা-অর্চনা তোমরা কর, তাদের সকলকে পরিত্যাগ কর।

এ কথা শুনে তারা একযোগে হাতে তালি দিয়ে উঠল। তারা বলল, হে মুহাম্মদ ! তুমি সকল ইলাহকে এক ইলাহে পর্যবসিত করতে চাও? আশ্চর্য তোমার কথা ! এরপর তারা একে অপরকে বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! এ লোক তোমাদের ইপ্সিত কোন প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেবে না, চলো ফিরে যাই। আমরা বাপ-দাদার ধর্ম পালন করতে থাকি। দেখা যাক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ও আমাদের মাঝে কি ফায়সালা করেন। এই বলে তারা সেখান থেকে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণের আশাবাদ

এরপর আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম ! ভাতিজা ! আমার মতে তুমি তাদের নিকট অন্যায় কিছু দাবি করনি। তাঁর এ মন্তব্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে তাঁর ইসলাম গ্রহণের আশার সঞ্চার হল। তিনি তাকে বললেন : চাচা ! তা হলে অন্তত আপনি তো এ বাক্যটি উচ্চারণ করুন। যাতে কিয়ামতের দিন আপনার জন্য আমার সুপারিশ করার সুযোগ হয়। তাঁর এ ব্যাকুল আগ্রহ দেখে আবূ তালিব উত্তর দিলেন : হে আমার প্রিয় ভাতিজা! আমার মৃত্যুর পর তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃবর্গকে গাল-মন্দ শুনতে হবে, আর কুরায়শরা ভাববে, আমি মৃত্যু ভয়ে অস্থির হয়েই এ বাক্য উচ্চারণ করেছি—এ আশংকা না হলে আমি সত্যিই এ বাক্য উচ্চারণ করতাম। আমি তোমাকে খুশি করার জন্যই এরূপ বলছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আব্বাস তাকিয়ে দেখলেন তিনি ঠোঁট নাড়ছেন। তিনি তার দিকে কান বাড়িয়ে দিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন : হে ভাতিজা! আল্লাহ্‌র কসম ! আমার ভাইতো তুমি যে বাক্য উচ্চারণ করতে বলেছিলে, তাই উচ্চারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আমি শুনিনি।

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে আপস নিষ্পত্তির জন্য আবূ তালিবের কাছে এলে তাদের সম্পর্কে যা নাযিল হয়

রাবী বলেন : কুরায়শদের যে দলটি আবূ তালিবের কাছে এসেছিল এবং তাদের ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাঝে যে কথপোকথন হয়েছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'সাদ'-এর এ আয়াতগুলো নাযিল করেন :

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ... ... اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ- وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ - مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَا اِلَّا اخْتِلَاقٌ-

"সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের ! আপনি অবশ্যই সত্যবাদী কিন্তু কাফিররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তখন তারা আর্ত-চীৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না। এরা বিস্ময়বোধ করছে যে, এদের নিকট এদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আসল এবং কাফিররা বলে, এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ! এদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি ; এ এক মনগড়া উক্তি মাত্র।" (৩৮ : ১-৭)

অন্য ধর্মাদর্শ বলতে তারা খ্রিস্টধর্মকে বুঝিয়েছে, যেহেতু খ্রিস্টানরা এরূপ বলত যে, اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ (আল্লাহ্ তো তিনের তৃতীয়) (৫:৭৩)। এরপর আবূ তালিবের ইন্তিকাল হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সাকীফ গোত্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কাফিররা এমন অত্যাচার শুরু করে, যা তাঁর চাচা আবূ তালিব বেঁচে থাকতে তারা তা করার চিন্তাও করতে পারেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফে চলে যান। তিনি তাঁর কাওমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সাহায্য লাভের আশায় সাকীফ গোত্রের শরণাপন্ন হলেন এবং মহান আল্লাহ্ থেকে যে দীন নিয়ে তিনি তাদের কাছে এসেছেন, তাঁর থেকে তারা তা কবূল করবে এ আশা নিয়েই তিনি একাই তাদের কাছে গিয়েছিলেন।

তায়েফের তিন প্রধান ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাৎ এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের উস্কানি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তায়েফ পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাকীফ গোত্রের তিন ভাইয়ের কাছে গেলেন। তারা ছিল এ গোত্রের সব চাইতে গন্যমান্য ব্যক্তি। তাদের নাম হল : 'আব্‌দ ইয়ালীল ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'উমায়র, মাসউদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'উমায়র ও হাবীব ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন উকদা ইব্‌ন গীরা ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন সাকীফ। তাদের একজন কুরায়শের শাখা জুমাহ গোত্রে বিবাহ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ তিন ভাইয়ের কাছে বসে তাদের আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলামের প্রচারকার্যে তাঁকে সাহায্য করার ও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধ করার জন্য তিনি তাদের সাহায্য চাইলেন।

তখন তাদের একজন বলল : আল্লাহ যদি তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে আমি কা'বার গিলাফ টুকরা টুকরা করে ফেলে দেব।

দ্বিতীয়জন বলল : আল্লাহ্ কি তোমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে পেলেন না রাসূলরূপে প্রেরণের জন্য?

তৃতীয়জন বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সঙ্গে কোন কথা বলব না। কারণ তুমি নিজ দাবি অনুযায়ী সত্যিই যদি রাসূল হয়ে থাক, তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা মহাবিপজ্জনক। পক্ষান্তরে তুমি যদি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ কর, তবে তোমার সাথে আমার কথা বলা উচিত নয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছ থেকে উঠে গেলেন এবং সাকীফের কল্যাণের ব্যাপারে নিরাশ হলেন। এ সময় তিনি তাদের বললেন, যা আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে : 'যে আচরণ তোমরা করলে, যদি এটাই তোমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে তোমরা আমার ব্যাপারটি গোপন রাখবে।' কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ আশংকা করছিলেন যে, তাদের থেকে কুরায়শদের কাছে এ সংবাদ পৌছলে তাঁর উপর তাদের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি উবায়দ ইব্‌ন আবরাসের কবিতায় আছে :

ولقد اتاني عن تميم انهم × ذئروا لقتلى عامر وتعصبوا

"বনূ তামীম সম্পর্কে আমার কাছে খবর এসেছে যে, তারা আমির গোত্রের নিহতদের নিয়ে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা করছে।"

কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অনুরোধও রক্ষা করল না; বরং তারা তাঁকে গালাগাল ও অপদস্থ করার নিমিত্তে তাদের নির্বোধ ও দাস শ্রেণীর লোকদের লেলিয়ে দিল, যারা তাঁকে গালাগালি করতে লাগল এবং বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকল। এমনকি একদল লোক তাঁকে ঘিরে ফেলল। তখন তিনি 'উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ ও শায়বা ইব্‌ন রবী'আর ফলের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। তারা দু'ভাই তখন বাগানেই ছিল। সাকীফ গোত্রের যে বখাটে লোকগুলো তাঁর

পিছু নিয়েছিল, তখন তারা সব ফিরে গেল। তিনি একটি আঙ্গুর গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন। রবী'আর দুই ছেলে তাঁকে দেখছিল এবং তারা তায়েফের অর্বাচীন লোকেরা তাঁর সংগে যে আচরণ করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল।

বর্ণিত আছে যে, সাকীফ গোত্রে জুমাহ্ গোত্রের যে মহিলাটির বিবাহ হয়েছিল, তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখা করে তাকে বলেছিলেন : তোমার স্বামীর জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আমার সাথে এটা কি ধরনের আচরণ করল ?

আল্লাহ্র কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফরিয়াদ

এরপর একটু শান্ত হয়ে নবী (সা) আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন :

اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى - وهوانى على الناس - يا ارحم الراحمين - انت رب المستصعفين - وانت ربى - الى من تكلنى ؟ الى بعيد يتجهمنى ؟ ام الى عدو ملكته امرى ؟ ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات - وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك - او يحل على سخطك - لك العتبى حتى ترضى ولاحول ولاقوة الابك -

"হে আল্লাহ্! আমার অক্ষমতা ও সহায়-সম্বলহীনতা এবং মানুষের কাছে আমার নগণ্যতার জন্য আমি আপনারই কাছে ফরিয়াদ করছি। হে পরম দয়াময়! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক। আপনি আমার রব। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করছেন ? আমার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করে, সেই অনাত্মীয়ের হাতে ? নাকি সেই শত্রুর হাতে যাকে আমার উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন ? আমার প্রতি যদি আপনার অসন্তুষ্টি না থাকে, তবে আমি কোন কিছুর পরওয়া করি না। আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তাই আমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আমার প্রতি আপনার ক্রোধ কিংবা আপনার অসন্তুষ্টি বর্ষণ হতে আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় চাই, যদ্দ্বারা সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্যাসমূহের সুরাহা হয়। সব কিছুর শেষ পরিণাম আপনি ছাড়া আর কারো ক্ষতি প্রতিহত করার এবং উপকার করার ক্ষমতা নেই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে খ্রিস্টান গোলাম আদ্দাসের আচরণ প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এহেন দুরবস্থা ও তাঁর প্রতি কাফিরদের নির্মম আচরণ লক্ষ্য করে অবশেষে উতবা ও শায়বা ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তর তাঁর আত্মীয়তার টানে বিচলিত হয়ে উঠল। 'আদ্দাস নামক তাদের এক খ্রিস্টান গোলাম ছিল। তারা তাকে ডেকে বলল : এই পাত্রে কিছু আঙ্গুর নিয়ে ঐ লোকটির কাছে যাও এবং তাকে খেতে বল। আদ্দাস সে নির্দেশ পালন করল। সে আঙ্গুরভর্তি পাত্রটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে নিয়ে রাখল এবং বলল : খান। তিনি বিস্মিল্লাহ্ বলে তা খেতে শুরু করলেন।

'আদ্দাস তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার দিকে তাকাল। এরপর বলল : আল্লাহ্র কসম! এ বাক্য তো এ দেশের মানুষ বলে না! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা তুমি কোন দেশের লোক হে 'আদ্দাস ? তোমার ধর্মই বা কি ? সে বলল : আমি খ্রিস্টান। আমি নীনাওয়ার অধিবাসী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি তা হলে নেককার ইউনুস ইব্ন মাত্তার এলাকার মানুষ ? আদ্দাস বলল : ইউনুস ইব্ন মাত্তা সম্পর্কে আপনি জানেন কি করে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তিনি তো আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন; আমিও একজন নবী। এ কথা শোনামাত্র আদ্দাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং তাঁর মাথায়, হাতে ও পায়ে চুমু খেতে লাগল।

এ দৃশ্য দেখে রবী'আর পুত্রদ্বয় একে অপরকে বলতে লাগল : আরে, লোকটা যে গোলামটাকে নষ্ট করে দিল। সে তাদের কাছে ফিরে আসলে তারা তাকে বলল : ছিঃ আদ্দাস! তোমার কি হল যে লোকটার মাথায়, হাতে ও পায়ে চুমু খেলে ? সে বলল : হে আমার মনিব! ভূ-পৃষ্ঠে তাঁর চাইতে উত্তম লোক আর নেই। তিনি আমাকে এমন একটা কথা জানিয়েছেন, যা নবী ছাড়া কেউ জানে না। তারা তাকে ধিক্কার দিয়ে বলল : আদ্দাস! সে তোমাকে ধর্মান্তরিত করে না ফেলে। তোমার ধর্ম তাঁর ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

একদল জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ এবং তাদের ঈমান আনয়ন প্রসঙ্গে

বনু সাকীফের ব্যাপারে হতাশ হয়ে নবী (সা) তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে চললেন। নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে তিনি মধ্যরাতে সালাত আদায় করছিলেন, এ সময় নাসীবীনের সাতজন জিনের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা মনোযোগ দিয়ে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনল। তাঁর সালাত শেষ হলে, তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তাদের সতর্ক করল। তারা এ বাণী শোনামাত্রই ঈমান এনে তা কবূল করে নিয়েছিল। তাদের সে ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা ওহী মারফত নবী (সা)-কে অবগত করেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ... ... وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

"স্মরণ করুন, আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল, তারা একে অপরকে বলতে লাগল, চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল, তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে—তারা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে; এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হতে তোমাদের রক্ষা করবেন।" (৪৬ : ২৯-৩১)

আরও ইরশাদ হচ্ছে : قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ "বলুন, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" (৭২ : ১) এ সূরায় পূর্ণ ঘটনাটি বিধৃত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আরব গোত্রসমূহকে ইসলামের দাওয়াত

হজ্জ ও অন্যান্য মৌসুমে আরবগোত্রসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর ইসলামের প্রতি দাওয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এবার তাঁর সম্প্রদায় তাঁর বিরোধিতা ও ইসলামের শত্রুতায় আরও কঠোর হয়ে উঠল। সামান্য কিছুসংখ্যক দুর্বল লোকই ছিল ব্যতিক্রম, যারা তাঁরা প্রতি ঈমান এনেছিল। তিনি হজ্জ ইত্যাদি মৌসুমে আরব গোত্রসমূহের সামনে নিজেকে পেশ করে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তিনি তাদের জানাতে থাকলেন : তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী। তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর সমর্থন করতে অনুরোধ জানালেন। যাতে তিনি তাদের সামনে আল্লাহ্‌র সে বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারেন, যার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হুসায়ন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রবী'আ ইব্‌ন আব্বাদের কাছে আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি প্রথম যৌবনে পিতার সাথে মিনায় যাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আরব গোত্রসমূহের তাঁবুতে গিয়ে বলছিলেন : হে অমুক গোত্র! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর নির্দেশ, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না। তোমরা এই সব দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করছ, তা পরিত্যাগ কর। আমার প্রতি ঈমান আন, আমার দীন স্বীকার কর এবং আমার পক্ষ হয়ে দুশমনের প্রতিরোধ কর। এটা করলে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারব।

রাবী বলেন : তখন আদানী পোশাক পরিহিত এক টেরাচোখবিশিষ্ট উজ্জ্বল চেহারার লোক তার পিছু নিয়েছিল, যার মাথায় ছিল চুলের দু'টি খোঁপা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণ ও দাওয়াত শেষ হলে সে বলে উঠল : হে অমুক গোত্র! এই লোকটা তো তোমাদের লাত ও উয্‌যাকে পরিত্যাগ করার আহবান জানাচ্ছে। তাঁর কথা হচ্ছে, তোমরা মালিক ইব্‌ন উকায়শ গোত্রীয় জিনদের বন্ধুত্ব পরিহার করে তার উপস্থাপিত অভিনব ও বিভ্রান্তির মতাদর্শ গ্রহণ করে নাও। সাবধান! তোমরা তাঁর অনুসরণ করো না। তাঁর কথায় কর্ণপাত করো না।

রাবী বলেন : তখন আমি আমার পিতাকে বললাম : হে পিতা! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনের এই লোকটা কে, যে তাঁর কথা খণ্ডন করার চেষ্টা করছে ? তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাঁর চাচা আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব অর্থাৎ আবূ লাহাব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : (মালিক ইব্‌ন উকায়শ গোত্রীয় জিনদের সম্পর্কে) কবি নাবিগার কবিতায় আছে :

كانك من جمال بنى اقيش × يقعقع خلف رجليه بشن

"তুমি যেন উকায়শ গোত্রের উট, যাকে পেছনের দিক থেকে পুরান চামড়ার তৈরি মশক দিয়ে ভয় দেখান হয়।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিন্দা গোত্রের তাঁবুতেও দাওয়াত দিতে আসেন। তাদের নেতা মূলায়হ সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানান এবং নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তারাও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে।

বনূ কালবকে ইসলামের দাওয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হুসায়ন আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কালব গোত্রের তাঁবুতে উপস্থিত হন। তাদের একটি শাখার নাম ছিল বনূ আবদুল্লাহ। তিনি তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানান এবং নিজেকে তাঁদের সামনে পেশ করেন। তিনি তাদের বলছিলেন : হে বনূ আবদুল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বপুরুষের বড় সুন্দর নামকরণ করেছেন। কিন্তু তারাও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না।

বনূ হানীফাকে ইসলামের দাওয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিকের সূত্রে আমাদের জনৈক সাথী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ হানীফার তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকেন এবং তাদের সামনে নিজেকে পেশ করেন। কিন্তু তাদের মত নিকৃষ্টভাবে তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান আর কোন আরব গোত্র করেনি।

বনূ আমিরকে ইসলামের দাওয়াত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইমাম যুহরী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আমির ইব্‌ন সা'সা'আর তাঁবুতে পৌছে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করেন এবং তাদের সামনে নিজকে পেশ করেন। তাদের মধ্যে বায়হারা ইব্‌ন ফিরাস নামে এক লোক ছিল। ইব্‌ন হিশাম তার বংশ তালিকা এরূপ বর্ণনা করেন : ফিরাস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা (আল-খায়র) ইব্‌ন কুশায়র ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সা'আ। বায়হারা বলে উঠল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এই কুরায়শ যুবককে গ্রহণ করি, তা হলে সারা আরব জাহানকে আমি গ্রাস করতে পারব। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল :

আমরা যদি আপনার ধর্মাদর্শ গ্রহণ করে আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী করেন, তবে আপনার পরে কি আমরা ক্ষমতা লাভ করব ?

তিনি বললেন : সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। বায়হারা বলল : বটে, আপনি আপনার জন্য আমাদের বক্ষকে সারা আরব সম্প্রদায়ের অস্ত্রের লক্ষ্য বানাবেন, আর বিজয় লাভের পর কর্তৃত্ব পাবে অন্যরা ? আমাদের কোন দরকার নেই আপনার দাওয়াত গ্রহণের। এভাবে তারাও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল।

হজ্জ শেষে অপরাপর লোকের মত বনূ আমির গোত্রও দেশে ফিরে গেল। তাদের এক বয়োবৃদ্ধ মুরব্বী ছিল। অনেক তার বয়স। তাদের সাথে হজ্জে যাওয়ার শক্তি সে রাখত না। প্রতি বছর তারা হজ্জ থেকে ফিরে এসে তাকে সে বছরের হজ্জের বিবরণ শোনাত। বরাবরের মত এ বছরও তারা ফিরে আসলে, সে তাদের কাছে হজ্জের ঘটনাবলী জিজ্ঞেস করল। তারা বলল : এবার জনৈক কুরায়শী যুবক আমাদের কাছে এসেছিল। সে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। তার দাবি, সে নবী। আমাদেরকে তাঁর ধর্মাদর্শ গ্রহণ ও তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ানোর দাওয়াত দিয়েছিল। আরও প্রস্তাব করেছিল, তাকে আমাদের দেশে নিয়ে আসি। এ কথা শুনে বৃদ্ধ মাথায় হাত দিল। তারপর বলল : হে বনূ 'আমির! এর কি কোন ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা আছে ? যা হারিয়েছ, তা কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব ? আল্লাহ্‌র কসম! ইসমাঈলের বংশে কেউ কখনও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করেনি। তার দাবি সত্য। তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে কি করে ভুল করলে ?

আরব গোত্রসমূহের মাঝে দাওয়াতী প্রচেষ্টা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবে অবিরাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যখনই কোন মেলা বসত, তিনি আগত আরব গোত্রসমূহের কাছে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করতেন, ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তাদের সামনে নিজেকে ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আনীত হিদায়াত ও রহমতের বাণী পেশ করতেন। যখনই শুনতেন, মক্কায় কোন সম্মানিত বহিরাগতের উপস্থিতি ঘটেছে, তখন তিনি তার কাছে হাযির হয়ে তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানাতেন ও ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বর্ণিত আছে যে, আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে মক্কায় আগমন করে। সুওয়ায়দ স্বগোত্রের নিকট কামিল (পূর্ণ) উপাধিতে ভূষিত ছিল। কারণ সে ছিল প্রভাব-প্রতিপত্তি, কাব্য প্রতিভা ও বংশ মর্যাদার একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি। সে বলত :

الا رب من تدعو صديقا ولو ترى × مقالته بالغيب سائك ما يفرى

مقالته كالشهد ما كان شاهدا × وبالقيب مأثور على ثغرة النحر

يسرك باديه وتت اديمه × نسيمة غش تبترى عقب الظهر

تبين لك العينان ما هو كاتم × من الغل والبغضاء بالنظر الشزر

فرشني بخير طالماقد بريتني × فخير الموالي من يريش ولا يبري

"শোন, এমন বহু লোক রয়েছে যাদের তুমি বন্ধু বলে ডাক, কিন্তু তার পশ্চাতের কথাবার্তা শুনলে তার মিথ্যাচার তোমাকে পীড়া দিত। সামনে উপস্থিত থাকাকালে তার কথা চর্বির মত নরম মনে হয়, কিন্তু পেছনে যা বলে, তা বক্ষদেশের চর্বির মত নরম মনে হয়। কিন্তু পেছনে বাহ্যিক দিক তোমাকে খুশি করে, কিন্তু তার চামড়ার নীচে কবটে গুপ্ত কথা, যা পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে। সে যে হিংসা-বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে, তা তার রক্তচক্ষু তোমার কাছে প্রকাশ করে দেয়। আমার বিরুদ্ধাচরণে তুমি কাটিয়েছ দীর্ঘকাল, এখন তুমি আমার কিছু সাহায্য কর। কারণ সেই তো শ্রেষ্ঠ বন্ধু, যে সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে এবং দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে না।"

নিম্নের কবিতাটিও তারই। তার প্রেক্ষাপট এই যে, সুলায়ম গোত্রের শাখা বনূ যি'ব ইব্ন মালিক গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে একশ' উট নিয়ে সুওয়ায়দের বিবাদ ছিল। সে আরবের একজন গণক স্ত্রীলোককে বিচারক মানে, সে তার পক্ষে ফয়সালা দেয়। এরপর তারা উভয়ে গণকের কাছ থেকে বিদায় নেয়। তাদের সাথে তৃতীয় কেউ ছিল না। যখন উভয়ের ভিন্ন রাস্তায় চলার সময় হল, তখন সুওয়ায়দ বনূ সুলায়মের লোকটিকে বলল : ভাই, আমার উট আমাকে দিয়ে দাও। সে বলল : তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। তখন সুওয়ায়দ বলল : তুমি আমার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর কে এর যামিন হবে ? সে বলল : আমি তো রয়েছি। সুওয়ায়দ বলল : না, এরূপ হতে পারে না। আল্লাহ্র কসম! আমার উট বুঝিয়ে না দিয়ে তুমি কিছুতেই আমার থেকে বিদায় হতে পারবে না। তখন উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। সুওয়ায়দ বনূ সুলায়মের লোকটিকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তাকে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধল এবং তাকে নিয়ে বনূ আমর ইব্ন আওফের জনপদে গেল। সে আর তাকে ছাড়ল না। অবশেষে, বনূ সুলায়মের লোকেরা তার উট তার কাছে পাঠিয়ে দিল। তখন সে এ সম্পর্কে বলল :

لا تحسبني يا ابن زعب بن مالك × كمن كنت تردي بالغيوب وتختل

تحولت قرنا اذ صرعت بعزة × كذالك ان الحازم المتحول

ضربت به ابط الشمال فلم يزل × على كل حال خده هو اسفل

"হে যি'ব ইব্ন মালিকের বংশধর! তুমি আমাকে তাদের মত মনে করো না, যাদের তুমি বিরোধিতা করে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছ এবং প্রতারিত করছ। আমি যখন তোমাকে আছাড় দিয়ে ফেলে ছিলাম, তখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে তোমার পিঠের উপর উঠিয়ে নিলে। বস্তুত বুদ্ধিমান ব্যক্তি একস্থান হতে অন্যস্থানে যাওয়ার সময় এরূপ করে থাকে। আমি তাকে বাম বগলে চেপে ধরলাম, এরপর তার চেহারা সর্বাবস্থায় অধোমুখই থাকল।"

সে এ ঘটনাটি সুদীর্ঘ কবিতার মাঝে ব্যক্ত করত। তার আগমনের সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে আল্লাহ্ ও ইসলামের পথে আহবান জানালেন। সুওয়ায়দ বলল : সম্ভবত আমার কাছে যা আছে, আপনার কাছেও তাই থেকে থাকবে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কি আছে ? সুওয়ায়দ বলল : লুকমানের পণ্ডিত্যপূর্ণ বাণী সম্বলিত একখানি পুস্তক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি তা আমার সামনে পেশ কর। সুওয়ায়দ পেশ করল। তখন তিনি বললেন : চমৎকার। তবে আমার কাছে যা আছে, তা এর চাইতেও উত্তম। আর তা হচ্ছে কুরআন। আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি তা নাযিল করেছেন। এ কুরআন পথ-নির্দেশ ও আলো। তিনি তাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর তাকে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

সুওয়াদ কুরআনের সে বাণী উপেক্ষা করতে পারলনা। সে মন্তব্য করল : এ বাণী সুন্দর বটে। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বিদায় নিয়ে মদীনায় নিজ গোত্রের কাছে চলে যায়। এর কিছুকাল পরেই খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। তার গোত্রের লোকেরা বলত : আমরা মনে করি, সওয়ায়দ মুসলমান অবস্থায় নিহত হন। তিনি বুআস যুদ্ধের আগে নিহত হন।

ইয়াস ইব্ন মু'আযের ইসলাম গ্রহণ ও আবুল হায়সারের বৃত্তান্ত

ইব্ন ইসহাক বলেন : মাহমূদ ইব্ন লাবীদ হতে হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন 'আম্র ইব্ন সা'দ ইব্ন মু'আয আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবুল হায়সার আনাস ইব্ন রাফি' যখন মক্কায় আসেন, তখন ইয়াস ইব্ন মালিক প্রমুখ আবদুল আশহাল গোত্রের কতিপয় যুবকও তার সাথে ছিল। খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরায়শদের সাথে মৈত্রিচুক্তি করা ছিল তাদের আগমনের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাদের সাথে আলোচনায় বসলেন। তিনি তাদের বললেন : তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছ, তার চাইতে উত্তম কিছু চাও কি ?

তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল : তা কি ? তিনি বললেন : আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে তাঁর বান্দাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি তাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলি। তাঁর সংগে কোন কিছুর শরীক করতে নিষেধ করি। আল্লাহ্ আমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এরপর তিনি তাদের সামনে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন।

রাবী বলেন : ইয়াস ইব্ন মু'আয ছিলেন তরুণ যুবক। তিনি বলে উঠলেন : হে আমার সম্প্রদায় ! আল্লাহ্র কসম ! তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছ, এটা তার চাইতে উত্তম। তাঁর মন্তব্য শুনে আবুল হায়সার আনাস ইব্ন রাফি' একমুঠো ধূলো তুলে ইয়াস ইব্ন মু'আযের মুখে নিক্ষেপ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : আপনি আপনার ব্যাপারে

আমাদের জড়াবেন না। আমার জীবনের কসম! আমরা ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসেছি। তখন ইয়াস চুপ হয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাদের থেকে উঠে আসলেন। তারা মদীনায় চলে গেল। এরপর আওস ও খাযরাজের মাঝে বু'আসের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এর কিছুদিন পরই ইয়াস ইব্ন মু'আযের ইন্তিকাল হয়ে যায়। মাহমূদ ইব্ন লাবীদ বলেন : তার অন্তিমকালে উপস্থিত ছিলেন এমন একজন তার স্বগোত্রীয় ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তারা মৃত্যুকালে তাকে বার বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবর, আলহামদু লিল্লাহ্ এবং তাকে কালেমা তায়্যিবা, তাকবীর, তাহমীদ ও তাসবীহ, সুবহানাল্লাহ পাঠ করতে শুনেছে এবং সে অবস্থাতেই তার ইন্তিকাল হয়। তিনি যে ইসলাম নিয়েই ইন্তিকাল করেছেন, এ ব্যাপারে তারা ছিল নিঃসন্দেহ। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য যখন তিনি শুনেছিলেন, তখনই তার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা

'আকাবায় একদল খাযরাজীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

ইব্ন ইসহাক বলেন : অবশেষে যখন আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হল তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন, তাঁর নবীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হজ্জ মওসুমে অন্যান্য সময়ের মত আরব গোত্রসমূহের মাঝে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। এই কর্মব্যস্ততার এক পর্যায়ে 'আকাবা নামক স্থানে একদল আনসারের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা ছিল খাযরাজ গোত্রের লোক। আল্লাহ্র ফয়সালা ছিল তাদের মহা-কল্যাণে ভূষিত করার।

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'আসিম ইব্ন 'উমর ইব্ন কাতাদা (র) তাঁর গোত্রীয় শায়খদের সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তারা বলেছেন, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কারা ? তারা বলল : আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞেস করেন : যারা ইয়াহূদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ, তোমরা কি তারা : তারা বলল ? হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা বসবে কি, আমি তোমাদের সংগে কিছু কথা বলব : তারা বলল : নিশ্চয়ই। এই বলে তারা তাঁর কাছে বসে পড়ল। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পথে আহবান জানালেন এবং তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তিনি তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করেও শোনালেন।

রাবী বলেন : বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাঝে আগে থেকেই ইসলামের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। আর তা এভাবে যে, তারা ইয়াহূদীদের সাথে একই দেশে বাস করত। ইয়াহূদীরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন এক জাতি। পক্ষান্তরে তারা ছিল মুশরিক ও পৌত্তলিক। ইয়াহূদীরা তাদের দেশ যবরদখল করে সেখানে

নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের সাথে ইয়াহূদীদের কোন বিষয়ে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হলে ইয়াহূদীরা তাদের এই বলে শাসাত যে, শীঘ্রই এক নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাঁর আবির্ভাবের সময় অত্যাসন্ন। আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তোমাদের 'আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় ধ্বংস করে দেব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার প্রতিনিধি দলটির সাথে যখন আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন, তখন তারা একে অন্যকে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম ! নিশ্চিত জান ইনিই সেই নবী, যাঁর কথা বলে ইয়াহূদীরা তোমাদের শাসিয়ে থাকে। কাজেই তারা যেন তোমাদের আগে এঁর কাছে না আসতে পারে। তখনই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহবানে সাড়া দিল। তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনল এবং ইসলাম কবূল করল। এরপর তারা বলল : [ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)!] আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এমন পর্যায়ে রেখে এসেছি যে, তাদের মধ্যে যেরূপ পারস্পরিক শত্রুতা আছে, তা অন্য কোন জাতির মধ্যে নেই। আমরা আশাবাদী, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের গোটা সম্প্রদায়কে অচিরেই আপনার মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে দেবেন। আমরা দেশে গিয়ে তাদের মাঝেও আপনার দীন প্রচার করব এবং আমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাদেরকেও তা গ্রহণ করতে বলব। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদেরকে তা কবূল করার তাওফীক দান করেন। তবে আপনার চাইতে শক্তিশালী কেউ হবে না।

এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বিদায় নিয়ে স্বদেশে চলে গেল। এ সময় তাদের অন্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ এবং বিশ্বাসে ভরপূর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আকাবায় সাক্ষাৎকারী খাযরাজীদের পরিচয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার জানামতে তাদের সংখ্যা ছিল ছয়জন। নিম্নে তাদের পরিচয় দেওয়া হল :

১. আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা)। উপনাম আবূ উমামা। ইনি নাজ্জার (তায়মুল্লাহ) গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : আস'আদ ইব্ন যুরারা ইব্ন উদাস ইব্ন উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আম্র ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিসা ইব্ন আম্র ইব্ন আমির।

২. 'আওফ ইব্ন হারিস (রা)। ইনি 'আওফ ইব্ন আফরা নামেও পরিচিতি। ইনিও নাজ্জার গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'আওফ ইব্ন হারিস ইব্ন রিফা'আ ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন মালিক ইব্ন গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'আফরা হচ্ছে উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন ইব্ন গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার-এর কন্যা

৩. রাফি' ইব্ন মালিক (রা)। তিনি যুরায়ক গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে : রাফি' ইব্ন মালিক ইব্ন 'আজলান ইব্ন 'আম্র ইব্ন 'আমির ইব্ন যুরায়ক ইব্ন 'আমির ইব্ন যুরায়ক ইব্ন আব্দ হারিসা মালিক ইব্ন গাযবা ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমির ইব্ন যুরায়ককে আমির ইব্ন আযরাকও বলা হয়।

৪. কুত্বা ইব্ন আমির (রা)। তিনি বনূ সালামার শাখা সাওয়াদ গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা হলো : কুত্বা ইব্ন আমির ইব্ন হাদীদা ইব্ন 'আমর ইব্ন গান্ম ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন গান্ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা ইব্ন সা'দ ইব্ন আলী ইব্ন সারিদা ইব্ন তাযীদ ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'আমরের পিতার নাম গান্ম নয় ; বরং সাওয়াদ। গান্ম নামে সাওয়াদের কোন পুত্র ছিল না।

৫. 'উকবা ইবন আমির (রা)। তিনি হারাম গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'উকরা ইব্ন আমির ইব্ন নাবী ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম ইব্ন কা'ব ইব্ন গান্ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা।

৬. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)। তিনি উবায়দ গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : জারির ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রিআ'ব ইব্ন নু'মান ইব্ন সিনান ইব্ন উবায়দ ইব্ন আদী ইব্ন গান্ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা।

এ দলটি মদীনায় ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা আলোচনা করলেন এবং তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন এভাবে মদীনায় ইসলাম বিস্তার লাভ করল। ফলে মদীনায় আনসারদের এমন একটি বাড়িও অবশিষ্ট থাকল না, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা হতনা।

'আকবার প্রথম বায়'আত ও মুস'আব (রা)

পরবর্তী বছর হজ্জ মওসুমে বারজন আনসার মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা 'আকাবায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন। এটাই ছিল প্রথম 'আকাবা। তারা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তাদের এ বায়'আত ছিল নারীদের বায়'আত অনুষ্ঠানের মত।[১] এ বায়আত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয হওয়ার আগে। নিম্নে এ প্রতিনিধিদের পরিচয় দেওয়া হল :

---

১ অর্থাৎ এ বায়'আতে যুদ্ধের অঙ্গীকার শামিল ছিল না। কুরআন মাজীদে নারীদের বায়'আত সম্পর্কে বলা হয়েছে : يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَيَقْتُلْنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهَ। "হে নবী ! মু'মিন নারীগণ যখন আপনার নিকট আসে, বায়'আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীফ স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চান..." (৬০ : ১২)।

প্রথম আকাবায় অংশগ্রহণকারী নাজ্জার গোত্রের লোক

১. আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)। উপনাম আবূ উমামা। তিনি বনূ নাজ্জারের শাখা মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন উদাস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার।

২. 'আওফ (রা) ও (৩) মু'আয (রা)। তাঁরাও নাজ্জার গোত্রের লোক। পিতার নাম হারিস ও মাতার নাম 'আফরা। হারিস ছিলেন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর পুত্র।

প্রথম 'আকবায় অংশগ্রহণকারী বনূ যুরায়্‌কের লোক

৪. রাফি' ইব্‌ন মালিক (রা)। তিনি যুরায়ক গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ : রাফি' ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান, ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন যুরায়ক।

৫. যাকওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স (রা)। ইনিও যুবায়ক গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : যাকওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাকওয়ান (রা) একজন মুহাজির আনসার সাহাবী ছিলেন।

বনূ 'আওফের থেকে যারা প্রথম 'আকাবায় শরীক হয়েছিলেন

৬. 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)। তিনি বনূ 'আওফ ইব্‌ন খাযরাজের শাখা বনূ গানামের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন খাযরাজ।

বনূ আওফের লোকেরা কাওয়াকিল নামে পরিচিতি ছিলেন।

৭. এ গোত্রের মিত্র আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খাযমা ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আম্মারা। মূলত তিনি গুসায়না গোত্রের লোক। এ গোত্রটি বালী গোত্রের একটি শাখা।

ইব্‌ন হিশাম কর্তৃক কাওয়াকিল নামের ব্যাখ্যা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনূ 'আওফ ও গান্‌মকে কাওয়াকিল নামে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে যে কোন লোক তাদের আশ্রয়প্রার্থী হলে, তারা তাকে একটি তীর দিয়ে বলত। قوقل به بيثرب حيث شئت "তুমি এটা নিয়ে ইয়াসরিবের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও।" শব্দটি قوقلة-এর বহুবচন যার, অর্থ বিশেষ ধরনের হাঁটা।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সালিমের লোক

৮. আব্বাস ইব্‌ন উবাদা (রা)। তিনি সালিম গোত্রের শাখা 'আজলান গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'আব্বাস ইব্‌ন 'উবাদা ইব্‌ন নাযলা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সালামার লোক

৯. 'উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা)। তিনি বনূ সালামার শাখা হারাম গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : 'উক্‌বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ সাওয়াদের লোক

১০. কুত্‌বা ইব্‌ন আমির (রা)। তিনি সাওয়াদ গোত্রের লোক। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ : কুত্‌বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ 'আওসের লোক

১১. আবুল হায়সাম ইব্‌ন তায়্যিহান (রা)। তিনি আওস গোত্রের শাখা 'আবৃদ আশহাল ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খায়রাজ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমার ইব্‌ন আমিরের লোক। তাঁর আসল নাম মালিক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবুল হায়সামের পিতার নাম তায়হান ও তায়্যিহান-উভয়ভাবেই উচ্চারিত হয়।

প্রথম 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী বনূ আমরের লোক

১২. উওয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদা (রা)। তিনি আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস গোত্রের লোক।

'আকাবায় বায়'আতকারী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহীত প্রতিশ্রুতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) মারসাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইয়াযানী (র) থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন উসায়লা সানাবিহী (র) থেকে, তিনি 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : প্রথম 'আকাবার বায়'আতে আমিও শরীক ছিলাম। আমরা ছিলাম মোট বারজন। আমরা নারীদের বায়'আতের ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত করলাম। তখনও জিহাদ ফরয হয়নি। আমরা এই মর্মে বায়'আত করলাম যে, আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন শরীক স্থির করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, সন্তান হত্যা করব না, সজ্ঞানে মিথ্যা রচনা করে রটাব না এবং সৎকার্যে তাঁর অবাধ্যতা করব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন : যদি তোমরা এর এ অংগীকার পূর্ণ কর, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি তোমরা কোনটা লংঘন কর, তবে তোমাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন থাকবে; তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন, নয় ক্ষমা করে দেবেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'আইয ইব্ন আবদুল্লাহ্ খাওলানী আবূ ইদরীস (র)-এর সূত্রে ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন যে, 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেছেন, আমরা প্রথম 'আকাবার রাতে এই মর্মে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত করি যে, আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছু শরীক স্থির করব না, চুরি করব না, ব্যভিচার করব না, সন্তান হত্যা করব না, সজ্ঞানে অপবাদ রচনা করে রটাব না এবং কোন সৎকার্যে তাঁর অবাধ্যতা করব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যদি তোমরা এগুলো পূরণ কর, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি এর কোনটি লংঘন কর এবং তার কারণে দুনিয়াতে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সে শাস্তি ঐ অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হবে। পক্ষান্তরে যদি তা তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত গোপন রাখা হয়, তাহলে তোমাদের এ বিষয়টি আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন থাকবে। তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন, অথবা মাফ করে দেবেন।

'আকাবার প্রতিনিধি দলের সাথে মুস'আবকে প্রেরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ দলটি যখন মদীনায় নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সংগে মুস'আব ইব্ন 'উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আব্দুদ্দার ইব্ন কুসাইকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, যেন তাদেরকে কুরআন ও ইসলামের শিক্ষা দান করেন এবং দীনী বিধানের তালীম দেন। এ জন্য তিনি মদীনার শিক্ষক হিসাবে পরিচিতি ছিলেন। তাঁর অবস্থান ছিল আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা ইব্ন উদাস (রা)-এর গৃহে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে 'আসিম ইব্ন 'উমর ইব্ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, মুস'আব (রা) আনসারদের ইমামতির দায়িত্বও পালন করতেন। কেননা আওস ও খাযরাজের লোক এটা পসন্দ করত না যে, তাদের এক গোত্র অন্য গোত্রের ইমাম হোক।

মদীনায় প্রথম জুমু'আ

আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা) ও মদীনার প্রথম জুমু'আ

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা কা'ব (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যাওয়ার পর আমিই তার চলাফেরায় সাহায্য করতাম। আমি যখন তাকে জুমু'আয় নিয়ে যেতাম, তখন আযান শুনলেই তিনি আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা)-এর জন্য দু'আ করতেন এবং কিছু সময় আযান শোনা ছেড়ে দিয়ে এই দু'আর মাঝেই কাটিয়ে দিতেন। বিষয়টি আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। একবার আমি মনে মনে বললাম, আসলে এটা আমার দুর্বলতা মাত্র। আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করলেই তো পারি যে, জুমু'আর আযান শুনলে তিনি আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা)-এর জন্য কেন দু'আ করেন ? অতএব আমি তাকে জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বরাবরের মত আমি এক জুমু'আয় তাকে নিয়ে বের হলাম। তিনি জুমু'আর আযান শোনামাত্র আবূ উমামার জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করলেন। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : আব্বাজী ! আপনি জুমু'আর আযান শুনলেই আবূ উমামার জন্য কেন দু'আ করেন ?

তিনি বললেন : বৎস ! তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাদের নিয়ে মদীনায় জুমু'আর সালাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এটা করেছিলেন নাকীউল খাযিমাত নামক নাবীত গোত্রের একটি সমতল স্থানে, যা বায়াযা গোত্রের পাথুরে ভূমির মাঝে অবস্থিত। আমি জিজ্ঞেস করলাম : তখন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বললেন : চল্লিশজন পুরুষ।

আস'আদ ইব্ন যুরারা ও মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর প্রচেষ্টায় সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুযায়রের ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুগীরা ইব্ন মু'আয়কিব (র) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা) মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে বনূ আবদুল আশহাল ও বনূ জা'ফরের মহল্লার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আবদুল আশ্হাল গোত্রের সরদার সা'দ ইব্ন মু'আয ইব্ন নু'মান ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদুল আশহাল (রা) আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা)-এর খালাত ভাই ছিলেন। আস'আদ (রা) মুস'আব (রা)-কে নিয়ে বনূ জাফরের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : জা'ফর হলেন কা'ব ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন 'আম্র ইব্ন মালিক ইব্ন আওস। উক্ত বাগানটি মারাক নামক কুয়ার পাশে অবস্থিত ছিল। তাঁরা বাগানের ভেতর বসলেন। কতিপয় নও-মুসলিমও তাদের নিকট সমবেত হল। সা'দ ইবন মু'আয ও উসায়দ ইবন হুযায়র তখন আবদুল আশহাল গোত্রের নেতা এবং তারা গোত্রীয় ধর্মমত অনুসারে তখনও পৌত্তলিক।

আস'আদ (রা) ও মুস'আব (রা)-এর উক্ত মজলিসের কথা তাদের কর্ণগোচর হলে সা'দ উসায়দকে বললেন : তুমি পিতৃহারা হও, শীঘ্র ঐ লোক দু'টির কাছে যাও। ওরা আমাদের এই পাড়ায় এসে আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাচ্ছে। ওদের ভাল করে শাসিয়ে দাও এবং বল, আর যেন আমাদের এ পাড়ায় না আসে। তোমাকে না পাঠিয়ে আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু তুমি তো জান, আস'আদ ইব্ন যুরারা আমার খালাত ভাই। তাই আমি তার সামনে কিছু বলতে পারব না।

তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র বর্শা হাতে রওয়ানা হলেন। আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা) তাকে আসতে দেখে মুস'আব (রা)-কে বললেন : ঐ দেখুন উসায়দ ইব্ন হুযায়র আসছেন। তিনি নিজ গোত্রের নেতা। কাজেই তার কাছে আল্লাহ্র নির্দেশ বর্ণনার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না।

মুস'আব (রা) বললেন : তিনি বসলে আমি কথা বলব। দেখতে দেখতে উসায়দ এসে হাযির হলেন। তিনি এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গালমন্দ করতে লাগলেন। আর বললেন : আমাদের এই দুর্বল লোকগুলোকে বোকা বানাতে কে তোমাদের ডেকেছে ? যদি তোমাদের প্রাণের মায়া থাকে তাহলে আমাদের কাছ থেকে চলে যাও।

মুস'আব (রা) তাকে বললেন : আপনি কি একটু বসে আমাদের কথা শুনবেন ? যদি ভাল লাগে গ্রহণ করবেন আর যদি ভাল না লাগে, তবে বাদ দেবেন।

উসায়দ বললেন : তুমি ঠিক কথা বলেছ। তখন তিনি বর্শাটি মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। মুস'আব (রা) তার কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাকে কুরআন পড়ে শোনালেন।

মুস'আব ও আস'আদ (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! এরপর উসায়দ কোন মন্তব্য করার আগেই আমরা তার চেহারায় আনন্দছটা ও বিনম্রভাব দেখে বুঝে ফেললাম, তার ইসলাম গ্রহণের আর দেরী নেই। এরই মধ্যে তিনি বলে উঠলেন : এ যে কত সুন্দর কথা, কত মধুর! এ দীন গ্রহণ করতে হলে কি করতে হয় ? তাঁরা বললেন : গোসল করে পাক-পবিত্র হন এবং পরিধানের কাপড়ও পাক করুন। তারপর শাহাদতের বাণী উচ্চারণ করে দুরাক'আত সালাত আদায় করুন। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে গোসল করলেন, কাপড়-চোপড় ধুলেন এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন : আমার পেছনে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি আপনাদের অনুসরণ করলে তার গোত্রের একজনও আর পিছিয়ে থাকবে না। এক্ষণিই আমি তাকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি। তার নাম সা'দ ইব্ন মু'আয।

উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বর্শা তুলে রওয়ানা হলেন। সা'দ ইব্ন মু'আয তখন গোত্রীয় সভাস্থলে ছিলেন। উসায়দ সোজা সেখানে গিয়ে হাযির হলেন। সা'দ ইব্ন মু'আয তাকে আসতে দেখে উপস্থিত লোকদের বললেন : আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমাদের কাছে এ অন্য উসায়দ ফিরে আসছে।

উসায়দ সভাস্থলে হাযির হলে সা'দ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : কি করে আসলে ? তিনি বললেন : আমি তাদের দু'জনের সাথে আলাপ করেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি তাদের মধ্যে মন্দ কিছু দেখিনি। তবে আমি তাদের বারণ করে এসেছি। তারা উত্তরে বলেছে : আপনার যা পসন্দ আমরা তাই করব। আমি খবর পেলাম হারিসা গোত্রের লোকজন আস'আদ ইব্ন যুরারাকে হত্যা করার জন্য বের হয়ে পড়েছে এবং তা কেবল এইজন্য যে, সে আপনার খালাত ভাই। এভাবে তারা আপনার আত্মীয়তার মর্যাদা খর্ব করতে চায়।

বনূ হারিসা সম্পর্কিত এ সংবাদ শুনে সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত উঠে পড়লেন। তিনি উসায়দের হাত থেকে বর্শা নিয়ে বললেন : আল্লাহ্র কসম! তুমি দেখছি কিছুই করতে পারলে না। এরপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা নিশ্চিন্তে বসে আছেন। এতে তিনি বুঝে ফেললেন তাকে তাদের কথা শোনানই উসায়দের উদ্দেশ্যে। তিনি গালমন্দ

করতে করতে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর আস'আদ (রা)-কে বললেন : হে আবূ উমামা! আল্লাহ্‌র কসম! তোমার আমার মাঝে যদি আত্মীয়তা না থাকত, তবে আমি এ পদক্ষেপ নিতাম না। তোমরা কি আমাদের মহল্লায় এমন কাজ করে বেড়াবে যা আমাদের পসন্দ নয় ?

উল্লেখ্য, সা'দকে আসতে দেখে আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) মুস'আব (রা)-কে বলে রেখেছিলেন : হে মুস'আব! ঐ যে এক গোত্র প্রধান আসছেন। তিনি আপনার অনুসরণ করলে দু'জন লোকও আপনার থেকে পিছিয়ে থাকবে না।

মুস'আব (রা) সা'দকে বললেন : আপনি কি একটু বসে আমাদের কথা শুনবেন ? ভাল লাগলে আপনি আমাদের কথা রাখবেন, আর ভাল না লাগলে রাখবেন না। সা'দ বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। এই বলে তিনি বর্শাটি মাটিতে পুঁতে রাখলেন এবং নিজে তাদের সামনে বসে পড়লেন।

মুস'আব (রা) তাঁর সামনে ইসলামের ব্যাখ্যা দিলেন এবং তাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন।

মুস'আব ও আস'আদ (রা) বলেন : সা'দ কোন মন্তব্য করার আগেই আমরা তার চেহারায় ইসলাম গ্রহণের চিহ্ন লক্ষ্য করলাম।

সা'দ তাদের বললেন : ইসলাম গ্রহণকালে আপনারা কি নিয়ম পালন করেন ? তারা বললেন : গোসল করে পাক-পবিত্র হতে হয়, পরিধেয় বস্ত্রও পবিত্র করে নিতে হয়। এরপর শাহাদতের বাণী উচ্চারণ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে হয়।

সা'দ সেই মুহূর্তে উঠে গোসল করলেন। পরিধানের কাপড়ও ধুয়ে পাক করলেন। তারপর কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর বর্শা হাতে নিয়ে গোত্রীয় সভাস্থলে গিয়ে হাযির হলেন। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা)-ও সঙ্গে ছিলেন।

সা'দকে আসতে দেখে গোত্রের লোক বলতে লাগল : আল্লাহ্‌র কসম! যে সা'দ গিয়েছিলেন, তিনি আর ফিরে আসেন নি, এ যে ভিন্ন সা'দ। তিনি তাদের সামনে এসে বললেন : হে আবদুল আশহাল গোত্র! তোমরা আমাকে কি মনে কর ?

তারা বলল : আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, বিবেক-বুদ্ধিতেও আপনি সবার সেরা এবং আপনি একজন উৎকৃষ্টতম প্রতিনিধি বটে।

সা'দ (রা) বললেন : যদি তাই হয়, তবে আজ থেকে তোমাদের কোন নারী-পুরুষের সাথে আমার কোন কথা নেই—যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন।

মুস'আব ও আস'আদ (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! সেই দিনই আবদুল আশহাল গোত্রের সকল নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। একজনও বাকী থাকল না।

এরপর আস'আদ ও মুস'আব (রা) সেখানে থেকে আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-এর বাড়িতে ফিরে গেলেন। মুস'আব (রা) সেখানে অবস্থান করে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত

দিতে থাকলেন। এভাবে আনসারদের এমন কোন মহল্লা বাকী থাকল না, যেখানে মুসলিম নর-নারীর একটা দল গড়ে ওঠেনি। কেবল বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ, খাতমা, ওয়ায়ল ও ওয়াকিফ গোত্রের মহল্লা ব্যতীত, সমষ্টিগতভাবে এদেরকে আওসুল্লাহ্‌ বলা হত। এরা ছিল আওস ইব্‌ন হারিসা গোত্রের শাখা-প্রশাখা। ইসলাম গ্রহণে তাদের বিরত থাকার কারণ এই ছিল যে, তাদের নেতা ছিল কবি সায়ফী, যার আসল নাম আবূ কায়স ইব্‌ন আসলাত। তারা তার কথা শুনত ও তার আনুগত্য করত। সে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেয় এবং নিজেও এ থেকে বিরত থাকে। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মদীনায় হিজরত করেন এবং বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধও শেষ হয়ে যায়, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এবং এ দীন নিয়ে কতক মানুষের মতানৈক্য সম্পর্কে তিনি নিম্নের কবিতাটি রচনা করেন :

ارب الناس اشياء المت × يلف الصعب منها بالذلول

ارب الناس اما اذ ضللنا × فيسرنا لمعروف السبيل

فلولا ربنا كنا يهودا × وما دين اليهود بذى شكول

ولو لا ربنا كنا نصارى × مع الرهبان فى جبل الجليل

ولكنا خلقنا اذا خلقنا × حنيفا ديننا عن كل جيل

نسوق الهدى ترسف مذعنات × مكشفة المناكب فى الجلول

"হে মানুষের প্রতিপালক! এমন কিছু বিষয় মিশে গেছে, যাতে সহজ ও কঠিন ব্যাপার একাকার হয়ে গেছে। হে মানুষের প্রতিপালক! যদি আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, তবে তুমি আমাদের কল্যাণের পথে চলার তাওফীক দান কর। যদি আমাদের রবের অনুগ্রহ না হত, তবে আমরা ইয়াহূদী হয়ে যেতাম এবং ইয়াহূদী ধর্মের কোন বাস্তবতা নেই। আর আমাদের প্রতিপালকের দয়া না হলে আমরা নাসারা হয়ে যেতাম এবং তাদের ধর্মযাজকদের সাথে জালীল[১] পর্বতে অবস্থান করতাম। কিন্তু আমাদের এমন ধর্মাবলম্বী করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আমাদের ধর্ম তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা অন্যান্য জাতি-ধর্ম থেকে আলাদা।

আমরা কুরবানীর পশু নিয়ে যাই মুক্ত-স্বাধীন অবস্থায়, কিন্তু তারা এমন অনুগত হয়ে চলে, যেন তারা বন্দী।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতার فلولا ربنا - لولا ربنا এবং مكشفة المناكب فى الجلول অংশটুকু আমাকে জনৈক আনসার কিংবা খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি আবৃত্তি করে শুনিয়েছে।

---

১. শামের একটি পাহাড়। এখানে বসে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের সাথে কবির ধর্মালোচনা হয়েছিল।

দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আত

মুস'আব ইব্ন উমায়র ও দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আত

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী হজ্জ মওসুমে কিছু সংখ্যক আনসার নও-মুসলিম তাদের গোত্রীয় পৌত্তলিকদের সাথে নিয়ে মক্কা আগমন করে। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা, তাদেরকে তাঁর নবীর সাহায্যকারীরূপে মনোনীত করা এবং এভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি আর শিরক ও মুশরিকদের মূলোৎপাটন করা। সেমতে মদীনা হতে আগত আনসারগণ কথা দিল তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোর মাঝামাঝি সময়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে 'আকাবায় মিলিত হবে।

বারা ইব্ন মা'রূর (রা) এবং কা'বার দিকে ফিরে তাঁর সালাত আদায়

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ সালামার মা'বাদ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ কা'ব ইব্ন কায়ন আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব—যিনি আনসারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা কা'ব, যিনি 'আকাবায় হাযির ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত করেছিলেন, তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি [কা'ব (রা)] বলেন : আমরা আমাদের স্বগোত্রীয় পৌত্তলিকদের সাথে হজ্জে গমন করি। এর আগে আমরা সালাত আদায় করতাম এবং দীনী বিধি-বিধান সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিলাম। বারা ইব্ন মা'রূরও আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের একজন গোত্র প্রধান এবং প্রধান ব্যক্তি। আমরা সফরের উদ্দেশ্যে যখন মদীনা ত্যাগ করলাম তখন তিনি আমাদের বললেন : হে লোক সকল! আমি একটি ব্যাপারে মত স্থির করেছি, আল্লাহ্র শপথ! জানি না তোমরা আমার সাথে এতে একমত হবে কিনা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : ব্যাপারটি কি ? তিনি বললেন :

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন থেকে আর কা'বাকে পেছনে রেখে নয়; বরং এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করব।

আমরা বললাম : আমরা তো জানি আমাদের নবী শাম অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করেন। আমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না।

তিনি বললেন : যাই বল, আমি কা'বাকে সামনে রেখেই সালাত আদায় করব। আমরা তাকে বললাম : কিন্তু আমরা তা করব না।

কা'ব (রা) বলেন : এরপর সালাতের সময় হলে আমরা তো শামের দিক মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতাম, আর তিনি কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন। এভাবে আমরা মক্কায় পৌছলাম। আমরা সব সময়ই তার কাজের জন্য তাকে নিন্দা করতাম। কিন্তু তিনি তাতে অটল থাকেন। মক্কায় পৌছার পর তিনি আমাকে বললেন : ভাতিজা! আমাকে

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। আমি এ সফরে যা করলাম, সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তোমরা যেহেতু আমার বিরোধিতা করেছ, তাই এ বিষয়ে আমার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। কিন্তু আমরা তাঁকে চিনতাম না। আর এর আগে আমরা তাঁকে দেখিনি। পথিমধ্যে মক্কার এক ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হল। আমরা তার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঠিকানা চাইলাম। সে জিজ্ঞেস করল : আপনারা তাঁকে চিনেন কি না ? আমরা বললাম : না। সে বলল : আপনারা কি তাঁর চাচা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকে চেনেন ? আমরা বললাম : হ্যাঁ।

কা'ব (রা) বলেন : আমরা আব্বাসকে চিনতাম। তিনি ব্যবসা উপলক্ষে আমাদের এখানে যাতায়াত করতেন।

লোকটি বলল : আপনারা মসজিদে প্রবেশ করলেই তাঁকে পাবেন। তিনি আব্বাসের পাশেই মসজিদে বসে আছেন। আমরা সোজা মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে আব্বাসকে বসা দেখলাম। আর দেখলাম তার পাশেই আল্লাহ্র রাসূল (সা) বসে আছেন। আমরা তাঁকে সালাম দিয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তিনি আব্বাসকে বললেন : হে আবুল ফযল! আপনি কি এ দুই ব্যক্তিকে চেনেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। ইনি হচ্ছেন বারা ইব্ন মা'রূর, নিজ গোত্রের নেতা, আর ইনি কা'ব ইব্ন মালিক। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কবি কা'ব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। কা'ব (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কথাটুকু আমি কোনদিন ভুলব না।

বারা ইব্ন মা'রূর বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী তিনি আমাকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। আমি এ সফরে বের হয়ে মতস্থির করলাম, কা'বাকে পশ্চাৎদিকে রাখব না। সেমতে আমি কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি। আমার সহযাত্রীরা এতে আমার বিরোধিতা করে। ফলে আমার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি এ ব্যাপারে কি বলেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : বায়তুল-মুকাদ্দাস তো কিবলাই ছিল। কাজেই ধৈর্য ধারণ করলেই ভাল হত।

এরপর বারা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসৃত কিবলার দিকে মুখ করেন এবং আমাদের সংগে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করেন। রাবী বলেন : তবে পরিবারবর্গের ধারণা, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কা'বামুখী হয়ে সালাত আদায় করেছেন কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। তাঁর সম্পর্কে তাদের চাইতে আমরাই ভাল জানি।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'আওন ইব্ন আইয়ূব আনসারী তাঁর এক কাসীদায় আবৃত্তি করেন :

ومنا المصلي اول الناس مقبلا × على كعبة الرحمن بين المشاعر

"হজ্জের স্থানসমূহে দয়াময় আল্লাহ্র কা'বার দিকে সর্বপ্রথম যিনি মুখ করে সালাত আদায় করেন, তিনি আমাদেরই লোক।"

এতে কবি বারা ইব্ন মা'রূর (রা)-এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মা'বাদ ইব্ন কা'ব বর্ণনা করেছেন যে, তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি (কা'ব) বলেন : এরপর আমরা হজ্জ উপলক্ষে বের হলাম এবং ওয়াদা করলাম আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে 'আকাবায় মিলিত হব। আমরা হজ্জের কার্যাদি সমাপ্ত করলাম। নবী (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সে নির্দিষ্ট রাতও এসে গেল। আমাদের এক সঙ্গী ছিলেন আবূ জাবির আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন হারাম। তিনি ছিলেন আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে নিলাম। আর আমরা এ ব্যাপারটা আমাদের মুশরিক সফরসঙ্গীদের কাছ থেকে গোপন রাখছিলাম।

আমরা এ প্রসঙ্গে আবূ জাবিরের সাথে আলোচনা করলাম এবং তাকে বললাম : হে আবূ জাবির! আপনি আমাদের একজন অন্যতম নেতা ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। আমরা চাই না আপনি আপনার বর্তমান ধর্মাদর্শে বহাল থেকে আখিরাতে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হোন। এই বলে আমরা তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম। তাঁকে এটাও জানালাম যে, এ রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে 'আকাবায় মিলিত হব। আবূ জাবির আমাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি আমাদের সঙ্গে 'আকাবায় উপস্থিত হয়ে নকীবের মর্যাদা লাভ করলেন।

কা'ব (রা) বলেন : সে রাতে আমরা অন্যান্য সহযাত্রীর সাথে শিবিরেই ঘুমালাম। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে আমরা 'আকাবার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা অতি সন্তর্পণে নিশাচর পাখির মত বের হলাম। এভাবে আমরা 'আকাবা গিরিসংকটে সমবেত হলাম। আমরা ছিলাম ৭৩ জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। তাদের একজন ছিলেন উম্মু 'আম্মারা নুসায়বা বিন্ত কা'ব মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের লোক। অপরজন ছিলেন উম্মু মানী' আসমা বিন্ত 'আম্র ইব্ন 'আদী ইব্ন নাবী সালামা গোত্রের লোক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য আব্বাসের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

রাবী বলেন : আমরা 'আকাবা গিরিসংকটে সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব। তখনও তিনি পূর্ব পুরুষের ধর্মে বিদ্যমান ছিলেন। তবে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের এ আলোচনায় উপস্থিত থাকা ও তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের থেকে অংগীকার গ্রহণ করাকে জরুরী মনে করেন। আসন গ্রহণের পর আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবই প্রথমে কথা বলেন। তিনি বললেন : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা!

উল্লেখ্য যে, আরবদের কাছে তখন আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্র সম্মিলিতভাবে খাযরাজ নামে অভিহিত হত।

আব্বাস বললেন : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! আমাদের কাছে মুহাম্মদের কি মর্যাদা, তা তোমাদের অজানা নেই। আমরা তাঁকে আমাদের সম্প্রদায়ের হাত থেকে এযাবৎ রক্ষা করে এসেছি। তাঁর প্রতিপক্ষরাও তাঁর ব্যাপারে আমাদেরই মত ধারণা পোষণ করে। কাজেই তাঁর দেশ ও সম্প্রদায়ের মাঝে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত সুরক্ষিত। কিন্তু তবু তিনি আপনাদের কাছে চলে যেতে এবং তোমাদের মাঝে থাকতে কৃত সংকল্প। এখন চিন্তা করে দেখ, তোমরা যদি তাঁকে প্রদত্ত অংগীকার রক্ষা করতে পার এবং শত্রুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সক্ষম হও, তবে তোমরা এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। পক্ষান্তরে যদি মনে কর তোমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না, শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, তা হলে বরং এখনই ছেড়ে দাও। কারণ তিনি স্বগোত্র ও স্বদেশে নিরাপদে আছেন।

আমরা তাঁকে বললাম : (হে আব্বাস)! আমরা আপনার বক্তব্য শুনলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এখন আপনি কথা বলুন এবং আপনার নিজের ও আপনার রবের জন্য আমাদের থেকে যে অংগীকার নেওয়া ভাল মনে করেন, তা নিতে পারেন।

আনসারদের থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বললেন। প্রথমে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করলেন এবং তাদের আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন। আর তাদের ইসলামের প্রতি উৎসাহ দান করলেন। তারপর বললেন : আমি এ মর্মে তোমাদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করছি যে, তোমরা তোমাদের নারী ও শিশুদের যেভাবে রক্ষা কর, আমাকেও তেমনি রক্ষা করবে।

বারা' ইব্ন মা'রূর তাঁর হাত ধরে বললেন : হ্যাঁ! যিনি আপনাকে সত্যসহ নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমরা ঠিক তেমনিভাবে আপনাকে রক্ষা করব, যেভাবে আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করে থাকি। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাদের বায়'আত গ্রহণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আমরা একটি যুদ্ধবাজ জাতি, বিপুল সমরাস্ত্রের অধিকারী, যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি।

রাবী বলেন : বারা' ইব্ন মা'রূরের কথার মাঝখানে আবুল হায়সাম ইব্ন তায়্যিহান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! ইয়াহূদীদের সাথে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এখন আমরা তা ছিন্ন করতে যাচ্ছি। এমন তো হবে না যে, আমরা এরূপ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন আপনাকে বিজয় দান করবেন তখন আপনি আমাদের ছেড়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবেন?

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃদু হেসে বললেন : তোমাদের রক্ত আমার রক্ত। তোমাদের জীবন-মরণের একই সূত্রে গ্রথিত থাকবে আমার জীবন-মরণ। আমি তোমাদের, আর তোমরাও আমার। তোমরা যাদের সাথে লড়বে, আমিও তাদের সাথে লড়াই করব। তোমরা যাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবে, আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করব।

ইব্ন হিশাম বলেন : الهدم الهدم-এর অর্থ আমার দায়-দায়িত্ব তোমাদেরও দায়-দায়িত্ব এবং আমার মান-ইযযত, তোমাদেরও মান-ইযযত।

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা তোমাদের মধ্য হতে আমার সামনে বারজন লোককে নকীব (প্রতিনিধি)-রূপে পেশ কর। তারা নিজ নিজ গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করবে। তখন তারা তাদের মধ্য হতে বারজন লোক বাছাই করে দিলেন, নয়জন খাযরাজ গোত্র এবং তিনজন আওস গোত্র হতে।

বারজন নকীবের নাম ও বংশ পরিচয়

খাযরাজ গোত্রের নকীব

ইব্ন হিশাম বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিব (র)-এর সূত্রে যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাক্কায়ী উক্ত বারজন নকীবের পরিচয় আমার কাছে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

১. আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা ইব্ন উদাস ইব্ন উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। তাঁর অপর নাম ছিল তায়মুল্লাহ্ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আম্র ইব্ন খাযরাজ।

২. সা'দ ইব্ন রবী' ইব্ন আম্র ইব্ন আবূ যুহায়র ইব্ন মালিক ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন সা'লাবা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ।

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন আমর ইব্ন ইমরাউল কায়স (আক্বার) ইব্ন মালিক (আসগার) ইব্ন সা'লাবা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ।

৪. রাফি' ইব্ন মালিক ইব্ন আজলান ইব্ন আমর ইব্ন আমির ইব্ন যুরায়ক ইব্ন আব্দ হারিসা ইব্ন মালিক ইব্ন গাযব ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ।

৫. বারা' ইব্ন মা'রূর ইব্ন সাখ্র ইব্ন খান্সা ইব্ন সিনান ইব্ন উবায়দ ইব্ন আদী ইব্ন গান্ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা ইব্ন সা'দ ইব্ন আলী ইব্ন আসাদ ইব্ন সারিদা ইব্ন তাযীদ ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ।

৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম ইব্ন সা'লাবা ইব্ন হারাম ইব্ন কা'ব ইব্ন গান্ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা ইব্ন সা'দ ইব্ন আলী ইব্ন আসাদ ইব্ন সারিদা ইব্ন তাযীদ ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ।

৭. উবাদা ইব্ন সামিত ইব্ন কায়স ইব্ন আসরাম ইব্ন ফিহ্র ইব্ন সা'লাবা ইব্ন গান্ম ইব্ন সালিম ইব্ন 'আওফ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আওফ ইব্ন খাযরাজ।

ইব্ন হিশাম বলেন : গান্ম ইব্ন সালিম নয়; বরং গান্ম ইব্ন আওফ। ইনি ছিলেন সালিম ইব্ন 'আওফ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আওফ ইব্ন খাযরাজের ভাই।

৮. সা'দ ইব্ন উবাদা ইব্ন দুলায়ম ইব্ন হারিসা ইব্ন আবূ হাযীমা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন তারীফ ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ।

৯. মুনযির ইব্ন 'আমর ইব্ন খুনায়স ইব্ন হারিসা ইব্ন লাওযান ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ।

আওস গোত্রের নকীব

১. উসায়দ ইব্ন হুযাযর ইব্ন সিমাক ইব্ন আতীক ইব্ন রাফি' ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদুল আশহাল।

২. সা'দ ইব্ন খায়সামা ইব্ন হারিস ইব্ন মালিক ইব্ন কা'ব ইবন নাহ্হাত ইবন কা'ব ইব্ন হারিসা ইব্ন গান্ম ইব্ন সাল্ম ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আওস।

৩. রিফা'আ ইব্ন আবদুল মুনযির ইব্ন যুবায়র ইব্ন উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস।

কা'ব (রা)-এর একটি কবিতায় নকীবদের উল্লেখ

ইব্ন হিশাম বলেন : জ্ঞানীদের অনেকেই আওস গোত্রীয় নকীবদের মধ্যে রিফা'আ ইব্ন আবদুল মুনযিরের স্থলে আবুল হায়সাম ইব্ন তায়্যিহানের নাম উল্লেখ করেন।

আবূ যায়দ আনসারী বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তাঁর এক কবিতায় নকীবদের কথা উল্লেখ করেন :

ابلغ ابيا انه قال رأيه × وحان غداة الشعب والحين واقع

উবায়কে জানিয়ে দাও—তার রায় বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে।
গিরিসংকটের সময় খতম হয়ে গেছে। আর সামনে আছে অবধারিত মৃত্যু।

ابى الله ما منتك نفسك انه × بمرصاد امر الناس راء وسامع

তোমার মন তোমাকে যে আশা দিয়েছিল, তা আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি মানুষের সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি স্রষ্টা ও শ্রোতা।

وابلغ ابا سفيان ان قد بدالنا × باحمد نور من هدى الله ساطع

আবূ সুফইয়ানকেও এ বার্তা পৌঁছে দাও যে, আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ হতে হিদায়াতের সমুজ্জ্বল আলো—নবী আহমদের মাধ্যমে।

فلان ترغبن فى حشد امر تريده × والب وجمع كل ما انت جامع

তুমি যা চাও, তা আর পূর্ণ হওয়ার আশা করো না। তুমি অমঙ্গলের প্রতি মানুষকে প্ররোচিত করতে থাক, আর যা কিছু সংগ্রহ করতে চাও তা করে যাও।

ودونك فاعلم ان نقض عهودنا × اباه عليك الرهط حين تتابعوا

আমার একথা পুটলিতে বেঁধে রাখ, আর জেনে রাখ, আমাদের দল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বায়'আত করেছে, তখন তোমার পক্ষ হতে তা ভঙ্গ করার প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

اباه البراء وابن عمرو كلاهما × واسعد يا باه عليك ورافع

তা প্রত্যাখ্যান করেছে বারা' ও ইব্‌ন আমর উভয়ে, আর আস'আদ ও রাফি'ও তা অস্বীকার করেছে।

وسعد اباه الساعدى ومنذر × لا نفك ان حاولت ذلك جادع

অনুরূপভাবে সা'দ, সাঈদী ও মুনযির তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপরও যদি তুমি চেষ্টা কর, তবে মনে রেখে, তোমার নাক কাটা যাবে।

وما ابن ربيع انتناولت عهده × بمسلمه لا يطمعن ثم طامع

ইব্‌ন রবী'ও এমন নয় যে, তার থেকে অংগীকার নিলে সে নবী (সা)-কে তোমাদের হাতে অর্পণ করবে। অতএব কোন লালায়িত ব্যক্তির এ ব্যাপারে লালসা না করাই উচিত।

وايضا فلا يعطيكه ابن رواحة × واخفاره من دونه السم ناقع

আর ইব্‌ন রাওয়াহাও তাঁকে তোমার হাতে সোপর্দ করবে না। তাঁকে প্রদত্ত অংগীকার ভঙ্গ করা তার জন্য প্রাণঘাতী বিষ তুল্য।

وفاء به والقوقلى بن صامت × بمندوحة عما تحاول يافع

তাঁর সাথে অংগীকার রক্ষার ক্ষেত্রে কাওকালী ইব্‌ন সামিতও পূর্ণ সক্ষম। তোমার কূট-কৌশল হতে সে বহু ঊর্ধ্বে।

ابو هيثم ايضا و فى بمثلها × وفاء بما اعطى من العهد خانع

আবূ হায়সামও অনুরূপ অংগীকার পূরণে দৃঢ় সংকল্প। সেও তার প্রদত্ত ওয়াদা রক্ষায় যত্নবান।

وما ابن حضير ان اردت بمطمع × فهل انت عن احموقة الفى نازع

তুমি যতই চাও ইব্‌ন হুযায়র দ্বারাও তোমার আশা পূরণ হবে না। তুমি কি তোমার আহমকী ও গুমরাহী পরিহার করবে না?

وسعد اخو عمرو بن عوف فانه × ضروح لما حاولت ملامر مانع

বনূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফ গোত্রের সা'দও তোমার অভিপ্রায় ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম।

اولاك نجوم لايغبك منهم × عليك بنحس فى دجى الليل طالع

এরা সব সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। অন্ধকার রাতে তোমার অমঙ্গল সাধনে এদের কেউ অদৃশ্য থাকবে না।

কা'ব (রা) এখানে আবুল হায়সাম ইব্‌ন তায়্যিহানের নাম উল্লেখ করেছেন, রিফা'আর নাম উল্লেখ করেননি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বক্‌র আমার কাছে বর্ণন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নকীবদেরকে বলেছিলেন : তোমরা তোমাদের স্বগোত্রের জন্য যিম্মাদার হয়ে গেলে, যেমন হাওয়ারিগণ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর জন্য যিম্মাদার ছিলেন। আর আমি হচ্ছি আমার মুসলিম উম্মতের যিম্মাদার। নকীবগণ তা স্বীকার করে নিলেন।

বায়'আতের পূর্বে খাযরাজ গোত্রকে লক্ষ্য করে আব্বাস ইব্‌ন উবাদার ভাষণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আনসারগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত করার জন্য সমবেত হন, তখন সালিম ইব্‌ন আওফ গোত্রের নেতা আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নায্‌লা আনসারী (রা) বললেন : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! তোমরা কি জান, এই ব্যক্তির হাতে তোমরা কি ব্যাপারে বায়'আত করছ ? তারা বলল : জানি। তিনি বললেন : তোমরা কিন্তু এর মাধ্যমে সাদা-কাল সব ধরনের লোকের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নিচ্ছ। যদি তোমরা মনে কর, তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হতে এবং তোমাদের সেরা নেতাদের নিহত হতে দেখে তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করবে, তা হলে বরং এখনই তা কর। কারণ আল্লাহ্‌র কসম! তখন যদি তেমন কিছু কর, তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত হবে।

পক্ষান্তরে নিজেদের প্রতি তোমাদের যদি এ আস্থা থাকে যে, তোমরা তাঁকে দেওয়া অংগীকার পূর্ণরূপে রক্ষা করবে; তাতে ধন-সম্পদের যতই ক্ষতি হোক, যত সেরা নেতাই নিহত হোক না কেন, তা হলে তোমরা তাঁকে গ্রহণ করে নাও। আল্লাহ্‌র কসম! এটা হবে তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর। তাঁরা বললেন : আমরা আমাদের ধন-সম্পদের ক্ষতি ও সেরা লোকদের প্রাণহানির আশংকা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রহণ করে নিচ্ছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যদি আমরা এ অংগীকার পূরণ করি, তবে এর বিনিময়ে আমরা কি লাভ করব ? তিনি বললেন : জান্নাত! তাঁরা বললেন : তা হলে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারা তাঁর হাতে হাত রেখে বায়'আত করলেন।

'আসিম ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন কাতাদা (র) বলেন : আব্বাসের উক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কৃত অংগীকারকে তাদের কাঁধে মযবূত করে বেঁধে দেওয়া।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (র) বলেন, বরং তিনি তার বক্তব্যে এ বায়'আতকে অন্তত সে রাতের মত পিছিয়ে দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলকেও তাতে শরীক করতে চেয়েছিলেন, যাতে সমগ্র মদীনাবাসীর কাছে এটা এক শক্তিশালী বায়'আতে পরিণত হয়। বস্তুত, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন আব্বাসের উদ্দেশ্য কি ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সালূল হল খুযা'আ গোত্রের জনৈক মহিলা। সে উবায় ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিসের জননী।

দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে যিনি সর্বপ্রথম হাত রাখেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : নাজ্জার গোত্রের দাবি হচ্ছে যে, আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা)-ই বায়'আতের জন্য সবার আগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রেখেছিলেন। অন্যদিকে আবদুল আশহাল গোত্রের বক্তব্য, তাদের নেতা আবুল হায়সাম ইব্ন তায়্যিহানই এ ব্যাপারে ছিলেন সবার অগ্রগামী।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, বারা' ইব্ন মা'রূর (রা)-ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রাখেন। এরপর বাকী সকলে তাঁর অনুসরণ করে বায়'আতে শরীক হন।

দ্বিতীয় 'আকাবার বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অন্তরে শয়তান কর্তৃক ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে আমাদের বায়'আত সম্পন্ন হতেই 'আকাবার শৈল-শিখর থেকে শয়তান এমন জোরে চিৎকার করে উঠল যে, অমন বিকট চিৎকার আমি আর শুনিনি। সে বলল : হে জাবাজিববাসী (জাবাজিব বলতে মিনার বিস্তৃত অঞ্চলকে বোঝায়)! তোমাদের কি খবর আছে, নিন্দিত ব্যক্তি ও বেদীনরা মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এ হচ্ছে 'আকাবার শয়তান আযব, সে আযীবের পুত্র।

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় উযায়বের পুত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সম্বোধন করে বললেন : তুই কি শুনছিস, হে আল্লাহ্র দুশমন! আল্লাহ্র কসম! আমি তোরই জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

যুদ্ধের অনুমতি লাভের জন্য বায়'আতকারীদের ব্যস্ততা

কা'ব বলেন, বায়'আত শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা তোমাদের তাঁবুতে চলে যাও।

রাবী বলেন : আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নায্লা তাঁকে বললেন : যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আপনি চাইলে আমরা আগামীকালই মিনাবাসীর উপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ চালাব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : না, আমাকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং তোমরা নিজ নিজ তাঁবুতে চলে যাও। কা'ব (রা) বলেন : সুতরাং আমরা আমাদের বিশ্রামস্থলে ফিরে গেলাম এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলাম।

বায়'আতের ব্যাপারে আনসারদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের অভিযোগ

সকাল হতেই দেখি একদল কুরায়শ আমাদের তাঁবুতে এসে হাযির। তারা বলল : হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা আমাদের এ লোকটিকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে এসেছ এবং তার ফলশ্রুতিতে তোমরা

তাঁর হাতে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। আল্লাহ্‌র কসম! আরবে যত গোত্র আছে, তার মধ্যে তোমাদের সাথেই যুদ্ধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে আমাদের বেশি অনীহা।

কা'ব (রা) বলেন, একথা শুনে আমাদের সহযাত্রী পৌত্তলিকরা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলতে লাগল, এরূপ কোন কিছু ঘটেনি এবং এ সম্পর্কে তারা কিছু জানেও না। বস্তুত তারা ঠিকই বলেছিল। কারণ এ সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা ছিল না। আর আমরা না জানার ভান করে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। এরপর তারা সব উঠে চলে গেল। তাদের মধ্যে মাখযূম গোত্রের হারিস ইব্‌ন হিশাম মুগীরাও ছিল। তার পায়ে একজোড়া নতুন জুতা ছিল। আমি কুরায়শদের কথা হতে অন্যদিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বললাম : হে আবূ জাবির! তুমি কি ঐ কুরায়শ যুবকের মত জুতা ব্যবহার করতে পার না, কেননা তুমি তো আমাদের অন্যতম নেতা? আমার এ উক্তি হারিসের কানে গেল। সে তখন তার জুতা খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে মারল, আর বলল : আল্লাহ্‌র কসম! এ জুতা বরং তুমিই পর। তখন আবূ জাবির আমাকে বলল : আহ্! তুমি কি যুবকটিকে রীতিমত ক্ষেপিয়ে দিলে? তার জুতা তাকে ফেরত দিয়ে দাও। আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটা ফেরত দেব না। আল্লাহ্‌র কসম! এটা একটা শুভ লক্ষণ। যদি এ লক্ষণ সত্য হয়, তবে আমি তার থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেব।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) যেরূপ বলেছিলেন, তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের কাছে গিয়ে সেরূপ বলল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় বলল : এ তো এক বিরাট ব্যাপার। এ তো বিরাট ব্যাপার। আমার গোত্রের লোকদের আমাকে বাদ দিয়ে এরূপ করার কথা নয়। আমি ধারণা করি না যে, এরূপ কিছু হয়েছে। একথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত মনে তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

আনসারদের সন্ধানে কুরায়শদের তৎপরতা

রাবী বলেন : মিনা হতে হজ্জযাত্রীরা বিদায় নিলে কুরায়শরা বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধান চালাল। অবশেষে প্রমাণিত হল, ঘটনা সত্য। তখন তারা আনসারদের পাকড়াও করার জন্য বের হল এবং সা'দ ইব্‌ন উবাদা ও সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রীয় নেতা মুনযির ইব্‌ন আমরকে আযাখির নামক স্থানে পেয়ে গেল। তাঁরা উভয়েই নকীব ছিলেন। মুনযির তো তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলেন কিন্তু সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-কে তারা ধরে ফেলে। তারা তাঁর হাওদার রশি দিয়ে তাঁর দু'হাত ঘাড়ের পেছনে নিয়ে কষে বাঁধল। তাঁর মাথায় ছিল অনেক চুল এবং তিনি ছিলেন বাবরিধারী। তারা তাঁর সে বাবরি ধরে টেনে-হেঁচড়ে পেটাতে পেটাতে মক্কায় নিয়ে গেল।

কুরায়শদের হাত থেকে ইব্‌ন উবাদার নিষ্কৃতি ও এ সম্পর্কিত কবিতা

সা'দ (রা) বলেন : আমি তাদের হাতে বন্দী অবস্থায় ছিলাম। এ সময় কুরায়শদের একটি দল আমার কাছে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে একজন ফর্সা ও উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, দীর্ঘকায় সুদর্শন ব্যক্তি ছিল।

রাবী বলেন : তখন আমি মনে মনে বললাম : যদি তাদের কারও মধ্যে ভাল কিছু থেকে থাকে, তবে তা এ ব্যক্তির মধ্যেই আছে। কিন্তু লোকটি আমার কাছে এসে আমাকে এক প্রচণ্ড থাপ্পড় মারল। তখন আমি মনে মনে বললাম : এরপর আর এদের কারও থেকে সুব্যবহারের আশা করা যায় না। আমি যখন তাদের হাতে বন্দী ছিলাম আর তারা আমাকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াত, তখন তাদের এক ব্যক্তির আমার প্রতি দয়া হল। সে আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলল কুরায়শদের মাঝে কারও সাথেই কি তোমার কোনরূপ বন্ধুত্ব নেই ? আমি বললাম : নিশ্চয়ই আছে। আমি একসময় জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের বাণিজ্য-কাফেলাকে আশ্রয় দিতাম। আমার দেশে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে চাইলে আমি বাধা দিতাম।

আর আশ্রয় দিতাম হারিস ইব্‌ন হারব্ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফকেও। লোকটি বলল : আরে মিয়া। এখনও বসে আছ, তাদের দু'জনের নাম ধরে জোরে জোরে ডাক দাও এবং তাদের ও তোমার মধ্যেকার সম্পর্কের কথাও উল্লেখ কর। আমি তাই করলাম। লোকটি তখন তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। আর সে তাদের দু'জনকে মসজিদে হারামের মধ্যে পেল। সে তাদের বলল : খাযরাজ গোত্রের একটি লোককে মক্কার সংলগ্ন সমভূমিতে ভীষণ পেটান হচ্ছে। সে তোমাদের নাম ধরে চিৎকার করে বলছে, তোমাদের সাথে নাকি তার সম্পর্ক আছে ? তখন তারা জিজ্ঞেস করল : সে ব্যক্তি কে ? সে বলল : সা'দ ইব্‌ন উবাদা। তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম! সে সত্য বলেছে। সে আমাদের বাণিজ্য কাফেলাকে আশ্রয় দিত এবং তার দেশে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে চাইলে সে বাধা দিত। রাবী বলেন : তখন তার দু'জন এসে সা'দ (রা)-কে কুরায়শদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। তখন সা'দ (রা) সেখান থেকে মদীনায় চলে যান।

সা'দ (রা)-কে যে ব্যক্তি থাপ্পড় মেরেছিল তার নাম হলো সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর! সে 'আমির ইব্‌ন লুআঈ গোত্রের লোক।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যে ব্যক্তি সা'দ (রা)-এর প্রতি দয়া দেখিয়েছিল, তার নাম নাম হল আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিজরত সম্পর্কে যে সব কবিতা রচিত হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র গোত্রীয় কবি যিরার ইব্‌ন–খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাসের দু'টি শ্লোক। তিনি বলেন :

تداركت سعدا عنوة فاخذته × وكان شفاء لو تداركت منذرا

ولو نلته طلت هناك جراحه × وكانت حريا ان يهان ويهدرا

"আমি সা'দকে কাবুতে পেলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। যদি আমি মুনযিরকেও কাবুতে পেতাম, তবে আমার মনের ক্ষোভ দূর হত। আমি যদি তাকে ধরতে পারতাম, তবে

তাকে ক্রমাগত আঘাত করে যখম করতাম; আর যত যখমই আমি তাকে করতাম, তা তুচ্ছ ও বৈধই গণ্য হত (অর্থাৎ এর প্রতিশোধ আমার থেকে কেউ-ই নিতে পারত না)।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনা অনুযায়ী শেষোক্ত লাইনটি এরূপ وكان حقيقا ان يهان ويهدرا অর্থ একই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কবি হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) এর জবাবে বলেন :

لست الى سعد ولا المرء منذر * اذا ما مطايا القوم اصبحن ضمرا
فلو لا ابو وهب لمرت قصائد * على شرف البرقاء يهوين حسرا
اتفخر بالكتان لما لبسته * وقدتلبس الانباط ريطا مقصرا
فلا نك كالوسنان يحلم انه * بقرية كسرى اوبقرية قيصرا
ولاتك كالثكلى وكانت بمعزل * عن الثكل لوكان الفؤاد تفكرا
ولاتك كالشاة التى كان حتفها * بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا
ولاتك كالعاوى فاقبل نحره * ولم يخشه سهما من النبل مضمرا
فانا ومن يهدى القصائد نحونا * كمستبضع تمرا الى ارض خيبرا

"তুমি না সা'দের নাগাল পেতে পার, না মুনযিরের, যখন তাদের সওয়ারী বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকে। যদি আবূ ওয়াহব না হত, তবে বারকা'র উচ্চ স্থান হতে কবিতামালা সবেগে অতিক্রম করত। তুমি কাতান কাপড় পরে অহংকার করছ, অথচ নিবতী সম্প্রদায়ের লোকেরাও সাদা ধবধবে কাপড় পরিধান করে থাকে। তুমি সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত হয়ো না, যে স্বপ্ন দেখে যে, সে রয়েছে পারস্যরাজের দেশে অথবা রোম সম্রাটের পল্লীতে। অথবা সেই সন্তানহারা রমণীর মত হয়ো না, যাকে হতে হতনা নিঃসন্তান, যদি সে ভেবে কাজ করত। কিংবা তুমি সে ছাগলের মত হয়ো না, যাব মৃত্যু তার সামনের পায়ের খননে বের হয়ে আসা ছুরি দ্বারা সাধিত হয়েছিল। তার সে খনন তার জন্য শুভ ফল বয়ে আনেনি। অথবা তুমি সেই ঘেউঘেউকারী কুকুরের মতও হয়ো না, যে গুপ্ত তীরন্দাজ হতে নিঃশঙ্ক হয়ে গলা বের করে দেয়। আমাদের উদ্দেশ্যে যারা কবিতা পাঠায়, তারা তো সেই খেজুর বিক্রেতার মত, যে খায়বারে খেজুর বেচতে আসে।"

'আম্র ইব্ন জামূহ্-এর প্রতিমার কাহিনী

'আমরের প্রতিমার সাথে তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা

'আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত শেষে আনসারগণ মদীনায় আসলেন। তাদের দাওয়াতী কর্মতৎপরতার ফলে সেখানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কেবল সামান্য সংখ্যক বৃদ্ধ লোকই তাদের পৌত্তলিক ধর্ম আঁকড়ে থাকল। তাদের মধ্যে 'আমর ইব্ন জামূহ ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম

ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা উল্লেখ্যযোগ্য। তার পুত্র মু'আয ইব্‌ন আমর (রা) 'আকাবার বায়'আতে শরীক ছিলেন। আমর ইব্‌ন জামূহ ছিল সালামা গোত্রের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা এবং অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। সে অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মত নিজ বাড়িতে একটি কাঠের প্রতিমা রেখেছিল। এর নাম ছিল মানাত। সে প্রতিমাটির সম্মান করত, সেটাকে পবিত্র রাখত এবং ইলাহরূপে এর পূজা করত। ইসলাম গ্রহণের পর বনূ সালামার যুবকগণ—যথা মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা), আমরের পুত্র মু'আয, যিনি আকাবার বায়'আতেও শরীক ছিলেন, এরূপ যুবক শ্রেণী মিলিত হয়ে রাতের আঁধারে সে মূর্তির কাছে গিয়ে সেটাকে নিয়ে এসে সালামা গোত্রের একটি পূঁতিগন্ধময় গর্তে উল্টোমুখো করে ফেলে দিত। সকালবেলা আমর তার প্রতিমা না পেয়ে বলত, তোদের সর্বনাশ হোক। আজ রাতে কে আমাদের উপাস্যের সাথে এরূপ বেআদবী করল ? এরপর সে তার প্রতিমার সন্ধানে বের হত এবং অনেক খোঁজাখুজির পর সেটাকে পেয়ে ধুয়ে পাক-পবিত্র করত এবং সুগন্ধি লাগিয়ে সযত্নে আগের স্থানে রাখত। তারপর বলত, হে দেবী ! যদি জানতে পারি কে তোমার সাথে এরূপ গোস্তাখী করেছে, তবে আমি তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেব। পরের রাতেও আমর ঘুমিয়ে পড়লে তার প্রতিমার দশা আগের মত হল। আর সে সকালে উঠে সেই দুর্গন্ধময় গর্ত থেকে সেটাকে তুলে এনে গোসল করিয়ে পাক-সাফ করল এবং আতর মাখিয়ে আগের স্থানে রাখল। কিন্তু এর পরের রাতেও এই অবস্থা ঘটল। এভাবে যখন চলতেই থাকল, তখন একদিন সে তার প্রতিমাকে উক্ত ময়লা-পঁচা গর্ত থেকে তুলে এনে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে আগের স্থানে বসানোর পর নিজের তরবারি এনে তার গলায় ঝুলিয়ে দিল এবং বলল : হে দেবী ! আল্লাহ্‌র কসম ! আমি জানি না, কে তোমার সাথে এরূপ আচরণ করে। অতএব যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে তুমি নিজেকে রক্ষা কর। আর এ তরবারি তোমার সাথে থাকল।

কিন্তু এ রাতেও আমর ঘুমিয়ে যাওয়ার পর যুবকদল এসে প্রতিমার গলা থেকে তরবারি নিয়ে নিল এবং একটি মরা কুকুর এনে তার সাথে একরশিতে কষে বেঁধে দিল। এরপর সেটাকে বনূ সালামার একটি পূঁতিগন্ধময় কুয়ার ভেতর ফেলে দিল।

'আমরের ইসলাম গ্রহণ ও এ সম্পর্কে তাঁর কবিতা

সকালবেলা আমর গিয়ে দেখল প্রতিমা তার জায়গায় নেই। সে খুঁজতে খুঁজতে উক্ত কুয়ার ভেতর সেটাকে অধোমুখে দেখতে পেল। সে আরও দেখল তার সাথে একটি মরা কুকুর বাঁধা রয়েছে। যখন সেটাকে এ অবস্থায় দেখল, সে এ ব্যাপারে গম্ভীরভাবে চিন্তা করল, আর তার সম্প্রদায়ের যারা ইসলাম কবূল করেছিল, তাদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তি তার সাথে কথাবার্তাও বলল, তখন সে আল্লাহ্‌র রহমতে ইসলাম গ্রহণ করল। তার ইসলাম গ্রহণ ছিল আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। এ সময় তিনি একটি কবিতা পাঠ করেন, যাতে তিনি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি, দেবমূর্তির স্বরূপ এবং এর অসহায়ত্ব তুলে ধরেন এবং এতদিন তিনি যে বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ছিলেন, তা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার শোকর আদায় করেন। তিনি বলেন :

والله لو كنت الها لم تكن * انت وكلب وسط بئر فى قرن

اف لملقاك الها مستدن * الان فتشناك عن شوء الغبن

الحمد الله العلى ذى المنن * الواهب الرزاق ديان الدين

هو الذى انقذنى من قبل ان * اكون فى ظلمة قبر مرتهن

باحمد المهدى النبى المرتهن

"আল্লাহ্র কসম ! তুমি যদি ইলাহ হতে, তা হলে
কুকুরের সাথে একই কুয়ার মধ্যে পড়ে থাকতে না।
ছি: ছি: ! ইলাহ হয়েও তোমার এই পরিণতি,
বস্তুত তোমার সম্পর্কে আমার নিকৃষ্টতম ভ্রান্তি এখনই ধরা পড়ল।
মহান আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি অনুগ্রহশীল, দাতা,
রুযী দানকারী এবং ধার্মিকদের বিনিময় দানকারী।

তিনিই সে সত্তা, যিনি কবরের আঁধার গহ্বরে যাওয়ার আগে আমাকে শির্ক ও কুফরী থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। সৎপথ প্রদর্শনকারী, আমানতদার নবী আহমদ (সা)-এর মাধ্যমে।"

শেষ 'আকাবার' বায়'আতের শর্তাবলী

ইব্ন ইসহাক বলেন : এটা ছিল যুদ্ধের বায়'আত। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল (সা)-কে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করল, তখন প্রথম 'আকাবার শর্তাবলীর মতই এ শর্ত আরোপ করা হয়। প্রথম আকাবায় 'বায়'আতে নিসা' (মহিলাদের বায়'আত) হয়েছিল। তখনও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে যুদ্ধ-বিগ্রহের অনুমতি দেননি। তারপর যখন আল্লাহ্ পাক এর অনুমতি দিলেন এবং শেষ আকাবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বায়'আত গ্রহণ করলেন, তখন তিনি তাদের নিকট থেকে গোরা ও কালোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। নিজের (নিরাপত্তার) জন্যেও শর্ত আরোপ করল এবং তাঁর প্রভুর জন্যেও তাদের উপর শর্তারোপ করলেন এবং অঙ্গীকার পূরণের বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট উবাদা ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন সামিত তাঁর পিতা ওয়ালীদের বরাতে এবং তিনি তাঁর পিতা উবাদা ইব্ন সামিতের বরাতে বর্ণনা করেছেন—আর তিনি ছিলেন বারজন নকীবের একজন। তিনি বলেন :

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে যুদ্ধের বায়'আত করলাম, আর উবাদা ছিলেন প্রথম 'আকাবার বায়'আতে নিসায় অংশগ্রহণকারী এবং 'বায়আতে-নিসা' গ্রহণকারী বারজনের একজন-এ

১. আকাবার প্রথম বায়'আতে যুদ্ধের কোন শর্ত ছিল না। তাতে কেবল সেসব শর্তই ছিল যেগুলো মহিলাদের বায়'আতে সাধারণভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার সম্বলিত—এজন্যে যুদ্ধের শর্তহীন ঐ বায়'আতকে 'বায়'আতে নিসা' বলা হয়ে থাকে। —অনুবাদক

মর্মে যে, আমরা তাঁর কথা শুনব এবং তাঁর অনুগত থাকব। আমাদের অসময়ে ও সুসময়ে, আনন্দে ও নিরানন্দে, আমরা সর্বাবস্থায় নিজেদের উপর তাঁকে প্রাধান্য দেব এবং শাসন ক্ষমতার অধিকারীদের সাথে আমরা কলহে প্রবৃত্ত হবনা এবং আমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সত্য কথা বলে যাব আর আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করব না।

শেষ 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের নাম ও সংখ্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এখানে 'আকাবায় উপস্থিত হয়ে যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়'আত হয়েছিলেন, আওস ও খাযরাজ বংশের সেসব লোকের নাম প্রদত্ত হল। তাঁরা ছিলেন তেহাত্তরজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা।

আওস ইব্‌ন হারিস এবং 'আবদুল আশহাল গোত্রের যারা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন

আওস ইব্‌ন হারিসা ও 'আবদুল আশহালের বংশধর যারা তাতে অংশগ্রহণ করেন : তাতে অংশগ্রহণ করেন আওস ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আমির। তারপর বনূ আবদুল আশহালের ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস।

১. উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র ইব্‌ন সিমাক ইব্‌ন উতায়ক ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদুল আশহাল। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

২. আবুল হায়সাম ইব্‌নতায়্যিহান। তাঁর নাম মালিক। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩. সালামা ইব্‌ন সুলামা ইব্‌ন ওয়াকাশ ইব্‌ন যিগবাহ্ ইব্‌ন যাউরা ইব্‌ন আবদুল আশহাল। ইনি বদর যুদ্ধে ছিলেন।

হারিসা ইব্‌ন হারিস গোত্রের যারা এতে অংশগ্রহণ করেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক আওস গোত্র থেকে তিনজন :

৪. যুহায়র ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন আদী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন হারিসা।

৫. আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার। তার আসল নাম ছিল হানী ইব্‌ন নিয়ার ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন দুহমান ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন যুবিয়ান ইব্‌ন হুমায়ম ইব্‌ন কামিল ইব্‌ন যুহল ইব্‌ন হানী ইব্‌ন বাল্লী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযা'আ—ইনি তাদের মিত্র ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৬. নুহায়র ইব্‌ল হায়সাম—নাবী ইব্‌ন মুজদাআ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস গোত্রের শাখা আলে-সাওয়াফ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন মাজদা'আ ইব্‌ন হারিসা গোত্রের লোক ছিলেন।

'আমর ইব্ন 'আওফ মালিক ইব্ন আওস গোত্র থেকে ছিলেন

৭. সা'দ ইব্ন খায়সামা ইব্ন হারিস ইব্ন মালিক ইব্ন কা'ব ইব্ন নাহ্হাত ইব্ন কা'ব ইব্ন হারিসা ইব্ন গান্ম ইব্ন সালাম ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আওস। ইনি একজন নকীব অর্থাৎ নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলেন ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদত বরণ করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন ইসহাক তাঁকে 'আমর ইব্ন আওফ গোত্রের বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে ইনি ছিলেন গান্ম ইব্ন সালাম গোত্রের লোক। কেননা অনেক সময় কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের পোষ্য সন্তানরূপে তাদের সাথেই অবস্থান করত এবং তাদেরই মধ্যকার একজন বলে পরিচিত হতো।

৮. ইব্ন ইসহাক বলেন : রিফাআ ইব্ন আবদুল মুনযির ইব্ন যানাবর ইব্ন যায়দ ইব্ন উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আওফ ইব্ন আমর। ইনিও একজন নকীব বা দ্বাদশ নেতার একজন ছিলেন। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র ইব্ন নু'মান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন বুরাক। আর বুরাকের আসল নাম ইমরাউল কায়স ইব্ন সা'লাবা ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন আওস। ইনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে তীরন্দায বাহিনীর আমীররূপে কার্যরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। ইব্ন হিশামের বক্তব্য অনুসারে কেউ কেউ তাঁকে উমাইয়া ইব্ন বার্ক বলেছেন।

১০. ইব্ন ইসহাক বলেন : মা'আন ইব্ন আদী ইব্ন জাদ্দ ইব্ন 'আজলান ইব্ন হারিসা ইব্ন যুবায়আ। যিনি তাঁদের মিত্র বালী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার সব ক'টিতেই তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

১১. উওয়ায়ম ইব্ন সাঈদা-ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এ পাঁচজন ঐ সম্প্রদায় থেকে এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করে ছিলেন।

সুতরাং আওস গোত্র থেকে 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়াল সর্বমোট এগারজন পুরুষ।

খাযরাজ ইব্ন হারিসা গোত্রের যাঁরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন

এ বায়'আতে শরীক হয়েছেন খাযরাজ ইব্ন হারিসা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আমির। পরে যারা বনূ নাজ্জার-এর সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন। তিনি হলেন—তায়মুল্লাহ্ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন 'আমর ইব্ন খাযরাজ।

১২. আবূ আইয়ূব। তাঁর আসল নাম খালিদ। বংশপঞ্জী এরূপ : আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্ন যায়দ ইব্ন কুলায়ব ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আব্দ ইব্ন আওফ ইব্ন গান্‌ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রতিটি যুদ্ধে শামিল ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ানের আমলে গাযীরূপে রোম দেশে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৩. মু'আয ইব্ন হারিস ইব্ন রিফাআ' ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন মালিক ইব্ন গান্‌ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। ইনি ছিলেন আফ্‌রার পুত্র।

১৪. আওফ ইব্ন হারিস। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। তিনিও আফরারই পুত্র ছিলেন এবং মু'আযের ভাই।

১৫. মু'আব্বিয ইব্ন হারিস। ইনিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। ইনিই সেই বিখ্যাত মু'আব্বিয যিনি আবূ জাহ্‌ল ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা-কে হত্যা করেছিলেন। ইনিও আফরারই সন্তান ছিলেন এবং মু'আযের ভাই। ইব্ন হিশাম যাকে হারিস ইব্ন রিফা'আ বলেছেন, কেউ কেউ তাঁকে রিফা'আ ইব্ন হারিস ইব্ন সওয়াদ বলেও উল্লেখ করেছেন।

১৬. উমারা ইব্ন হাযম ইব্ন যায়দ ইব্ন লাওযান ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ আওফ ইব্ন গানম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ প্রত্যেকটি যুদ্ধে ইনিও নবী করীম (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

১৭. আস'আদ ইব্ন যুরারা ইব্ন উদাস ইব্ন উবায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন গান্‌ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। বদর যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ নির্মাণকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি আবূ উমামা নামে মশহূর ছিলেন।

খাযরাজ গোত্রের মোট এই ছয়জন আকাবার এই শেষ বায়'আতে শামিল ছিলেন।

'আমর ইব্ন মাবযূল গোত্র থেকে যিনি এ বায়'আতে শরীক হন

১৮. বনূ আমর ইব্ন মাবযূল গোত্রের এক ব্যক্তি এতে শামিল হয়েছিলেন। ইনি হচ্ছেন সাহ্‌ল ইব্ন আতীক ইব্ন নু'মান ইব্ন আমর ইব্ন আতীক ইব্ন আমর। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর (উপরে উল্লিখিত) মাবযূল হচ্ছেন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। এ বংশের কেবল ঐ একজনই ছিলেন।

'আমর ইব্ন মালিক গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ আমর ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্র—যাদেরকে বনূ হুদায়লা বলা হয়ে থাকে। ইব্ন হিশাম বলেন : হুদায়লা হচ্ছেন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন হাবীব ইব্ন আবদ্

হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গায্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর কন্যা। এ বংশের মধ্য থেকে ছিলেন—

১৯. আওস ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

২০. আবূ তাল্‌হা। তাঁর আসল নাম যায়দ। বংশপঞ্জী এরূপ : যায়দ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। ইনিও বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এ বংশের এই দু'জন শরীক হয়েছেন।

বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

২১. কায়স ইব্‌ন আবূ সা'সা'আ। আবূ সা'সা'আর আসল নাম হচ্ছে আমর। তাঁর বংশপঞ্জী এরূপ : আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মাযিন। ইনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন তাঁকে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী অংশে দায়িত্ব প্রদান করে রেখেছিলেন।

২২. আমর ইব্‌ন গাযিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন মাবযূল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন মাযিন।

এ গোত্রের ঐ দু'জনই ছিলেন। এ নিয়ে আকাবায় হাযির বনূ নাজ্জার গোত্রের মোট এগারজন ছিলেন।

'আমর ইব্‌ন গাযিয়ার সঠিক বংশপঞ্জী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমর ইব্‌ন গাযিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খানসা হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যাঁকে ইব্‌ন ইসহাক গাযিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতিয়্যা ইব্‌ন খানসা বলে উল্লেখ করেছেন।

বালহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে এ বায়'আতে যাঁরা শরীক হয়েছেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বালহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে শরীক ছিলেন :

২৩. সা'দ ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক (আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস। ইনি একজন নকীব ছিলেন। বদর যুদ্ধে হাযির ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

২৪. খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ যুহায়র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস। ইনিও বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

২৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইমরাউল কায়স (আল-আকবর) ইব্‌ন মালিক (আল-আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন

খাযরাজ ইব্‌ন হারিস। ইনিও একজন নকীব। বদর, উহুদ ও খন্দকসহ প্রত্যেকটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য মক্কা বিজয় ও তৎপরবর্তীগুলি ছাড়া। মূতার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত আমীররূপে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

২৬. বশীর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খাল্লাস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিস আবূ নু'মান ইব্‌ন বশীর। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

২৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইনি সেই বিখ্যাত ব্যক্তি যাঁকে নামাযের জন্যে আহবানের পদ্ধতি স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তা বিবৃত করলে তিনি (সা) সে মর্মে আদেশ দান করেন।

২৮. খাল্লাদ ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক (আল-আসগার) ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজ। ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন। বনূ কুরায়যার দুর্গসমূহের মধ্যকার একটি দুর্গ থেকে তাঁর উপর একটি যাঁতা নিক্ষিপ্ত হয় এবং এতে তাঁর মস্তকে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তাঁর কথা আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তার জন্যে দুইজন শহীদের সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে।

২৯. 'উকবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন উসায়রা ইব্‌ন উসায়রা ইব্‌ন জাদারা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ, তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ মাসউদ। 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইনি ছিলেন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে ইন্তিকাল করেন। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি।

সর্বমোট এ গোত্রের এই সাত ব্যক্তি আকাবায় অংশগ্রহণ করেন।

বায়াযা ইব্‌ন 'আমির গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ বায়াযা ইব্‌ন আমির ছিলেন যুরায়ক ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গায্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ, এ গোত্র থেকে ছিলেন :

৩০. যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন বায়াযা। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৩১. ফারওয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়াযাফা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আমির ইবন্ বায়াযা। ইনি বদর যুদ্ধে ছিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এঁকে ওয়াদ্‌কা বলেও অভিহিত করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৩২. খালিদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযাও 'আকাবায় ছিলেন। ইনিও বদর যুদ্ধে ছিলেন।

এ নিয়ে এই গোত্রের মোট তিনজন ছিলেন।

বনূ যুরায়ক থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ যুরায়ক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গাযাব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে ছিলেন :

৩৩. রাফি' ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। ইনি বারজন নকীবের অন্যতম ছিলেন।

৩৪. যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। ইনি মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরত করেন এবং মক্কা শরীফে তাঁরই সাথে অবস্থান করতেন। এজন্যে তাঁকে মুহাজির আনসারী বলে অভিহিত করা হত। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৩৫. আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৩৬. হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ খালিদ। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এ নিয়ে ঐ গোত্রের মোট চারজন ছিলেন।

বনূ সালামা ইব্‌ন সা'দ থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ সালামা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা গোত্র বনূ উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা থেকে ছিলেন :

৩৭. বারা' ইব্‌ন মারূর ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন খান্‌সা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গানম। ইনি একজন নকীব ছিলেন। তিনিই ঐ ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে বনূ সালামা গোত্রের ধারণা এরূপ যে, তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত করেছিলেন এবং তাঁর শর্ত গ্রহণ করেন ও তাঁর প্রতি শর্ত আরোপ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনা শরীফে পদার্পণের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৮. তাঁর পুত্র বিশর ইব্‌ন বারা' ইব্‌ন মারূর। ইনি বদর, উহুদ ও খন্দকে অংশ গ্রহণ করে খায়বারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিষ মিশ্রিত ছাগীর গোশ্‌ত খেয়ে শাহাদাতবরণ করেন। তিনিই ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ সালামাকে প্রশ্ন করেছিলেন তোমাদের সরদার কে? তখন যাঁর সম্পর্কে তারা বলেছিল জুদ্দ ইব্‌ন কায়স—তাঁর কার্পণ্য দোষ সত্ত্বেও। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন : কার্পণ্য থেকে গুরুতর ব্যাধি আর কিছু আছে নাকি ? বনূ সালামার সরদার হচ্ছেন সফেদ কোঁকড়ানো চুলের অধিকারী বিশর ইব্‌ন বারা' ইব্‌ন মা'রূর।

৩৯. সিনান ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং খন্দকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৪০. তুফায়ল ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং খন্দকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৪১. মা'কিল ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ্ ইব্‌ন খানাস ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন।

৪২. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুনযির বদর যুদ্ধে শরীক হন।

৪৩. মাসউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ।

৪৪. যাহ্হাক ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

৪৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন সুবায়' ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ।

৪৬. জুবার ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এঁকে কেউ কেউ জাব্বার ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খান্নাসও বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৪৭. তুফায়ল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ। ইনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

এ নিয়ে এ গোত্রের মোট এগারজন ছিলেন।

বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম গোত্রের যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'আব ইব্‌ন সালামা গোত্রের শাখা গোত্র বনূ কা'ব ইব্‌ন সাওয়াদ থেকে ছিলেন :

৪৮. কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবূ কা'ব ইব্‌ন কায়্যিন ইব্‌ন কা'ব।

এ গোত্রের এ একজনই কেবল ছিলেন।

বনূ গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ-এর যারা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামা গোত্র থেকে ছিলেন :

৪৯. সুলায়ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন আমার ইব্‌ন গান্‌ম। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৫০. কুতবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর ভাই—

৫১. ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম। তিনি আবুল মুনযির কুনিয়াতে মশহূর ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৫২. আবুল ইয়াসার—তাঁর আসল নাম কা'ব। বংশপঞ্জী : কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৫৩. সায়ফী ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আমর ইব্ন গানম।

এ গোত্রের মোট পাঁচজন ছিলেন।

সায়ফী নামের বিশুদ্ধতা

ইব্ন হিশাম বলেন : সায়ফী ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আমর ইব্ন গানম ইব্ন সাওয়াদ। এই বংশপঞ্জীতে উল্লিখিত সাওয়াদের গানম নামে কোন পুত্র ছিল না।

বনূ নাবী ইব্ন আমর-এর যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ নাবী ইব্ন আমর ইব্ন সাওয়াদ ইব্ন গান্‌ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা থেকে ছিলেন :

৫৪. সা'লাবা ইব্ন গান্‌ম ইব্ন আদী ইব্ন নাবী। ইনি বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

৫৫. আমর ইব্ন গানমা ইব্ন আদী ইব্ন নাবী।

৫৬. আব্‌স ইব্ন আমির ইব্ন আদী ইব্ন নাবী। ইনি বদরের যুদ্ধে হাযির ছিলেন।

৫৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স। ইনি বনূ কুযাআ থেকে তাঁদের মিত্র ছিলেন।

৫৮. খালিদ ইব্ন আমর ইব্ন আদী ইব্ন নাবী।

এ গোত্রের মোট এই পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন।

বনূ হারাম ইব্ন কা'ব-এর যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ হারাম ইব্ন কা'ব ইব্ন গান্‌ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা থেকে ছিলেন :

৫৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম ইব্ন সা'লাবা ইব্ন হারাম। ইনি একজন নকীব ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন।

৬০. তাঁরই পুত্র জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্।

৬১. মু'আয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন হারাম। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৬২. সাবিত ইব্ন জিয্‌য়ু, জিয্‌য়ু ছিলেন সা'লাবা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিস ইব্ন হারাম। সাবিত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তায়েফে শাহাদত বরণ করেন।

৬৩. উমায়র ইব্ন হারিস ইব্ন সা'লাবা ইব্ন হারিস ইব্ন হারাম। ইনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : 'উমায়র ইব্ন হারিস ইব্ন লাব্‌দা ইব্ন সা'লাবা।

ইব্ন ইসহাক বলেন :

৬৪. খাদীজ ইব্ন সুলামা ইব্ন আওস ইব্ন আমর ইব্ন ফুরাফির বাল্লী গোত্র থেকে তাঁদের মিত্র ছিলেন।

৬৫. মু'আয ইব্‌ন জাবাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আইয্‌ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ এবং বলা হয়ে থাকে যে, আসাদ ছিলেন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজের পুত্র। ইনি বনূ সালামা গোত্রে অবস্থান করতেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতের আমলে যে বছর সিরিয়াতে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে, ঐ বছরই তিনি আমওয়াস নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। বনূ সালামা তাঁকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে। ইনি সাহ্‌ল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন জুদ্দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখার ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গানম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালামার ভাই ছিলেন।

এ গোত্রের এ নিয়ে মোট সাতজন আকাবায় উপস্থিত ছিলেন।

খাদীজ ইব্‌ন সুলামার প্রকৃত বংশপঞ্জী

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আওস হচ্ছেন আওস ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উযান ইব্‌ন সা'দ।

'আওফ ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আওফ ইব্‌ন খাযরাজ পরে বনূ সালিম ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আওফ ইব্‌ন খাযরাজ থেকে শরীক হন :

৬৬. উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন ফাহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গানম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ। ইনি অন্যতম নকীব ছিলেন। বদরের যুদ্ধসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গান্‌ম ইব্‌ন আওফ হচ্ছেন সালিম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন খাযরাজের ভাই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

৬৭. আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নায্‌লা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আজলান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ। ইনি হচ্ছেন সে সব ব্যক্তির অন্যতম, যাঁরা মক্কা শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থানকালে তাঁর কাছে যান এবং তাঁর সঙ্গে সেখানে বসবাস করেন। তাই তাঁকে বলা হত মুহাজির-আনসারী। ইনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

৬৮. আবূ আবদুর রহমান ইয়াযীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খাযামা ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমারা—বাল্লী গোত্রের শাখা গোত্র বনূ গুসায়না থেকে তিনি তাদের (পূর্বোল্লিখিতদের) মিত্র ছিলেন।

৬৯. আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন লাব্‌দা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা।

এ গোত্রের মোট চারজন ছিলেন। এঁদেরকে কাওয়াকিল বলা হয়ে থাকে।

বনূ সালিম ইব্ন গান্ম থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

বনূ সালিম ইব্ন গান্ম ইব্ন আওফ ইব্ন খাযরাজ, যাদেরকে বনূ হুবুল্লী বলা হয়ে থাকে। ইব্ন হিশাম বলেন : হুবলা হচ্ছেন সালিম ইব্ন গান্ম ইব্ন আওফ। তাঁর পেট বড় ছিল বলে তাঁকে হুবুল্লী বলা হত। এ গোত্র থেকে ছিলেন :

৭০. রিফা'আ ইব্ন আমর ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন সা'লাবা ইব্ন মালিক ইব্ন সালিম ইব্ন গান্ম। ইনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আবুল ওয়ালীদ কুনিয়াতে সুপরিচিত ছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এঁকে রিফা'আ ইব্ন মালিক বলেও উল্লেখ করেছেন। আর মালিক হচ্ছেন মালিক ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন সা'লাবা ইব্ন জুশাম ইব্ন মালিক ইব্ন সালিম।

ইব্ন ইসহাক বলেন :

৭১. 'উকবা ইব্ন ওয়াহব ইব্ন কাল্দা ইব্ন জা'দ ইব্ন হিলাল ইব্ন হারিস ইব্ন আমর ইব্ন আদী ইব্ন জুশাম ইব্ন আওফ ইব্ন বুহ্সা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন গাতফান ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আয়লান। ইনি উপরোক্তদের মিত্র ছিলেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মদীনা থেকে যারা মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরত করে এসেছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাই তাঁকেও মুহাজির-আনসারী বলা হত।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ গোত্রের সর্বমোট ঐ দু'জন ছিলেন।

বনূ সাঈদা ইব্ন কা'ব থেকে এ বায়'আতে যাঁরা শরীক হন

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ সাঈদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ থেকে ছিলেন :

৭২. সা'দ ইব্ন উবাদা ইব্ন হারিসা ইব্ন আবূ খুযায়মা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন তারীফ ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা। ইনি অন্যতম নকীব ছিলেন।

৭৩. মুনযির ইব্ন আমর ইব্ন খুনায়স ইব্ন হারিসা ইব্ন লওযান ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন জুশাম ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা। ইনি অন্যতম নকীব ছিলেন। বদর ও উহুদের যুদ্ধে ইনি অংশগ্রহণ করেন এবং বীরে মাউনার দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে আমীররূপে শাহাদত বরণ করেন। তিনিই ঐ ব্যক্তি, যাঁকে 'দ্রুত মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী' বলা হত।

এ গোত্রের মোট দু'জন 'আকাবায় ছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : মুনযিরকে মুনযির ইব্ন আমর ইব্ন খানাশও বলা হয়ে থাকে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : 'আকাবায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের ৭৩ জন পুরুষ এবং দু'জন নারী—যাঁদের সম্পর্কে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, তাঁরাও বায়'আতবদ্ধ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদের সাথে করমর্দন করতেন না। তিনি তাঁদের অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন এবং যখন তাঁরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হতেন, তখন বলতেন :

اذهبن فقد بايعتكن

—"যাও, আমি তোমাদের বায়'আত করলাম।"

বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জার থেকে যাঁরা এ বায়'আতে শরীক হন

৭৪. নুসায়বা বিন্ত কা'ব ইব্ন আমর ইব্ন আওফ। ইনি মাবযূল ইব্ন আমর ইব্ন গান্‌ম ইব্ন মাযিন গোত্রের কন্যা ছিলেন। তিনি উম্মু উমারা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর বোনও তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামী যায়দ ইব্ন আসিম ইব্ন কা'ব এবং তাঁর দুই পুত্র হাবীব ইব্ন যায়দ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দও ছিলেন। আর হাবীব হচ্ছেন তাঁর সেই পুত্র যাঁকে মুসায়লামা কায্‌যাব আল-হান্‌ফী ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে : তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল? তখন জবাবে তিনি বলতেন : হ্যাঁ। তখন সে আবার বলত, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? জবাবে তিনি বলতেন : আমি শুনছি না। তখন সে তাঁর এক-একটি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে থাকে, এমনকি এ অবস্থায় তার হাতে তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি এর বেশি কিছুই বলতে রাযী হন নি। যখন তাঁর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা উল্লেখ করা হত, তখন তিনি তাঁর প্রতি ঈমানের কথা প্রকাশ করতেন এবং তাঁর প্রতি দরূদ পড়তেন। আর যখন মুসায়লামার কথা বলা হত, তখন বলতেন : আমি তা শুনতে চাই না।

হযরত নুসায়বা ওরফে উম্মু উমারা মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ইয়ামামার যুদ্ধের সময় যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সশরীরে সেখানে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে আল্লাহ্‌র হুকুমে মুসায়লামাকে কতল করা হল। আর উম্মু উমারা তরবারি ও বর্শার বারটি আঘাত নিয়ে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : স্বয়ং তাঁর (অর্থাৎ উম্মু উমারা) থেকে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হিব্বান—আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সা'সা'আর বরাতে এ ঘটনাটির কথা বর্ণনা করেছেন।

বনূ সালামা থেকে যিনি এ বায়'আতে শরীক হন

৭৫. বনূ সালামা থেকে এতে শরীক হন উম্মু মানী'—তাঁর আসল নাম আসমা বিন্ত আমর ইব্ন আদী ইব্ন নাবী ইব্ন আমর ইব্ন গান্‌ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম-যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-বুকায়ী মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুত্তালিবী সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আকাবার বায়'আতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে

যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়নি এবং তাঁর জন্যে রক্তপাত বৈধ করা হয়নি। আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত প্রদান, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ এবং অজ্ঞদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যেই তখন তিনি আদিষ্ট হতেন। কুরায়শরা তাঁর অনুসারী মুহাজিরদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তারা তাঁদেরকে তাঁদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংকটের সম্মুখীন করে তোলে এবং তাদেরকে তাঁদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। মোটকথা, এঁদের কেউ কেউ দীনের জন্যে চরম কষ্ট ভোগ করছিলেন। কেউ কেউ তাদের হাতে শাস্তি ভোগ করছিলেন। আর কেউ কেউ তাদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নানা দেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এঁদের কেউ আবিসিনিয়ায়, কেউ মদীনায়, আবার কেউ অন্য কোথাও।

কুরায়শরা যখন আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে লিপ্ত হল এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্ সম্মানপ্রাপ্তির যে সুযোগ দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল এবং এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী, একত্ববাদের অনুসারী তাঁর নবীকে মান্যকারী এবং তাঁর দীনকে অবলম্বনকারীদেরকে নিগ্রহ, নির্যাতন ও দেশছাড়া করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে যুদ্ধ ও অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন। আমার কাছে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) প্রমুখ আলিম সূত্রে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, নবী (সা)-এর প্রতি যুদ্ধের অনুমতি ও রক্তপাতের বৈধতার ব্যাপারে প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে তা হল :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۝ نِ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ নিষেধ করবে; সকল কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।" (২২ : ৩৯-৪১))

অর্থাৎ আমি তাদের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এজন্যেই বৈধ করেছি যে, তারা নির্যাতিত অথচ আচার-আচরণে তারা কোনই অপরাধ করেনি, তাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই যে, তারা

আল্লাহ্র ইবাদত করে আর যখন তারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকার্যের আদেশ করে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে । এ আয়াতে নবী করীম (সা) ও তাঁর সাহাবী (রা) সম্পর্কেই বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।" (২ : ১৯৩)

অর্থাৎ দীনের কারণে কোন মু'মিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয় এবং ইবাদত করা হয় আল্লাহ্রই। তাঁর সাথে অপর কেউ পূজিত না হয়।

মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন আর উপরোল্লিখিত আনসারগণ ইসলাম ও তার অনুসারীদের সাহায্য-সহানুভূতির এবং মুসলমানদেরকে আশ্রয় প্রদানের বায়'আত-অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সম্প্রদায়ের মুহাজির সাহাবী ও অনুসারী মক্কার মুসলমানদেরকে মদীনার দিকে হিজরতের এবং তাঁদের আনসার ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন :

انَّ اللّٰهَ عزوجل قد جعل لكم اخوانا ودارا تامنون بها

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আশ্রয় লাভের জন্যে তোমাদের একটি ভ্রাতৃ সমাজ এবং একটি বসতি সৃষ্টি করেছেন যেখানে তোমরা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে।"

তারপর তাঁরা দলে দলে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে পড়লেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় বসে মদীনায় হিজরতের অনুমতির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

মদীনায় হিজরতকারীগণ

আবূ সালামা ও তাঁর সহধর্মিণীর হিজরত এবং এ ব্যাপারে তাঁরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে যিনি মদীনায় সর্বপ্রথম হিজরত করেন তিনি হচ্ছেন কুরায়শের মাখযূম গোত্রের আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম। তাঁর আসল নাম আবদুল্লাহ্। 'আকাবা বায়'আতের এক বছর পূর্বেই তিনি মদীনায় হিজরত করেছিলেন। মক্কায় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাবশা থেকে এসে পৌঁছেছিলেন। কুরায়শদের নির্যাতনের মুখে যখন তিনি মদীনায় কতিপয় আনসারীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবহিত হলেন, তখন তিনি মুহাজিররূপে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবূ ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, সালামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আবূ সালামা তাঁর দাদী উম্মু সালামার সূত্রে-যিনি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী ছিলেন, তিনি বলেন : আবূ সালামা যখন মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন তিনি তাঁর উটের পিঠে আমার জন্যে হাওদা বসালেন এবং আমাকে তাতে আরোহণ করালেন। তিনি আমার কোলে আমার পুত্র সালামা ইব্‌ন আবূ সালমাকেও আরোহণ করালেন এবং আমাকে নিয়ে তাঁর উটের রশি ধরে এগিয়ে চললেন। যখন এ অবস্থায় তাঁকে বনূ মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম গোত্রের লোকজন দেখতে পেল, তখন তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা বলল : তোমার নিজের ব্যাপারে আমরা পরাস্ত, তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পার, কিন্তু এই যে তোমার অর্ধাঙ্গিণীটি! (সে তো আমাদেরই বংশের মেয়ে) তুমি তাকে নিয়ে দেশে দেশে কেন ঘুরে বেড়াবে ? এ কথা বলে তারা উটের লাগামটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিল এবং আমাকে তারা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।

উম্মু সালামা বলেন : তখন আবূ সালামার গোত্র বনূ আব্‌দ আসাদের লোকজন তা দেখে ক্রোধে ফেটে পড়ল। তারা বলল, তোমরা যখন আমাদের গোত্রের বরের নিকট থেকে তোমাদের কনেকে ছিনিয়ে নিয়েছ, তখন আল্লাহ্‌র কসম! আমরাও আমাদের ছেলেকে (অর্থাৎ তার শিশুপুত্রটিকে) তার কাছে ছেড়ে দিচ্ছিনে। এই বলে বনূ সালামার লোকজন এমনি টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিল যে, ছেলেটিকে তারা আমার হাত থেকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল। অগত্যা আমার স্বামী আবূ সালামা একাই মদীনার দিকে চলে গেলেন। আর বনূ মুগীরা আমাকে তাদের কাছে আটক রাখল।

উম্মু সালামা বলেন : তারপর আমার, আমার স্বামীর ও আমার পুত্রটির মধ্যে বিরহের যবনিকা টেনে দেয়া হল। তারপর বছরকাল আমি প্রতিদিন আবতাহ প্রান্তরে গিয়ে বসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতাম।

এরপর এক শুভদিনে মুগীরা গোত্রের আমার এক চাচাতো ভাই আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমার করুণ অবস্থা দর্শনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। তিনি মুগীরা গোত্রীয় লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে! তোমরা কি এ বেচারীকে বের হতে দেবে না? তোমরা তার, তার স্বামীর ও তার শিশুপুত্রটির মধ্যে বিরহের প্রাচীর তুলে দিয়েছ। তারা তখন বলল : ওহে! তুমি চাইলে এখন তোমার স্বামীর নিকট চলে যেতে পার। তখন আসাদ গোত্রীয় লোকজন আমার ছেলেটিকেও আমার নিকট ফিরিয়ে দিল।

উম্মু সালামা বলেন : তারপর আমি আমার উট সাজালাম এবং আমার শিশুপুত্রটিকে কোলে করে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি বলেন : তখন আমার সাথে আল্লাহ্‌র কোন বান্দাই ছিল না।

উম্মু সালামা বলেন : আমি তখন মনে মনে বললাম, এখন কোনমতে আমার স্বামীর নিকটে পৌঁছাবার মত কাউকে পেলেই হল।

যখন আমি তানঈমে[1] পৌঁছলাম, তখন উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন আবূ তালহার সাথে আমার দেখা হল। ইনি ছিলেন আবদুদ্দার গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আবূ উমাইয়ার কন্যা! কোথায় রওয়ানা দিয়েছেন? আমি বললাম : মদীনায় আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আপনার সাথে কি আর কেউ আছে? আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম, আমার এই পুত্রধনটি ছাড়া আমার সাথে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ নেই।

তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আপনাকে এভাবে (একা) ছেড়ে দিতে পারি না! তারপর তিনি আমার উটের লাগাম ধরলেন এবং আমাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চললেন। আল্লাহ্‌র কসম, তাঁর চাইতে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র কোন আরব পুরুষের সাহ্‌চর্য আমি কখনো পাইনি। যখন তিনি কোন মনযিলে গিয়ে উপনীত হতেন, তখন তিনি উটকে বসিয়ে দিয়ে নিজে আমার থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়াতেন। এরপর যখন আমি উট থেকে নেমে পড়তাম, তখন তিনি উটটিকে নিয়ে একটু দূরে চলে যেতেন, তার উপর থেকে সামানপত্র নামাতেন। তারপর সেটি কোন গাছের সাথে বাঁধতেন এবং অন্য কোন গাছের নীচে গিয়ে নিজে শয়ন করতেন। তারপর যখন আবার পথ চলার সময় হত, তখন তিনি আমার উটের কাছে আসতেন। সেটিকে যাত্রার জন্যে সাজাতেন। তারপর আমার নিকট থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বলতেন, চড়ে বসুন! এরপর যখন আমি ভালমতো চড়ে বসতাম, তখন তিনি এসে তার লাগাম ধরে এগিয়ে চলতেন। মদীনায় পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি মনযিলেই তিনি এরূপ করেন। তারপর যখন কুবার বনূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফের পল্লী দেখতে পেলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন : আপনার স্বামী এ পল্লীতেই আছেন। আবূ সালামা আসলেও ঐ পল্লীতেই এসে উঠেছিলেন। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আপনি এতে ঢুকে পড়ুন। তারপর ঐ ব্যক্তি মক্কার দিকে ফিরে গেলেন।

রাবী বলেন, উম্মু সালামা (প্রায়ই) বলতেন : আল্লাহ্‌র কস্‌ম, আবূ সালামার পরিবারের উপর যে বিপদ নেমে এসেছিল, তেমনটি অন্য কোন মুসলিম পরিবারের উপর আপতিত হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। আর উসমান ইব্‌ন তালহার[2] চাইতে অধিকতর মহৎ চরিত্রের কোন ব্যক্তিকে কখনও আমি দেখিনি।

'আমির ও তাঁর স্ত্রী এবং বনূ জাহশের হিজরত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সালামার পর যিনি সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে মুহাজিররূপে আগমন করেন তিনি হচ্ছেন বনূ 'আদী ইব্‌ন কা'বের মিত্র আমির ইব্‌ন রবী'আ। তাঁর সাথে

---

১. তানঈম—মক্কা থেকে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি স্থান।

২. উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা তখনও কাফির ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কা শরীফ বিজয়ের পূর্বেই খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সাথে একত্রে তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর ভাই মুসাফি', কিলাব ও হারিস এবং তাঁদের পিতা নিহত হন। তাঁদের চাচা উসমান ইব্‌ন আবূ তালহাও কাফির অবস্থায় উহুদ যুদ্ধের দিনে নিহত হয়। তখন তারই হাতে কা'বার চাবিগুচ্ছ ছিল। মক্কা মুয়াযযমা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তা উসমান ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা এবং তাঁর চাচা শায়বা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ তাল্‌হার হাতে অর্পণ করেন। তিনি ছিলেন কা'বার হাজিব বা রক্ষী-গোত্র বনূ শায়বার ঊর্ধ্বতন পুরুষ। আবূ তাল্‌হার আসল নাম জুদহাম আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা। উসমান হযরত উমরের খিলাফত আমলের শুরুর দিকে আজনাদায়ন যুদ্ধে শহীদ হন।

তাঁর সহধর্মিণী লায়লা বিন্ত আবূ হাসমা ইব্ন গানিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আওফ ইব্ন উবায়দ ইব্ন আদী ইব্ন কা'ব ছিলেন।

তারপর আসেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ ইব্ন রিআব ইব্ন ইয়া'মার ইব্ন সাবুরা ইব্ন মুররা ইব্ন কাসীর ইব্ন গান্ম ইব্ন দূদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা। ইনি বনূ উমাইয়া ইব্ন আব্দ শামসের মিত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সাথে তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর ভাই আব্দ ইব্ন জাহশকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন—তিনি আবূ আহমদ নামে পরিচিত, আর আবূ আহমদ ছিলেন অন্ধ। তিনি মক্কার উঁচু এলাকা থেকে নীচু এলাকায় কোন পথ প্রদর্শকের সাহায্য ব্যতিরেকেই চলাফেরা করতে পারতেন। তিনি একজন কবি ছিলেন এবং ফার'আ বিন্ত আবূ সুফইয়ান ইব্ন হার্ব তাঁর সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিমের কন্যা উমায়মা।

জাহশের[১] পুত্র-কন্যাদের হিজরতের ফলে তাঁদের ঘর জনমানবহীন হয়ে যায়। তখন উত্বা ইব্ন রবী'আ, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা মক্কা

---

১. জাহশের পুত্র-কন্যাগণ : এঁরা হচ্ছেন (১) আবদুল্লাহ্ ও (২) আবূ আহ্মদ, যাঁর নাম ছিল আব্দ। তাঁদের আরেক ভাই (৩) উবায়দুল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এরা হাবশায় হিজরত করেন। (৪) উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিন্ত জাহশ ছিলেন তাদেরই বোন—যিনি পূর্বে যায়দ ইব্ন হারিসার পত্নী ছিলেন : আর যাঁর সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا

(৫) উম্মে হাবীব বিন্ত জাহশ—যিনি অস্বাভাবিক রক্তস্রাবে ভুগতেন এবং আবদুর রহমান ইব্ন আওফের স্ত্রী ছিলেন। (৬) হামনা বিন্ত জাহশ—ইনি মুস'আব ইব্ন উমায়রের স্ত্রী ছিলেন। ইনিও অতিরিক্ত রক্তস্রাবের রোগিণী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, যয়নাবও অনুরূপ অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ভুগতেন।

মুওয়াত্তায় আছে, যয়নাব বিন্ত জাহশ-যিনি আবদুর রহমান ইব্ন আওফের স্ত্রী ছিলেন এবং যিনি অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ভুগতেন—অথচ যয়নাব কস্মিনকালেও আবদুর রহমান ইব্ন আওফের সহধর্মিণী ছিলেন না। আর কেউ তা বলেনও নি এবং কেউ এ ভুল তথ্য গ্রহণও করবে না। আসলে আবদুর রহমানের স্ত্রী ছিলেন তাঁর বোন উম্মে হাবীব। তাঁকে উম্মু হাবীবাও বলা হয়ে থাকে। অবশ্য আমাদের শায়খ আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন নাজাহ্ আমাকে বলেছেন যে, উম্মু হাবীবের নামও ছিল যয়নাব। তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে—তাঁদের দু'জনের নামই ছিল যয়নাব। একজনের কুনিয়াত বা ডাকনাম তাঁর আসল নামের চাইতে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যার ফলে তাঁর আসল নাম চিরতরে চাপা পড়ে গেছে। তা হলে মুওয়াত্তার হাদীসে কোন ভুল বা ভ্রান্ত ধারণার কিছু নেই। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

যয়নাব বিন্ত জাহশের আসল নাম ছিল বাররা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নামকরণ করেন যয়নাব বলে। অনুরূপভাবে উম্মু সালামার দুহিতা যয়নাব—যিনি নবী করীম (সা)-এর রবীবাহ্ (পালিতা কন্যা) ছিলেন তাঁর নামও ছিল বাররা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নামও পাল্টিয়ে দিয়ে যয়নাব রাখেন। এটা যেন তাঁর এ মনোভাবেরই অভিব্যক্তি ছিল যে, কোন মহিলা তাঁর নিজের নাম নিজেই বাররা বা পুণ্যবতী বলবে এটা তিনি পসন্দ করছিলেন না। আর জাহশ ইব্ন রিআবের নাম ছিল বুররা। যয়নাব বিন্ত জাহশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি আমার পিতার নামটিও পরিবর্তন করে দিতেন, কেননা বুররা নামটি খুবই ছোট। বর্ণিত আছে যে, জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমার পিতা যদি মুসলমান হতেন তাহলে আমরা আমাদের আহলে বায়তের নামে তার নামকরণ করতাম, বরং আমি তার নামকরণ করছি জাহশ বলে আর জাহশ নামটি বুররা থেকে বড়।

শরীফের উঁচু অঞ্চলের দিকে যাওয়ার পথে এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল—যার ধ্বংসাবশেষের কাছে এখন আবান ইব্‌ন উসমানের বাড়ি অবস্থিত—তখন বিরান বাড়ির দরজা বাতাসে দুলছে আর ঠাস ঠাস আওয়াজ হচ্ছে দেখে এক দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে উৎবা ইবন রবী'আ বলে উঠল :

وكل دار وان طالت سلامتها × يوما ستدركها النكباء والحوب

"প্রতি বাড়ি যদিও তা থাকুক শত সালামতে
একদিন তা বিরান হবে, উজাড় হওয়ার শব্দ হবে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ পংক্তিটি আবূ দুয়াদ ইয়াদী কর্তৃক রচিত। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ বলল : জাহশের পুত্রকন্যাদের বাড়ি আজ তার বাসিন্দাশূন্য। তখন আবূ জাহ্‌ল তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল : একা বাপের একা এক সন্তানের জন্যে তুমি কী কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছ হে ?

আবূ জাহ্‌ল তার এ বাক্যাংশে قل ابن قلّ শব্দ ব্যবহার করে। ইব্‌ন হিশাম বলেন : قلّ মানে একাকী একজন। লবীদ ইব্‌ন রবী'আ তার কবিতাংশে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন :

كل بنى حرة مصيرهم * قل و ان اكثرت من العدسد

"হাররা গোত্রের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল এক, তাদের সংখ্যা যত অধিকই হোক না কেন।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর সে বলল : এটা হচ্ছে আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রটির কাজেরই ফল। সে আমাদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে। সম্প্রীতিতে চিড় ধরিয়েছে এবং আমাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ, আমির ইব্‌ন রবীআ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ও তাঁর ভাই আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহশ কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফের মহল্লায় মুবাশ্‌শির ইব্‌ন আবদুল মুনযিরের বাড়িতে বাস করতেন। তারপর মুহাজিরগণ দলে দলে আসতে লাগলেন। বনূ গান্‌ম ইব্‌ন দূদান-যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে নারী-পুরুষ সকলেই হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন।

এঁরা হলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ এবং তাঁর ভাই আবূ আহমদ ইব্‌ন জাহশ, উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান, শুজা' ও উকবা, ওয়াহবের পুত্রদ্বয় এবং আরবাদ ইব্‌ন হুমায়রা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে ইব্‌ন হুমায়রা বলে ডাকা হত।

আরো অনেক সম্প্রদায়ের হিজরত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : (এঁদের মধ্যে আরো ছিলেন) মুনকিয ইব্‌ন নুবাতা, সাঈদ ইব্‌ন রুকায়শ, মুহরিয ইব্‌ন নাযলা, ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকায়শ, কায়স ইব্‌ন জাবির, আম্র ইব্‌ন মিহ্‌সান, মালিক ইব্‌ন আমর, সাফওয়ান ইব্‌ন আমর, সাকাফ ইব্‌ন আমর, রবী'আ ইব্‌ন

আকসাম, যুবায়র ইব্ন উবায়দ, তামাম ইব্ন উবায়দা, সাখবারা ইব্ন উবায়দা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ।

এঁদের স্ত্রীলোকদের হিজরত

তাঁদের নারীদের মধ্যে ছিলেন : যয়নাব বিন্ত জাহশ, উম্মু হাবীব বিন্ত জাহশ, জুযামা বিন্ত জান্দাল, উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান, উম্মু হাবীব বিন্ত সুমামা, আমিনা বিন্ত রুকায়শ, সাখবারা বি্নত তামীম এবং হামনা বিনত জাহশ।

আবূ আহ্মদ ইব্ন জাহশের কবিতা

আবূ আহমদ ইব্ন জাহশ ইব্ন রি'আব হিজরতের আহবান পাওয়ামাত্র আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের তাদের স্বজাতির নিকট থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করে যাওয়ার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন (কবিতা) :

"উম্মু আহ্মদ (কবির স্ত্রী) যদি সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহ্র নামে কোন শপথ বাক্য উচ্চারণ করে, তা হলে সে তার শপথ অবশ্যই পূর্ণ করবে।

আমরা ছিলাম সেই গোষ্ঠী যারা মক্কায়ই ছিলাম—যাবৎ না আমাদের স্থূলকায়রা ক্ষীণকায় হয়ে যায়- আমরা অবিরতভাবে সেখানেই বসবাস করে যাই।

ওখানেই তাঁবু স্থাপন করে বসবাস শুরু করেছিলেন (আমাদের পূর্বপুরুষ) গান্ম ইব্ন দূদান। তারপর রীতিমত তিনি সেখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন (তাঁর বংশধররা এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে) তারপর গান্ম গোত্র সেখান থেকে উষালগ্নে বেরিয়ে পড়ে এবং তাদের যাত্রা সহজতর হয়ে যায়।

এক-একজন দু'-দু'জন করে তারা আল্লাহ্র দিকে (হিজরত করে) চলেছেন। আল্লাহ্র রাসূলের সত্য দীন এখন তাদের দীন।"

আবূ আহ্মদ ইব্ন জাহশ আরো বলেন (কবিতা) :

"উম্মু আহ্মদ যখন প্রত্যক্ষ করল যে, সেই সত্তার ভরসায় আমি সফরের জন্য উদ্যত— যাঁকে আমি না দেখেই ভয় করি এবং কম্পিত হই, তখন সে বলে, একান্ত যদি তুমি সফরই করবে, তাহলে ইয়াসরিব থেকে দূরে অন্য কোন শহরে আমাদেরকে নিয়ে চল। জবাবে আমি তাকে বললাম : না হে! বরং ইয়াসরিবই আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থল আর পরম করুণাময় যা চান বান্দা তাই করে থাকে।

আমার চেহারা (মনোযোগ) আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকেই নিবিষ্ট। আর তাঁর দিকে যার চেহারা নিবিষ্ট থাকে, সে কখনো ব্যর্থকাম হয় না।

আমরা কত অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অশ্রুবিসর্জনকারিণী ও আর্তবিলাপকারিণী বান্ধবীদেরকে ছেড়ে এসেছি।

তারা ধারণা করে, আমরা আমাদের শহর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি রক্তপণের সন্ধানে আর আমাদের বিবেচনায় আমরা আমাদের অভীষ্টের দিকেই এগিয়ে চলেছি।

আমি গান্‌ম গোত্রকে তাদের প্রাণ রক্ষার জন্যে এবং সত্যের দিকে আহবান জানিয়েছি— যখন লোকের জন্যে সত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্‌র প্রশংসা যে, যখন আহবানকারী তাদেরকে সত্যের দিকে, মুক্তির দিকে আহবান জানিয়েছেন, তখন তারা পূর্ণোদ্যমে সে আহ্‌বানে সাড়া দিয়েছে।

আমাদের এবং আমাদের ঐ বন্ধুদের—যারা সত্যপথ থেকে দূরে রয়েছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে অন্যদেরকে সাহায্য করেছে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হল—

এমন দুটো বাহিনী—যাদের একদলের সত্যকে গ্রহণের তাওফীক জুটেছে ও তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে, আর অপর দল শাস্তি পেয়েছে।

তারা অবাধ্যাচরণ করেছে এবং মিথ্যা আশার মরীচিকার পেছনে ছুটেছে। ইবলীস শয়তান তাদেরকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত পদস্খলিত করেছে, ফলশ্রুতিতে তারা হতাশ এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছে।

আমরা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বাণীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছি। আমাদের মধ্যকার সত্যের পৃষ্ঠপোষকতাকারীরা পবিত্রতা অর্জন করেছে এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

আমরা নৈকট্য বিধানকারী আত্মীয়তা বন্ধনের দ্বারা তাদের নৈকট্য লাভে তৎপর হই। আর সত্যিকারের নৈকট্য অর্জন না করলে কেবল আত্মীয়তা দ্বারা প্রকৃত নৈকট্য অর্জন হয়ে উঠে না।

আমাদের পর আর কোন্ ভাগিনেয় তোমাদের উপর ভরসা করবে শুনি, আর আমার শ্বশুরালয়ের আত্মীয়তার পর কোন্ শ্বশুরালয়ের আত্মীয়তার উপর নির্ভর করা যাবে?

যখন লোকজন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাদের আত্মীয়তা সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, তখনই জানতে পারবে সত্যের পথে কারা অধিকতর বিচরণশীল ছিল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যে পংক্তিসমূহে ولتنا يشرب এবং اذ لا تقرب শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, তা ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অপর বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যেখানে اذ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা اذا অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : اِذ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আবুল নজম আল-'আজলী বলেন :

ثم جزاء الله عنا اذ جزى * جنات عدن فى العلالى والعلا

"তারপর আল্লাহ্ যখন আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রতিফল দান করবেন, তখন দান করবেন বালাখানাসমূহে চিরসবুজ বাগ-বাগিচা এবং উচ্চতর মর্যাদা।"

'উমর (রা)-এর হিজরত এবং তাঁর সঙ্গে আইয়াশ-এর কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব এবং আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ মাখযূমী রওয়ানা হন এবং মদীনায় গিয়ে পৌছেন। আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের

আযাদকৃত দাস নাফি' (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর বরাতে আর তিনি তাঁর পিতা হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করলাম, তখন আমি ও আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আ ও হিশাম ইব্ন আসী ইব্ন ওয়ায়ল সাহমী সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে, আমারা সারিফ-এর ওপাশে আদাতে বনূ গাফ্ফার-এর নিকট কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ঝোঁপের কাছে মিলিত হব। এটাও স্থির হল যে, আমাদের মধ্যকার কোন একজন যদি সকালে সেখানে গিয়ে পৌছতে ব্যর্থ হয়, তবে বুঝে নিতে হবে যে, তাকে বাধা দেয়া হয়েছে। তখন অপর দুই সাথী চলে যাবে। কথামত আমি ও আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আ কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ঝোঁপের নিকট গিয়ে সকালে উপস্থিত হলাম, কিন্তু হিশাম বাধাগ্রস্ত হল সে অত্যন্ত জটিল সমস্যায় নিপতিত হল।

আইয়াশ-এর সঙ্গে আবূ জাহ্লের আগমন

আমরা যখন মদীনা শরীফে গিয়ে পৌছলাম, আমর ইব্ন আওফ গোত্রের নিকট কুবায় অবতরণ করলাম। আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম এবং হারিস ইব্ন হিশাম পিছু পিছু আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আর কাছে মদীনায় এসে উপস্থিত হল। এরা দু'জন ছিল তাঁর চাচাতো এবং বৈপিত্রেয় ভাই। তারা যখন মদীনায় আমাদের নিকট এল, তখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শরীফে ছিলেন। তারা উভয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বলল : তোমার মা তোমাকে না দেখা পর্যন্ত মাথায় চিরুণি লাগাবেন না এবং রৌদ্রের মধ্যে ছায়ার নিচে আশ্রয় নেবেন না বলে শপথ করেছেন। এ কথা শুনে তার অন্তর বিগলিত হল। তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম হে আইয়াশ! তোমার সম্প্রদায় তোমাকে তোমার দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে। তুমি এদের থেকে সতর্ক থাকবে। আল্লাহ্র কসম, তোমার মা যদি উকুনের দ্বারা বিব্রত হন, তবে অবশ্যই তিনি চিরুণির দ্বারা কেশ বিন্যাস করবেন। আর মক্কার রোদের উত্তাপ যদি তাঁকে পীড়া দেয়, তবে অবশ্যই তিনি ছায়ার আশ্রয় নেবেন।

জবাবে আইয়াশ ইব্ন আবূ রবী'আ বলল, আমি আমার মায়ের শপথ পূর্ণ করে দেই আর সেখানে আমার কিছু ধন-সম্পদও রয়ে গেছে, তাও নিয়ে আসি। উমর (রা) বলেন, আমি তখন বললাম : তুমি নিশ্চয়ই জান যে, কুরায়শ বংশের মধ্যে আমার ধন-সম্পদ সর্বাধিক। তুমি তার অর্ধেকটা নিয়ে নাও, তবুও ওদের সাথে যেয়ো না।

'উমর (রা) বলেন : কিন্তু সে কোনমতেই আমার কথায় কান দিল না এবং তাদের সাথে যেতেই মনস্থ করল। যখন সে এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হল, তখন আমি তাকে বললাম, তুমি যখন যাবেই, তখন আমার এ উষ্ট্রীটি নিয়ে যাও। কেননা এটি অত্যন্ত ভাল জাতের উষ্ট্রী এবং অত্যন্ত প্রভুভক্ত, কোন বিপদ আঁচ করতে পারলেই তুমি তার পিঠে সওয়ার হয়ে চলে আসবে। সাবধান, এর পিঠ থেকে নামবে না কিন্তু।

আইয়াশ ইব্ন রবী'আ তাদের সঙ্গে ঐ উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে গেল। পথে এক জায়গায় এসে আবূ জাহ্ল বলল, আল্লাহর কসম ভাই, আমার এ উটনীর পিঠে বড্ড বেশি

বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি, কিছুক্ষণের জন্যে তুমি কি আমাকে তোমার উটনীটির পিঠে তোমার সাথে নিতে পারনা? সে বলল, অবশ্যই পারব, এই বলেই সে তার উটনীটিকে বসাল আর তারা উভয়ে তাদের উটনীকে বসাল—যাতে করে উটনী বদল করতে পারে। আর অমনি তারা উভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাকে বেঁধে নিল এবং আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় তাকে নিয়ে তারা মক্কা শরীফে প্রবেশ করল। তারপর তারা তাকে নানাভাবে নির্যাতন করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ পরিবারের একজন বলেছেন যে, তারা তাকে নিয়ে দিনের বেলায় মক্কা শরীফে প্রবেশ করল আর তিনি তখন ছিলেন বাঁধা অবস্থায়। তারা উভয়ে বলতে লাগল : হে মক্কাবাসী! আমরা আমাদের নির্বোধদের সাথে যেরূপ করলাম, তোমরাও তোমাদের ঘনিষ্ঠ নির্বোধদের সাথে অনুরূপ আচরণ কর!

হিশাম ইব্‌ন আস-এর প্রতি হযরত উমর (রা)-এর পত্র

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নাফি' আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি (উমর) বলেন, আমরা বলাবলি করতাম, যারা (কাফিরদের) নির্যাতনের মুখে নতি-স্বীকার করে ফেলে, তাদের ফরয-নফল কোন ইবাদত ও তওবা আল্লাহ্ পাক কবূল করবেন না। তারা হচ্ছে ঐ সম্প্রদায়-যারা আল্লাহ্‌কে চিনেছে তারপর তাদের উপর আপতিত কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ-আপদের জন্যে তারা কুফরীর দিকে ফিরে গেছে। তিনি (উমর) বলেন : তারা (সাহাবীরা) নিজেদের মধ্যে এরূপ আলাপ-আলোচনা করতেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে এবং আমাদের উক্তি ও তাদের নিজেদের উক্তির ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন :

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۔ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۔ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۔

"হে রাসূল! আপনি বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে; তারপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না।

অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে।" (৩৯ : ৫৩-৫৫)

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন : আমি স্বহস্তে তা পত্রস্থ করি এবং হিশাম ইব্‌ন আসের কাছে প্রেরণ করি।

রাবী বলেন, হিশাম ইব্‌ন আস (রা) বলেন : যখন আমার কাছে এ আয়াতগুলো এসে পৌঁছল, তখন আমি যূ-তাওয়ার উচ্চভূমি ও নিম্নভূমিতে তা তিলাওয়াত করতে করতে আরোহণ অবরোহণ করতে লাগলাম, কিন্তু তা কিছুই হৃদয়ংগম করতে পারছিলাম না। এমনকি আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করতে লাগলাম : হে আল্লাহ্! আমাকে এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করার জ্ঞান দান কর!

তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে এ উপলব্ধি দান করলেন যে, এ আয়াতগুলো আসলে আমাদেরই উপলক্ষে নাযিল করা হয়েছে, সে ব্যাপারে যা আমরা নিজেদের সম্পর্কে বলাবলি করতাম আর লোকেও আমাদের সম্পর্কে এরূপ বলাবলি করত। তিনি বলেন, তখন আমি আমার উটের দিকে অগ্রসর হলাম, তার পিঠে আরোহণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। আর তিনি তখন মদীনা শরীফে অবস্থান করছিলেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদের মক্কা শরীফ গমন

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এমন এক ব্যক্তি আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাঁকে আমি বিশ্বাস করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় থাকা অবস্থায় বললেন :

من لى بعياش ابن ابى ربيعة وهشام بن العاصى

"আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ এবং হিশাম ইব্‌ন আসকে আমার কাছে নিয়ে আসার জন্যে কে প্রস্তুত আছ?"

ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাদের দু'জনকে আপনার কাছে নিয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত।

তখন তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি খাদ্য বহনকারিণী এক মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি মহিলাটিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দী, তুমি যাচ্ছ কোথায়? সে বলল—ঐ দু'টি বন্দীর উদ্দেশ্যে। বলে সে ঐ দু'জনের দিকেই ইঙ্গিত করল। তিনি তার পিছু পিছু গেলেন এবং জায়গাটি চিনে নিলেন। তাঁরা দু'জন তখন এমন একটি ঘরে বন্দী ছিলেন, যার ছাদ ছিল না। তারপর সন্ধ্যা হলে তিনি প্রাচীর ডিঙিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। তারপর একটি পাথর তুলে নিয়ে তাঁদের দু'জনের শৃঙ্খলের নিচে তা রাখলেন। তারপর তরবারির আঘাতে তাদের শিকল ছিন্ন করলেন। এ জন্যই তার তারবারিকে যুল-মারওয়া বলা হত। তারপর ঐ দু'জনকে তাঁর উটের পিঠে চড়িয়ে তাঁদেরকে নিয়ে চললেন। ঐ সময় তাঁর পায়ের অঙ্গুলি হোঁচট খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে যায়। তিনি বলে উঠলেন :

هل انت الا اصبع دميث * وفى سبيل الله ما لقيت

"হে অঙ্গুলি, তুমি তো অঙ্গুলি বৈ-নও, তুমি রক্তাক্ত হয়েছ, তোমার এ কষ্টটুকু তুমি আল্লাহ্‌র পথেই লাভ করেছ।"

তারপর তিনি উভয়কে নিয়ে মদীনা শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন।

মদীনায় মুহাজিরদের আবাসস্থল

হযরত 'উমর (রা), তাঁর ভাই ও অন্যদের বাসগৃহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এবং তাঁর সাথে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্প্রদায়ের যে লোকজন মদীনায় পদার্পণ করেন, তাঁরা হলেন :

- o তাঁর ভাই যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব।
- o সুরাকা ইব্‌ন মু'তামারের পুত্রদ্বয়—আমর ও আবদুল্লাহ্।
- o খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা সাহমী—যিনি তাঁর (উমরের) জামাতা এবং তাঁর কন্যা হাফসার প্রথম স্বামী ছিলেন। পরবর্তীকালে হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিবাহাবদ্ধ হয়েছিলেন।
- o সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল।
- o ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তামীমী। ইনি তাদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন।
- o খাওলা ইব্‌ন আবূ খাওলা—
- o মালিক ইব্‌ন আবূ খাওলা—এ দু'জনও উমর পরিবারের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ খাওলা ছিলেন ইব্‌ন আজল ইব্‌ন লুজায়ম ইব্‌ন সা'ব ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বকর ইব্‌ন ওয়ায়ল গোত্রের লোক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন :

- o এবং বুকায়রের পুত্র চতুষ্টয় : ইয়াস ইব্‌ন বুকায়র, আকীল ইব্‌ন বুকায়র, আমির ইব্‌ন বুকায়র ও খালিদ ইব্‌ন বুকায়র।
- o এবং সা'দ ইব্‌ন লায়স গোত্রভূত তাদের মিত্রবর্গ।

এঁরা সকলে রিফা'আ ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যানবরের ওখানে কুবার বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে উঠেন। আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনিও তাঁর নিকট এসে উঠলেন।

তালহা (রা) ও সুহায়ব (রা)-এর বাসগৃহ

তারপর মুহাজিরগণের আগমন অব্যাহত গতিতে চলতেই থাকে। তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ও সুহায়ব ইব্‌ন সিনান গিয়ে উঠেন সানাহ[১] নামক স্থানে, বালাহারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর ভাই খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ-এর নিকটে।

বলা হয়, তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ নাজ্জার গোত্রের আসআদ ইব্‌ন যুরারার ওখানেই উঠেছিলেন।

---

১. সানাহ্ মদীনার উচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত একটি স্থান।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ উসমান নাহ্দীর বরাতে বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, সুহায়ব যখন মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করলেন, তখন কুরায়শের কাফিররা তাঁকে বলল : ওহে, তুমি তো আমাদের এখানে এসেছিলে তুচ্ছ কপর্দকহীনরূপে, আমাদের এখানেই তুমি ধনাঢ্য হয়ে যা হবার তা হয়েছ। এখন তুমি তোমার ধন-প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছ। আল্লাহ্র কসম, কখনও এমনটি হতে পারে না। তখন সুহায়ব বললেন : আচ্ছা, আমি যদি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দেই, তা হলে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দেবে? তারা বলল : হ্যাঁ, তা হতে পারে। তিনি বললেন : যাও, আমি তোমাদেরকে আমার সমস্ত ধন-সম্পদ দান করলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি বলে উঠলেন :

ربح صهيب ربح صهيب

"সুহায়ব তার ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছে, সুহায়ব তার ব্যবসায় লাভবান হয়েছে।"

হামযা ও যায়দ (রা)-এর বাসগৃহ

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, যায়দ ইব্ন হারিসা এবং হামযার দুই মিত্র—আবূ মারসাদ কান্নায ইব্ন হিসন, ইব্ন হিশাম বলেন-একে কেউ কেউ ইব্ন হুসায়নও বলে থাকেন এবং তাঁর ছেলে মারসাদ গানাবী, গানাসা ও আবূ', আনিসা[১] ও আবূ কাবশা[২] নামক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত দু'জন গোলাম এসে কুবার আমর ইব্ন আওফের পল্লীতে কুলসুম ইব্ন হিদামের নিকটে এসে উঠলেন। বলা হয় যে, এঁরা সবাই এসে উঠেছিলেন সা'দ ইব্ন খায়সামার ওখানে। আরো বলা হয়ে থাকে যে, বরং হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব বনূ নাজ্জারের আস'আদ ইব্ন যুরারার কাছে উঠেছিলেন। এ সবই তথাকথিত ঘটনা।

উবায়দা ও তাঁর ভাই তুফায়ল প্রমুখের বাসগৃহ

উবায়দা ইব্ন হারিস ইব্ন মুত্তালিব এবং তাঁর দুই ভাই তুফায়ল ইব্ন হারিস এবং হুসায়ন ইব্ন হারিস, মিসতাহ ইব্ন উসাসা ইব্ন 'আব্বাদ ইব্ন মুত্তালিব, বনূ আবদুদ্দারের সুওয়ায়ত ইব্ন সা'দ ইব্ন হুরায়মালা, বনূ আবদ ইব্ন কুসাইর তুলায়ব ইব্ন উমায়র এবং উত্বা ইব্ন গাযওয়ানের আযাদকৃত গোলাম খাব্বাব কুবায় আজলান গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামার ওখানে উঠেন।

---

১. আনাসা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম। এঁর কুনিয়াত ছিল আবূ মাসরূহ বা আবূ মাশরূহ্। বদরসহ রাসূলুল্লাহ্র সাথে প্রতিটি যুদ্ধে ইনি শামিল ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে তাঁর মৃত্যু হয়।

২. আবূ কাবশার নাম সলীম। বলা হয়ে থাকে যে, ইনি পারসিক বংশোদ্ভূত। বদরসহ সকল যুদ্ধে নবী করীম-এর সাথে শামিল ছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইন্তিকাল করেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের বাসগৃহ

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ অন্য মুহাজিরগণের সাথে বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের বলোহারিসেরই বাড়িতে সা'দ ইব্‌ন রবী'আর নিকটে উঠেন।

যুবায়র ও আবূ সাবুরার বাসগৃহ

যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) ও আবূ সাবুরা ইব্‌ন আবূ রুহাম ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা (রা) গিয়ে উঠেন মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উকবা ইব্‌ন উহায়হা ইব্‌ন জুল্লাহ্‌-এর বাড়িতে উসবা নামক স্থানে জাহ্‌জাবানী গোত্রের পল্লীতে।

মুস'আব (রা)-এর বাসগৃহ

বনূ আবদুদ্দারের মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম গিয়ে উঠেন বনূ আবদুল আশহালের সা'দ ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন নু'মানের বাড়িতে বনূ আবদুল আশহালের পল্লীতে।

আবূ হুযায়ফা ও উত্‌বার বাসগৃহ

আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ এবং আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম সেখানে পৌছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম বলে কথিত সালিম আসলে মুক্ত হয়েছিলেন সুবায়তা বিন্‌ত যূআর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস-এর দ্বারা। উক্ত মহিলা তাঁকে আযাদ করে দিলে তিনি গিয়ে উঠলেন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আর ঘরে। তিনি তাঁকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। তখন থেকে তিনি আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত সালিম বলে অভিহিত হতে থাকেন। আবার একথাও বলা হয় যে, সুবায়তা বিন্‌ত যূ'আর ছিলেন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বার সহধর্মিণী। তিনি ঐ অবস্থায় সালিমকে মুক্তি দিয়েছিলেন বলে তাকে আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত সালিম বলা হতে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উত্‌বা ইব্‌ন গায্‌ওয়ান ইব্‌ন জাবির গিয়ে উঠেন বনূ আবদুল আশহালের আব্বাদ ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন ওয়াক্কাশা-এর বাড়িতে আবদুল আশহালের পল্লীতে।

হযরত উসমান (রা)-এর বাসগৃহ

উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের ভাই আওস ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনযিরের নিকট ইব্‌ন নাজ্জারের পল্লীতে গিয়ে উঠেন। এ জন্যেই হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত হযরত উসমানকে বড্ড বেশি ভালবাসতেন। তাই হযরত উসমানকে যখন শহীদ করা হয়, তখন হযরত হাস্‌সান তাঁর জন্য শোকবার্তা লিখেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে যে, অবিবাহিত মুহাজিররা উঠেছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামার বাড়িতে। কেননা তিনি নিজেও ছিলেন অবিবাহিত। আল্লাহ্‌ই বিশুদ্ধ মত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরত

হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরতে বিলম্ব

মুহাজির সাহাবীদের মদীনা গমনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমতির আশায় মক্কায় বসে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। বাধাপ্রাপ্ত, নির্যাতিতগণ এবং হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ইব্ন আবূ কুহাফা (রা) ব্যতীত আর কেউই মক্কা শরীফে তাঁর সাথে ছিলেন না।

হযরত আবূ বকর (রা) প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন :

لاتعجل لعل الله يجعل لك صاحبا

"তাড়াতাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার কোন সাথী জুটিয়ে দেবেন।"

হযরত আবূ বকরের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগত, সে সাথী যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই হন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে কুরায়শদের পরামর্শ সভা

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শরা যখন লক্ষ্য করল, তাদের বাইরের লোকদের মধ্যে মক্কার বাইরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একদল সাথী-সমর্থক জুটে গিয়েছে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী সাহাবীগণ তাঁদের কাছে হিজরত করে চলে গিয়েছেন, তখন তারা আঁচ করতে পারল যে, তাঁরা একটি সুরক্ষিত স্থানে গিয়ে উঠেছেন এবং সেখানে উপযুক্ত আশ্রয়ও পেয়ে গিয়েছেন। এখন তাদের আশংকা হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন এবং তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করবেন, তখন তারা তাঁর ব্যাপারে একটা বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দারুন-নাদওয়ায় সমবেত হল। এটা ছিল কুসাই ইব্ন কিলাবের বাড়ি। কুরায়শরা সেখানে বসে পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত না। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে তাদের মনে শঙ্কা দেখা দিল, তখনও তারা সেখানেই পরামর্শ সভায় মিলিত হল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আমার এমন বন্ধু বর্ণনা করেছেন-যাকে আমি মিথ্যাবাদী মনে করি না—তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ্ প্রমুখাৎ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুজাহিদ ইব্ন জুবায়র আবুল হুজ্জাজ প্রমুখ থেকে—যাঁদের আমি মিথ্যাবাদী মনে করি না—তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস থেকে (আল্লাহ্ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন) বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : কুরায়শরা যখন এ ব্যাপারে একমত হল যে, দারুন-নাদওয়ায় বসে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করবে এবং পরামর্শের সে পূর্ব নির্ধারিত দিনটি যখন এল, যাকে তারা ইয়াওমুর রহমত নামকরণ করেছিল, সেদিন এক প্রবীণ বৃদ্ধের

বেশে ইবলীস তাদের সম্মুখে উপস্থিত হল। তার গায়ে তখন একটা মোটা চাদর ছিল। সে দরজার সম্মুখে দাঁড়াল। তাকে দারুন-নাদওয়ার দরজায় দণ্ডায়মান দেখে তারা জিজ্ঞেস করল : এ প্রবীণ বৃদ্ধটি কে ? একজন বলল : নজ্‌দ্‌বাসী এক প্রবীণ ব্যক্তি। তোমাদের পূর্ব নির্ধারিত পরামর্শের কথা শুনে তোমাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে এসেছেন। তারপর তিনি তার নিজ অভিমত ও পরামর্শ দানেও কার্পণ্য করবেন না। তারা বলল : আচ্ছা বেশ বেশ, আসুন! তখন সেও তাদের সাথে পরামর্শগৃহে প্রবেশ করল। সেখানে কুরায়শ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিল। তারা হচ্ছে :

নবীজীর হত্যাকাণ্ডের পরামর্শদাতারা

বনূ আব্‌দ শাম্‌স থেকে

১. উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ
২. শায়বা ইব্‌ন রবী'আ ও
৩. আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব;

নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ গোত্র থেকে

৪. তা'ঈমা ইব্‌ন আদী
৫. জুবায়র ইব্‌ন মুতইম ও
৬. হারিস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নাওফাল;

বনূ ইব্‌ন কুসাই থেকে

৭. নযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালদা;

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা থেকে

৮. আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম
৯. যাম'আ ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব
১০. হাকীম ইব্‌ন হিযাম ;

বনূ মাখযূম থেকে

১১. আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম;

বনূ সাহম থেকে হাজ্জাজের দুই পুত্র

১২. নুবায়হ্ ও
১৩. মুনাব্বিহ্ ;

বনূ জুমাহ্ গোত্র থেকে

১৪. উমাইয়া ইব্‌ন খালফ।

কুরায়শের অপর যারা তাদের সাথে ছিল তাদের সঠিক পরিচয় জানা যায় না।

তখন তারা একে অপরকে বলল, এ ব্যক্তিটির ব্যাপার তো যা ছিল দেখেছই। এখন তো আল্লাহ্‌র কসম, যখন বাইরে থেকে তার সঙ্গী-সাথী ও ভক্তের দল জুটে গেছে, তখন তো আমরা তার আক্রমণ থেকে নিরাপদবোধ করতে পারি না। সুতরাং সকলে মিলে এর একটা বিহিত করতেই হয়।

রাবী বলেন, তারপর তারা সলা-পরামর্শে প্রবৃত্ত হল। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল : একে শিকলে আবদ্ধ করে তার পূর্বেকার কবি যুহায়র ও নাবেগার মত মৃত্যু পর্যন্ত দ্বাররুদ্ধ করে রেখে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়! এভাবে সে মরে গেলে আমরা এ আপদ থেকে বেঁচে যাই। নজ্‌দের শায়খ (রূপী শয়তান) তখন বলে উঠল, না না, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের এ অভিমতটি যথার্থ নয়। তোমাদের বলামত সত্যিই যদি তোমরা তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দ্বাররুদ্ধ করে রাখ, তবে ব্যাপারটি দরজার বাইরে তার বন্ধু-বান্ধবের জানাজানি হয়ে যেতে পারে। তারপর তারা জোটবদ্ধ হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে, তোমাদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারে, তাদের সংখ্যা তোমাদের সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারে, এমনকি তারা তোমাদেরকে পরাস্তও করে দিতে পারে। এটা তোমাদের কোন সঠিক অভিমত হলনা। তোমরা অন্য কিছু ভেবে দেখ। তারা তখন আবার পরামর্শ করতে লাগল।

তাদের একজন প্রস্তাব দিল : আমরা একে আমাদের মধ্য থেকে বের করে দিয়ে দেশান্তর করব। তারপর সে যখন দেশান্তরিত হবে, তখন সে কোথায় গেল বা তার কী হল না হল, সে মাথা ব্যথা আর আমাদের রইলনা। সে যখন আমাদের মধ্যে থাকবে না, তার উপদ্রব থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাব, তখন আমরা আমাদের ব্যাপার-স্যাপার গুছিয়ে নিয়ে পূর্বের ন্যায় সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির অবস্থায় ফিরে যাব।

নজদী বৃদ্ধটি বলে উঠল : না না, আল্লাহ্‌র কসম! এটাও কোন কাজের কথা হলনা। তার সুন্দর কথা, মিষ্ট বাক্য ও লোকের অন্তর জয় করার অপূর্ব শক্তি কি তোমরা প্রত্যক্ষ করনি? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যদি এমনটি কর তবে সে কোন আরব জনপদে গিয়ে উঠবে, তারপর তার সুমিষ্ট বুলি ও কোমল আচরণ দিয়ে তাদের অন্তর জয় করে তাদেরকে তার ভক্ত-অনুরক্ত করে নেবে। তারপর তাদেরকে সাথে নিয়ে এসে তোমাদের দেশেই তোমাদের পদানত করবে এবং তোমাদের শাসন-ক্ষমতা সে তোমাদের হাত থেকে কেড়ে নেবে। তখন সে তোমাদের সাথে যাচ্ছে তাই আচরণ করতে পারবে। সুতরাং এভাবে তোমরা তার হাত থেকে নিরাপদ হতে পারবে না। এ ছাড়া তোমরা অন্য কোন বুদ্ধি খুঁজে বের কর।

রাবী বলেন, তখন আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম বলল : আমার কাছে একটি বুদ্ধি আছে, জানি না, এযাবৎ তোমরা কেউ তা ভেবেছ কি না! সকলে ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করল : হে জ্ঞানবৃদ্ধ! কী সে বুদ্ধিটি?

সে বলল : আমার অভিমত হচ্ছে, আমরা আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একটি করে সাহসী, তারুণ্যদীপ্ত, শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত যুবককে বাছাই করে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে শাণিত তরবারি তুলে দেব। তারা সকলে একযোগে তার উপর এমনিভাবে আঘাত হানবে যেন এটা একই ব্যক্তির আঘাত। এভাবে তারা তাকে হত্যা করবে আর আমরা চিরতরে তার উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব। কেননা এভাবে তার খুনের দায়িত্ব সকল গোত্রের উপর বর্তাবে। বনূ আব্দ মানাফ তখন একা গোটা জাতির সকল গোত্রের সাথে লড়াই করতে সমর্থ হবে না। তখন তারা রক্তপণ গ্রহণেই সম্মত হবে। তখন আমরা সকলে অনায়াসেই সে রক্তপণ আদায় করে দেব।

রাবী বলেন, নজ্দী বৃদ্ধটি তখন বলে উঠল : এ লোকটি একটা কথার মত কথা বলেছে! আমি তো এ ছাড়া গত্যন্তর দেখি না। এ প্রস্তাব তাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং লোকজন নিজ নিজ ঘরে চলে গেল।

নবী করীম (সা) রওয়ানা হলেন এবং তাঁর বিছানায় আলী (রা)-কে রেখে গেলেন

হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আজ আপনি আপনার বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যখন রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসল, তখন ঐ বাছাই করা যুবকরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে কখন তিনি শুতে যান তার অপেক্ষায় রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের অবস্থান লক্ষ্য করলেন, তখন আলী ইব্ন আবূ তালিবকে ডেকে বললেন : তুমি আমার বিছানায় আমার সবুজ হাযরামী চাদরটি গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়। কেননা এতে তারা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন শুতেন, তখন ঐ চাদরটি গায়ে দিতেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কারাযী-এর বরাতে। তিনি বলেন : যখন তারা দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সমবেত হল, আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশামও তখন তাদের সাথে ছিল। সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, নিশ্চয়ই মুহাম্মদের ধারণা, তোমরা যদি তার ধর্মের আনুগত্য-অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা আরব-আজমের বাদশাহ্ হয়ে যাবে, তারপর মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে, তখন তোমাদের জন্যে জর্দানের বাগ-বাগিচার মতো বাগ-বাগিচা হবে। আর যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমাদের রক্তপাত বৈধ হবে এবং মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হবে আর তখন তোমাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সম্মুখে বের হলেন। তিনি হাতে একমুঠো মাটি নিলেন। তারপর বললেন : হ্যাঁ, আমি এরূপই বলে থাকি। আর তুমি তাদেরই একজন (যারা আগুনে প্রজ্বলিত হবে)। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন আর তারা

তখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ঐ মাটি তাদের মাথায় ছিটাতে লাগলেন। তখন তিনি সূরা ইয়াসীনের এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ۔ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .... وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ٥

"ইয়াসীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। আপনি সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন অবতীর্ণ, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নিকট থেকে, যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন এমন এক জাতিকে, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি; যার ফলে তারা গাফিল। তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে : সুতরাং তারা ঈমান আনবেনা। আমি তাদের গলদেশের চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের অগ্রপশ্চাতে একটি প্রাচীর তুলে দিয়েছি এবং তাদের চোখের উপর আবরণ ফেলে দিয়েছি সুতরাং তারা দেখতে পাবে না।" (৩৬ : ১-৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াতগুলোর তিলাওয়াত সম্পন্ন করতে করতে তাদের সব ক'জনের মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করা সম্পন্ন হল। তারপর তিনি তাঁর গন্তব্যের পানে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তখন তাদের কাছে এমন একজন আগন্তুক এসে পৌঁছল, যে কোনদিন তাদের কাছে আসেনি। আগন্তুকটি বলল : কী হে! এখানে কার জন্যে অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল : মুহাম্মদের জন্যে। সে বলল : আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ তো তোমাদের সম্মুখ দিয়েই বেরিয়ে গেলেন আর তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে আপন গন্তব্য পথে চলে গিয়েছেন। তোমরা কি তোমাদের অবস্থা লক্ষ্য করবেনা? তখন তাদের প্রত্যেকেই মাথায় হাত দিয়ে দেখল যে, সত্যি সত্যি তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর মাটি রয়েছে। তখন তারা অনুসন্ধান করে দেখল, আলী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাদর গায়ে তাঁর বিছানার উপর শুয়ে আছেন। তারা তখন পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল : এই যে মুহাম্মদ চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত। এ অবস্থায় ভোর পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করল। তারপর যখন আলী (রা) শয্যাত্যাগ করলেন, তখন তারা বলে উঠল : আল্লাহ্র কসম! ঐ আগন্তুকটি যা বলেছিল তাই সত্য ছিল।

মুশরিকদের প্রতীক্ষা সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত

ইব্ন ইসহাক বলেন : ঐদিন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের সমবেত প্রচেষ্টা সম্পর্কে কুরআন শরীফের যে সব আয়াত নাযিল হয় তার মধ্যে আছে :

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ -

"হে রাসূল! আপনি স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে তাদের গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল যাতে করে তারা আপনাকে বন্দী করতে পারে বা হত্যা করতে পারে অথবা দেশান্তর করতে পারে। তারা তাদের গোপন ষড়যন্ত্র আঁটছিল আর আল্লাহ্ও তাঁর গোপন কৌশল আঁটছিলেন। আর গোপন কৌশল আঁটার ব্যাপারে আল্লাহ্ই সর্বোত্তম।" (৮ : ৩০)

এ ছাড়াও আল্লাহ্র বাণী :

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ – قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ

"তারা কি বলে, ইনি একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রাদুর্ভাবের প্রতীক্ষায় আছি ? হে রাসূল! আপনি বলুন, প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম। দেখা যাবে শেষফল কার ভাগ্যে জুটে।" (৫২ : ৩০-৩১)

ইব্ন হিশাম (র) বলেন : المنون শব্দের অর্থ মৃত্যু এবং ريب المنون অর্থ মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব বা মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদি। আবূ যুয়ায়ব হুযালীর কবিতায় আছে :

أمن المنون وريبها تتوجع * والدهر ليس بمعتب من يجزع

"মৃত্যু ও তার প্রাদুর্ভাবের আশংকায় তুমি ব্যাকুল ও বেদনাহত? কিন্তু যুগচক্র যে কারো বিচলিত ভাব দর্শনে তার রুদ্ররোষ থেকে মুক্তি দেয় না।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা এই সময় তাঁর নবী (সা)-কে হিজরতের অনুমতি দান করেন।

নবী করীম (সা)-এর সাথে হিজরত করার জন্য আবূ বকর (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন :

لاَ تَعجَل لعل الله يجعل لك صاحبا

"তড়িঘড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে কোন সঙ্গী জুটিয়ে দেবেন।"

হযরত আবূ বকর (রা) মনে মনে আশা পোষণ করতে থাকেন যে, সেই কথিত সাথী যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ হন। অর্থাৎ এ সাথী বলতে তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন বলে তিনি ধরে নেন। তাই তিনি দু'টি সওয়ারীর উট কিনে তাঁর বাড়িতে বেঁধে রাখেন এবং হিজরতের প্রস্তুতি স্বরূপ এগুলোকে ঘাস পানি খাওয়াতে থাকেন।

মদীনা শরীফে হিজরতের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না এমন একজন রাবী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন—উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে, আর তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিনের কোন এক প্রান্তে ভোরে বা সন্ধ্যায় আবূ বকরের ঘরে আসতে ভুলতেন না। কিন্তু যেদিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের এবং মক্কা ও তাঁর স্বজাতির নিকট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি লাভ করলেন, সেদিন তিনি আমাদের বাড়িতে আগমন করেন দুপুরবেলা। সাধারণত এ সময় তিনি কখনো আসতেন না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : যখন আবূ বকর (রা) তাঁকে দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন : এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন ঘটছে নিশ্চয়ই কোন অভিনব ব্যাপারের জন্যে। আয়েশা (রা) বলেন : যখন তিনি প্রবেশ করলেন, তখন আবূ বকর (রা) তাঁর চৌকি থেকে একটু সরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উপবেশন করলেন। আমি এবং আমার বোন আসমা ব্যতীত তখন সেখানে কেউ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার নিকট যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। আবূ বকর (রা) বললেন : এরা তো আমারই কন্যাদ্বয় ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন। এরা থাকলে আর কী আসে-যায়? তিনি বললেন :

ان الله قد اذن لى فى الخروج والهجرة

"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বেরিয়ে পড়ার এবং হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।" বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বললেন :

اَلصُّحْبَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনার সহচররূপে থাকব?"

জবাবে তিনি বললেন : الصُّحْبَةُ।—"হ্যাঁ, তুমিও সঙ্গে থাকবে।"

বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এর পূর্বে কোনদিন আমি ভাবতেও পারিনি যে, কোন ব্যক্তি খুশিতেও কাঁদতে পারে। কিন্তু সেদিন দেখলাম আবূ বকর (রা) খুশিতে কাঁদছেন। তারপর তিনি বললেন : ইয়া নবী-আল্লাহ্! এ দু'টি উষ্ট্রী আমি এ উদ্দেশ্যে তৈরি করে রেখেছি। তখন তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকত নামক দায়েল ইব্‌ন বকর গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। লোকটির মা ছিল বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমরের এক মহিলা। লোকটি ছিল মুশরিক বা পৌত্তলিক। সে তাঁদের পথ প্রদর্শনের জন্যে নিয়োজিত হয়। তাঁরা তাকে তাঁদের উষ্ট্রীগুলো বুঝিয়ে দেন। এগুলো তার কাছেই থাকে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সে এগুলোকে লালন-পালন করতে থাকে।

যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের সংবাদ জানতেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি যতদূর জানতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রওয়ানা করে যান, তখন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, আবূ বকর সিদ্দীক এবং আবূ বকরের পরিবারবর্গ ছাড়া আর কেউ তা ঘুণাক্ষরেও জানত না। আলীকে তো আমার জানামতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিয়ে তাঁকে তাঁর প্রস্থানের পর মক্কা শরীফে অবস্থান করতে এবং তাঁর কাছে লোকের গচ্ছিত দ্রব্যসামগ্রী তাদের হাতে বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মক্কা শরীফে যার কাছেই এমন কোন দ্রব্য থাকত, যা হারানোর বা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকত, তা-ই তারা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। কেননা তাঁর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর গুণটি ছিল সুবিদিত।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে গিরিগুহায়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা করতে মনস্থ করলেন, তখন তিনি আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফার বাড়িতে আসলেন এবং আবূ বকরের বাড়ির পশ্চাতের একটি খিড়কিদ্বার দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা সওর গিরিগুহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এটা ছিল মক্কার নিম্নাঞ্চলের একটি পাহাড়। তাঁরা উভয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। আবূ বকর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে দিনের বেলা লোকে তাঁদের দু'জন সম্পর্কে কী বলাবলি করে তা শোনার এবং রাত্রে এসে ঐ দিনের খবরাদি পৌঁছিয়ে দিতে নির্দেশ দিল। তিনি তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রাকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যেন তিনি দিনের বেলা তাঁর বকরী চরাতে চরাতে সন্ধ্যা বেলা গিরিগুহায় তাঁদের কাছে এসে পৌঁছেন। আর আসমা বিন্‌ত আবূ বকর রাতের বেলা তাঁদের প্রয়োজনীয় খাবার সামগ্রী নিয়ে তাঁদের কাছে আসতেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর রাতের বেলায় গিয়ে গিরিগুহায় পৌঁছেন। প্রথমে আবূ বকর তাতে প্রবেশ করে গুহার এদিক-ওদিকে কোন হিংস্র শ্বাপদ আছে কিনা ভাল করে দেখে নেন। অর্থাৎ নিজের প্রাণকে বিপন্ন করে হলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তিনি সচেষ্ট হন।

আবূ বকরের ছেলে ও ফুহায়রার ছেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথীর সম্মানার্থে সারাক্ষণ খিদমতে নিয়োজিত থাকেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে সাথে নিয়ে তিনদিন গিরিগুহায় অবস্থান করেন। কুরায়শরা তাঁর কোন সন্ধান না পেয়ে কেউ তাঁকে ধরিয়ে দিলে এক শ' উষ্ট্রী উপহার দেবে বলে ঘোষণা করে দেয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর দিনভর কুরায়শদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তাদের সলা-পরামর্শ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকরের ব্যাপারে তাদের বলাবলি শুনতেন আর সন্ধ্যা বেলা গিরিগুহায় এসে তাঁদেরকে সে খবরাদি অবহিত করতেন। আবূ বকরের আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রা সারাদিন মক্কাবাসীদের রাখালদের সাথে

বকরী চরাতেন আর সন্ধ্যাবেলা আবূ বকরের বকরীগুলো গুহার কাছে নিয়ে আসতেন। তাঁরা দু'জনে ওগুলোর দুধ দুইয়ে পান করতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর যখন ভোরে তাঁদের নিকট থেকে মক্কা শরীফের দিকে যেতেন, তখন আমির ইব্ন ফুহায়রাও বকরীর পাল নিয়ে তাঁর পিছু পিছু যেতেন যাতে করে তাঁর পদচিহ্নগুলো মুছে যায়।

এভাবে যখন তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং লোকজনের তাঁদের ব্যাপারে চাঞ্চল্য একটু কমে গেল, তখন তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত সেই শ্রমিক ব্যক্তিটি তাঁদের দু'জনের দু'টি উট এবং নিজের উটটি নিয়ে হাযির হল। আসমা বিন্ত আবূ বকরও পাথেয় সামগ্রী নিয়ে এসে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু পাথেয় সামগ্রীর থলে বেঁধে দেয়ার রশি আনতে তিনি ভুলে যান। তাঁরা যখন রওয়ানা হলেন, তখন তিনি পাথেয় থলি বাঁধতে গিয়ে দেখেন, তাতে রশি নেই। তখন তিনি নিজের কোমরবন্দ ছিঁড়ে তার দ্বারা থলেটি বেঁধে লটকিয়ে দেন। এ জন্যে আসমা বিন্ত আবূ বকরকে 'যাতুন নেতাক' বা কোমরবন্দওয়ালী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

হযরত আসমাকে 'যাতুন নেতাকায়ন' বলার কারণ

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে 'যাতুন নেতাকায়ন' বা দুই কমরবন্দওয়ালী বলতে শুনেছি। তার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, যখন আসমা পাথেয় সামগ্রীর থলেটি বেঁধে দিতে মনস্থ করলেন, তখন তিনি তাঁর কোমরবন্দকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ দিয়ে থলেটি বেঁধে লটকিয়ে দিলেন এবং অপরভাগ দিয়ে নিজের কোমর বাঁধলেন (ফলে একটি কোমরবন্দ কার্যত দু'টিতে পরিণত হয়)।

আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যানবাহন নিয়ে হাযির হলেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর যখন বাহন দু'টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এলেন, তখন তিনি দু'টির উত্তমটি এগিয়ে দিয়ে বললেন : আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আরোহণ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যে উট আমার নিজের নয়, তাতে আমি আরোহণ করতে পারি না। আবূ বকর বলে উঠলেন : আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ উট আপনারই! তিনি বললেন, তা হতে পারে না; আপনি কত মূল্যে তা ক্রয় করেছেন? তিনি বললেন : এত এত মূল্যে। তিনি (সা) বললেন : তা হলে ঐ মূল্যের বিনিময়েই আমি তা গ্রহণ করলাম।[১] তখন আবূ বকর বললেন : এ আপনার ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তাঁরা দু'জনেই বাহনে আরোহণ করলেন এবং

১. কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এ মর্মে জিজ্ঞাসিত হন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূল্য না দিয়ে তা গ্রহণে অসম্মতি জানালেন কেন, অথচ ইতিপূর্বে আবূ বকর (রা) ততোধিক অর্থ তাঁর জন্যে ব্যয় করেছেন, যা তিনি গ্রহণও করেছেন। নবী করীম (সা) নিজে বলেছেন : আবূ বকর ছাড়া অপর কেউই পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ দিয়ে আমার এত উপকার করেননি।

জবাবে উক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেছেন : যেহেতু হিজরত জান ও মাল দিয়ে করার জন্যে রাসূল (সা) আগ্রহী ছিলেন, তাই আল্লাহ্র পথে হিজরত ও জিহাদের পূর্ণ সওয়াব লাভের জন্যে তিনি আপন সম্পদ দ্বারা নিজ বাহন ক্রয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ইব্ন ইসহাকের অন্য এক রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, ঐ উটটি হাদীসে উক্ত জাদ'আ।

রওয়ানা হয়ে গেলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্ন ফুহায়রাকে তাঁর সাথে উটের পিছনে বসিয়ে নিলেন-যাতে করে পথে তিনি উভয়ের সেবা-যত্ন করতে পারেন।

আবূ জাহ্ল কর্তৃক আসমা (রা) প্রহৃত হলেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসমা বিন্ত আবূ বকর সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর বের হয়ে গেলেন, তখন কুরায়শের একদল লোক আমাদের ঘরে আসল। আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশামও তাদের মধ্যে ছিল। তারা আবূ বকর (রা)-এর দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। আমি তাদের নিকটে গেলাম। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল : হে আবূ বকর তনয়া! তোমার পিতা কোথায়?

তিনি বলেন : তাদের আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমার আব্বা কোথায় তা আমার জানা নেই। তখন আবূ জাহ্ল তার হাত তুলল আর সে ছিল অত্যন্ত কু-ভাষী। সে আমার গালে এমনি কষে একটি চপেটাঘাত করল যে, আমার কানের দুল এতে পড়ে গেল।

জিন কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাত্রা সংবাদের গান পরিবেশন

আসমা বলেন : তারপর তারা চলে গেল। আমরা তিন রাত পর্যন্ত সংবাদবিহীন অবস্থায় কাটালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথায় গেলেন তা আমরা জানতেও পারলাম না। শেষ পর্যন্ত মক্কা শরীফের নিম্নাঞ্চলের দিক থেকে একটি জিন আরবদের গান করার মত গানের কয়েকটি কলি গাইতে গাইতে আবির্ভূত হল। লোকজন তার গান শুনে শুনে তার পিছু পিছু যাচ্ছিল, কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছিলনা। সে মক্কা শরীফের উচ্চ অঞ্চলের দিক দিয়ে নিম্নরূপ গাইতে গাইতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল :

جزى الله رب الناس خير جزائه
رفيقين حلا خيمتى ام معبد
هما نزلا بالبر ثم تروّحا
فافلم من امسى رفيق محمد
ليهن بنى كعب مكان فتاتهم
ومقعدها للمؤمنين بمرصد

"মানুষের প্রভু করে যেন দান উত্তম প্রতিদান
বন্ধু যুগলে উম্মে মা'বাদ-গৃহে যে অবস্থান
ভালোয় ভালোয় উঠেছেন তাঁরা সন্ধ্যায় প্রস্থান
মুহাম্মদের সাথী হল যেবা লভিয়াছে কল্যাণ।
ধন্য বনূ কা'বের অন্দর ও বৈঠকখানা
উঠিবে সেথায় বিশ্বাসীগণ (দেবে যে তাদেরে পানা)।

উম্মু মা'বাদ-এর বংশ-লতিকা

ইব্ন হিশাম বলেন : উম্মু মা'বাদ হচ্ছেন কা'ব গোত্রের কা'বের কন্যা। আর বনূ কা'ব খুজা'আ গোত্রের শাখা-গোত্র।

আর حلاخيمتى এবং هما نزلا بالبر وتروّحا অংশটি ইব্ন ইসহাকের নয়, অন্যের বর্ণিত।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) বলেন : আমরা যখন তার কথা শ্রবণ করলাম, তখনই জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন্‌দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি আসলে মদীনা শরীফের দিকেই রওয়ানা করেছেন। কাফেলায় তাঁরা সর্বমোট চারজন ছিলেন :

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা),
২. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা),
৩. আমির ইব্ন ফুহায়রা—আবূ বকরের আযাদকৃত দাস এবং
৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকত—তাঁদের পথ-প্রদর্শক।

ইব্ন হিশাম বলেন : তাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কিতও বলা হয়ে থাকে।

হিজরতের পর আবূ বকর (রা) পরিবারের ভূমিকা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের পৌত্র ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'আব্বাদ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা 'আব্বাদ তাঁর পিতামহী আসমা বিন্ত আবূ বকরের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা) সমভিব্যাহারে মক্কা শরীফ থেকে বের হলেন, তখন আবূ বকর (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদ সাথে নিয়ে যান। তখন তাঁর কাছে পাঁচ হাজার বা ছয় হাজার দিরহাম ছিল। তিনি সেগুলো সাথে নিয়ে যান।

আসমা বলেন : আমার দাদাজান আবূ কুহাফা আমাদের ঘরে এলেন। তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছে। তিনি বললেন : আল্লাহ্র কসম, আমি তো তাকে দেখছি না। নিশ্চয়ই সে সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আমি বললাম : কখনই নয় দাদাজান, তিনি আমাদের জন্য অনেক কল্যাণ রেখে গেছেন।

আসমা (রা) বলেন : তারপর আমি কতগুলো পাথর উঠিয়ে আমার পিতা যে তাকের উপর অর্থ-কড়ি রাখতেন তাতে রেখে কাপড় দিয়ে তা ঢেকে দিলাম। তারপর তাঁর হাত ধরে বললাম, আপনার হাত দিন দাদা, এর উপর হাত দিয়ে দেখুন। তখন তিনি সত্যি সত্যি হাত তার উপর রেখে দেখলেন আর বললেন : যাক, তা হলে আর কোন অসুবিধা হবে না। সে যখন তোমাদের জন্যে এগুলো রেখে গেছে, ভালই করেছে। এগুলোতে তোমাদের চলে যাবে। আসলে কিন্তু তিনি আমাদের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। কিন্তু আমি এভাবে বৃদ্ধকে প্রবোধ দিতে চাইলাম।

সুরাকা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে ধাওয়া করল

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে যুহ্রী বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাছে আবদুর রহমান ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শাম বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতার প্রমুখাৎ—তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন

তাঁর চাচা সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শামের প্রমুখাৎ—তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলেন, তখন কুরায়শরা ঘোষণা করল যে, যে ব্যক্তি তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে, তাকে একশ' উট দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।

তিনি বলেন, আমি তখন আমাদের সম্প্রদায়ের এক বৈঠকে বসা ছিলাম। এমন সময় আমাদেরই এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবং বলল, আল্লাহ্‌র কসম, একটু আগেই আমার সম্মুখ দিয়ে তিনজন আরোহী অতিক্রম করল। আমার মনে হয়, এঁরা মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীরাই হবেন।

সুরাকা বলেন : তখন আমি চোখের ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বললাম এবং মুখে বললাম, এরা অমুক গোত্রের লোক, তাদের হারানো পশু খুঁজতে এদিকে এসেছে। তখন ঐ ব্যক্তি বলল : হবেও বা। তারপর সে চুপ হয়ে গেল।

সুরাকা বলেন : তারপর আমি স্বল্পক্ষণ থামলাম। এরপর উঠে ঘরে গেলাম। তারপর মাঠের মধ্যে ঘাস খেতে দীর্ঘ রশি দিয়ে বাঁধা আমার ঘোড়াটি নিয়ে আসতে এবং আমার অস্ত্র দিতে বললাম যা আমার কক্ষের পেছন দিয়ে আমার জন্যে সঙ্গোপনে বের করা হল। তারপর আমি আমার শুভাশুভ নির্ণয়ের তীরটি হাতে নিলাম। তারপর বর্ম পরিধান করে বেরিয়ে পড়লাম। এ সময় তীর বের করে শুভাশুভ নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। তখন আমার অপসন্দনীয় তীরটিই বের হয়ে এল, যাতে বোঝা যায় যে, তাঁর [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর] কোনই অনিষ্ট হবার নয়। আমার বড্ড আশা ছিল যে, তাঁকে ধরে এনে দিয়ে কুরায়শদের ঘোষিত পুরস্কার একশ'টি উটনী আদায় করব।

সুরাকা বলেন : তারপর আমি বাহনে চড়ে তাঁর পদচিহ্ন ধরে এগুতে লাগলাম। দৌড়াতে গিয়ে আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেল। ফলে আমি পড়ে গেলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম, ব্যাপার কি? তারপর তীর বের করে আমার ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম। আবার সেই অবাঞ্ছিত তীরটিই বেরিয়ে এল, যার মানে হল, তাঁর কোনই অনিষ্ট হবার নয়। আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠলাম, যেভাবেই হোক আমি তাঁর পিছু ধাওয়া না করে ছাড়ছিনে। আবার ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছু পিছু ছুটলাম। কিন্তু এবারও ঘোড়াটি হোঁচট খেল আর আমি মাটিতে নিক্ষিপ্ত হলাম। আমি মনে মনে বললাম, ব্যাপার কি? আবার তীর নিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করলাম কিন্তু এবারও সেই অবাঞ্ছিত তীরটি বেরিয়ে এল, যার অর্থ হল, তাঁর কোন অনিষ্ট হবার নয়।

সুরাকা বলেন : কিন্তু আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম যে, যেভাবেই হোক, আমি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন না করে ছাড়ছিনে। আবার ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। যখন তাঁরা আমার দৃষ্টিসীমার ভেতরে চলে এলেন, এমনি সময় আমার ঘোড়াটি আবারও হোঁচট খেল, তার সম্মুখের পা' দু'টি মাটিতে পুঁতে গেল এবং আমি তার উপর থেকে ভূতলে পতিত হলাম। যখন সে তার সম্মুখের পদদ্বয় টেনে বের করল, তখন ঘূর্ণি বাত্যার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এল।

সুরাকা বলেন : তা দেখেই আমি আঁচ করতে পারলাম যে, তাঁকে আমার কবল থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে, আর এটা একান্তই স্পষ্ট।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিপি

সুরাকা বলেন : তখন আমি উচ্চস্বরে বললাম, আমি সুরাকা ইব্ন জু'শাম, আপনারা আমাকে সুযোগ দিন আমি আপনাদের সাথে কিছু আলাপ করতে চাই। আল্লাহ্র কস্ম, আমি আপনাদের সাথে কোনরূপ ছলনা করবনা অথবা আমার পক্ষ থেকে এমন কোন আচরণ পাবেন না যা আপনারা অপসন্দ করবেন।

সুরাকা বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে লক্ষ্য করে বললেন : তাকে জিজ্ঞেস কর, তুমি আমাদের কাছে কী চাও?

সুরাকা বলেন : আবূ বকর আমাকে তাই বললেন। আমি বললাম : আমাকে একটি লিপি লিখে দিন। যা আমার ও আপনাদের মধ্যকার একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে।

তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] বললেন : একে একটি লিপি দিয়ে দাও হে আবূ বকর!

সুরাকার ইসলাম গ্রহণ

সুরাকা বলেন : তখন আবূ বকর একটি অস্থি অথবা একটি কাগজে বা একটি মৃৎপাত্রের ভাঙ্গা টুকরোর উপর লিখে লিপিটি আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন। আমি তা আমার তূণের (তীর রাখার পাত্র) মধ্যে পুরে সেখান থেকে ফিরে আসলাম। তারপর যা কিছু ঘটেছে সে ব্যাপারে একটি কথাও কারো কাছে না বলে একেবারে চুপ রইলাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা শরীফ বিজয় এবং হুনায়ন ও তায়েফ অভিযান থেকে অবসর হলেন, তখন আমি সেই লিপিখানা সাথে নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। জেয়েররানায়[১] গিয়ে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন আমি আনসারের একটি অশ্বারোহী ব্যাটেলিয়নের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তারা আমাকে তাদের বল্লম দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে বলতে লাগল : দূর হ' দূর হ', তুই এখানে কী চাস্ হে?

সুরাকা বলেন : আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হলাম। তিনি তখন তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহী অবস্থায় ছিলেন। আল্লাহ্র কসম, আমি যেন রিকাবে তাঁর খেজুর গাছের বর্ধনশীল মঞ্জুরীর মত শুভ্রকোমল পায়ের গোছা দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।

সুরাকা বলেন : তখন আমি সেই লিপিখানা উর্ধ্বে তুলে ধরলাম। তারপর বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা হচ্ছে আপনার (প্রদত্ত) লিপি আর আমি সুরাকা ইব্ন জু'শাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করলেন :

يوم وفاء وبر ادنه

"আজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার এবং সদাচারের দিন। একে আমার নিকটবর্তী কর হে!"

---

১. 'যীরানা'-কে কেউ কেউ 'জেয়েররানা' বলেছেন। মক্কা শরীফের অদূরে তায়েফের পথে অবস্থিত একটি স্থান।

তখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর আমি একটি কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করব বলে ঠিক করেছিলাম যা তখন আমি স্মরণ করতে পারছিলাম না। তবে আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পথহারা উট আমার জলাধারে আসে আর আমি সেগুলো আমার উটের জন্যে ভরে রেখেছি। সেগুলোকে পানি পান করানোর জন্যে কি আমি সওয়াব পাব? জবাবে তিনি (সা.) বলল : হ্যাঁ,

في كل ذات كبد حرى اجر

" প্রত্যেকটি যকৃতধারী প্রাণীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে সওয়াব নির্ধারিত আছে।"

সুরাকা বলেন : তারপর আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরে এলাম এবং আমার যাকাতের উট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করলাম।

আবদুর রহমান জু'শামীর প্রকৃত বংশ পরিচয়

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন : আবদুর রহমান ছিলেন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শামের পুত্র।

হিজরতের পথ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন তাঁদের দু'জনকে নিয়ে তাঁদের পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আরকত বের হল, তখন তাঁদেরকে মক্কা শরীফের নিম্নাঞ্চল দিয়ে প্রথমে সমুদ্র-উপকূলে নিয়ে যায়। তারপর সমুদ্রোপকূল বেয়ে উসফানের[1] নিচ দিয়ে এগিয়ে চলল। তারপর আমাজের নিচ হয়ে কুদায়দ অতিক্রম করে খাররার এবং সানিয়াতুল মুর্‌রা হয়ে লাকিস্‌ফার পথে তাঁদেরকে নিয়ে যায়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ স্থানটিকে লিফতাও বলেছেন। কবি মা'কিল ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ আল-হুযালী বলেন :

نزيعا محلبا من اهل لفت

لحى بين اثلة والنحام

"(আমি প্রশংসা করি) সেই বিদেশী অতিথির—যাকে তাঁর স্বজাতির মধ্য থেকে বের করে আনা হয়েছে, যিনি পরোপকারী লাফীতবাসীদের সেই গোত্রের, যারা আস্‌লা ও নাহামের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর মুদ্‌লিজা লিকাফ থেকে মুদলিজা মাহাজ, যাকে কেউ কেউ মিহাজও বলেছেন বলে ইব্‌ন হিশাম বলেছেন, মারজিহ মাহাজ হয়ে যুল-গাযওয়ায়ন যাকে কেউ কেউ আযওয়ায়নও বলেছেন, তারপর যূ-কাসার প্রান্তর, তারপর জাদাজিদ ও আজরাদ হয়ে আদা প্রান্তরস্থ যূ-সালাম, তারপর মুদ্‌লিজা তা'হীন, তারপর আবাবীদ কেউ কেউ যাকে আবাবীও বলেছেন আবার কেউ কেউ আল-ইসয়ানাও বলেছেন।

---

১. উস্‌ফান—মক্কা থেকে মদীনায় যেতে উটের কাফেলার দ্বিতীয় মনযিল। ওয়াদীয়ে ফাতিমার পরেই এ মনযিল। এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর পথপ্রদর্শক তাঁদেরকে নিয়ে আল-ফাজ্জা অতিক্রম করেন। কেউ কেউ স্থানটিকে আল-কাহ্হাও বলেছেন—যা ইব্ন হিশামও বলেছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : তারপর প্রদর্শক তাঁদেরকে নিয়ে আরজ নামক স্থানে অবতরণ করেন। একটি বাহন তখন পিছনে পড়ে গিয়েছিল। তখন আওস ইব্ন হাজার নামক আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর নিজ উটের পিঠে মদীনা পর্যন্ত বহন করেন। সে উটকে ইব্ন রিদা' নামে অভিহিত করা হত। ঐ ব্যক্তি তাঁর সাথে তার একটি কিশোর ছেলে প্রেরণ করেছিলেন। কিশোরের নাম ছিল মাসউদ ইব্ন হুনায়দা।

তারপর পথপ্রদর্শক তাঁদেরকে নিয়ে আরজ থেকে বের হয়ে সানিয়াতুল আইর-এর পথ ধরেন। একে ইব্ন হিশামের বর্ণনামতে সানিয়াতুল গাইরও কেউ কেউ বলেছেন। স্থানটি রাকূবার ডানদিকে অবস্থিত। সেখান থেকে তাঁরা পৌছেন রিআম প্রান্তরে। তারপর তাঁদেরকে নিয়ে ঐ ব্যক্তি কুবায় বনূ আমর ইব্ন আওফের পল্লীতে অবতরণ করেন। দিনটি ছিল বারই রবীউল আউয়াল সোমবার। সে দিন খুব গরম পড়েছিল এবং সময়টি ছিল দুপুরের কাছাকাছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবায় শুভাগমন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করেছেন, উরওয়া ইব্ন যুবায়র প্রমুখাৎ—তিনি বর্ণনা করেন আবদুর রহমান ইব্ন উয়ায়মির ইব্ন সাঈদার প্রমুখাৎ, তিনি বলেন : আমার সম্প্রদায়ের কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা শরীফ থেকে নির্গত হওয়ার সংবাদ শুনলাম, তখন থেকে আমরা তাঁর মদীনা শরীফে শুভাগমনের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমরা ভোরের নামায আদায় করেই আমাদের পাহাড়ী এলাকা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতীক্ষায়। তারপর যতক্ষণ না ছায়াঘেরা স্থানগুলোতে রৌদ্র ছড়িয়ে পড়ত, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানেই অবস্থান করতাম। তারপর যখন আর কোথাও ছায়া খুঁজে পেতাম না, তখন আমরা ফিরে আসতাম। আর সেটা ছিল গরমকাল। এমনকি যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় শুভাগমন করেন, সেদিনও আমরা অন্যান্য দিনের মত অপেক্ষায় বসে ছিলাম। তারপর যখন আর ছায়া বাকী রইলনা, তখন আমরা ঘরে চলে আসলাম। তাই সর্বপ্রথম তাঁকে যে দেখতে পায় সে ছিল একজন ইয়াহূদী। আমরা যে কী করতাম সে তা লক্ষ্য করত। আর আমরা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুভাগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। তখন সে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল : হে কাইলা[১] গোত্রের লোকজন! তোমাদের মহান পুরুষ ঐ যে এসে পড়েছেন।

রাবী বলেন : তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ধাবিত হলাম। তিনি তখন একটি খেজুর গাছের ছায়ার অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে তখন তাঁর সমবয়সী আবূ বকর (রা)।

---

১. কীলা আনসারদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাই তাঁরা নিজেদেরকে বনূ কাইলা নামে অভিহিত করতেন।

আমাদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিনি। তাই তখন লোকজন প্রচণ্ড ভিড় করেছে। আর তারা আবূ বকর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পৃথক করে চিনে উঠতে পারছিল না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর থেকে ছায়া সরে গেল। তখন আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁর চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছায়া দান করলেন। এবার আমরা তাঁকে চিনতে পারলাম।[1]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবায় অবতরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনের বর্ণনা অনুসারে কুলসূম ইব্‌ন হিদামের ওখানে উঠেন—যিনি ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফের লোক। তারপর ইব্‌ন উবায়দের একজনের ঘরে। কেউ কেউ বলেন : বরং তিনি সা'দ ইব্‌ন খায়সামার বাড়িতে উঠেন। যাঁরা বলেন, তিনি কুলসূম ইব্‌ন হিদামের বাড়িতে উঠেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুলসূম ইব্‌ন হিদামের বাড়ি থেকে বের হয়ে লোকজনকে নিয়ে তাশরীফ রাখেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামার ঘরে। আর এটা তিনি এজন্য করেছিলেন যে, তিনি ছিলেন চিরকুমার, তার পরিবার বলতে কিছু ছিল না, আর এটা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবিবাহিত মুহাজির সাহাবীদের অবতরণস্থল।[2] এজন্যেই বলা হয়ে থাকে যে, তিনি সা'দ ইব্‌ন খায়সামার বাড়িতে উঠেছিলেন। সা'দ ইব্‌ন খায়সামার বাড়িকে 'চিরকুমার সদন' বলা হত। এর কোন্‌টি হয়েছিল তা আল্লাহ্‌ই সম্যক অবহিত। আমরা উভয়রূপই শুনেছি।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কুবায় উপস্থিতি

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উঠেন খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফের বাড়িতে সুনাহ নামক স্থানে। ইনি ছিলেন বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) মক্কায় তিন দিন তিন রাত অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে গচ্ছিত দ্রব্যাদি মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনিও গিয়ে তাঁর সাথে কুলসূম ইব্‌ন হিদামের বাড়িতে পৌঁছেন।

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় উপস্থিতির তারিখ ও দিন ১২ই রবীউল আউয়াল। ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্যরা বলেছেন তারিখটা ছিল ৮ই রবীউল আউয়াল। ইবনুল কালবী বলেন : গুহা থেকে বেরিয়ে ছিলেন ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার এবং মদীনায় প্রবেশ করেন ১২ রবীউল আউয়াল শুক্রবারে। আর বায়'আতে 'আকাবা হয়েছিল আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে।
শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ তদীয় 'সুরূরুল মাহযূনে' ৮ তারিখকেই সমর্থন করেছেন। ১২ তারিখকে তিনি মদীনায় পদার্পণের তারিখরূপে মানেন নি। খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার হিসাবে তারিখটি ছিল ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রি.
—রাহ্‌মাতুলিল আলামীন

২ কুলসূমের কুলপঞ্জী এরূপ : কুলসূম ইব্‌ন হিদাম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। নবী করীম (সা)-এর মদীনায় পদার্পণের পর সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তিনিই ইন্তিকাল করেছিলেন। তারপর আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ও সা'দ ইবন খায়সামা কিছুদিন পর ইন্তিকাল করেন। তাঁর বাটীকে 'চিরকুমার ভবন' বলা হত।

ইব্‌ন হুনায়ফ ও তার মূর্তি বিনাশ করা

হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এক রাত বা দু'রাত কুবায় অবস্থান করেন। তিনি বলতেন : কুবায় এক মুসলমান বিধবা বাস করত।

তিনি বলেন : গভীর রাতে তার দরজায় একটি লোক এসে করাঘাত করত। মহিলাটি তখন বের হত আর পুরুষটি তার হাতে কী যেন দিত। মহিলাটি তা গ্রহণ করত। আমি লোকটির ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠলাম। তখন মহিলাটিকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র দাসী! এই যে প্রতি রাতে তোমার দরজায় এসে করাঘাত করে আর তুমি বের হয়ে তার কাছে যাও আর সে তোমাকে কিছু দান করে, আমি জানি না তা কি, অথচ তুমি একজন মুসলিম বিধবা।

জবাবে মহিলাটি বলল : উনি হচ্ছেন সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ ইব্‌ন ওয়াহিব। তিনি জানেন, আমি একজন নিঃস্ব অবলা নারী, আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। রাত হলে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মূর্তিশালায় ঢুকে তা ভেঙ্গেচুরে আমার কাছে নিয়ে আসেন এবং বলেন : এই নাও, এটা পুড়িয়ে রান্নাবান্না করো। সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ যখন ইরাকে নিহত হন, তখন আলী (রা) তার এ মহানুভবতার কথা বর্ণনা করতেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে হযরত আলী (রা)-এর এ বর্ণনার কথা হিন্দ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) বর্ণনা করেন।

কুবায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন এবং তাঁর মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুবা থেকে বেরিয়ে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মধ্য থেকে শুক্রবার দিন তাঁকে বের করে নেন অথচ বনূ আমর ইব্‌ন আওফের লোকেরা দাবি করেন যে, তিনি তাঁদের মধ্যে আরো বেশিকাল অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ্‌ই এ সম্পর্কে সমধিক অবগত যে, আসলে কি ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জুমুআ আদায় হয় বনূ সালিম ইব্‌ন আওফের পল্লীতে। তিনি ওয়াদী তথা রানূনা প্রান্তরের মসজিদে মদীনার প্রথম জুমুআ আদায় করেন।

সব গোত্রই তাঁদের নিজ নিজ গোত্রে তাঁকে অবতরণের আবেদন জানান

তখন উত্‌বান ইব্‌ন মালিক ও আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাযলা বনূ সালিম ইব্‌ন আওফের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করুন-যেখানে জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা রয়েছে। তিনি তাঁর উষ্ট্রীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : এর পথ ছেড়ে দাও। কেননা এটি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট।

তখন তাঁরা তার পথ ছেড়ে দিলেন। উষ্ট্রী মুক্তভাবে এগোতে লাগল। যখন সেটি বায়াযা গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন যিয়াদ ইব্‌ন লবীদ ও ফারওয়া ইব্‌ন আমর,

বায়াযা গোত্রের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের গোত্রে আপনি উঠুন—জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা সবই আমাদের গোত্রে রয়েছে।

তিনি বললেন : "তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও। কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট।" তাঁরাও উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। উষ্ট্রী আবার মুক্তভাবে এগোতে লাগল। যখন সেটি সা'ইদা গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন সা'দ ইব্ন উবাদা ও মুনযির ইব্ন আমর সা'ইদা গোত্রের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের কাছে আসুন—যেখানে আছে জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম, পূর্ণ নিরাপত্তা।" জবাবে তিনি (সা) বললেন : "তোমরা উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট (হয়ে চলছে)।" তখন তাঁরাও পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন। উষ্ট্রীটি আবার তার ইচ্ছামতো এগিয়ে যেতে লাগল। যখন উষ্ট্রীটি বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন সা'দ ইব্ন রবী', খারিজা ইব্ন যায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা তাঁদের হারিস গোত্রের কতিপয় লোকজন নিয়ে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের কাছে চলে আসুন-যেখানে রয়েছে জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম ও পূর্ণ নিরাপত্তা!"

জবাবে তিনি বললেন : "তোমরা এর পথ ছেড়ে দাও। কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট।" তখন তাঁরাও উষ্ট্রীটির পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন। উষ্ট্রীটি আবার মুক্তভাবে এগিয়ে চলল। যখন সেটি আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, আর এঁরা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের মাতা সালমা বিন্‌ত 'আমর তাঁদের একজন কন্যা হিসাবে তাঁর নিকটাত্মীয়—মামার পক্ষের লোকজন—তাঁদের পক্ষ থেকে সালীত ইব্ন কায়স, আবূ সালীত ও উসায়রা ইব্ন আবূ খারীজা ও বনূ আদী ইব্ন নাজ্জারের কতিপয় লোকসহ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মাতুলদের গোত্রে এসে উঠুন! এখানে জনবল, ধনবল, মান-সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা সবই আছে। জবাবে তিনি বলল : "আপনারা উষ্ট্রীটির পথ ছেড়ে দিন। কেননা, এটি রীতিমত আদিষ্ট।" তখন তারাও তার পথ ছেড়ে দাঁড়ালেন আর সে পূর্বের মতো বাধাবন্ধনহীনভাবে এগিয়ে চলল।

উষ্ট্রী যেখানে থামল

তারপর যখন উষ্ট্রীটি মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের নিকট আসল, তখন মসজিদে নববীর কাছে এসে সেটি থেমে গেল। তখন তা ছিল নাজ্জার গোত্রের শাখাগোত্র মালিক ইব্ন নাজ্জার গোত্রের দু'টি ইয়াতীম বালকের মালিকানাধীন খেজুর শুকাবার একটি খলা। আর ঐ বালক দু'টি ছিল মু'আয ইব্ন আফ্‌রার প্রতিপালনাধীনে। এরা দু'জন ছিল আমরের পুত্রদ্বয় সাহ্ল ও সুহায়ল। যখন উটনীটি বসল, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবতরণ করলেন না বা তার লাগামও টেনে ধরলেন না, তখন সে অল্প কিছুদূর এগিয়ে গেল, তারপর পিছনের দিকে ফিরে তাকাল এবং প্রথমে যেখানে এসে বসেছিল, সেই খেজুর শুকানোর খলায় আবার ফিরে গেল এবং গা

ঝাড়া দিয়ে সেখানেই বসে পড়ল ও ঘাড় এলিয়ে দিল—যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবতরণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। তখন আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্‌ন যায়দ সওয়ারীর আসনটি নামিয়ে তাঁর বাড়িতে তুলে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাড়িতেই তাশরীফ রাখলেন। তখন তিনি ঐ খলাটি কার, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন মুআয ইব্‌ন আফ্‌রা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ খলাটি আমরের দু'পুত্র সাহ্‌ল ও সুহায়লের। এরা দু'জন আমার প্রতিপালনাধীন ইয়াতীম বালক। আমি অচিরেই তাদেরকে এ ব্যাপারে সম্মত করিয়ে দেব। আপনি এ খলাটির স্থানে মসজিদ নির্মাণ করুন।

মদীনায় মসজিদ নির্মাণ

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। মসজিদ ও তাঁর বাসস্থান নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবূ আইয়ূব (রা)-এর বাড়িতেই অবস্থান করেন। ঐ নির্মাণ কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলমানদেরকে সে কাজে অংশগ্রহণের উৎসাহ প্রদান করেন। ফলে আনসার ও মুহাজির সকলেই নির্মাণকাজে যোগ দেন।

মুসলমানদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তখন এ স্ব-রচিত চরণটি আবৃত্তি করেন :

لَئِن قَعَدنَا وَالنَّبِىُّ يعمَل   لَذَاكَ مِنَّا العَمَلَ المُضَلَّل

"আমরা যদি বসে থাকি   (আর) নবী (সা) করেন কাজ
এ যে চরম ভ্রান্তি হবে,   হবে বিষম লাজের কাজ।"

মুসলমানরা নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে সমস্বরে ধুয়া ধরলেন :

لاَ عَيشَ اِلاَّ عيش الاٰخِرَة   اَللّٰهُمَّ اَرحَمِ الأنصَارَ وَالمُهَاجِرَ

"আয়েশ-আরাম আখিরাতে (দুনিয়ায় তা আছে কিরে?)
রহম কর আল্লাহ্ তুমি আনসারে আর মুহাজিরে!"

ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন : এটি ছিল একটি পংক্তিমাত্র, ধুয়া নয়। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও বলছিলেন :

لاعـيش الا عيش الاخرة   اللّٰهم ارحم لمهاجرين رالانصار

"আয়েশ যত আখিরাতে (দুনিয়ায় তা আছে কিরে?)
দয়া কর আল্লাহ্ তুমি মুহাজিরীন ও আনসারে।"

'আম্মার ও বিদ্রোহী দল

বর্ণনাকারী বলেন : এমন সময় আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এসে ঢুকলেন। তখন তাঁর উপর ভারী ইটের বোঝা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা তো আমাকে মেরে ফেলল! তারা আমার উপর এমনি বোঝা চাপিয়ে দেয় যা তারা নিজেরা বহন করতে

পারে না। নবী (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজ হাতে তাঁর কান পর্যন্ত দীর্ঘ চুলের বিন্যাস করতে দেখেছি আর 'আম্মার ছিলেন জুলফিধারী চুলের অধিকারী ব্যক্তি। তিনি তখন বলছিলেন :

وَيح ابن سَمَيَّةَ ليسوا بالذين يقتلونك

انما تقتلكُ الفئة الباغية

"আফসোস, হে ইব্ন সুমাইয়া! এরা তেমন লোক নয়, যারা তোমাকে হত্যা করবে। তোমাকে তো হত্যা করবে একদল বিদ্রোহী।"

হযরত আলী (রা)-এর পংক্তি

সেদিন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) একটি পংক্তি আবৃত্তি করেছিলেন :

لايستوى من يعمر المساجدا × يدأب فيه قائما وقاعدا

ومن يرى عن الغبار حائدا

"কখনও সমান নয় তারা দু'জনে
সর্বদা রুকূ ও সিজদায় মসজিদ আবাদ করে যে জনে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : আমি কবিতা বিশেষজ্ঞ একাধিক ব্যক্তিকে এ চরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা বলেন : আমরা যতদূর জানি, হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব এ পংক্তিগুলো আবেগময় কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন, কিন্তু কেউ বলতে পারেন না যে, পংক্তিগুলো তাঁরই রচিত, না তিনি অন্য কারো কবিতা থেকে তা আবৃত্তি করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আম্মার ইব্ন ইয়াসির কবিতাটি কণ্ঠস্থ করেন এবং জোরে জোরে আবেগময় কণ্ঠে তা আবৃত্তি করতে থাকেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : যখন তিনি বারবার তা আবৃত্তি করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের একজন ধারণা করেন যে, তিনি তাঁকে লক্ষ্য করেই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বুকাই আমার কাছে ইব্ন ইসহাকের বরাতে এরূপই বর্ণনা করেছেন আর তিনি লোকটির নাম উল্লেখ করেছিলেন।[১]

ইব্ন ইসহাক বলেন : তখন ঐ সাহাবী বললেন, হে ইব্ন সুমাইয়া (আম্মার)! তুমি সারাদিন ধরে যা আবৃত্তি করছিলে তা আমি শুনেছি। আল্লাহ্র কসম! আমি দেখছি যে, আমি এ লাঠি দিয়ে তোমার নাকে আঘাত করব (অর্থাৎ নাক ভেঙ্গে দেব)। বর্ণনাকারী বলেন, আর তখন তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন :

১. ইব্ন হিশাম (র) কিন্তু তাঁর নাম নেন নি। তিনি কোন সাহাবীর নাম নিন্দাস্থলে উল্লেখ করা পসন্দ করেন নি। এজন্যে আমরাও তা উল্লেখ করব না। নাম নিয়ে অনেক মতভেদও আছে। আর এতে অতিরিক্ত কোন ফায়দাও নেই।

ما لهم ولعمار يدعوهم الى الجنّة

ويدعونه الى النار ان عمارا جلدة ما بين عينى وانفى

"আম্মারের ব্যাপারে তাদের এত উষ্মা কেন ? সে তো তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করে এবং তারা তাকে আগুনের দিকে আহ্বান করছে! জেনে রেখো, আম্মার হচ্ছে আমার চক্ষুযুগল ও নাকের মধ্যবর্তী চর্মস্বরূপ।"

ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসন্তুষ্টির কথা জানতে পেরে আম্মার আর তাঁর চরণ আবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হলেন না।

ইব্ন হিশাম বলেন : সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না যাকারিয়া (র) তিনি শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইসলামে যিনি সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন, তিনি হচ্ছেন আম্মার ইব্ন ইয়াসির।[১]

আবূ আইয়ূব (রা)-এর ঘরে মহানবী (সা) অবতরণ করলেন

ইব্ন ইসহাক বলেন : মসজিদ এবং বাসস্থানসমূহ[২] নির্মাণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আইয়ূব (রা)-এর ঘরেই অবস্থান করেন। তারপর আবূ আইয়্যূব (রা)-এর ঘর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ বাসগৃহে স্থানান্তরিত হন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব মারসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-ইয়ায্নী থেকে, তিনি আবূ রুহম আস-সিমাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ আইয়ূব (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার বাড়িতে অবতরণ করেন, তখন তিনি অবস্থান করেন নিচতলায় এবং আমি ও আমার সহধর্মিণী উম্মু আইয়ূব (রা) ছিলাম উপরতলায়। তখন আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান হোন! আমরা উপরে অবস্থান করব আর আপনি নিচে থাকবেন এটা আমি অত্যন্ত অপসন্দ করি এবং গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করি। সুতরাং আপনি উপরে উঠে আমাদের উপরে অবস্থান করুন, আমরা নিচের তলায় চলে যাব এবং আপনার নিচেই অবস্থান করব।

জবাবে তিনি বললেন : হে আইয়ূব, আমার এবং আমার কাছে আগমনকারীদের জন্যে নিচে অবস্থান করাটাই অধিকতর সুবিধাজনক।

---

১. আম্মার মসজিদের প্রথম নির্মাতা একথা কিভাবে বলা হল, অথচ অন্যান্য লোকও নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন ? এর জবাব হয়, আম্মারই সর্বপ্রথম মসজিদে কুবা নির্মাণের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর তিনিই ভিত্তির জন্যে পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর নবী (সা) যখন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছিলেন আম্মার।

২. খেজুর পাতায় ছাওয়া নয়টি কক্ষ ছিল। দরজায় কোন কড়া ছিল না, তাই নখ দিয়ে করাঘাত করতে হত। ছাদ হাতে নাগাল পাওয়া যেত।

তিনি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরের নিচতলায়ই রইলেন আর আমরা ঘরের উপর তলায় রইলাম। একবার আমাদের একটি বড় পানির মটকা ভেঙ্গে গেল। তখন আমি ও উম্মু আইয়ূব তাড়াতাড়ি করে আমাদের কম্বলটি বিছিয়ে ধরে পানি শুকালাম আর তখন আমাদের লেহাফ বলে কিছু ছিল না। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল, পানি না রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর পড়ে তাঁর কষ্টের কারণ হয়ে যায়!

রাতের বেলা আমরা তাঁর জন্যে খাবার তৈরি করে পাঠিয়ে দিতাম। যখন তিনি খাবারের অবশিষ্টাংশ ফেরত পাঠাতেন, তখন আমি ও উম্মু আইয়ূব তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ পাওয়া স্থানগুলো খুঁজে নিয়ে সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করে বরকত হাসিলের চেষ্টা করতাম। একদিন রাতের বেলা আমরা পেঁয়াজ অথবা রসুন দেওয়া খাবার তাঁর খিদমতে পাঠালাম। তিনি তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন অথচ তার মধ্যে তাঁর পবিত্র হস্তের কোন চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম না। আমি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলাম এবং আরয করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার জন্যে আমার পিতামাতা কুরবান, আপনি রাতের খাবার ফেরতপাঠিয়ে দিয়েছেন অথচ তাতে আপনার পবিত্র হাতের কোন চিহ্নই নেই! আপনি যখন খাবার ফেরত পাঠান, তখন আমি ও উম্মু আইয়ূব বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে আপনার পবিত্র হাতের স্পর্শমণ্ডিত অংশ থেকে খাবার গ্রহণ করে থাকি!

জবাবে তিনি বললেন : আমি তাতে ঐ গাছের গন্ধ পেলাম। আর আমাকে তো ফেরেশতাগণের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করতে হয় (আর ফেরেশতাগণ এর গন্ধ পসন্দ করেন না), তাই তোমরা তা খেয়ে নাও। তখন (অগত্যা) আমরা তা খেয়ে নিলাম। তারপর আর কোন দিন তাঁর জন্যে এ বস্তু পরিবেশন করিনি।

সপরিবারে হিজরতকারীগণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : সমস্ত মুহাজির সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। একমাত্র বিপর্যস্ত-অত্যাচারিত এবং অবরুদ্ধগণ ছাড়া মক্কায় আর কেউই অবশিষ্ট রইলেন না। গোটা পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে যারা আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে হিজরত করে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন কেবল এ পরিবার কয়টি :

১. বনূ জুমাহের মাযঊনের বংশধরগণ;

২. জাহশ ইব্ন রিআবের বংশধরগণ, বনূ উমাইয়ার চুক্তিবদ্ধ মিত্রগণ;

৩. বনূ সা'দ ইব্ন লায়সের বুকায়রের বংশধরগণ, বনূ আদী ইব্ন কা'বের মিত্রদল।

এঁদের হিজরতের দরুন মক্কায় তাঁদের বাড়িসমূহ জনশূন্য বিরান অবস্থায় পড়ে ছিল।

আবূ সুফইয়ান ও জাহশের বংশধরগণ

রিআবের পুত্র জাহশের সন্তানরা তাঁদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তা আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারবের দখলে চলে আসে। সে তা বনূ আমির ইব্ন লুআঈ-এর আমর ইব্ন

আলকামার কাছে বিক্রি করে দিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন :

الا ترضى يا عبد الله ان يعطيك الله دارا خيرا منها فى الجنة ؟

—"হে আবদুল্লাহ্! আল্লাহ্ জান্নাতে তোমাকে এর চাইতে উত্তম বাড়ি দান করবেন এতে কি তুমি খুশি নও ?"

জবাবে তিনি বললেন : জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন : তোমার জন্যে তা-ই রয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর বাড়ির মালিকানা প্রসঙ্গ

তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা জয় করলেন তখন আবূ আহ্মদ তাঁদের বাড়ি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দানে একটু দেরী করলেন। তখন লোকে আবূ আহমদকে বলল : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা অপসন্দ করছেন যে, আল্লাহ্র রাহে তোমরা যে সম্পদ হারিয়েছ, তার কিছু অংশও তোমরা ফিরিয়ে নাও। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আলাপ থেকে বিরত রইলেন এবং আবূ সুফইয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন :

ابلغ ابا سفيان عن * امر عواقبه ندامه
دار ابن عمك بعتها * تقضى بها عنك الغرامه
وحليفكم بالله رب * الناس مجتهد القسامه
اذهب بها اذهب بها * طوقتها طوق الحمامه

"আবূ সুফিয়ানকে পৌঁছে দাও এ সংবাদ
যা করেছ পশ্চাতে তার লজ্জা এবং মনস্তাপ
বিক্রি তুমি করলে আপন চাচাতো ভাইয়ের বাড়ি
ঋণ আদায়ের জন্যে তুমি করলে বেজায় বাড়াবাড়ি
কসম আল্লাহর যিনি প্রভু গোটা বিশ্ব মানব তরে
মিত্ররা তোমাদের চেষ্টিত সদা কাসামতের তরে
নিয়ে যাও তাহা নিয়ে যাও ওহে তবুও ফুল্ল ও সুখী থাকো
কবুতরের মাল্যের মতো গলায় তাহা ঝুলিয়ে রাখো।"

মদীনায় ইসলাম

ইব্ন ইসহাক বলেন : নবী (সা) রবীউল আউয়াল মাসে মদীনায় পদার্পণ করে সফর মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাঁর মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং বাসগৃহসমূহ নির্মাণ করেন এবং আনসার জনপদে ইসলামকে সুসংহত করেন। ফলে আনসারদের একটি ঘরও ইসলাম

গ্রহণ ব্যতিরেকে ছিল না। তবে খাতমা, ওয়াকিফ, ওয়ায়ল, উমাইয়া প্রভৃতি আওস বংশীয় গোত্র তাদের শিরক বা পৌত্তলিকতায় অবিচল থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাষণসমূহ

প্রথম ভাষণ

আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমানের মাধ্যমে আমার কাছে যা পৌঁছেছে, সে অনুসারে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন—রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেন নি তা বলেছেন বলে উক্তি করা থেকে আমরা আল্লাহ্র পানাহ চাই—তা হল এই, তিনি তাঁদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র হাম্‌দ (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন—যার তিনি উপযুক্ত। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ (তারপর) :

اَيُّهَا النَّاسُ فَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ تَعْلَمَنَّ وَاللّٰهِ لَيَصْعَقَنَّ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيَدْعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ - ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلاَ حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ دُوْنَهُ - اَلَمْ يَأْتِيْكَ رَسُوْلِىْ فَبَلَّغَكَ - وَاتَيْتُكَ مَالاً وَاَفْضَلْتُ عَلَيْكَ - فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ - فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَلاَ يَرٰى شَيْئًا - ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلاَ يَرٰى غَيْرَ جَهَنَّمْ فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَقِىَ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقٍّ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ - وَمَنْ لَمْ تَجِدْهُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. فَاِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرًا اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعَ مِأَةِ ضِعْفٍ . وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ -

"হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিজেদের জন্যে কিছু ভাল কাজ করে নাও! তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের প্রত্যেকেই একে একে মৃত্যুর শিকার হবে এবং তার ছাগলপালকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাবে যে, তার কোন রাখাল থাকবে না। তারপর তার সাথে তার প্রভু (এমনভাবে) কথা বলবেন যার মধ্যবর্তী কোন দোভাষী থাকবে না বা কোন পর্দা বা আবরণও তাকে গোপন করবে না। তোমার কাছে কি আমার রাসূল আসেন নি? তারপর তিনি তোমার কাছে প্রচার করেন নি? আমি তোমাকে সম্পদ দান করেছি, তোমার প্রতি আমার ফযল (করুণা) বর্ষণ করেছি। তুমি তোমার নিজের জন্যে পূর্বে কি প্রেরণ করেছ? বান্দা ডানে বাঁয়ে তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর সে সম্মুখের দিকে তাকাবে কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং যে পারে সে যেন তার মুখমণ্ডলকে আগুন থেকে রক্ষা করে যদিও বা একটি খেজুরের টুকরো দিয়েই হয়। আর যে তাও না পায়, সে যেন একটি পবিত্র বাক্য দ্বারাই এর চেষ্টা করে। কেননা এর দ্বারাও জাযা বা প্রতিদান দেয়া হবে। একটি পূণ্যের ফল দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত হবে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্র রহমত এবং বরকতরাশিও বর্ষিত হোক!"

দ্বিতীয় ভাষণ

তারপর রাসুলুল্লাহ (সা) পুনরায় লোকজনের প্রতি ভাষণ প্রদান করলেন। এবার তিনি বললেন :

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ اَحْمَدُهٗ وَاسْتَعِيْنُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ - اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللّٰهُ فِىْ قَلْبِهِ - وَاَدْخَلَهٗ فِى الْاِسْلاَمِ بَعْدَ الْكُفْرِ وَاخْتَارَهُ عَلٰى مَا سِوَاهُ مِنْ اَحَادِيْثِ النَّاسِ اِنَّهٗ اَحْسَنُ الْحَدِيْثِ وَاَبْلَغُهٗ اَحِبُّوْا مَا اَحَبَّ اللّٰهُ وَاَحِبُّوا اللّٰهَ - مِنْ كُلِّ قُلُوْبِكُمْ وَلاَ تُمِلُّوْا كَلاَمَ اللّٰهِ وَذِكْرَهٗ - وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوْبُكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْ كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللّٰهُ يَخْتَارُ وَيَصْطَفِىْ - فَقَدْ سَمَّاهُ خِيَرَتَهٗ مِنَ الْاَعْمَلِ وَمُصْطَفَاهُ مِنَ الْعِبَادِ وَالصَّلِحَ مِنَ الْحَدِيْثِ - وَمِنْ كُلِّ مَا اُوْتِىَ النَّاسُ مِنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا - وَاتَّقُوْهُ حَقَّ تُقَاتِهٖ - وَاصْدُقُوْا اللّٰهَ صَلِحَ مَا تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ - وَتَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ بَيْنَكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْضَبُ اَنْ يُّنْكُثَ عَهْدَهٗ - وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ -

"নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহ্‌র শরণ প্রার্থনা করছি আমাদের রিপুর এবং মন্দ আমলের অনিষ্ট থেকে। যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ্ গুমরাহ করেন তাকে কেউই হিদায়াত করতে পারে না এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কিতাব। সে ব্যক্তিই সফলকাম, যার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য ও সুষমা দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন এবং কুফরের পর তাকে ইসলামের মধ্যে প্রবিষ্ট করেছেন এবং সে ব্যক্তি মানুষের সমস্ত বাণীর উপর একেই প্রাধান্য দিয়ে অবলম্বন করেছে। নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে সর্বোত্তম বাণী এবং সর্বাধিক অলংকারসমৃদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা যা ভালবাসেন তোমরাও তা-ই ভালবাসবে এবং তোমাদের পরিপূর্ণ অন্তর দিয়ে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসবে এবং আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁর যিক্‌র-এর প্রতি বিরক্ত হয়ো না এবং তোমাদের অন্তর যেন এ ব্যাপারে পাষাণ না হয়। কেননা আল্লাহ্ যেসব বস্তু সৃষ্টি করেন তা থেকে কিছু কিছুকে তিনি নির্বাচিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। সেগুলোর মধ্যে আমলসমূহকে 'খায়র' বান্দাদেরকে নির্বাচিত এবং বাণীসমূহকে সালিহ বা উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। আর যেসব বস্তু মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে রয়েছে হালাল ও হারাম। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কিছুকেই শরীক করবে না এবং তাঁকে যেরূপ ভয় বা সমীহ করা উচিত, সেরূপ ভয় ও সমীহ করবে এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে

তোমরা তোমাদের মুখে যা বল সেসব কথার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথাটাই বলবে এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য রক্ষা করবে আল্লাহ্র রহমতের দ্বারা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ রাগান্বিত হন তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন। তোমাদের প্রতি শান্তি ও আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক।"

ইয়াহূদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুক্তি

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন এবং এতে ইয়াহূদীদেরকেও এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ চুক্তিতে তাদের ধর্ম এবং ধন-সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তাদের অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় এবং তাদের উপর কতিপয় শর্ত-শরায়েতও আরোপ করা হয়। চুক্তিপত্রটি ছিল এরূপ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে

هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ -

এটা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে লিপি। কুরায়শ ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলমানদের মধ্যে এবং যারা তাদের অধীনে, তাদের সাথে শামিল হবে বা তাদের সাথে জিহাদে মিলেমিশে কাজ করবে।

١. انهم امة واحدة من دون الناس ٢. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون - بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٣. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى - وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنسن - ٤. وبنو ساعدة على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم الاولى - وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٥. وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٦. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٧. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى - وكل طائفة منهم تفدى عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

٨. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى - وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ٩. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ١. وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ١١. وان المومنين لايتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف فى فداء او عقل -

১. অন্যদের মুকাবিলায় তারা এক উম্মত বলে গণ্য হবে।

২. কুরায়শের মুহাজিরগণ পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ আদায় করবে এবং তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাদের মুক্ত করবে। যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৩. এবং বনূ আওফের লোকেরা (আনসারগণ) পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক পক্ষ তাদের মুক্তিপণ বন্দীপন পরিশোধ করে মুক্ত করবে যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পরস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৪. আর বনূ সাঈদা তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৫. বনূ হারিস তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৬. বনূ জুশাম তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৭. বনূ নাজ্জার তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পারিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৮. বনূ আমর ইব্‌ন আওফ তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৯. বনূ নাবীত তাদের প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

১০. বনূ আওস তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণসমূহ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

১১. আর বিশ্বাসীদেরকে নিঃস্ব অভাবগ্রস্তরূপে ছেড়ে দেয়া হবে না। যাতে করে তারা ন্যায়ানুগভাবে মুক্তিপণ ও রক্তপণ পরিশোধ করতে পারে।

ইবন হিশাম বলেন : المفرح বলে ঋণভাবে জর্জরিত এবং পরিবারের লোকসংখ্যার জন্যে অভাবে নুয়ে পড়া লোককে।

কবি বলেন :

اذَا انْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُوَدِّى اَمَانَةً × وَتَحْمِلُ أُخْرَى افْرَحْتَكَ الْوَدَائِعُ -

"যখন তুমি সর্বদা আমানত আদায় করতে থাকবে এবং আরো আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নেবে, তখন আমানতসমূহের দায়িত্ব তোমার কাঁধকে নুইয়ে দেবে।

١٢. وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه - ١٣. وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين - وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولو احدهم - ١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولاينصر كافرا على مؤمن -١٥. وان ذمة اللّه واحدة يجير عليهم ادناهم - وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس - ١٦. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر ولاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم - ١٧. وان سلم المؤمنين واحدة لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل اللّه الا على سواء وعدل بينهم - ١٨. وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا - ١٩. وان المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دمائهم فى سبيل اللّه - ٢٠. وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه - ٢١. وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولايحول دونه على مؤمن - ٢٢. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به الا ان يرضى ولى المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه - ٢٣. وانه لا يحل لمؤمن اقر بما فى هذه الصحيفة وامن باللّه واليوم الاخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه - وانه من نصره او اواه فان عليه لعنة اللّه وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل - ٢٤. وانكم مهما اخلفتهم فيه من شيئ فان مرده الى اللّه عز جل والى محمد صلى اللّه عليه وسلم - ٢٥. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين - ٢٦. وان يهود بنى عوف امة مع المؤمنين اليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الامن ظلم اثم فانه لاَ يوتغ الا نفسه و اهل بيته - ٢٧. وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف - ٢٨. وان ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف - ٢٩. وان يهود بنى ساعدة مثل ما يهود بنى عوف - ٣٠. وان يهود بنى جشم مثل ما يهود بنى عوف - ٣١. وان ليهود بنى الاوس مثل ما ليهود بنى عوف - ٢٣. وان ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف الا من ظلم او اثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته - ٣٣. وان جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم - ٣٤. وان لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وان البر دون الاثم -

٣٥. وان موالى ثعلبة كانفسهم - ٣٦. وان بطانة يهود كانفسهم - ٣٧. وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد صلى الله عليه وسلم - ٣٨. وانه لا ينحجز على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الامن ظلم وان الله على ابر هذا - ٣٩. وان علي اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم - ٤٠. وان بينهم النصر على امن حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم - ١٤. وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم - ٤٢. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٤٣. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذ الصحيفة - ٤٤. وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم - ٤٥. وانه لا تجار حرمة الاباذن اهلها - ٤٦. وانه ما كان بين هذه الصحيفة من حدث او استجار يخاف فساده فان مرده الى الله عز وجل والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة والبره - ٤٧. وانه لا تجار قريش ولا من تصرها - ٤٨. وان بينهم النصر على من دهم يثرب - .٤٩ واذا دعوا الى صلح يصلحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسوئه وانهم اذا دعوا الى مثل ذالك فانه لهم على المومنين الامن حارب فى الدين - ٥٠. على كل انان حصتهم من جانبهم الذى قبلهم - ٥١. وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر المحض من اهل هذه الصحيفة -

১২. কোন মু'মিন ব্যক্তি অন্য মু'মিন ভাইয়ের অনুমতি না নিয়ে অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে না।

১৩. আল্লাহ্‌ভীরু মু'মিনরা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থাকবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় করবে বা গুরুতর অবিচার, পাপ, সীমালংঘন বা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে, তাদের সকলের সমবেত হস্ত তার বিরুদ্ধে উত্থিত হবে- যদিও সে তাদের কারো আপন পুত্রও হয়।

১৪. কোন মু'মিন ব্যক্তি কোন কাফিরের জন্যে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না বা কোন মু'মিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না।

১৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র যিম্মা বা অভয় অভিন্ন। তাদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তি কাউকে অভয় দিয়ে সকলকে সে চুক্তির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে আবদ্ধ করতে পারবে। আর মু'মিনগণ অন্যান্য লোকের মুকাবিলায় পরস্পর ভাই ভাই।

১৬. আর ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা আমাদের আনুগত্য করবে, তারাও সাহায্য ও সমতার হকদার বলে গণ্য হবে, তাদের প্রতি যুলুমও হবে না আর তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করাও চলবে না।

১৭. আর মুসলমানদের সন্ধিও অভিন্ন সন্ধি। আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধে কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর কোন মু'মিন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শত্রুর সাথে সন্ধি করবে না—যাবৎ না এ সন্ধি সকলের জন্যে সমান ও ন্যায়ানুগ হবে।

১৮. এবং আমাদের পক্ষের শক্তিরূপে যারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে, তাদের একে অপরের পিছনে থাকবে।

১৯. আর ঈমানদারগণ আল্লাহ্র রাহে মৃত তাদের একের রক্তের বদলা অপরে নেবে।

২০. আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মু'মিন মুত্তাকীগণ সব চাইতে সহজ-সরল ও সঠিক পথে রয়েছে।

২১. আর কোন মুশরিক বা পৌত্তলিক ব্যক্তি কোন কুরায়শের সম্পদ বা প্রাণের আশ্রয়দাতা হবে না এবং কোন মু'মিন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না।

২২. আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিতও হয়ে যাবে, তার উপর থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে—হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে। হ্যাঁ, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী রক্তপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে রাযী হয়, আর সমস্ত মু'মিনের তাতে সায় থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। এ ছাড়া তার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই (অর্থাৎ এটা অবশ্য করণীয়)।

২৩. আর যে মু'মিন ব্যক্তি এই লিপির বক্তব্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্যে কোন নতুন ফিতনা সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দান বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত ও গযব হবে কিয়ামতের দিনে এবং তার থেকে কোন ফিদয়া (মুক্তিপণ) বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

২৪. আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তা উত্থাপন করতে হবে।

২৫. আর ইয়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধের ব্যয়ও নির্বাহ করবে।

২৬. বনূ আওফের ইয়াহূদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মতরূপে গণ্য হবে। ইয়াহূদীদের জন্যে তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্যে তাদের ধর্ম, তাদের গোলামদের এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি যুলুম বা অপরাধ করবে, সে তার নিজকে ও নিজ গৃহবাসীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

২৭. এবং বনূ নাজ্জারের ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার পাবে।

২৮. বনূ হারিসের ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার লাভ করবে।

২৯. বনূ সা'ঈদার ইয়াহূদীরাও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের সমান অধিকার পাবে।

৩০. বনূ জুশামের ইয়াহূদীদের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে।

৩১. এবং বনূ আওসের ইয়াহূদীদের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে।

৩২. বনূ সা'লাবার ইয়াহূদীদের জন্যে বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে। তবে যে যুলুম বা অপরাধ করবে— সে তার নিজকে ও নিজ পরিবারকে ধ্বংস করবে।

৩৩. আর নি:সন্দেহে জাফনা গোত্রও সা'লাবার শাখা-গোত্র, সুতরাং তারাও তাদের অর্থাৎ সা'লাবাদের মত অধিকার ভোগ করবে।

৩৪. আর বনূ শুতায়বার লোকজনের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহূদীদের মত অধিকার থাকবে—বিশ্বস্ততায়, বিশ্বাস ভঙ্গে নয়।

৩৫. আর সা'লাবাদের মাওয়ালীরাও তাদেরই মত অধিকার লাভ করবে।

৩৬. এবং ইয়াহূদী শাখাগোত্রগুলোও তাদের মূল গোত্রের লোকদের সমান অধিকার লাভ করবে।

৩৭. তাদের মধ্যকার কেউই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধার্থে বহির্গত হবে না।

৩৮. এবং যখমের প্রতিশোধ গ্রহণের পথে কোন বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হবে না। যে ব্যক্তি রক্তপাত করবে, সে নিজে ও নিজ পরিজনদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। অবশ্য, যে অত্যাচারিত হয়েছে এবং (সে হিসাবে) আল্লাহ্র আনুকূল্য পাবে (তার কথা স্বতন্ত্র)।

৩৯. ইয়াহূদীদের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে এবং মুসলিমগণের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে।

৪০. যে কেউ এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও মঙ্গল কামনার সম্পর্ক থাকবে। একপক্ষ অপরপক্ষকে সুপরামর্শ দেবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।

৪১. আর কোন পক্ষ তার মিত্র পক্ষের অপকর্মের জন্যে দায়ী হবে না আর অত্যাচারিতই সাহায্যের হকদার বলে গণ্য হবে।

৪২. আর ইয়াহূদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের সাথী ও সহযোদ্ধারূপে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে।

৪৩. আর ইয়াসবির উপত্যকা এই চুক্তিনামার সকল পক্ষের কাছে পবিত্র ভূমি বলে গণ্য হবে।

৪৪. আর কোন পক্ষের আশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়দাতার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে—যে কোন ক্ষতিসাধন করবে না এবং অপরাধ করবে না।

৪৫. আর কোন মহিলাকে তার পরিবারের লোকজনের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪৬. এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যদি এমন কোন নতুন সমস্যার বা বিরোধের উদ্ভব হয়—যা থেকে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট মীমাংসার্থে উত্থাপিত করতে হবে। এ চুক্তিনামায় যা কিছু রয়েছে এর প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহ্র কাছে পসন্দনীয়।

৪৭. কোন কুরায়শকে বা তাদের সাহায্যকারীকে আশ্রয় দেওয়া চলবে না।

৪৮. আর চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াসবির আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে।

৪৯. যখন তাদেরকে সন্ধির জন্য আহবান জানানো হবে, তখন তারা সন্ধিবদ্ধ হবে। অনুরূপ যখন তারা সন্ধির জন্যে আহবান জানাবে তখন মু'মিনদেরকেও সন্ধির আহবানে সাড়া দিতে হবে। তবে, যদি কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হবে না।

৫০. প্রত্যেককে তার নিজের দিকের প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

৫১. আর আওসের ইয়াহূদীরা—তারা নিজেরা হোক বা তাদের মাওয়ালী হোক, এই

চুক্তিতে শরীক পক্ষসমূহের সমান অধিকার লাভ করবে—এই চুক্তির পক্ষসমূহের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ এ কথাটি বলতে গিয়ে برالمحض স্থলে برالمحسن শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এই চুক্তিতে শরীক পক্ষদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলেই তারা এ অধিকার লাভ করবে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বিশ্বস্ততা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত রাখবে। প্রত্যেকের অপকর্মের ফলাফল তার নিজের উপরই বর্তাবে। আর আল্লাহ্ তারই সহায় যে এ চুক্তিনামার শর্তাবলী পালনে পূর্ণ নিষ্ঠাবান।

٥٢. وانه لايحول هذا الكتاب دون ظلم او اثم وانه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة الامن ظلم واثم - ٥٣. وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم -

৫২. আর এ চুক্তিনামা কোন অত্যাচারী বা অপরাধীর সহায়ক বিবেচিত হবে না। যে ব্যক্তি যুদ্ধে বের হবে এবং যে ব্যক্তি মদীনায় বসা থাকবে, উভয়েই নিরাপত্তার হকদার বিবেচিত হবে; অত্যাচারী এবং অপরাধী এর ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে।

৫৩. আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা) ঐ ব্যক্তির সপক্ষে রয়েছেন, যে চুক্তিপালনে নিষ্ঠাবান ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে।[১]

আনসার-মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবী আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।[২]

তখন তিনি বললেন—আমার কাছে যে বর্ণনা পৌঁছেছে, সে অনুসারে আর তিনি যা বলেন নি, তা বলেছেন বলে বলা থেকে আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করুন—তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও আল্লাহ্‌র পথে। তারপর তিনি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের হাত ধরে বললেন। এ হচ্ছে আমার ভাই অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হলেন রাসূলগণের সরদার ও মুত্তাকীগণের ইমাম এবং রাব্বুল আলামীনের রাসূল—যাঁর কোন তুলনা নেই, বান্দাদের মধ্যে যাঁর কোন নযীর নেই। তিনি ও আলী (রা) ভাই ভাই ! আর হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ছিলেন আসাদুল্লাহি আসাদু রাসূলিহী- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সিংহ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা। তাঁরই ভাই

১. আবু উবায়দ তদীয় কিতাবুল আমওয়ালে এই চুক্তিপত্রকে জিযিয়া নির্ধারণের পূর্বের মুসলিমরা যখন দুর্বল ছিলেন তখনকার ব্যাপার বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, এ চুক্তিনামা অনুযায়ী ইয়াহূদীরা তখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে গনীমতও লাভ করত।

২. রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে মদীনায় পদার্পণের পর এ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন- যাতে করে তাদের একাকীত্ব এবং স্বজনহারার বেদনা লাঘব হয় এবং একে অপরের সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তারপর যখন ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন আল্লাহ্ নাযিল করল, وَاُوْلُوْا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰه অর্থাৎ "উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আত্মীয়তা সম্পর্কই বিচার্য ব্যাপার।" তারপর সমস্ত মু'মিন মুসলমানকে পরস্পর ভাই ভাই বলে উল্লেখ করা হয়। ইরশাদ হল : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (ভালবাসা ও ইসলাম প্রচারের বিষয়ে)।

হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত যায়দ ইব্‌ন হারিসা। উহুদ যুদ্ধের সময় মৃত্যু সন্ধিক্ষণে তিনি তাঁকেই তাঁর অন্তিম বাণী বলে গিয়েছিলেন।

জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব "যুল জানাহায়ন আত-তাইয়ার ফিল জান্নাত" (দুই পক্ষবিশিষ্ট জান্নাতে উড্ডয়নশীল) এবং বনূ সালামা গোত্রের মু'আয ইব্‌ন জাবাল দু'জন হলেন পরস্পরে ভাই।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তখন আবিসিনিয়ায় থাকার দরুন অনুপস্থিত ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা) এবং বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের খারিজা ইব্‌ন যুহায়র হলেন পরস্পরের ভাই।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এবং বনূ সালিম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন খাযরাজের ইতবান ইব্‌ন মালিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাররাহ- যাঁর আসল নাম ছিল আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং বনূ আবদুল আশহালের সা'দ ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন নু'মান তাঁরা হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ও হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের সা'দ ইব্‌ন রবী হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম বনূ আবদুল আশহালের সালামা ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন ওয়াকশ হলেন পরস্পর ভাই ভাই। কেউ কেউ বলেন, বরং যুবায়র ও বনূ যুহ্‌রার মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান এবং বনূ নাজ্জারের আওস ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনযির হলেন পরস্পর ভাই ভাই। তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ এবং বনূ সালমার কা'ব ইব্‌ন মালিক হলেন পরস্পর ভাই ভাই। সা'দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল এবং বনূ নাজ্জারের উবায় ইব্‌ন কা'ব হলেন পরস্পর ভাই ভাই। মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম এবং বনূ নাজ্জারের আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্‌ন যায়দ হলেন পরস্পর ভাই ভাই। আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ এবং আবদুল আশহালের আব্বাদ ইব্‌ন বাশার ইব্‌ন ওয়াকশ, বনূ মাখযূমের মিত্র আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির এবং বনূ আব্‌দ আশহলের মিত্র বনূ আবদ আব্‌সের হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

কেউ কেউ বলেন : সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস, যিনি বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রীয় লোক এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খতীব ছিলেন—তিনি ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ছিলেন পরস্পর ভাই ভাই।

আবূ যার, যাঁর আসল নাম ছিল কারীর ইব্‌ন জুনাদা আল-গিফারী তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হয় বনূ সাঈদা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খাযরাজের আল-মু'নিক লিয়ামূত (মৃত্যুর দিকে দ্রুত ধাবমান) উপাধিধারী মুনযির ইব্‌ন আমরের সংগে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি একাধিক আলিমের মুখে এরূপ শুনেছি : আবূ যার হচ্ছেন জুন্‌দুব ইব্‌ন জুনাদা।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাতির ইব্ন আবূ বালতা'আ, যিনি বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যার মিত্র ছিলেন, তাঁর এবং বনূ আমর আওফের উওয়ায়ম ইব্ন সাঈদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়। আর সালমান ফারসী ও আবূ দারদা (রা) বলোহারিস গোত্রের উওয়ায়মির ইব্ন সা'লাবা হলেন পরস্পর ভাই ভাই।

ইব্ন হিশাম বলেন : উওয়ায়মির ইব্ন আমিরকে কেউ কেউ বলেছেন উওয়ায়মির ইব্ন যায়দ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত বিলাল (রা)—যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুয়ায্যিন ছিলেন—তাঁর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন হয় আবূ রুয়ায়হা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান খাসআমীর সংগে, পরে কাযা নামক দু'জনের মধ্যকার একজনের সাথে।

এঁরাই হচ্ছেন সেই সব সাহাবী—যাঁদের মধ্যে নবী করীম (সা) নিজে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন বলে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) যখন সিরিয়ার সাহাবীগণের (ভাতা দানের) তালিকা প্রস্তুত করিয়েছিলেন আর বিলাল (রা) তখন সিরিয়াই অবস্থান করছিলেন, তিনি জিহাদের উপলক্ষে সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন- তখন উমর (রা) বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কার সংগে নাম তালিকাভুক্ত করবেন হে বিলাল! তিনি বললেন : আবূ রুয়ায়হার সংগে। আমি কখনো তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। তা এ কারণে যে, আমার এবং তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বিলাল (রা)-কে আবূ রুওয়াহা (রা)-এর সঙ্গেই যুক্ত করে দিলেন এবং আবিসিনিয়ার তালিকা তিনি খাসআমের সংগে যুক্ত করে দেন। তাই বিলাল (রা) তাঁদেরই সংগে ছিলেন, আর অদ্যবধি সিরিয়ায় তা খাসআমের সংগেই যুক্ত রয়েছে।

আবূ উমামা (রা)

ইব্ন ইসহাক বলেন : ঐ মাসগুলোতেই আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা) ইন্তিকাল করেন। মসজিদে নব্বীর তখন নির্মাণ কাজ চলছিল। গল-রোগ বা হুপিং কাশিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আস'আদ ইব্ন যুরারা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

بئس الميت ابو امامة ليهود ومنافقى العرب يقولون : لو كان نبيا لم يمت صاحبه ، ولا املك لنفسى ولالصاحبى من الله شيئًا

"আবূ উমামার মৃত্যু আরবের ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বলে : এ ব্যক্তি [অর্থাৎ নবী করীম (সা)] যদি নবীই হত, তাহলে তাঁর সঙ্গী মারা যেতনা,

অথচ আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি না আমার নিজের ব্যাপারে কোন ক্ষমতা বা ইখতিয়ার রাখি, আর না আমার সাহাবীদের ব্যাপারে।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আনসারী বর্ণনা করেছেন : যখন আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ইন্তিকাল করলেন, তখন বনূ নাজ্জারের লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সমবেত হলেন। তাঁরা তাঁর নিকট আরয করলেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে তাঁর কী মর্যাদা ছিল তা আপনি জানেন। তাঁর স্থলে আমাদের বিষয়াদি দেখাশোনার (নেতৃত্বের) জন্যে আমাদের মধ্য থেকে একজন লোক নিযুক্ত করে দিন। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

انتم اخوا لى وانا بما فيكم وانا نقيبكم

"আপনারা হচ্ছেন আমার মামার গোষ্ঠীর লোক। আপনাদের বিষয়াদি দেখাশোনার জন্যে আমি নিজেই দায়িত্ব নিলাম। আমিই আপনাদের নকীব (সরদার) রূপে রইলাম।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাউকে বাদ দিয়ে অপর কাউকে প্রাধান্য দানকে অপসন্দ করলেন। আর এটা বনূ নাজ্জারের জন্যে একটি বৈশিষ্ট্য, যার জন্য তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে গর্বিত ছিলেন। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন তাঁদের নকীব বা সরদার।

আযানের ইতিবৃত্ত

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁর মুহাজির ভাইগণ তাঁর কাছে সমবেত হলেন। আনসারদের অবস্থা সুদৃঢ় হল। ইসলাম সুসংহত হল। তখন সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। যাকাত ও সিয়াম ফরয করা হল। ইসলামী হুদূদ বা দন্ডবিধি প্রবর্তিত হল। হালাল ও হারাম নির্ধারিত হল। ইসলাম তাঁদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। আনসার গোত্র তখন :

هم الذين تبؤوا الدار والايمان

"তারা হিজরত ভূমি ও ঈমানে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে" অভিধায় অভিহিত হল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন লোকজন সালাতের নির্ধারিত সময়ে বিনা আহবানেই তাঁর কাছে এসে সমবেত হত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা আগমণের পর ইয়াহূদীদের বিউগলের মত বিরাট একটি বিউগল বানিয়ে তা বাজিয়ে সালাতের জন্যে তাদের আহবানের মত আহবান জানাতে মনস্থ করলেন। কিন্তু পরে এটা তাঁর মনঃপূত হলনা। তারপর তিনি ঘন্টা বাজাবার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদেরকে সালাতের জন্যে আহবানের উদ্দেশ্যে একটি ঘন্টা বানানোও হল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন

তাঁরা যখন এরূপ চিন্তা-ভাবনা করছেন এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যয়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ রাব্বিহ—যিনি ছিলেন বলোহারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের লোক—আহবান পদ্ধতি

স্বপ্নে দেখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! জনৈক ব্যক্তি গতরাতে আমার কাছে এলেন। সবুজ দু'টি বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি হাতে একটি ঘন্টাসহ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। আমি তাকে বললাম : হে আল্লাহ্র বান্দা ! তুমি কি এ ঘন্টাটি বিক্রি করবে ? সে ব্যক্তি বলল, তুমি এ দিয়ে কি করবে ? আমি বললাম : আমরা এটা দ্বারা সালাতের জন্যে আহবান জানাব। সে ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম পন্থা বলে দেবনা ? আমি বললাম : সে কি ? জবাবে সে ব্যক্তি বলল : তুমি বলবে :

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

حى على الصلاة حى على الصلوة

حى على الفلاح حى على الفلاح

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

তিনি যখন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করলেন, তখন তিনি বললেন :

انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فالقها عليه فليؤذن بها فانه اندى صوتا منك –

"ইনশা আল্লাহ এটা হচ্ছে সত্য স্বপ্ন, তুমি বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে যাও এবং তাকে এগুলো শিখিয়ে দাও, যেন সে এগুলো আযানে বলে। কেননা সে তোমার তুলনায় উচ্চকণ্ঠধারী।"

তারপর বিলাল যখন উচ্চকণ্ঠে এ শব্দগুলোর দ্বারা আযান দিলেন, তখন উমর (রা) ইব্ন খাত্তাব আপন ঘর থেকে তা শুনতে পেয়ে চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন। তিনি তখন বলছিলেন : ইয়া নাবী-আল্লাহ্ ! আপনাকে যে সত্তা সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

فلله الحمد على ذالكُ

"এর জন্য আমি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।"

উমর (রা)-এর স্বপ্ন

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হারিস (র) মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আবদে রাব্বিহী (রা)-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট আতা (র) বলেছেন, আমি উবায়দ ইব্ন উমায়র লায়সীকে বলতে শুনেছি, নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে সালাতের জন্যে সমবেত হওয়ার জন্যে ঘন্টা ব্যবহারের পরামর্শ করেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) স্বপ্নে দেখলেন, (কেউ যেন তাঁকে বলছেন) ঘন্টা বাজাবেন না, বরং সালাতের জন্যে

আযান দিন। তখন উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছে তা জানাতে গেলেন। ততক্ষণে নবী করীম (সা)-এর কাছে এ ব্যাপারে ওহী এসে গেছে। উমর (রা) বিলালের আযানের দ্বারাই হতচকিত হলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বললেন :

قد سبقك بذالك الوحى

"তোমার পূর্বেই এ ব্যাপারে ওহী এসে গেছে।"

ফজরের পূর্বে বিলাল (রা) যে দু'আ করতেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র-এর সূত্রে বনূ নাজ্জারের এক মহিলা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মসজিদের নিকটে আমার ঘরটিই ছিল দীর্ঘতম ঘর। বিলাল (রা) প্রতিদিন ফজরের সময় এ ঘর থেকেই আযান দিতেন। তিনি ফজরের পূর্বে সাহ্‌রীর সময়ই চলে আসতেন এবং ফজরের (সময়ের) অপেক্ষায় এ ঘরের ছাদে বসে থাকতেন। তারপর যখন দেখতেন সময় হয়েছে, তখন শরীর মোচড় দিয়ে উঠতেন, তারপর এ দু'আ পড়তেন :

اللهم انى احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا على دينك

"হে আল্লাহ্! আমি তোমারই প্রশংসা করি এবং কুরায়শদের মুকাবিলায় তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, যেন তারা তোমার দীনের উপর দাঁড়িয়ে যায়।"

মহিলাটি বলেন : আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি একটি রাতের জন্যেও এ দু'আ পড়া বাদ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

আবূ কায়স ইব্‌ন আবূ আনাস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থিরভাবে মদীনায় বসবাস করতে লাগলেন, আর সেখানে আল্লাহ্ তাঁর দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন এবং মুহাজির ও আনসারগণকে আল্লাহ্ তাঁর চতুর্পার্শ্বে সমবেত করে দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করলেন, তখন বনূ আদী ইব্‌ন নাজ্জারের আবূ কায়স সিরমা ইব্‌ন আবূ আনাস (র) বলেন—

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ কায়সের কুলপঞ্জী হল, আবূ কায়স সিরমা ইব্‌ন আবূ আনাস ইব্‌ন সিরমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি জাহিলী যুগে সংসার-বিরাগী হন এবং মোটা বস্ত্র পরিধান করেন। মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকতেন। জানাবাতের গোসল করতেন এবং ঋতুবতী নারীদের সংসর্গ পরিহার করে চলতেন। একবার তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, কিন্তু পরে তা থেকে বিরত থাকেন এবং তাঁর একটি গৃহকে উপাসনালয়ে রূপান্তর করে তাতে প্রবেশ করেন। এতে কোন ঋতুবতী বা জুনুবী[1] লোক প্রবেশ করতে পারতনা। তিনি যখন মূর্তিপূজা ত্যাগ

---

১. স্ত্রী সঙ্গম বা স্বপ্নদোষের কারণে যার উপর গোসল ফরয হয়।

করলেন এবং তার প্রতি বিরাগ হলেন, তখন তিনি বলতেন : আমি ইবরাহীমের প্রভুর ইবাদত করি। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং একজন পূর্ণ নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হন। তিনি তখন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ। স্পষ্টবাদিতা ও সত্য-ভাষণে তিনি ছিলেন দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। জাহিলিয়াতের যুগেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁর গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। এ ব্যাপারে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করতেন। তিনিই বলেছিলেন :

يقول ابو قيس واصبح غاديا × الاستطعتم من وصاتى فافعلوا

আবূ কায়স নিত্য ভোরে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠে, ধর আমার উপদেশ যতখানি সাধ্যে জুটে।

فاوصيكم بالله والبر والتقى × واعراضكم والبر بالله اول

আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করো সাধ্য ভরে, আল্লাহ্ সবার আগে অন্য সবাই তাহার পরে।

وان قومكم سادوا فلا تحسدنهم × وان كنتم اهل الرياسة فاعدلوا

বংশে তোমার নেতা হলে হিংসা করবে না, নিজে যদি রাজ্য লাভ কর তবে বে-ইনাসাফী করবে না।

وَاِنْ نَزَلَتْ اِحْدٰى الدَّوَا هِيْ بِقَوْمِكُمْ × فَاَنْفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةَ فَاجْعَلُوْا

ভাগ্য বিবর্তনে যদি বংশে কোন বিপদ নামে, তবে তোমাদের বিলিয়ে দিয়ে স্বজাতিকে রক্ষা করবে।

وَاِنْ نَابَ غَرْمٌ فَادِحٌ فَارْفِقُوْهُمْ × وَمَا حَمَلُوْكُمْ فِيْ الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا

যদি তাদের উপর কোন দণ্ডভার চাপে, তবে তোমরা তাদের সহযোগিতা করবে, দুর্যোগপূর্ণ কঠিন সময়ে তোমাদের উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তোমরা তা পালন করবে।

وَاِنْ اَنْتُمْ اَمْعَرْتُمْ فَتَعَفَّفُوْا × وَاِنْ كَانَ فَضْلُ الْخَيْرِ فِيْكُمْ فَاَفْضِلُوْا

যদি কোন সময় তোমরা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়, তবে তাতে ধৈর্যধারণ কর, আর যদি স্বচ্ছল অবস্থায় থাক, তাহলে তোমরা মানুষের প্রতি বদান্যতা দেখাবে।

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় কথাটি وَاِنْ نَابَ غَرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُوْهُمْ এর স্থলে এরূপ আছে : وان ناب امر فادح فارفدوهم অর্থাৎ—"যদি চাপে তাদের উপরে কঠিন কোন কার্যভার, তুমিও নাও অংশ তার।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ কায়স সিরমা আরো বলেন :

سَبِّحُوْا اللّٰهَ شَرْقَ كُلِّ صَبَاحٍ × طَلَعَتْ شَمْسُهُ وَكُلُّ هِلَالٍ

আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠে রত থাক সকালে—যখন আকাশে সূর্যোদয় হয়, আর যখন রাতে চন্দ্রোদয় হয়।

عَالِمِ السِّرِّ وَالْبَيَانِ لَدَيْنَا × لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلاَلِ

আমার জ্ঞানে সত্তা তাঁহার বাহ্যজ্ঞানী অন্তর্যামী—প্রকাশ্য ও গোপন জ্ঞানের অধিকারী আমাদের প্রতিপালক যা বলেছেন, তা ভ্রান্ত নয়।

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَرِيْدُ وَتَأْوِى × فِى وُكُوْرٍ مِنْ امِنَاتِ الْجِبَالِ

যে পাখিটি উড়ে বেড়ায় এবং নিরাপদ পাহাড় চূড়ায় তার নীড়ে আশ্রয় নেয়, সে পাখিরও মালিক তিনি।

وَلَهُ الْوَحْشُ بِالْفَلاَةِ تَرَاهَا × فَحِقَافٍ وَفِى ظَلاَلِ الرِّمَالِ

প্রান্তরে যে বন্য প্রাণী তুমি দেখতে পাও পাহাড়ের গর্তে ও বালুর টিলা প্রান্তে—

وَلَهُ هَوَّدَتْ يَهُوْدُ وَدَانَتْ × كُلُّ دِيْنٍ اذَا ذَكَرْتَ عُضَالِ

তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্ত করেছে ইয়াহূদীরা এবং তাঁরই কাছে নত হয়েছে, অপর পক্ষে তুমি যে দীনেরই উল্লেখ কর না কেন, তা হল দুরারোগ্য রোগ।

وَلَهُ شَمْسَ النَّصَارَى وَقَامُوْا × كُلَّ عِيْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاحْتِفَالُ

তাঁরই জন্য ইবাদত করছে খ্রিস্টানরা এবং তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে তাদের ঈদ অনুষ্ঠান ও অন্য দীনী মাহফিলগুলোতে মগ্ন থাকে।

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَرَاهُ × رَهْنَ بُؤْسٍ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ

তাঁরই জন্য সংসারত্যাগী পাদ্রিগণকে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা অতিকষ্টে জীবন-যাপন করছে, অথচ তাদের জীবন কেটেছে অতি সুখে।

يَابَنِى الأَرْحَامِ لاَ تَقْطَعُوْهَا × وَصِلُوْهَا قَصِيْرَةً مِنْ طَوَالِ

হে বৎসগণ, তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করো না, তোমরা উদার ব্যবহার কর, যদিও সে সংকীর্ণ হয়।

وَاتَّقُوْا اللهَ فِىْ ضِعَافِ الْيَتَامِىَ × رُبَّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرَ الْحَلاَلِ

আল্লাহ্‌কে ভয় কর, দুর্বল ইয়াতীমদের ব্যাপারে অনেক সময় অবৈধকে বৈধ বানানো হয়।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا × عَالِمًا يَهْتَدِىْ بِغَيْرِ السُّوَالِ

জেনে রেখো, ইয়াতীমদের এমন একজন সর্বজ্ঞ অভিভাবক রয়েছেন, যিনি সওয়াল ছাড়াও সব ব্যাপারে অবহিত।

ثُمَّ مَالَ الْيَتِيْمِ لاَ تَاكُلُوْهُ × اِنَّ مَالَ الْيَتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِى

ইয়াতীমের সম্পদ তোমরা গ্রাস করো না লোভের বশে, কেননা ইয়াতীমের মালের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক রক্ষক রয়েছেন।

يَابَنِيَّ التَّخُومُ لاَ تَخْزُلُوهَا × اِنَّ خَزَلَ التَّخُومِ ذُوْ عُقَّالِ

বৎসগণ, তোমরা ভূমির সীমা লংঘন করো না, কেননা পরের ভূমির সীমা লংঘন করলে অধঃপতন ঘটে।

يَابَنِيَّ الاَيَّامَ لاَ تَأْمَنُوْهَا × وَاحْذَرُوْا مَكْرَهَا ومَرَّ اللَّيَالِى

বৎসগণ, তোমরা কালের বিবর্তন থেকে নিশ্চিত থেকো না এবং তার ধোঁকা ও চক্র থেকে সতর্ক থাক।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَرَّهَا لِنَفَادِ × اَلْخَلْقِ مَاكَانَ مِنْ جَدِيْدٍ وَّبَالِىْ

আর জেনে রেখো, কালের বিবর্তন হচ্ছে সৃষ্টির লয়ের জন্য; সে নতুন হোক বা পুরান।

وَاجْمَعُوْا اَمْرَكُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى × وَيُتْرَكِ الْخَنَا وَاَخْذِ الْحَلاَلِ

আর তোমরা পূণ্য ও তাকওয়া অবলম্বনে এবং হালাল উপার্জনে ও অশ্লীলতা ত্যাগে দৃঢ় প্রত্যয়ী হও।

আবূ কায়স সিরমা ইসলামের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কতটুকু গৌরবান্বিত ও ধন্য করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আবির্ভূত করে তিনি তাঁকে যে মহিমামণ্ডিত করেছেন, তারও চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন তাঁর স্বরচিত কবিতায় :

ثَوَى فِيْ قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً × يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَى صَدِيْقًا مُوَاتِيَا

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের মধ্যে এক দশকের বেশি সময় অবস্থান করেন এবং তাদের নসীহত করতে থাকেন এই আশায় যে, তিনি কোন সহযোগী বন্ধুর সন্ধান পাবেন।

وَيَعْرِضُ فِيْ اَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ × فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِى وَلَمْ يَرَدَاعِيَا

হজ্জের মওসুমে তিনি লোকদের কাছে উপস্থিত হতেন, কিন্তু তিনি কোন আশ্রয়দাতা ও আহবানে সাড়াদানকারী পেলেন না।

فَلَمَّا اَتَانَا اَظْهَرَ اللّٰهُ دِيْنَهُ × فَاَصْبَحَ مَسْرُوْرًا بِطَيِّبَةَ رَاضِيًا

তিনি যখন আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনকে বিজয়ী করলেন এবং এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায়[১] খুশিতে জীবন যাপন করলেন।

وَاَلْفَى صَدِيْقًا وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ النَّوٰى × وَكَانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللّٰهِ بَادِيًا

তিনি বন্ধুর সন্ধান এবং হিজরতের পর ঠিকানা পেলেন। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য আল্লাহর স্পষ্ট সাহায্য।

১. তায়্যিবা মদীনার অপর নাম।

يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ × وَمَا قَالَ مُوسَى اِذَا اَجَابَ الْمُنَادِيَا

হযরত নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে যা বলেছিলেন, তিনি আমাদের কাছে তা বর্ণনা করেন। আর হযরত মূসা (আ) গায়েব থেকে আহবানকারীর উত্তরে যা বলেছেন, তিনি তাও আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন।

فَاَصْبَحَ لاَ يَخْشَى مِنَ النَّاسِ وَاحِداً × قَرِيْبًا وَلاَ يَخْشَى مِنَ النَّاسِ نَائِيًا

তিনি এভাবে জীবন যাপন করেন যে, মানুষের মধ্যে তিনি কাউকে ভয় করতেন না। আর তিনি কোন লোককে ভয় করতেন না, সে নিকটের হোক বা দূরের হোক।

بِذَالْنَا لَهُ الْاَمْوَالَ مِنْ حَلِّ مَا لَنَا × وَاَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغٰى وَالتَّاسِيًا

আমরা তাঁর জন্য আমাদের বৈধ-সম্পদসমূহ ব্যয় করেছি, আর ব্যয় করেছি সহযোগিতা ও যুদ্ধের সময়ে আমাদের প্রাণ।

وَنَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ لاَ شَيْئَ غَيْرُهُ × وَنَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ اَفْضَلُ هَادِيًا

আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই, আরও জ্ঞান লাভ করেছি যে, আল্লাহ্ই হলেন পথ-প্রদর্শক।

نُعَادِي الَّذِي عَادِي مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ × جَمِيْعًا وَّ اِنْ كَانَ الْحَبِيْبُ الْمُصَافِيًا

মানুষের মধ্যে যারা তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরাও সে সব মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করে থাকি—যদিও তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়।

اَقُوْلُ اِذَا اَدْعُوْكَ فِيْ كُلِّ بِيْعَةٍ × تَبَارَكْتَ قَدْ اَكْثَرْتُ لاِسْمِكَ دَاعِيًا

সব বায়'আত গ্রহণের সময় যখন আমি আপনাকে আহবান করি, তখন আমি বলি আপনার সত্তা বরকতময় আমি আহবানে আপনার নাম অনেকবার নিয়েছি।

اَقُوْلُ اِذَا جَاوَزْتُ اَرْضًا مَخُوْفَةً × حَنَانَيْكَ لاَ تُظْهِرَ عَلَى الاَعَادِيًا

যখন আমি কোন শংকাপূর্ণ স্থান অতিক্রম করি, তখন আমি বলি, হে দয়াময়! তোমার মেহেরবানীতে আমার উপর শত্রুকে বিজয়ী করো না।

فَطَأْ مُعْرِضًا اِنَّ الْحُتُوْفَ كَثِيْرَةٌ × وَاِنَّكَ لاَ تُبْقِي بِنَفْسِكَ بَاقِيًا

তুমি মুখ ফিরিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাক, কেননা মৃত্যু রয়েছে অনেক রকম, তুমি বাঁচতে চাইলেও চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না।

فَوَ اللّٰهِ مَا يَدْرِي الْفَتٰى كَيْفَ يَتَّقِي × اِذَا هُوَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ اللّٰهُ وَاقِيًا

আল্লাহ্র কসম, কোন যুবক জানে না কেমন করে বাঁচবে সে, যদি আল্লাহ্ তার জন্য কোন রক্ষাকারী নিযুক্ত না করেন।

وَلاَ تَحْفِلُ النَّخْلُ الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا × اِذَا اَصْبَحَتْ رِبًا وَاَصْبَحَ ثَاوِيًا

কাজে আসে না শুকনা খেজুর গাছ তার মালিকের, সে অতি শীঘ্র জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবিতার যে লাইনের শুরু فطأمعرضا দিয়ে তার পরবর্তী যে কবিতার আরম্ভ فوالله مايدرى দিয়ে, এ দুটো কবিতা হল আসলে আফনূন তাগলাবী রচিত। সে কবিতার নাম হল করীম ইব্‌ন মা'শার। তাঁর কবিতামালায় এ লাইনগুলোও রয়েছে।

ইয়াহূদীদের বৈরিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু আরবদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করে, তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, এজন্যে ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ হিংসা-বিদ্বেষবশত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে শত্রুতাকে তাদের ব্রতরূপে গ্রহণ করে। তাদের সাথে ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক—যারা জাহিলিয়াতের উপর বহাল রয়েছিল। তারা ছিল মুনাফিক, তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম শিরকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। কিন্তু ইসলামের প্রভাব এবং তাদের স্বজাতির লোকদের ইসলাম গ্রহণের ফলে তারাও বাহ্যত ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয় এবং একে তারা ঢালরূপে গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট হয়। কিন্তু গোপনে গোপনে তারা কপটতায় লিপ্ত ছিল। ইয়াহূদীদের চাওয়া-পাওয়া ও কামনা-বাসনার সাথে তাদের মিল ছিল। কেননা তারাও নবী করীম (সা)-কে অস্বীকার এবং ইসলামের বিরোধিতা করত। ইয়াহূদী পণ্ডিতদের অবস্থা ছিল এই যে, নানারূপ বিব্রতকর প্রশ্ন করে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ করত এবং নানারূপ সন্দেহ জাল বিস্তার করে সত্যকে অসত্য দিয়ে ঢাকবার প্রয়াস পেত। তাদের প্রশ্নের জবাবে কুরআন শরীফের আয়াত নাযিল হত। হালাল ও হারাম সংক্রান্ত মুসলিমগণের অল্প কিছু প্রশ্ন বাদে সকল প্রশ্ন তাদেরই থাকত।

গোত্রওয়ারীভাবে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের নামধাম এরূপ :

বনূ নযীরের

হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব ও জুদাই ইব্‌ন আখতাব নামে তার দু'ভাই, সালাম ইব্‌ন মুশকাম, কিনানা ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, সালাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, আবূ রাফি' আল-আওয়ার—একেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ খায়বরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। রবী' ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, আমর ইব্‌ন জাহ্হাশ, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ-এ ব্যক্তি তাঈ গোত্রের শাখাগোত্র বনূ নাবহানের লোক ছিল। তার মা ছিল বনূ নযীর গোত্রীয়।

হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর-এ ব্যক্তি কা'ব ইব্‌ন আশরাফের মিত্র ছিল। কুরদাম ইব্‌ন কায়স-এ ব্যক্তিও কা'ব ইব্‌ন আশরাফের মিত্র ছিল। এরা সবাই ছিল বনূ নযীরের লোক।

বনূ সা'লাবার

বনূ সা'লাবা ইব্‌ন ফিতয়ূন[1] থেকে ছিল—

- আবদুল্লাহ ইব্‌ন সূরিয়া আল-আওয়ার। তার যুগে গোটা হিজায ভূমিতে তাওরাতের এতবড় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না।
- ইব্‌ন সালূবা।
- মুখায়রিক-ইয়াহূদীদের ধর্মীয় নেতা এবং পণ্ডিত, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

বনূ কায়নূকা'র

- যায়দ ইব্‌ন লাসীত—কেউ কেউ একে ইব্‌ন লুসায়ত বলে অভিহিত করেছেন। ইব্‌ন হিশামও এ নামেই অভিহিত করেন।
- সা'দ ইব্‌ন হুনায়ফ,
- মাহ্‌মূদ ইব্‌ন সায়হান,
- উযায়য ইব্‌ন আবূ উযায়য,
- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়ফ, ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ একে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়ফ নামেও অভিহিত করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুয়ায়দ ইব্‌ন হারিস, রিফা'আ ইব্‌ন কায়স, ফানহাস, আশইয়া', নু'মান ইব্‌ন আযা, বাহরী ইব্‌ন আমর, শাস ইব্‌ন আদী, শাস ইব্‌ন কায়স, যায়দ ইবনুল হারিস, নু'মান ইব্‌ন আমর, সুকায়ন ইব্‌ন আবূ সুকায়ন, আদী ইব্‌ন যায়দ, নু'মান ইব্‌ন আবূ আওফা, আবূ আনাস, মাহমূদ ইব্‌ন দাহিয়া, মালিক ইব্‌ন সায়ফ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে কেউ কেউ ইব্‌ন যায়ফও বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন রাশিদ, আযির, রাফি' ইব্‌ন আবূ রাফি', খালিদ ও আযার ইব্‌ন আবূ আযার।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে কেউ কেউ আযর ইব্‌ন আবূ আযরও বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাফি' ইব্‌ন হারিসা, রাফি' ইব্‌ন হুরায়মালা, রাফি' ইব্‌ন খারিজা, মালিক ইব্‌ন আওফ, রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন হারিসা, তিনি ছিলেন তাদের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পূর্ব নাম ছিল হুসায়ন (حصين)।

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। তাঁরা সবাই ছিলেন বনূ কায়নুকা'র লোক।

বনূ কুরায়যার

যুবায়র ইব্‌ন বাতা ইব্‌ন ওয়াহব, উয্‌যাল ইব্‌ন শাময়েল, কা'ব ইব্‌ন আসাদ, বনূ কুরায়যার পক্ষ থেকে যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, যা আহযাব যুদ্ধের দিন ভঙ্গ করে দেওয়া

১. ফিতয়ূন শব্দটি মূলত হিব্রু ভাষায়। ইয়াহূদী সরদার অর্থে ব্যবহৃত।

হয়। শামূয়েল ইব্‌ন যায়দ, জাবল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সুকায়না, নাহ্‌হাম ইব্‌ন যায়দ, কুরদাম ইব্‌ন কা'ব, ওয়াহব ইব্‌ন যায়দ, নাফি' ইব্‌ন আবূ নাফি', আবূ নাফি', আদী ইব্‌ন যায়দ, হারিস ইব্‌ন আওফ, কুরদাম ইব্‌ন যায়দ, উসামা ইব্‌ন হাবীব, রাফি' ইব্‌ন রুমায়লা, জাবাল ইব্‌ন আবূ কুশায়র, ওয়াহব ইব্‌ন ইয়াহূযা এরা সকলেই ছিল বনূ কুরায়যার লোক।

বনূ যুরায়কের

লবীদ ইব্‌ন আ'সম—এ ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর সহধর্মিণীদের নিকট গমন থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে জাদু করেছিল।

বনূ হারিসার

কিনানা ইব্‌ন সুরিয়া।

বনূ আমর ইব্‌ন আওফের

কুরদম ইব্‌ন আমর।

বনূ নাজ্জারের

সালসালা ইব্‌ন বারহাম।

এরাই হচ্ছে সেই ইয়াহূদী পণ্ডিত ও ধর্মযাজক—যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের অনিষ্ট সাধন ও তাঁদের সাথে শত্রুতামূলক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। এরাই যতসব বিব্রতকর প্রশ্ন করত এবং নিজেদের অনিষ্টকর তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামের প্রজ্বলিত প্রদীপ শিখাকে নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম এবং মুখায়রিক অবশ্য নিজেদেরকে ব্যক্তিক্রম বলে প্রমাণিত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামের কথা আর তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাবলী তাঁরই পরিবারের এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তা এরূপ :

তিনি ছিলেন একজন বড় বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বলেন : যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনলাম, তখন তাঁর নাম, গুণাবলী এবং সন্ধিক্ষণ দ্বারা তাঁকে চিনতে পারলাম যে, তিনিই সেই মহাপুরুষ যাঁর প্রতীক্ষায় আমরা ছিলাম, আমি ব্যাপারটিকে গোপন রাখি এবং এ ব্যাপারে একেবারে নীরব থাকি—যাবৎ না তিনি মদীনায় পদার্পণ করেন। তারপর যখন তিনি কুবায় এসে অবতরণ করলেন এবং বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে উঠলেন, তখন একব্যক্তি এসে আমাকে তাঁর আগমনের সংবাদ দিল। আমি তখন আমার একটি খেজুর গাছের শীর্ষে কাজ করছিলাম। আমার ফুফু খালিদা বিন্‌ত হারিস নিচেই বসা ছিলেন। যখন আমি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সংবাদ শুনতে পেলাম, তখন আমি সজোরে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। তখন আমার ফুফু আমার তাকবীর ধ্বনি শুনে বলে উঠলেন : আল্লাহ তোমাকে ব্যর্থকাম করুন। আল্লাহ্র কসম, যদি তুমি (আমাদের নবী) মূসা ইব্ন 'ইমরানের আগমন সংবাদও শুনতে, তা হলে এর চাইতে বেশি কিছু করতে না।

তিনি বলেন, আমি তখন জবাবে বললাম : ফুফুআম্মা, আল্লাহ্র কসম, তিনি হচ্ছেন মূসারই ভাই। তিনি তাঁরই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি যে বস্তু নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, ইনিও ঠিক সেই বস্তু নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন।

তখন তিনি বললেন : হে আমার ভাইপো ! ইনি কি সেই নবী, যাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে সুসমাচার শুনানো হত যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি প্রেরিত হবেন ?

তিনি বলেন : আমি তখন তাঁর জবাবে বললাম : হ্যাঁ। তিনি বলেন : এজন্যেই তো তোমার এ উল্লাস !

রাবী (আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম) বলেন : তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাই এবং ইসলাম গ্রহণ করি। তারপর আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে আসি এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে আদেশ করি। তখন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে।

তিনি বলেন : আমি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ইয়াহূদীদের থেকে গোপন রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইয়াহূদীরা একটি অপবাদপ্রিয় জাতি। আমি চাই আপনি আমাকে আপনার কোন এক ঘরে ঢুকিয়ে তাদের চোখের আড়ালে রেখে তাদেরকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন যে, আমি কেমন লোক। তারপর আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বেই তারা আমার সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করবে, তাদের মধ্যে আমার অবস্থান কেমন। কেননা তারা যদি তা জানতে পায়, তবে নিশ্চয়ই আমার উপর অপবাদ আরোপ করবে এবং আমাকে দোষারোপ করবে।

রাবী (আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেমতে আমাকে তাঁর একটি ঘরে ঢুকিয়ে রাখলেন। ইয়াহূদীরা তাঁর নিকট আগমন করল। নানা প্রসঙ্গে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করল। তাঁকে নানারূপ প্রশ্ন করল। তারপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের হুসায়ন ইব্ন সালাম কেমন লোক ?

জবাবে তারা বলল : তিনি আমাদের নেতা। তাঁর পিতাও আমাদের নেতা ছিলেন। তিনি আমাদের ধর্মযাজক ও পণ্ডিত ব্যক্তি।

রাবী বলেন : যখন তারা তাদের কথা শেষ করল, তখন আমি তাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করলাম এবং তাদের লক্ষ্য করে বললাম : হে ইয়াহূদী সমাজ ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আল্লাহ্র নবী তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করে নাও। আল্লাহ্র কসম, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তোমাদের কাছে মওজুদ তাওরাত কিতাবে তোমরা

তাঁকে তাঁর নাম ও গুণাবলীসহ পাচ্ছ। সুতরাং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সা)। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনছি তাঁকে সত্য নবী বলে প্রত্যয়ন করছি এবং তাঁকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। তারা বলল : তুমি মিথ্যাবাদী। তারা তখন আমাকে দোষারোপ করতে লাগল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি ইতিপূর্বেই আপনাকে বলিনি ইয়াহূদীরা অপবাদে অভ্যস্ত একটি জাতি। বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার ও পাপাচার এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলেন : তখন আমি আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলাম এবং আমার ফুফু খালিদা বিন্ত হারিসও ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি একজন উন্নতমানের মুসলমানে পরিণত হলেন।

মুখায়রীকের ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুখায়রীকের ঘটনাবলী এরূপ : তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক ও পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন বিত্তশালী লোক। তাঁর ছিল বিরাট খেজুর বাগান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর গুণাবলী মারফত চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর স্বধর্মের টান প্রবল ছিল। উহুদ যুদ্ধের দিন পর্যন্ত তিনি ইয়াহূদী ধর্মেই অবিচল থাকেন।

তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন এল আর সে দিনটি ছিল শনিবার। তিনি তাঁর স্বজাতির লোকজনকে লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহূদী সমাজ ! আল্লাহ্র কসম, তোমাদের অবশ্যই জানা আছে যে, মুহাম্মদকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য।

তারা বলল : আজ তো শনিবার।[১]

তিনি বললেন : তোমাদের জন্য শনিবার কিছু নয়।

তারপর তিনি অস্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়লেন। উহুদ প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর পেছনে রয়ে যাওয়া স্বজাতির লোজনকে এ মর্মে ওসিয়ত করে আসলেন যে, এ যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, তবে আমার সমস্ত সম্পদ মুহাম্মদ (সা)-এর হয়ে যাবে। তিনি আল্লাহ্র পসন্দমত যা ইচ্ছা তা করবেন।

তারপর যখন লোকজন যুদ্ধে লিপ্ত হল, তিনিও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদত বরণ করলেন।

আমার কাছে এরূপ সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই বলতেন : مخيريق خير يهود "মুখায়রীক ইয়াহূদীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন।"

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখায়রীকের সমস্ত সম্পদের মালিকানা গ্রহণ করেন। মদীনায় তাঁর সাদকাসমূহ সাধারণত মুখায়রীকের এ সম্পদ হতেই তিনি দান করতেন।

---

১. শনিবার ইয়াহূদীদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিন। এ দিন যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে তারা নিষিদ্ধ মনে করত।

হযরত সফিয়্যা (রা)-এর বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র)। তিনি বলেন : আমার কাছে সফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের নিকট থেকে রিওয়ায়ত পৌঁছেছে, তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতা ও চাচা আবূ ইয়াসিরের সন্তানদের মধ্যে প্রিয়তম সন্তান ছিলাম। যখনই আমি তাঁদের সাথে দেখা করতাম, তখনই তাঁরা তাঁদের অন্য সন্তানদের ছেড়ে আমাকেই কোলে তুলে নিতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন এবং কুবায় বনূ আমর ইব্‌ন আওফের পল্লীতে অবস্থান করেন, তখন আমার পিতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং আমার চাচা আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব তাঁর নিকট গেলেন ভোর সকালে। তিনি বলেন : কিন্তু সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা আর ফিরে এলেন না।

তিনি বলেন : তারপর তাঁরা যখন এলেন, তখন তাঁরা এতই ক্লান্ত যে, চলতে গিয়ে যেন পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিরাচরিত নিয়মে খুশি মুখে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, দুজনের একজনও আমার দিকে একটু ফিরেও তাকালেন না। কারণ তারা ছিলেন বিষণ্ণ ও চিন্তিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আবূ ইয়াসিরকে আমার পিতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাবকে লক্ষ্য করে বলতে শুনলাম : এ কি সেই ব্যক্তি ? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম, তিনিই সেই ব্যক্তি। তখন চাচা বললেন : আপনি কি তাঁকে সত্যিই চিনতে পেরেছেন এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন ? পিতা বললেন : হ্যাঁ। তখন চাচা বললেন : এখন আপনি তাঁর সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ? পিতা বললেন : আজীবন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে যাব।

মদীনার মুনাফিক সমাজ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে কথিত আওস ও খাযরাজের নাম আমাদের নিকট পৌঁছেছে, আল্লাহ্ই তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তারা হচ্ছে :

আওসের বনূ আমর ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওসের শাখাগোত্র বনূ লুযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে যুওয়াই ইব্‌ন হারিস।

বনূ হাবীব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে জুলাস ইব্‌ন সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত এবং তার ভাই হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ।

আর জুলাস হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে যোগ দেয়নি। সে বলেছিল, যদি এ ব্যক্তি [মানে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)] সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে আমরা যে গাধার চাইতেও অধম তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন তাদেরই একজন উমায়র ইব্‌ন সা'দ একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছান। জুলাস উমায়রের পিতৃবিয়োগের পর তার মাকে

বিবাহ করে এবং উমায়র তারই কাছে প্রতিপালিত হন। উমায়র ইব্‌ন সা'দ জুলাসকে লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ্‌র কসম হে জুলাস! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আমার প্রতি আপনার অবদানই সর্বাধিক। আপনার উপর কোন অবাঞ্ছিত ব্যাপারে ঘটে গেলে তা আমার জন্যে সর্বাধিক গুরুতর। আপনি এমনি একটি উক্তি করে বসেছেন যে, যদি আমি তা উপর পর্যন্ত [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত] পৌঁছিয়ে দেই, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তা হবে আপনার জন্যে চরম অপমানজনক। আর যদি আমি এ ব্যাপারে নীরব থাকি, তবে তা হবে আমার দীনের জন্যে চরম ক্ষতিকর। আর প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় আমার জন্যে সহজতর। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে জুলাস যা বলেছিল তা জানিয়ে দিলেন। তখন জুলাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হলফ করে বলে যে, উমায়র ইব্‌ন সা'দ আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্ক আয়াত নাযিল করলেন :

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ط وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ج وَمَا نَقَمُوْا الاَّ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ج فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ج وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَمَالَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ -

"তারা আল্লাহ্‌র শপথ করে যে, তারা কিছু বলেনি; কিন্তু তারা তো কুফরীর কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়েছে, তারা যা সংকল্প করেছিল তা পায়নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল। তারা তওবা করলে তাদের জন্য ভাল হবে, কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন; পৃথিবীতে তাদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নেই।" (৯ : ৭৪)।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আয়াতে উল্লিখিত اليم। শব্দটির অর্থ موجع কষ্টদায়ক। কবি যূররুম্মা একটি উটের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন :

وترقع من صدور شمردلات × يصك وجوهما وهج اليم

তার কবিতার উক্ত পংক্তিটিতে তিনি اليم। শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকের ধারণা, শেষ পর্যন্ত জুলাস তওবা করেন এবং তাঁর এ তওবা ছিল খাঁটি তওবাই। তারপর জানা যায় যে, তিনি সৎকাজ ও ইসলামের উপর অবিচল থাকেন।

তার ভাই হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ যে হত্যা করেছিল মুজাযযার ইব্‌ন যিয়াদ বলভী এবং কায়স ইব্‌ন যায়দকে—যিনি যাবীআ গোত্রের একজন ছিলেন—উহুদ যুদ্ধের দিন সে মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করে। আসলে সে ছিল মুনাফিক। যখন লোকজন যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন সুযোগ বুঝে সে তাঁদের দু'জনকে হত্যা করে কুরায়শদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুজাযাযার ইব্‌ন যিয়াদ আওস ও খাযরাজের মধ্যকার কোন এক যুদ্ধে সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে হত্যা করেছিল। উহুদ যুদ্ধের দিন তার পুত্র হারিস ইব্‌ন সুওয়ায়দ সুযোগ খুঁজছিল যে, কখন তাকে একটু অন্যমনষ্ক অবস্থায় পাবে—যাতে করে সে তাঁকে হত্যা করে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। সেমতে সে একা তাঁকেই হত্যা করেছিল।

আমি একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, সে যে কায়স ইব্‌ন যায়দকে হত্যা করেনি তার প্রমাণ হল, ইব্‌ন ইসহাক উহুদ যুদ্ধের নিহতদের মধ্যে তার নাম উল্লেখ করেন নি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিতকে মু'আয ইব্‌ন আফরা বুয়াস যুদ্ধের পূর্বে কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া তীর নিক্ষেপে হত্যা করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকে বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, সুযোগ পেলে তিনি যেন তাকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনি তাতে সফলকাম হননি, সে মক্কায় বসবাস করতে থাকে। তারপর সে তার ভাই জুলাসের কাছে তওবার অনুমতি চাওয়ার জন্যে বার্তা প্রেরণ করে—যাতে করে সে তার নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যেতে পারে। ইব্‌ন আব্বাসের যে রিওয়ায়াত আমার কাছে পৌছেছে, সেমতে তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে নাযিল করলেন কুরআনুল করীমের এ আয়াত :

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَ هُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ –

"ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান করার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন ? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎকাজে পরিচালিত করেন না।" (৩ : ৮৬)

বনূ যবী'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে বিজাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমির।

বনূ লূযান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ থেকে নাবতাল ইব্‌ন হারিস—এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, আমার কাছে যে রিওয়ায়াত পৌছেছে, সেমতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন: "যার শয়তানকে দেখার সাধ হয় সে যেন নাবতাল ইব্‌ন হারিসকে দেখে নেয়।" সে ছিল মোটাসোটা এবং লম্বা থেতলানো ঠোঁটের অধিকারী এলোকেশী। তার চোখ ছিল লাল বর্ণের এবং গাল ছিল কাল-লাল বর্ণ মিশ্রিত। সে প্রায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসত, তাঁর সাথে কথোপকথন করত। তাঁর কথাবার্তা শুনত এবং তা মুনাফিকদের কাছে পৌঁছাত। সে ছিল ঐ ব্যক্তি, যে বলেছিল : মুহাম্মদ তো কর্ণপাতকারী, যে কেউ তাকে কিছু বলুক না কেন, তিনি তা বিশ্বাস করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তারই সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন :

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِىَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, "সেতো কর্ণপাতকারী।" বলুন তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তাই শোনে।" সে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং মু'মিনদেরকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন সে তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে ক্লেশ দেয়, তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৯ : ৬১)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বালআজলান গোত্রের কোন এক ব্যক্তি বলেছেন, তার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলেন, আপনার মজলিসে এক ব্যক্তি বসে থাকে, যার ওষ্ঠদ্বয় দীর্ঘ ও থেত্‌লানো, এলোকেশী, চক্ষু দু'টি লাল বর্ণের। যেন দু'টি পিতলের ডেগচি। তার হৃদয় গাধার হৃদয়ের চাইতেও অধিকতর পাষণ্ড। আপনার কথাবার্তা সে মুনাফিকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। আপনি তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। লোকের বর্ণনা অনুসারে এগুলো ছিল নাবতাল ইব্‌ন হারিসেরই বিশেষণ।

বনূ যবী'আর

আবূ হাবীবা ইব্‌ন আযআর—এ ব্যক্তি মসজিদে যিরার (অনিষ্টকর মসজিদ) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিল।

সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব ও মুতাত্তিব ইব্‌ন কুশায়র।

এ দু'জন হচ্ছে সে ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, যদি তিনি আমাদেরকে ধন-সম্পদের অধিকারী করেন, তা হলে অবশ্যই আমরা সৎকার্যে ব্যয় করব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীল হব। আর মু'আত্তাব হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে উহুদ যুদ্ধের দিন মন্তব্য করেছিল : আমার কোন কথা যদি শোনা হত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন :

وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَىْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا -

"এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে। যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করে না, তারা

তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না।" (৩ : ১৫৪)।

ঐ ব্যক্তিটিই আহ্যাব যুদ্ধের দিন মন্তব্য করেছিল :

كان محمد يعدنا ان نأ كل كنوز كسرى وقيصر واحدنا لايأمن ان يذهب الى الغائط

"মুহাম্মদ তো আমাদেরকে আশ্বাসবাণী শুনাতেন যে, আমরা পারস্য সম্রাট ও রোম সম্রাটের ধন-ভাণ্ডার গ্রাস করব, অথচ আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমাদের কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতেও নিরাপদবোধ করছে না !"

আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসংগে নাযিল করলেন :

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلاَّ غُرُوْرًا –

"মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি তারা বলছিল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।" (৩৩ : ১২)।

এবং হারিস ইব্‌ন হাতিব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মুয়াত্তাব ইব্‌ন কুশায়র, সালাবা ও হারিস—এ দু'জনই হাতিবের পুত্র।

এঁরা হলেন উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ গোত্রের লোক। তাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমান। এঁরা মুনাফিক নন। ইব্‌ন ইসহাক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দের লোকরূপে সা'লাবা ও হারিসের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আব্বাদ ইব্‌ন হুনায়ফ গোত্রের- এ ব্যক্তি ছিল সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ গোত্রের এবং বাহ্‌যাজ-এরা মসজিদে যিরার নির্মাণকারীদের মধ্যে শামিল ছিল।

আমর ইব্‌ন খিযাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাবতাল।

বনূ সা'লাবা ইবন আমর ইব্‌ন আওফের

জারিয়া ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আত্তাব এবং তার পুত্রদ্বয়—যায়দ ইব্‌ন জারিয়া, মুজাম্মা' ইব্‌ন জারিয়া। এরাও মসজিদে যিরারের নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেছিল।

মুজাম্মা' ছিলেন বয়সে তরুণ। কুরআন শরীফের অধিকাংশই তাঁর মুখস্থ ছিল। সেখানে অর্থাৎ মসজিদে যিরারে তাদের নামাযের ইমামতি করতেন। তারপর যখন ঐ তথাকথিত মসজিদটি বিধ্বস্ত করা হল এবং বনূ আমর ইব্‌ন আওফের কতিপয় লোক—যারা ঐ মসজিদে সালাত আদায় করত, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাবের খিলাফতকালে মুজাম্মা'র ইমামতি প্রসঙ্গে আলাপ তুললেন, তখন হযরত উমর বললেন : না, তা হতে পারে না, এ ব্যক্তিটি মসজিদে যিরারে মুনাফিকদের ইমাম ছিল। তখন মুজাম্মা' হযরত উমরকে সম্বোধন করে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন ! সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, আমি তাদের

ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। আমি ছিলাম একজন তরুণ ক্বারী। আমি কুরআন তিলাওয়াতে দক্ষ ছিলাম আর তাদের কেউ ক্বারী বা হাফিয ছিল না। তখন তারা (অনন্যোপায় অবস্থায়) আমাকেই ইমামতির জন্য এগিয়ে দেয়। তারা যে ভাল ভাল কথা বলত, সেগুলো ছাড়া তাদের অন্য কোন ব্যাপারে আমার সমর্থন বা মত ছিল না। লোকের ধারণা, উমর (রা) (তাঁর ওযর মেনে নিয়ে) তাঁকে ছেড়ে দেন এবং তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের ইমামতি করেন।

বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিকের

ওদীআ ইব্‌ন সাবিত—মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্যতম। এ ব্যক্তিই বলেছিল :

انما كنا نخوض ونلعب

"আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।"

তখন আল্লাহ তা'আলা এ প্রেক্ষিতেই নাযিল করলেন :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ -

"এবং আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। বলুন, তোমরা আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে?" (৯ : ৬৫)।

উবায়দ ইব্‌ন মালিক গোত্রের

খিযাম ইব্‌ন খালিদ—এর ঘরেই মসজিদে যিরার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাশার ও রাফি'—এ দু'জন হচ্ছে যায়দের দুই পুত্র।

নাবীত গোত্রের

ইব্‌ন হিশাম বলেন : নাবীত হচ্ছে আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ গোত্রের শাখাগোত্র বনূ হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস থেকে—

মিরবা ইব্‌ন কায়যী—এ সেই ব্যক্তি উহুদ যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যার বাগানের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করার অনুমতি চাইলে সে বলেছিল :

"হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে আমার বাগান দিয়ে অতিক্রমের অনুমতি দিচ্ছি না; যদি তুমি নবী হয়ে থাক।" তারপর হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে বলেছিল :

"আল্লাহ্র কসম, যদি এ মাটি অন্যের উপর পড়বে না বলে আমি নিশ্চিত হতে পারতাম, তা হলে তা অবশ্যই তোমার উপর নিক্ষেপ করতাম।"

তার এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য শুনে লোকজন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

دعوه فهذا الاعمى اعميا القلب واعمى البصيرة

"একে ছেড়ে দাও ! এতো অন্ধ—অন্তরের অন্ধ, চোখের অন্ধ।"

আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ ইব্‌ন যায়দ তাকে ধনুক দিয়ে পিটিয়ে যখম করে দেন।

আওস ইব্‌ন কায়যী-পূর্বোক্ত মিরবা' ইব্‌ন কায়যীর ভাই। এ সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত। আমদেরকে অনুমতি দিন, যাতে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে পারি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন :

يقولون ان بيوتنا عورة وما هى بعورة ان يريدون الافرارا –

"তারা বলছিল, 'আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত', অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য।" (৩৩ : ১৩)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এখানে عـــورة (অরক্ষিত) শব্দটি শত্রু কবলিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার বহুবচন হচ্ছে : عورات

কবি নাবেগা যিবইয়ানী বলেন :

مَتَى تَلْقَهُمْ لاَ تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً

وَلاَ الْجَارَ مَحْرُوْمًا وَلاَ الأَمْرَ ضَائِعًا

"লড়বে যখন তুমি তাদের সাথে
ঘর যেন না অরক্ষিত থাকে।
পড়শী যেন না রয় খালি হাতে
ধ্বংস যেন নাহি নামে তাতে।"

এ পংক্তি দুটি তার কবিতামালার মধ্যে রয়েছে। আর عـــورة শব্দটি সহধর্মিণী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এ শব্দটি سورة বা গুপ্তাংগ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা মতে—

জাফর গোত্রের

এ বংশের প্রথম পুরুষ জাফরের আসল নাম হচ্ছে কা'ব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ।

হাতিব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন রাফি'—এ লোকটি ছিল মোটা দেহের অধিকারী এবং বয়োবৃদ্ধ। সে জাহিলিয়াতের মধ্যেই তার জীবন কাটিয়ে দেয়। তার এক পুত্র ছিলেন খাঁটি মুসলমান, যাঁকে ইয়াযীদ ইব্‌ন হাতির নামে অভিহিত করা হত। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং শুশ্রূষার জন্য জাফর গোত্রের বাড়িতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : 'আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ঐ গোত্রের মুসলমান নর-নারীরা যখন তাঁর মৃত্যুলগ্নে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন : হে ইব্‌ন হাতিব ! জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর ! তখন তার নিফাক প্রশমিত হল।

তখন তার পিতা হাতিব বলল : হ্যাঁ, জান্নাত বটে, তবে আল্লাহ্‌র কসম, তা হল হারমাল নামক আগাছার জান্নাত। তোমরা তাকে ধোঁকায় ফেলে প্রাণেই মেরে দিলে !

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনামতে এ মুনাফিকদের মধ্যে আরো রয়েছে, বুশায়র ইব্‌ন উবায়রাক, যে আবূ তু'মা নামে মশহূর ছিল। এ ব্যক্তিটিই দু'টি বর্ম চুরি করেছিল। এর ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ٠

"যারা নিজদের প্রতারিত করে, তাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপীকে পসন্দ করেন না।" (৪ : ১০৭)।

কায্‌মান-এ ব্যক্তি তাদের মিত্র ছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন : সে নিশ্চয়ই জাহান্নামী। যেদিন উহুদ যুদ্ধ হল, তখন এ ব্যক্তি প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অনেক মুশরিক ব্যক্তিকে সে হত্যাও করে। তারপর যখমসমূহ তাকে কাবু করে ফেলে। তখন তাকে বনূ জাফরের পল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মুসলমানদের অনেকে তাকে লক্ষ্য করে বলেন : সুসংবাদ গ্রহণ কর হে কায্‌মান ! আজ তো তুমি বীরত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ! আল্লাহ্‌র পথে তুমি যে কষ্ট সহ্য করলে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ !

তখন জবাবে সে বলল, কিসের সুসংবাদ গ্রহণ করব ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি কেবল আমার সম্প্রদায়ের মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করেছি। তারপর তার যখম যখন গুরুতর হয়ে দাঁড়াল এবং প্রবল পীড়া দিতে লাগল, তখন সে তার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তার হাতের রগগুলো (তার ধারাল অংশের দ্বারা) কেটে দিল এবং এভাবে আত্মহত্যা করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আবদুল আশহালে জানামতে কোন মুনাফিক পুরুষ বা নারী ছিল না। তবে বনূ কা'বের অন্তর্ভুক্ত সা'দ ইব্‌ন যায়দের গোষ্ঠীর যাহ্‌হাক ইব্‌ন সাবিতকে মুনাফিকী এবং ইয়াহূদী প্রীতির অপবাদ দেয়া হত।

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত বলেন :

مَنْ مُبْلِغُ الضَّحَاكِ اَنْ عُرُوْقَهُ × أَعْيَتْ عَلَى الْاِسْلاَمِ اَنْ تَتَمَجَّدَا

اَتُحِبُّ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيْنَهُمْ × كَبِدَ الْحِمَارِ وَلاَ تُحِبُّ مُحَمَّدًا

دِيْنًا لِعَمْرِى لاَ يُوَافِقُ دِيْنَنَا × مَا اسْتَنَّ آلٌ فِى الْفَضَاءِ وَحَوَّدَا

"যাহহাককে এ পয়গামটি কে পৌঁছাবে যে, ইসলামের বিরোধিতার মাধ্যমে সম্মান প্রাপ্তির চেষ্টায় তার শিরা-উপশিরাগুলো ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

তুমি কি হিজাযের ইয়াহূদীদেরকে আর তাদের ধর্মকে ভালবাস ? যাদের হৃদয় হচ্ছে গাধার হৃদয় ? আর তুমি বুঝি মুহাম্মদকে ভালবাস না ?

আর তাদের ধর্ম এমনি এক ধর্ম, আমার জীবনের ও আয়ুর শপথ! তা কোনদিনই আমাদের দীনের সাথে মিলবে না—যতদিন মরীচিকা বায়ুমণ্ডলে দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হতে থাকবে।"

জুলাস ইব্ন সুওয়ায়দ ইব্ন সাবিত—আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে, সেমতে তাঁর তওবার পূর্বে এবং মু'আত্তাব ইব্ন কুশায়র, রাফি' ইব্ন যায়দ ও বিশ্র মুসলমান বলে বিবেচিত হত। একবার এক বিরোধ দেখা দিলে মুসলমানদের মধ্যকার কয়েক ব্যক্তি তার মীমাংসার উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু তারা তাঁর পরিবর্তে জাহিলিয়াত যুগের মত জ্যোতিষীদের কাছে তা নিয়ে যাবার জন্য আহবান জানায়। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعَمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلاً بَعِيْدًا .

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায় ?" (৪ : ৬০)

খাযরাজ বংশের বনূ নাজ্জার থেকে

এ গোত্রের মুনাফিকদের মধ্যে রয়েছে

রাফি' ইব্ন ওদী'আ, যায়দ ইব্ন আমর, আমর ইব্ন কায়স, কায়স ইব্ন আমর ইব্ন সাহ্ল।

জুশাম ইব্ন খাযরাজ গোত্রের

এই গোত্রের বনূ সালামা শাখাগোত্র থেকে ছিল

জাদ্দ ইব্ন কায়স—এ সেই ব্যক্তি, যে বলত : "হে মুহাম্মদ ! আমাকে অনুমতি দিন এবং ফিতনা-ফাসাদের মধ্যে ফেলবেন না।"

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلاَ تَفْتِنِّيْ اَلاَ فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا

"আর এদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।' সাবধান ! তারাই ফিত্নাতে পড়ে আছে।" (৯ : ৪৯)।

আওফ ইব্ন খাযরাজ গোত্রের

এ গোত্রের মুনাফিকদের মধ্যে ছিল—আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল—এ ছিল মুনাফিককুলের শিরোমণি। মুনাফিকরা তাকে কেন্দ্র করেই সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হত। এ ব্যক্তিই বনূ মুস্তালিকের অভিযানের সময় বলেছিল :

لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ

"তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবেই।" (৬৩ : ৮)-এর অব্যবহিত পরই পূর্ণ সূরায়ে মুনাফিকূন নাযিল হয়—তার এবং ওদী'আর ব্যাপারে—যে ছিল আওফ গোত্রেরই একজন।

মালিক ইব্ন আবূ কাওকল, সুওয়ায়দ, দা'ঈস।

এরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূলের লোক ছিল।

বনূ নযীরকে প্ররোচনা দান

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় এবং তার উক্ত মুনাফিক দলই বনূ নযীরদের যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবরোধ করে রেখেছিলেন, তখন তাদের প্ররোচনা দিয়ে বলেছিল, তোমরা অবিচল থাকবে, আল্লাহ্র কসম, যদি তোমাদেরকে একান্তই বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বেরিয়ে পড়ব আর তোমাদের স্বার্থের বিরোধী কোন ব্যাপারে আমরা কস্মিনকালেও কারো আনুগত্য করব না। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসব। তখন তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ নাযিল করেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ، وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ -

"আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি ? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের সেইসব সংগীকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (৫৯ : ১১)

এ প্রসঙ্গের শেষ অবধি তাদেরই ব্যাপারে নাযিল হয়—যার শেষ কথা হল :

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

"তাদের দৃষ্টান্ত শয়তান—যে মানুষকে বলে, কুফরী কর; তারপর যখন সে কুফরী করে, শয়তান তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি।" (৫৯ : ১৬)

ইয়াহূদী পণ্ডিতদের মধ্যকার মুনাফিকবৃন্দ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদী পণ্ডিতদের মধ্যে যারা ইসলামের কোলে আশ্রয় নেয় এবং অন্যান্য মুসলমানদের সাথে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু আসলে তারা মুনাফিক বা কপট ছিল, তারা হচ্ছে :

কায়নুকা' গোত্রের

সা'দ ইব্‌ন হুনায়ফ, যায়দ ইব্‌ন লাসীত, নু'মান ইব্‌ন আওফা ইব্‌ন আমর, উসমান ইব্‌ন আওফা।

এদের মধ্যে যায়দ ইবন লাসীত হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে বনূ কায়নুকার বাজারে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনী হারিয়ে যায়, তখন ঐ ব্যক্তিই বলেছিল :

মুহাম্মদের ধারণা, তার কাছে আসমানী খবর পর্যন্ত আসে, অথচ তার নিজের উটনীটি কোথায় হারিয়ে গেল সে খবরও তার নেই।

আল্লাহ্‌র শত্রু তাঁর বাহন সম্পর্কে যা বলেছিল, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে সংবাদ এসে গেল। তখন তিনি বললেন :

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে তাঁর উটনী সম্পর্কে সন্ধান দিয়ে দিয়েছেন। জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করেছে—

মুহাম্মদের ধারণা, তার কাছে আসমানী খবর পর্যন্ত পৌঁছে, অথচ তার নিজের উটনীটি কোথায় হারিয়ে গেল সে খবরও তার নেই।

وانى والله ما اعلم الا ما علمنى الله وقد دلنى الله عليها فهى فى هذا اللشعب قد حبستها شجرة بزمامها -

"আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্ যা আমাকে জ্ঞাত করেন তাছাড়া আর কিছুই আমি জানি না। আর উটনীটির ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ গিরিপথে তা রয়েছে, একটি বৃক্ষের সাথে তার লাগাম আটকে যাওয়ায় সে আটকা পড়েছে।"

তারপর কয়েকজন মুসলমান সেখানে যান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে যেমনটি বলেছিলেন, সেখানে সে অবস্থায়ই গিয়ে তা পান।

এই ইয়াহূদী পণ্ডিত মুনাফিকদের মধ্যে আরো রয়েছে :

রাফি' ইব্‌ন হুরায়মালা

—এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন :

قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين

"আজকের দিনে মুনাফিকদের অন্যতম একজন সরদারের মৃত্যু হয়েছে।"

রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত—এরই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রচণ্ড হাওয়া প্রবাহিত হলে মুসলমানরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

لا تخافوا فانما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار

"তোমরা শঙ্কিত হয়ো না। কেননা এ হাওয়া কাফির সরদারদের অন্যতম সরদারের মৃত্যুর দরুন প্রবাহিত হয়েছে।"

তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা শরীফে পদার্পণ করলেন, তখন দেখলেন রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার দিনেই মারা গেছে।

০ সিলসিলা ইব্‌ন বুরহাম।

০ কিনানা ইব্‌ন সূরিয়া।

মুনাফিকদেরকে মসজিদ থেকে বহিষ্কার

ঐ মুনাফিকরা রীতিমত মসজিদে এসে মুসলমানদের কথাবার্তা শুনত এবং তাঁদের ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাদের কতিপয় লোক একদিন মসজিদে সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে দেখতে পেলেন। তারা একান্তই একে অপরের পাশ ঘেঁষে ফিস্‌ফিস্ করে আলাপ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে তাদের অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মসজিদ থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হল। আবূ আইয়ূব, খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কুলায়ব উঠে গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের উমর ইব্‌ন কায়সের দিকে অগ্রসর হলেন। লোকটি জাহিলিয়াতের যুগে তাদের দেবমূর্তিসমূহের সেবায়েত ছিল। আবূ আইয়ূব তার ঠ্যাং ধরে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে মসজিদ থেকে বের করলেন। সে তখন বলছিল : তুমি কি আমাকে বনূ সা'লাবার উট-বকরী বাঁধবার জায়গা থেকে বের করে দেবে হে আবূ আইয়ূব ? তারপর আবূ আইয়ূব অনুরূপভাবে বনূ নাজ্জারের নাফি' ইব্‌ন ওয়াদীআর দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর তার চাদরের খুঁট ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলেন।[১] তিনি তার গালে সজোরে চপেটাঘাত করলেন এবং তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। আবূ আইয়ূব তখন তার উদ্দেশ্যে বলছিলেন : তোর জন্যে দুঃখ হায়রে মুনাফিক খবীস। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ থেকে তুই দূর হ'।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এর অর্থ হচ্ছে—যে পথে এসেছিস, সে পথ দিয়ে বেরিয়ে যা।

কবি বলেন :

فولى وادبر اد راجه × وقد باء بالظلم من كان ثم

উমারা ইব্‌ন হাযম অগ্রসর হন যায়দ ইব্‌ন আমরের দিকে। লোকটির ছিল লম্বা দাড়ি। তিনি তাকে তার এ দাড়ি ধরে টেনে-হেঁচড়িয়ে মসজিদ থেকে বের করে দেন। তারপর তার

১. অনেকটা জামার কলার ধরে ঝাঁকুনি দেয়ার মত—যা সাধারণত রাগত অবস্থায় লোকে করে থাকে।

দু'হাত একত্রে ধরে বুকে দমাদম কয়েকটি থাপ্পড় এত জোরে লাগালেন যে, সে তার ধকল সইতে না পেরে পড়ে যায়। রাবী বলেন পড়তে পড়তে সে বলছিল : আমার উপর কেন এক হাত নিলে হে উমারা! তিনি জবাবে বললেন : আল্লাহ্ তোকে দূর করুক হে মুনাফিক! আর আল্লাহ্ পরকালে তোর জন্যে যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন তা হবে এর চাইতেও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদের ধারে আর ঘেঁষবি না।

ইব্ন হিশাম বলেন : আরবী لدم শব্দটির অর্থ হচ্ছে, হাতের পাঞ্জার ভেতরের অংশ দিয়ে আঘাত করা। কবি তামীম ইব্ন উবায়র কবিতায় আছে :

وللفؤاد وجيب تحت ابهره × لدم الوليد وراء الغيب بالحجر

"আবহুর নামক শিরার নীচে হৃৎপিণ্ড ধরফড় করছে এবং নীচ থেকে ওয়ালীদের পাথর পিটানোর মত দমদমাদম পিটাচ্ছে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতায় উক্ত الغيب শব্দের অর্থ হচ্ছে নিম্নভূমি আর ابهر শব্দটির অর্থ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ধমনী।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আর আবূ মুহাম্মদ—ইনি ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নাজ্জার গোত্রীয় লোক। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ মুহাম্মদ মাসউদ ইব্ন আওস ইব্ন যায়দ ইব্ন আসরাম ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন গানাম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। তিনি অগ্রসর হলেন সমবেত মুনাফিকদের অন্যতম কায়স ইব্ন আমর ইব্ন সাহলের দিকে। কায়স ছিল মুনাফিকদের মধ্যে একমাত্র যুবক—অন্য কোন যুবক মুনাফিকের নাম জানা যায় না। আবূ মুহাম্মদ তাকে ঘাড় ধরে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন।

আবূ সাঈদ খুদরীর সম্প্রদায় বালখুদরার এক ব্যক্তি উঠে অগ্রসর হলেন—তাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস নামে অভিহিত করা হত। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদ থেকে মুনাফিকদের বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি হারিস ইব্ন আমর নামক এক ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হলেন। সে ছিল জুলফিওয়ালা। তিনি তার জুলফী ধরে তাকে সজোরে হেঁচড়িয়ে ভূমির উপর দিয়ে টেনে নেন এবং এভাবে মসজিদ থেকে বের করে দেন।

রাবী বলেন : মুনাফিকটি তখন বলছিল : হে হারিসের পুত্র ! তুমি আমার সাথে খুবই কঠোর আচরণ করলে। জবাবে তিনি তাকে বললেন : নিঃসন্দেহে তুই এরই যোগ্য। হে আল্লাহ্র শত্রু, তোর ব্যাপারে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করেছেন। আর কোনদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদের ধারে-কাছে আসবি না। কেননা তুই যে অপবিত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর আওফ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ গোত্রের এক ব্যক্তি তার ভাই যুয়াই ইব্ন হারিসের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বল প্রয়োগে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন এবং তার সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করেন। সে ব্যক্তি বলল : তোর উপর শয়তান ও শয়তানী কাজের প্রাবল্য রয়েছে।

সেদিন এ মুনাফিকরাই মসজিদে উপস্থিত হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বহিষ্কারের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের ব্যাপারে যা নাযিল হয়েছে

আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে, সেমতে আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় উক্ত ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ ও মুনাফিকদের সর্ম্পকেই সূরা বাকারার শুরু থেকে একশ' আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্ ঘোষণা করেন :

الٓمٓ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ -

"আলিফ, লাম, মীম-এ এমন গ্রন্থ যাতে কোন সংশয়-সন্দেহ নেই।"

"ইব্‌ন হিশাম বলেন : কবি সাঈদা ইব্‌ন জু'ইয়া আল-হুযালী তাঁর কবিতায় এ অর্থেই বলেছেন :

فقالوا عهدنا القوم قد حصروا به × فلا ريب ان قد كان ثم لحيم

আর ريب শব্দটির আরেক অর্থ হচ্ছে الريبة বা অপবাদ।

এ অর্থেই খালিদ ইব্‌ন যুহায়র হুযালী বলেছেন :

كأنني اريبه يريب

আর এই খালিদ ইব্‌ন যুহায়র হচ্ছেন পূর্বোক্ত আবূ যুয়ায়িব আল-হুযালীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"মুত্তাকী বা সংযমীদের জন্যে পথ-নির্দেশ।"

অর্থাৎ ঐসব লোক হিদায়াতের যে সব ব্যাপার তাদের জ্ঞাত আছে, তা ছেড়ে দিলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি নেমে আসবে বলে তারা ভয় করে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবীর আনীত ব্যাপারসমূহকে সত্য জ্ঞান করলে যে তাঁর রহমত বা করুণা লাভ করা যাবে, সে ব্যাপারে তারা আশা পোষণ করে।

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٠

"তারা হচ্ছে ঐসব লোক—যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস পোষণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা তাদের দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।"

অর্থাৎ ফরয সালাত যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সওয়াব বা পূণ্যলাভের আশায় যাকাত প্রদান করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -

"তাঁরা ঐসব লোক—যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস পোষণ করে এবং আপনার পূর্বে যা অবতারিত হয়েছে তাতেও বিশ্বাস করে থাকে।"

অর্থাৎ (হে রাসূল)! আপনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু (বিধি-বিধান) নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে সত্য প্রতিপন্ন করে এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে সব বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোকেও সত্য বলে জানে। তাঁদের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না বা তাঁরা তাঁদের প্রভু-পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যে সব বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলোকেও তারা অস্বীকার করে না।

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٠

"আর আখিরাতের প্রতিও তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে।"

অর্থাৎ পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ, মীযানে তারা পূর্ণ বিশ্বাসী। অর্থাৎ তারা এ কথার দাবিদার যে, তারা আপনার পূর্বে যাঁরা ছিলেন এবং তাঁদের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল, সেগুলোর প্রতি এবং আপনার প্রতি নাযিলকৃত ব্যাপারসমূহের প্রতিও তারা বিশ্বাস পোষণ করে থাকে।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ

"তারা তাদের প্রভু-পরোয়ারদিগারের হিদায়াত বা পথ-নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।"

অর্থাৎ তারা তাদের প্রভুপ্রদত্ত নূর বা জ্যোতির উপর রয়েছে এবং তাঁদের প্রতি যা এসেছে, তার প্রতি অবিচল রয়েছে।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٠

"এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম।"

অর্থাৎ তাঁরাই হচ্ছে ঐসব লোক, যারা তাদের ঈপ্সিত বস্তু পেয়েছে এবং যে সব অনিষ্ট থেকে তারা পালিয়েছে, সেগুলো থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে।"

অর্থাৎ যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি। যদিও তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনয়ন করেছি ঐসব ব্যাপারের প্রতি, যেগুলো আপনার পূর্বে আমাদের কাছে এসেছে।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٠

"আপনি তাদের সতর্ক করুন আর না-ই করুন, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না।"

অর্থাৎ তারা অগ্রাহ্য করেছে ঐসব বিবরণকে, যেগুলো তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবসমূহে আপনার প্রসঙ্গে রয়েছে এবং আপনার ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল, তা তারা অস্বীকার করে বসেছে। ফলে আপনার নিকট আগত প্রত্যাদেশকে তারা অগ্রাহ্য করেছে এবং আপনি ছাড়া অন্য নবীদের মাধ্যমে তাদের নিকট আগত প্রত্যাদেশসমূহকেও

তারা অগ্রাহ্য করেছে। সুতরাং তারা কি করে আপনার সতর্কবাণীসমূহ শুনবে ? অথচ তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা তাদের কাছে আপনার সম্পর্কে যে জ্ঞান বা অবগতি রয়েছে, তাই অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে বসেছে।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

"আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহের উপর রয়েছে আবরণ।"

অর্থাৎ হিদায়াত থেকে। এ হিদায়াত তারা কোনদিনই লাভ করতে সমর্থ হবে না। কেননা তারা আপনার নিকট আপনার প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ সত্যসমূহের ব্যাপারে আপনাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছে—যাবৎ না তারা এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার পূর্বে আগত ব্যাপারসমূহের প্রতি ঈমান আনবে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

"আর তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।"

কেননা তারা আপনার বিরুদ্ধে লেগেই আছে।

এগুলো হচ্ছে ইয়াহূদী ধর্মযাজকদের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াত। কেননা তারা তাঁকে সত্য জেনেও এবং সম্যকভাবে চিনেও অস্বীকার করেছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۔

আর লোকদের মধ্যে এমনও অনেক রয়েছে, যারা (মুখে) বলে : আমরা আল্লাহ্র প্রতি ও আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা মোটেও ঈমানদার বা বিশ্বাসী নয়।"

অর্থাৎ আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুনাফিকরা এবং তাদের সমর্থক ও অনুসরণকারী।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۔

"আল্লাহ্ এবং মু'মিনদেরকে তারা প্রতারণা করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না।"

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে।" অর্থাৎ সংশয়-সন্দেহ।

فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

"আল্লাহ্ তাদের এ ব্যাধিকে বৃদ্ধি করেন।" অর্থাৎ সংশয়কে বৃদ্ধি করে দেন।

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۔

"তাদের জন্যে রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ তারা মিথ্যাচারী।"

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ـ

"যখন তাদের বলা হয় ভূপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করো না। তারা বলে, আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী।"

অর্থাৎ আমরা মু'মিনপক্ষ ও আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহূদী-খ্রিস্টান) উভয় পক্ষের মধ্যে আপসরফা করে দিতেই সচেষ্ট। জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ ـ

"সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।"

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لاَّ يَعْلَمُوْنَ ـ

"যখন তাদের বলা হয়, যেসব লোক ঈমান এনেছে, তোমরাও তাদের মত ঈমান আন। তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব? সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।"

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ـ

"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়।"

অর্থাৎ ঐসব ইয়াহূদীর সাথে সাক্ষাৎ করে, যারা তাদের সত্য অস্বীকার করতে আদেশ করে এবং রাসূল (সা) যা নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতায় উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ

"তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি।"

অর্থাৎ আমরা ঠিক তেমনটি রাসূলকে ও তার শরীআতকে অস্বীকৃতি জানিয়ে যাচ্ছি— যেমনটি তোমরা।

اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ـ

"আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।"

অর্থাৎ (ঈমান প্রকাশের ছলে) আমরা মুসলমানদের নিয়ে বিদ্রূপ-উপহাসই করে থাকি। আল্লাহ্ তা'আলা (এর জবাবে) বলেন :

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ তাদের সাথে উপহাস করেন এবং তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : يَعْمَهُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে يحاودون—তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে অর্থাৎ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে ঘুরতে থাকে। এই অর্থেই আরবরা বলে : رجل عمه وعامه অর্থাৎ লোকটির বিভ্রান্তি তাকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে ঘুরাচ্ছে।

কবি রূবা ইব্‌ন আজ্জাজ একটি দেশের বিবরণ দিচ্ছে এভাবে ঃ أَعمى الهُدى بِالْجَاهِلِيْنَ الْعُمَّه। "অজ্ঞ উদ্ভ্রান্তদেরকে বিভ্রান্ত অন্ধ করে দিয়েছে।" তার বীররসমূলক একটি কবিতার একটি পংক্তি হচ্ছে এটি। আরবী العمه শব্দটি হচ্ছে عامه শব্দের বহুবচন। আর عمه শব্দের বহুবচন হচ্ছে عمهون স্ত্রীলিঙ্গে عمه এবং عمهاء

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى

"এরাই হচ্ছে সে সব ব্যক্তি যারা গুমরাহী খরিদ করেছে হিদায়াতের বিনিময়ে।"

অর্থাৎ তারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর খরিদ করেছে।

فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ٠

"তাদের ব্যবসায়ে মুনাফা হয়নি, আর তারা সঠিক পথে পরিচালিতও নয়।"

মুনাফিকদের প্রথম উপমা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একটি উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لاَّ يُبْصِرُوْنَ ٠

"তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল। এ যখন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ্ তখন তাদের চোখের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদের ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন। তারা কিছুই দেখতে পায় না।"

অর্থাৎ তারা না হক দেখতে পায়, আর না হক বলে। যখন তারা জ্যোতির সাহায্যে অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসে, তখন তাদের কুফর ও নিফাকের দ্বারা পরক্ষণেই তা তারা নিভিয়ে দেয়। তাই আল্লাহ তাদের কুফরের অন্ধকাররাশিতে নিক্ষেপ করেন, তখন তারা আর হিদায়াতের আলোকরশ্মি দেখতে পায় না; হক্বের উপর তারা অবিচলভাবে টিকে থাকতে পারে না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ ٠

"তারা বধির, মূক, অন্ধ সুতরাং তারা ফিরবে না।"

অর্থাৎ তারা হিদায়াতের পথে ফিরে আসবে না। তারা কল্যাণের ব্যাপারে মূক, অন্ধ, বধির—কল্যাণের দিকে ফিরে আসবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বর্তমান অবস্থানে থাকবে, তারা নিষ্কৃতি পাবে না।

মুনাফিকদের দ্বিতীয় উপমা

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ‏

"কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতচমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তারা কর্ণকুহরে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। আল্লাহ্ কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : الصيب হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি। এটা صاب - يصوب ধাতু থেকে নির্গত। যেমন আরবদের السيد শব্দটি ساد - يسود ধাতু থেকে, الميت শব্দটি مات - يموت ধাতু থেকে নির্গত। এর বহুবচন হচ্ছে صيائب।

কবি আলকামা ইব্‌ন আব্‌দ আহাদ বনূ রবী'আ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ-এ মানাত ইব্‌ন তামীমের কবিতার দু'টি পংক্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এভাবে :

كأنهم صابت عليهم سحابة × صواعقها لطيرهن دبيب

এবং

فلا تعدلى بينى وبين مغمر × سقتك روايا المزن حيث تصوب

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তোমাদের বিরোধিতা এবং তোমাদের ভীতি তাদেরকে কুফরীর মধ্যে অন্ধকারে এবং মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন রেখেছে। তাদের উপমা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো, যে ব্যক্তি মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির অন্ধকারে রয়েছে, সে তার দু'টি হাত তার দু'টি কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুর ভয়ে। আল্লাহ্ বলেন : আল্লাহ্ই তাদের উপর এ দুর্গতি চাপিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি কাফিরদের পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ

"বিদ্যুতচমক তাদের দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেয়ার উপক্রম করে।"

অর্থাৎ হক্ক বা সত্যের বিদ্যুতপ্রভা এতই উজ্জ্বল যে, তার ঔজ্জ্বল্যের প্রাবল্য তাদের দৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে নেড়ে নেয়ার উপক্রম করে।

كُلَّمَاۤ اَضَاۤءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَاِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا

"যখনই বিদ্যুত-প্রভা তাদের সম্মুখে চমকে উঠে, তারা তখন তাতে পথ চলে, আর যখনই আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন থমকে দাঁড়ায়।"

অর্থাৎ যখন সত্যকে তারা চিনতে পায়, তখন সত্য কথা বলতে থাকে। সত্য বলে সরল পথে চলে আসে। তারপর যখন আবার মুখ ঘুরিয়ে কুফরের দিকে চলে যায়, তখন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিতেন।" কেননা তারা সত্যকে চিনেও তা বর্জন ও পরিহার করে চলেছে।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

"আল্লাহ্ সর্বাবিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

আল্লাহ্‌র দান : ইবাদতের আহবান

তারপর বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ

হে মানুষ ! তোমাদের সে প্রতিপালকের ইবাদত কর।"

অর্থাৎ কাফির ও মুনাফিক উভয় শ্রেণীর প্রতিই এ সম্বোধন যে, তোমাদের প্রভুর একত্ববাদে বিশ্বাসী হও।

اَلَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًالَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

"যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি কছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনেশুনে কাকেও আল্লাহ্‌র সাথে সমকক্ষ দাঁড় করবে না।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : انداد অর্থ امثال —সমকক্ষ, তুল্য বা সমপর্যায়ভুক্ত। একবচনে ند;

কবি লবীদ ইব্‌ন রবী'আ বলেন :

احمد الله فلا ندله × بيديه الخير ماشاء فعل -

"আমি আল্লাহ্‌র স্তবস্তুতি করছি। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তাঁরই হাতে সমস্ত কল্যাণ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।" তাঁর একটি কবিতায় এ পংক্তিটি আছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক করো না। যারা লাভ বা ক্ষতি কোনটাই করতে পারে না। অথচ তোমরা জান যে, তোমাদের জীবিকা দেওয়ার মত তিনি ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নেই। আর তোমরা জান যে, যে একত্ববাদের প্রতি রাসূল (সা) তোমাদের আহবান জানাচ্ছেন, তাই সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই।

কুরআনের চ্যালেঞ্জ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا -

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, তাতে তোমাদের সন্দেহ থাকলে।"

অর্থাৎ তিনি যা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, এতে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে।

فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

"তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে এস এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।"

অর্থাৎ তোমাদের অবস্থানের সপক্ষে যারা সাহায্যকারীরূপে আছে, সাধ্যমত তাদেরকেও (সাহায্যার্থে) আহবান জানাও।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا

"যদি তোমরা তা করতে না পার, আর কখনো তা করতে পারবে না"—

তাহলে সত্য তোমাদের সম্মুখে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ٠

"তবে সে আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্যে যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।" (২ : ২৩-২৪)

অর্থাৎ ঐ লোকদের জন্যে, যারা তোমাদের মত কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বনী ইসরাঈলের বর্ণনা

তারপর আল্লাহ্ তাদের উৎসাহ দেন এবং তাদের নিকট থেকে নবী করীম (সা)-এর ব্যাপারে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি তাদের কাছে আসলে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, সে অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন তাদের সৃষ্টির প্রথম সময়ের কথা এবং তাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর অবস্থার কথা। তারপর তারা যখন তাঁর আনুগত্যের বিরোধিতা করেছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের সাথে কী আচরণ করেছিলেন- সে কথা। তারপর বলেন :

يٰبَنِىْۤ اِسْرَاۤئِيْلَ

"হে বনী ইসরাঈল !" ইয়াহূদী পণ্ডিত ও ধর্মনেতাদের প্রতি সম্বোধন।

اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

"আমার সে অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর, যা দিয়ে আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি।"

অর্থাৎ আমার পরীক্ষা স্বরূপ তোমাদের এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের নিকট—যখন আল্লাহ্ তাদেরকে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কবল থেকে নিস্কৃতি প্রদান করেছিলেন।

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ

"এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ কর", যা আমি তোমাদের যিম্মায় রেখেছিলাম পূরণ করার জন্য, যখন আমার নবী আহমদ তোমাদের নিকট আসবেন।

أُوفِ بِعَهْدِكُمْ

"আমিও তোমাদের সংগে আমার অঙ্গীকার পূরণ করব।"

অর্থাৎ তাঁকে সত্যরূপে গ্রহণ ও তাঁর আনুগত্যের বিনিময়ে তোমাদের ঘাড়ের বোঝা এবং তোমাদের শৃঙ্খলরাশি—যা তোমাদের অপরাধের কারণে তোমাদের উপর চেপেছিল, তা থেকে তোমাদের মুক্ত করব।

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

"এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।" যাতে সে সমস্ত শাস্তি ও গযব তোমাদের উপর অবতীর্ণ না হয়, যা ইতিপূর্বে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চেহারা বিকৃতি ইত্যাদি আকারে নাযিল হয়েছিল।

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

"আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে ঈমান আন, এটি তোমাদের কাছে যা আছে তার প্রত্যয়নকারী, আর তোমরাই তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না।"

অথচ তোমাদের কাছে রয়েছে সেই জ্ঞান, যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই।

وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ - وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

"এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।" (২ : ৪০-৪২)।

অর্থাৎ আমার রাসূল সম্পর্কে এবং তাঁর আনীত শরীআত সম্পর্কে তোমাদের কাছে যে জ্ঞান রয়েছে, তা তোমরা গোপন করো না এবং তোমাদের কাছে যে কিতাব রয়েছে, তাতেও তাঁর অবস্থার বর্ণনা রয়েছে।

বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

"তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না?" (২ : ৪৪)

অর্থাৎ তোমাদের কাছে নবুওয়ত ও তাওরাতের যে অঙ্গীকার রয়েছে, তা অগ্রাহ্য করতে তোমরা লোককে বারণ করে থাক। অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও যে, তোমরা নিজেরাই আমার রাসূলকে মান্য করার ব্যাপারে তোমাদের যে অঙ্গীকার আমার সাথে ছিল, তা তোমরা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে চলেছ। আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করছ এবং তোমরা আমার যে কিতাবের কথা জ্ঞাত আছ, তা-ই অস্বীকার করে চলেছ।

তারপর তাদের নব উদ্ভাবিত ক্রিয়াকাণ্ডের অর্থাৎ তাদের বিদআতসমূহের কথা একে একে বর্ণনা করেন। তাদের গো-বৎস এবং এ ব্যাপারে কৃত ক্রিয়াকাণ্ড, আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের তওবা কবূলের কথা, তারপর তাঁর তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা এবং তাদের উক্তি :

أَرِنَـا اللّٰهَ جَهْـرَةً

"(হে মূসা !) আমাদেরকে খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্কে দেখিয়ে দিন।" -এর কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : جهـرة অর্থ ظاهرا —প্রকাশ্যভাবে, কোন বস্তু যেন তাঁকে আমাদের থেকে আড়াল করে না রাখে এমনভাবে।

কবি আবুল আখযার হামানী—যার আসল নাম কুতায়বা— তিনি বলেছেন :

يـجـهـر اجـواف الـمـياه الـشُّـدَمَ

কবি তাঁর বীররসমূলক কবিতায় এ পংক্তিতে يـجـهر শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন : সুদাম নামক জলাশয়টি তার পানির অভ্যন্তরের সবকিছু দর্শকদের সামনে প্রকাশ করে দেয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গাফলতির দরুন বজ্রাহত হওয়ার কথা, মৃত্যুর পর তাদের জীবিত করার কথা, তাদের মেঘমালা দিয়ে ছায়া দেওয়ার কথা এবং তাদের জন্যে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করার কথা বর্ণনা করেন। আর তাদের প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ— "তোমরা অবনত মস্তকে 'ক্ষমা চাই' বলে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর"— অর্থাৎ আমি যা তোমাদের বলতে বলি, তা বল। তবে আমি তোমাদের গুনাহরাশি মাফ করে দেব।

তারপর আল্লাহ্ এ কথার উল্লেখ করেন যে, তারা এ কথাটি বদলে দেয় এবং আল্লাহ্র আদেশ নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : মান্না হচ্ছে এমন এক বস্তু, যা ভোররাতে তাদের গাছপালার উপর পতিত হত। তারা তা গাছের পাতা থেকে কুড়িয়ে নিত এবং তা মধুর মতো মিষ্ট হত।

তারা তা পান ও আহার করত।

বনূ কায়স ইব্ন সা'লাবার কবি আ'শা বলেন :

لَوْ أُطْعِمُوا الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى مَكَانَهُمْ × مَا اَبْصَرَ النَّاسُ طُعْمًا فِيْهِمْ نَجِعَا

"লোকে যদি আপন ঘরে বসে মান্না ও সালাওয়াও আহার্যরূপে পেয়ে যায়, তবুও তারা এমন আহারকে তাদের জন্যে উপাদেয় বলে ভাববে না।"

এ পংক্তিটি তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

سـلـوى (সালওয়া) হচ্ছে এক প্রকার পাখি। তার একবচন سـلـواة ; কেউ কেউ মধুকেও সালওয়া বলে বলে অভিহিত করেছেন। যেমন খালিদ ইব্ন যুহায়র হুযালী বলেছেন :

وَقَاسَمَهُمَا بِاللّٰهِ حَقًّا لَاَنْتُمْ × اَلَذُّمِنَ السَّلْوٰى اِذَا مَا نَشُوْرُهَا

"সে তাদের সামনে আল্লাহ্র নামে এ মর্মে কসম খেল যে, তোমরা হচ্ছ মধুর চাইতেও সুস্বাদু—যখন আমরা তা (মৌচাক থেকে) বের করি।"

এ পংক্তিটি তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। এবং حطة শব্দটির অর্থ হচ্ছে- আমাদের পাপ ক্ষমা করে দিন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : তাদের এ.শব্দটি পরিবর্তন সম্পর্কে সালিহ ইব্ন কায়সান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তাওমাআ বিন্ত উমাইয়া ইব্ন খালফের আযাদকৃত গোলাম সালিহ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এবং এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করি না, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তারা যে দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্যে আদিষ্ট হয়েছিল, সে দরজা দিয়েই অবনত মস্তকে, হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে; আর মুখে বলে : حنط فى شعير অর্থাৎ "যবের মধ্যে গম।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ শব্দ দু'টিকে حنطة فى شعيرة বলেও উল্লেখ করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইলেন। তখন আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত করার নির্দেশ দিলেন। আর তাদের জন্যে তা থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রত্যেকটি গোত্রের জন্য একটি করে প্রস্রবণ, তারা তাথেকে পানিপান করত। প্রত্যেক গোত্র তাদের নিজ নিজ প্রস্রবণ চিনে নেয়, যা থেকে তারা পানি পান করত।

উত্তম রিযকের পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তুর প্রার্থনা

তারপর মূসার কাছে তাদের এরূপ দাবি তোলার কথা উল্লেখ করেন, যাতে তারা বলে :

لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط

"আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর—যেন তিনি ভূমিজাত দ্রব্য—শাকসব্জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।"

قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ

"মূসা বলল : তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে বদল করতে চাও ? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে।" (২ : ৬১)

ইব্ন ইসহাক বলেন : তারা কিন্তু তা করেনি। অর্থাৎ তারা কোন শহরেই যায়নি।

পাথর থেকেও কঠিন

তারপর তারা যাতে তাঁর প্রদত্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে, তার জন্য তাদের উপরে তুর পাহাড়কে উত্তোলন ও তাদের চেহারা বিকৃতির কথা বর্ণনা করেন। আর তাদের কিছু সংখ্যককে বানর

বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর সে গাভীর কথা বর্ণনা করেন, যা দিয়ে জনৈক নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের মতানৈক্যকালে আল্লাহ্ তাদেরকে নিদর্শন দেখান এবং শেষ পর্যন্ত গাভীর হাকীকত সম্পর্কে মূসাকে তাদের অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের সামনে আল্লাহ্ প্রকৃত ব্যাপারটি প্রকাশ করে দেন।

তারপর আল্লাহ্ তাদের হৃদয় কঠিন হওয়া সম্পর্কে বলেন যে, حتى كانت كالحجارة او اشد قسوة -তা পাথরের মত কিংবা তার চাইতেও অধিক কঠিন হয়ে গেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط

"আর পাথরও কতক এমন যে তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন, যা আল্লাহ্র ভয়ে ধসে পড়ে।"

অর্থাৎ পাথরের মধ্যে কতক এমনও আছে, যা তোমাদের ঐ অন্তরসমূহ থেকে নরম, যাকে হকের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়, কিন্তু তা কবূল করে না।

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ .

"তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সে সম্পর্কে অনবহিত নন।" (২ : ৭৪)

আল্লাহ্র কিতাবে বিকৃতি সাধন

তারপর মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর বিশ্বাসী সাহাবীগণকে ওদের সম্পর্কে নিরাশ করে দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

"তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে ? যখন তাদের একদল আল্লাহ্র বাণী শুনত ও বোঝার পর জেনেশুনে তা বিকৃত করত।" (২ : ৭৫)

আল্লাহ্র কালামের এ অর্থ এ নয় যে, তাদের সকলে আল্লাহ্র কালাম তাওরাত শুনত। বরং অর্থ এই যে, তাদের এক বিশেষ দল তা শুনত।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছ কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে এ কথাটি পৌঁছেছে যে, তারা মূসা (আ)-কে বলল : হে মূসা ! আমাদের এবং আল্লাহ্র দীদারের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। যখন তিনি তোমার সাথে কথাবার্তা বলেন, তখন আমাদের সে কথাগুলো শুনিয়ে দেবে। তখন মূসা (আ) তাঁর রবের নিকট সে মর্মে ফরিয়াদ করলেন। তখন আল্লাহ্ মূসাকে বললেন : আচ্ছা, তাদেরকে তাদের দেহের ও বস্ত্রের পবিত্রতা অর্জন করতে এবং রোযা

রাখতে বলে দাও ! তারা তা-ই করল। তারপর মূসা (আ) তাদের নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। যখন তারা তূরে গিয়ে উপনীত হল, তখন মেঘমালা তাদের ঢেকে ফেলল। মূসা (আ)-এর আদেশক্রমে তারা তখন সিজদায় পড়ল। আল্লাহ্ তখন মূসার সাথে কথা বলল এবং তারা তা শুনতেও পেল। আল্লাহ্ তাদেরকে আদেশ-নিষেধ শুনালেন, তারা তা শুনল এবং উপলব্ধিও করল। মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ফিরে গেলেন। যখন তারা তাদের নিকট আসল, তখন তাদের একদল আল্লাহ্ তাদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা বিকৃত করে ফেলল। যখন মূসা তাদের বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অমুক অমুক আদেশ দিয়েছেন, তখন ঐ বিকৃতিকারী দল বলতে লাগল : না, আল্লাহ্ এরূপ বলেছেন। একথা বলে তারা আল্লাহ্ যা বলেছিলেন, তার বিপরীত কথা শোনাল। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

তার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا

"তারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা বলে : আমরা ঈমান এনেছি।"

অর্থাৎ তোমাদের সাথী আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁকে বিশেষভাবে তোমাদের কাছেই পাঠানো হয়েছে।

চরম মুনাফিকী

وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا

"আর যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা বলে" : আরবদেরকে এ কথা বলো না। কেননা তাঁরই ওসীলায় তোমরা ইতিপূর্বে তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্যে দু'আ করতে। আর তিনি তাদেরই মধ্যে প্রেরিত হয়েছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ

"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে : আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কি তা তাদের বলে দাও ? এদিয়ে তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?" (২ : ৭৬)

তাওরাতের সুসংবাদ গোপন

অর্থাৎ তোমরা স্বীকার কর যে, তিনি নবী। তোমরা এ কথাও জান যে, তোমাদের নিকট থেকে তাঁর অনুসরণের ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। তিনি তোমাদের বলেছেন যে,

তিনিই সেই নবী, যাঁর প্রতীক্ষা আমরা এতকাল ধরে করে আসছি এবং যাঁর কথা আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি ! তোমরা তাঁকে অস্বীকার করবে এবং আরবদের কাছে তাঁর কথা স্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَوَلاَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ·

"তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা জানেন ?"

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلاَّ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ ·

"এবং তাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে, যাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।" (২ : ৭৭-৭৮)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা বর্ণনা করেছেন : اِلاَّ يَظُنُّوْنَ। অর্থ হচ্ছে الاقـراءة। অর্থাৎ পাঠ ব্যতিরেকে তারা আর কিছুই করে না। কেননা উম্মী বা নিরক্ষর হচ্ছে সেই লোক, যে পড়তে পারে কিন্তু লিখতে পারে না। তাহলে আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ হচ্ছে : তারা আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞান রাখে না, কেবল তা পড়তে পারে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা ও ইউনুস থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা আল্লাহ্‌র বাণীর এ অর্থই আরবদের প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী গ্রহণ করেছেন। আর এ কথা আবূ উবায়দা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইউনুস ইব্‌ন হাবীব নাহবী এবং আবূ উবায়দা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : আরবরা تمنى বলে قـرأ -এর অর্থ নিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে আছে :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ

"আপনার আগে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী আমি প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে।" (২২ : ৫২)

'আমানী' শব্দের অর্থ

ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : আবূ উবায়দা নাহবী আমাকে কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করে শুনান :

تَمَنّٰى كِتَابَ اللّٰهِ اَوَّلَ لَيْلِهِ × وَاٰخِرَهُ وَافَى حِمَامُ الْمَقَادِرِ

"তিনি রাতের প্রথম ভাগে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করলেন আর ঐ রাতেরই শেষ ভাগে নির্ধারিত মুত্যু তার পূর্ণ হক আদায় করে নিল।"

তিনি আমার কাছে আরো আবৃত্তি করে শুনালেন :

تمنى كتاب اللّٰه فِي اليل خاليا × تمني داؤد الزبور على رسل

"তিনি রাতের বেলা নিভৃতে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করলেন, যেমন দাঊদ (আ) যাবূর থেমে থেমে পাঠ করতেন।"

اَمَانِيُّ শব্দের একবচন হচ্ছে أُمْنِيَّةٌ। আর এ শব্দটি ধনৈশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ "তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।" (২ : ৭৮)

অর্থাৎ তারা কিতাবের জ্ঞানও রাখে না এবং জানে না তাতে কি আছে। তারা কেবল অনুমানের ভিত্তিতেই আপনার নবুওয়তকে অস্বীকার করছে।

ভিত্তিহীন দাবি

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ·

"তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না। বলুন : তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ্ তাঁর অংগীকার ভঙ্গ করবেন না, কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না?" (২ : ৮০)

ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন সাবিতের জনৈক আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা) কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখন ইয়াহূদীরা বলত, পৃথিবীর আয়ূ হচ্ছে সাত হাজার বছর, আর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার প্রতি হাজার বছরের জন্যে আখিরাতে একদিন মাত্র মানুষকে জাহান্নামের শাস্তি দেবেন। এ হিসাবে আখিরাতের শাস্তি হবে সাতদিন মাত্র। তারপরই আযাব শেষ হয়ে যাবে। তাদের এ মন্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ -

"তারা বলে, 'দিন কতক ব্যতীত আগুন আমাদের কখনো স্পর্শই করবে না।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না।' হ্যাঁ, যারা পাপকাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদের পরিবেষ্টন করে।" (২ : ৮০-৮২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের মত পাপাচারে লিপ্ত হল, আর তোমাদের মত কুফরী করল, ফলে আল্লাহ্র কাছে তার যে নেকী ছিল, তা বিনষ্ট হয়ে গেল।

فَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ·

"তারাই জাহান্নামী—সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" অর্থাৎ তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ·

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (২ : ৮০-৮২)

অর্থাৎ তোমরা যা অস্বীকার করেছ, তা যারা মেনে নিয়েছে, আর যে দীন তোমরা তরক করেছ, তার উপর যারা আমল করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ্ এভাবে তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পাপ-পূণ্যের ফলাফল পাপী বা পূণ্যবানদের জন্য চিরস্থায়ী হবে, যা কোন দিন শেষ হবে না।

ইয়াহূদীদের অঙ্গীকার লংঘন ও নাফরমানী

অঙ্গীকার ভঙ্গ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তিরস্কার করে বলেন :

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ·

"স্মরণ কর, যখন আমি ইসরাঈল-সন্তানদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।" (২ : ৮৩)

অর্থাৎ এ সব কাজ তোমরা ছেড়ে দিলে; কিন্তু কোন দোষ-ত্রুটির কারণে তোমরা এ সব পরিত্যাগ করনি; বরং তোমরা এতে অভ্যস্ত।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُوْنَ دِمَاۤءَكُمْ

"আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না।" (২ : ৮৪)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : تسفكون অর্থ تصبون —তোমরা প্রবাহিত কর। আরবরা বলে : سفك دمه অর্থাৎ صبه — তার রক্ত প্রবাহিত করল। وسفك الزق — মশকের সব পানি প্রবাহিত করল। কবি বলেন :

وكنا اذ اما الضيف حل بارضنا × سفكنا دماء البدن فى تربة الحال

"যখন আমাদের যমীনে মেহমানের আগমন ঘটে, তখন আমরা উটের রক্ত প্রবাহিত করে তার আপ্যায়ন করি, যার কারণে ভূমি তখন রক্তাক্ত হয়ে উঠে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : حـال এখানে সেই মাটির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার সঙ্গে বালু মিশ্রিত। আরবরা একে السهلة বলে থাকে। হাদীসে আছে :

لما قال فرعون : اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ اِسْرَاۤئِيْلَ اَخَذَ جِبْرِيْلُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ وَحَمَاتِهٖ فَضَرَبَ بِهٖ وَجْهَ فِرْعَوْنَ –

"যখন ফিরআওন বলল : 'আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যাঁর প্রতি বিশ্বাস করে—তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।" (১০ : ৯০) তখন জিবরাঈল (আ) সমুদ্রের বালু-মিশ্রিত কাদা তুলে তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন।"

حال এখানে الحماة বা কাদার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ . "আর তোমরা আপনজনকে স্বদেশ থেকে বের করবে না, এরপর তোমরা এটা স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।" (২ : ৮৪)

অর্থাৎ তোমরাই এ ব্যাপারে সাক্ষী যে, বস্তুত আমি তোমাদের থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলাম :

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَاۤءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরাই তারা, যারা এরপর একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বের করছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করছ।" (২ : ৮৫)

অর্থাৎ মুশরিকদের—এমনকি তারা তাদের সাথী হয়ে অপরের রক্ত প্রবাহিত করে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে অপরকে দেশছাড়া করে।

وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ

"আর তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও;"

وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ

"অথচ তাদের বের করে দেওয়াই তোমাদের জন্য হারাম ছিল।"

অর্থাৎ তোমরা জান যে, তোমাদের ধর্ম-বিধান অনুসারে এটা তোমাদের জন্য তোমাদের কিতাবে হারাম ছিল।

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ?" অর্থাৎ তোমরা কি এতে বিশ্বাস করে মুক্তিপণ দাও, আর এতে অবিশ্বাস করে তাদের দেশছাড়া কর ?

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ - اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ ·

"সুতরাং যারা এরূপ করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। ... সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।" (২ : ৮৫-৮৬)

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কার্যক্রমের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন, আর এর আগে তিনি তাওরাতেই তাদের উপর রক্তপাতকে হারাম এবং তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করা তাদের উপর ফরয করে দিয়েছিলেন।

মদীনার ইয়াহূদীদের আচরণ

তারা ছিল দু'টি উপদল। একটি ছিল বনূ কায়নুকা। খাযরাজ বংশীয় মিত্ররা তাদের মধ্যেই গণ্য হত। অপর দলটি ছিল বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা। আওস গোত্রীয় মিত্ররাও তাদের মধ্যে গণ্য হত। তাই যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধত, তখন বনূ কায়নুকা খাযরাজের সাথে এবং বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা আওসদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করত। প্রত্যেক পক্ষ তাদের মিত্রদের পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং এতে মিত্রদের খাতিরে স্বজাতীয়দের রক্তপাতেও কুণ্ঠিত হত না। অথচ তাদের হাতে থাকত তাওরাত, যার মাধ্যমে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হত। আর আওস-খাযরাজরা ছিল পৌত্তলিক অংশীবাদী। তারা মূর্তিপূজা করত। তারা বেহেশ্ত দোযখ কী, তা জানত না। পুনরুত্থান ও কিয়ামত সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। কিতাব কী বস্তু, তা তারা জানত না। হালাল-হারাম সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা ছিল না। যখন যুদ্ধের অবসান হত, তখন তারা তাওরাতের বিধান অনুযায়ী তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করত। তখন তারা একপক্ষের বন্দীদের সাথে অন্যপক্ষের বন্দীদের বিনিময় করত। বনূ কায়নুকা আওসের হাতে তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করত। পক্ষান্তরে বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যা-খাযরাজের হাতে তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করত। ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে তারা নিজেরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হত, একপক্ষ অপর পক্ষের লোককে হত্যা করত এবং তাদের রক্তপণ তারা দাবি করত না। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে আল্লাহ্ বলেন :

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ?" (২ : ৮৫)

অর্থাৎ তাওরাতের নির্দেশ অনুসারে তার মুক্তিপণ আদায় কর। আবার তাকে হত্যাও কর ? অথচ তাওরাতের বিধান হচ্ছে এরূপ না করার। তোমরা তাকে হত্যা কর এবং তাকে ঘরছাড়া কর; আর পার্থিব লাভের জন্য তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাথে শিরককারীদের এবং তাঁকে ছেড়ে মূর্তির পূজাকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা কর ?

আমার কাছে যে বর্ণনা পৌঁছেছে, সেমতে আওস ও খাযরাজের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ

"নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি।" (২ : ৮৭)

অর্থাৎ ঐ সব প্রমাণ যা তাকে দেওয়া হয়েছিল, যথা মৃতকে জীবিত করা, মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি তৈরি করে তারপর তাতে আল্লাহ্র হুকুমে প্রাণ সঞ্চার করা এবং তা পাখি হয়ে যাওয়া, রোগীদের রোগমুক্ত করা, তারা যা ঘরে সঞ্চয় করে রাখত তার অনেক বস্তু সম্পর্কে খবর দেওয়া, ঈসা (আ)-এর কাছে নতুনভাবে ইনজীল প্রেরণ করা সত্ত্বেও পুনরায় তাদের কাছে তাওরাত প্রেরণ করা। তাদের এসব বিষয় অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন :

اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ـ

"তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ, আর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ ?" (২ : ৮৭)

অভিশাপের কারণ

তারপর মহান আল্লাহ্ বলেন : তারা বলেছিল, وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ "আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত", অর্থাৎ সুসংরক্ষিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ـ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ٠

"বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ্ তাদের লা'নত করেছেন, সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে। তাদের নিকট যা আছে আল্লাহ্র নিকট থেকে যখন তার সমর্থক কিতাব আসল, যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল, তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত।" (২ : ৮৮-৮৯)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রসঙ্গ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে 'আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা তাঁর সম্প্রদায়ের কোন কোন বুযর্গ থেকে বর্ণনা করেছেন। আসিম বলেন, তাঁরা বলেছেন : আল্লাহ্র কসম ! আমাদের এবং তাদের ব্যাপারেই এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

জাহিলী যুগে আমরা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলাম। আমরা ছিলাম মুশরিক আর ইয়াহূদীরা ছিল আহলে কিতাব। তারা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন : অচিরেই একজন নবী প্রেরিত হবেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করব। তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী। আমরা তাঁর সঙ্গী হয়ে তোমাদের আদ ও ইরামের হত্যা করব।

তারপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শদের মধ্যে তাঁর রাসূল প্রেরণ করলেন, তখন আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে গেলাম। পক্ষান্তরে ইয়াহূদীরা তাঁকে অস্বীকার করল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ٠ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَّكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا أَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -

"তারা যা জ্ঞাত ছিল, তা যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রি করেছে—তা এই যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।" (২ : ৮৯-৯০)

অর্থাৎ তিনি তাদের বাইরে অন্য লোকদের থেকে কেন নবী বানালেন?

فَبَاءُوْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

"সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (২ : ৯০)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : الغضب على الغضب ক্রোধের উপর ক্রোধের অর্থ প্রথম ক্রোধ হচ্ছে তাদের কাছে তাওরাত কিতাব থাকা সত্ত্বে তারা এর বিধান অনুযায়ী আমল করেনি, আর দ্বিতীয় ক্রোধ এজন্য যে, আল্লাহ কর্তৃক তাদের কাছে প্রেরিত নবী মুহাম্মদ (সা)-কে তারা অস্বীকার করেছে।

এরপর তাদের উপর তূর পাহাড়কে উত্তোলন এবং আল্লাহ্‌কে ছেড়ে গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

ইয়াহূদীদের পার্থিব মোহ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"বলুন, যদি আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যেই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (২ : ৯৪)

অর্থাৎ তোমরা এ মর্মে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর যে, আমাদের মধ্যে যে দল অধিক মিথ্যাবাদী, তাদের মৃত্যু হোক। তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এরূপ দু'আ করতে অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

"কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনো তা কামনা করবে না।" (২ : ৯৫)

অর্থাৎ যেহেতু তাদের কাছে যে 'ইল্‌ম রয়েছে, তা দ্বারা তারা আপনার সম্পর্কে জানে। আর তার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কেও তারা অবহিত, এজন্য তারা তা কামনা করবে না। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, যদি সত্যি সত্যি তারা সেদিন এরূপ দু'আ করত, তা হলে ভূপৃষ্ঠে একজন ইয়াহূদীও বেঁচে থাকত না, সবাই মারা যেত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পার্থিব জীবন এবং দীর্ঘায়ু লাভের কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ـ

"আপনি নিশ্চয়ই তাদের (ইয়াহূদীদের) জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমন কি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবেন। তাদের প্রত্যেকে সহস্র বছর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু দীর্ঘায়ু তাদের শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না।" (২ : ৯৬)

অর্থাৎ এতে সে শাস্তি থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে না। আর এটা এ জন্যে যে, মুশরিক মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়। তাই সে দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশা করে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদী জানে যে,

তার কাছে যে ইল্‌ম রয়েছে, সে অনুযায়ী আমল না করার কারণে আখিরাতে তার জন্যে লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"বলুন, যে কেউ জিবরীলের শত্রু এজন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে। (২ : ৯৭)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইয়াহূদীদের প্রশ্ন এবং তার জবাব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন আবূ হুসায়ন মাক্কী শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব আশ'আরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াহূদী পণ্ডিতদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল : হে মুহাম্মদ ! আমরা চারটি বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করব, আপনি সে বিষয়ে আমাদের অবহিত করবেন। আপনি যদি তা পারেন, তাহলে আমরা আপনার অনুসরণ করব, আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেব এবং আপনার প্রতি ঈমান আনব।

রাবী বলেন : তখন রাসূল (সা) তাদের বললেন :

عليكم بذالك عهد الله وميثاقه لئن انا اخبرتكم بذلك لتصدقنى فاسئلوا عما بدا لكم -

"তোমাদের আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করতে হবে যে, যদি আমি তোমাদেরকে সেগুলোর সঠিক সংবাদ দিতে পারি, তবে কি তোমরা আমাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করবে ?"

তারা বলল : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তোমরা যা চাও জিজ্ঞেস করতে পার।

প্রথম প্রশ্ন

তারা বলল : তা হলে বলুন দেখি, সন্তান কি করে তার মায়ের সদৃশ হয়, অথচ বীর্য তো পুরুষের।

রাবী বলেন : তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বললেন :

انشدكم بالله وبايامه عند بنى اسرائيل هل تعلمون ان نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرءة صفراء رقيقة فايتهما علت صاحبتها كان لها الشبه -

"আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র এবং তাঁর ঐ নিয়ামতরাজি যা তিনি বনী ইসরাঈলকে দিয়েছিলেন, তার কসম দিয়ে বলছি—তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, পুরুষের বীর্য হল সাদা এবং গাঢ় এবং নারীর বীর্য হল হলদে এবং পাতলা। ঐ দু'টির যেটি অপরটির উপর প্রাধান্য পায়, সন্তান তারই মত হয়ে থাকে।"

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্ ! এটা যথার্থই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

তখন তারা আবার বলল : আমাদের এ ব্যাপারে অবহিত করুন যে, আপনার নিদ্রা কিরূপ ? জবাবে তিনি বললেন :

انشدكم بالله وبايامه عند بنى اسرائيل هل تعلمون ان نوم الذى تعلمون انى لست به تنام عينه وقلبه يقظان ؟

"আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র এবং বনী ইসরাঈলকে দেওয়া তাঁর নিয়ামতরাজির কসম দিয়ে বলছি ! সত্য করে বল, তোমরা কি জান যে, ঐ ব্যক্তির নিদ্রা, যার ব্যাপারে তোমরা ধারণা কর যে, সে ব্যক্তি আমি নই; (তাঁর ব্যাপার এই যে,) তাঁর চোখ নিদ্রা যায়, কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে।"

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্ ! এটা যথার্থই।

তখন নবী (সা) বললেন :

فكذالك نومن فنام عينى وقلبى ويقظان

"আমার নিদ্রা ঐরূপই। আমার চোখ নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার হৃদয় জাগ্রত থাকে।"

তৃতীয় প্রশ্ন

তখন তারা বলল : আচ্ছা, আমাদের বলুন দেখি, ইসরাঈল [ইয়াকূব (আ)] তাঁর নিজের জন্যে কোন্ বস্তুকে হারাম করে নিয়েছিলেন?

তিনি বললেন :

انشدكم بالله وبايامه عند بنى اسرائيل هل تعلمون انه كان احب الطعام والشراب اليه البان الابل لحومها وانه اشتكى شكوى فعافاه الله منها فحرم على نفسه احب الطعام والشراب اليه شكرالله فحرم على نفسه لحوم الابل والبانها -

"আমি তোমাদের আল্লাহ্ এবং বনী ইসরাঈলকে দেওয়া তাঁর নিয়ামতরাজির কসম দিয়ে বলছি, তোমরা কি জ্ঞাত আছ যে, তাঁর কাছে অধিক প্রিয় খাদ্য ও পানীয় ছিল উটের গোশত ও দুধ ? একদা তাঁর একটি রোগ দেখা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তা থেকে সুস্থ করেন। তখন তিনি শুকরিয়া স্বরূপ তাঁর নিজের জন্য তাঁর প্রিয় খাদ্য ও পানীয় উটের গোশত ও দুধ হারাম করে নেন।"

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্ ! এটা সঠিক।

চতুর্থ প্রশ্ন

তখন তারা বলল : আমাদেরকে রূহ সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন :

انشدكم بالله وبايامه عند بنى اسرائيل هل تعلمونه جبريل وهوالذى يأتينى ؟

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র এবং ঐসব নিয়ামতের কসম দিয়ে বলছি যা তিনি বনী ইসরাঈলকে দিয়েছিলেন। তোমরা কি জ্ঞাত আছ, তিনি জিবরীল যিনি আমার কাছে আগমন করে থাকেন ?"

তারা বলল : ইয়া আল্লাহ্! ঠিকই। কিন্তু, হে মুহাম্মদ ! সে যে আমাদের শত্রু ! সে এমন এক ফেরেশতা যে, বিপদাপদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে আসে। সে না হলে আমরা অবশ্যই আপনার অনুসারী হয়ে যেতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ... ... اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ ... ... وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ -

"বলুন, যে কেউ জিবরীলের শত্রু এ জন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপনার হৃদয়ে কুরআন পৌছে দিয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মু'মিনদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ... ... তবে কি যখনই তারা অংগীকারাবদ্ধ হয়েছে তখনই তাদের কোন একদল তা ভঙ্গ করেছে, বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের নিকট রাসূল এল, যে তাদের নিকট যা রয়েছে তার সমর্থক, তখন যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানেই না। আর সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত তারা তার অনুসরণ করত, অর্থাৎ জাদুর। সুলায়মান কুফরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত।" (২ : ৯৭-১০২)

ইয়াহূদী কর্তৃক সুলায়মান (আ)-এর নবুওয়ত অস্বীকার এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জবাব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে যে বর্ণনা পৌছেছে, সেমতে তার বিবরণ হচ্ছে এরূপ : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন প্রেরিত রাসূলদের মধ্যে সুলায়মান (আ)-এর নামও উল্লেখ করলেন, তখন তাদের কোন কোন পণ্ডিত বলল : তোমরা কি মুহাম্মদের কথায় বিস্মিত হও না ? তাঁর ধারণা এই যে, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদও নবী ছিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তো একজন জাদুকর ছিলেন। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا

"সুলায়মান কুফরী করেনি, কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল।" অর্থাৎ জাদুবিদ্যার অনুসরণ ও অনুশীলনের দ্বারা।

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ

"এবং যা বাবিল শহরে দু'জন ফেরেশতা-হারূত ও মারূতের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা কাউকে তা শিক্ষা দিত না।" (২ : ১০২)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ইকরামা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতেন : ইসরাঈল যা তাঁর নিজের উপর হারাম করেছিলেন, তা হল হৃৎপিণ্ডের দু'টি বাড়তি টুকরো, দুটো যকৃত এবং চর্বি, তবে পিঠের চর্বি বাদ দিয়ে; কেননা তা কুরবানীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত এবং তা আগুন ভক্ষণ করে নিত।

খায়বরের ইয়াহূদীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর পরিবারের আযাদকৃত গোলাম ইকরামা বা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বরের ইয়াহূদীদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা হল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم – صاحب موسى واخيه والمصدق لما جاء به موسى : الا ان الله قد قال لكم يامعشر اهل التوراة ، وانكم لتجدون ذلك فى كتابكم مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ – تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ – وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا –

রাহমান ও রাহীম আল্লাহ্‌র নামে।

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে, যিনি মূসার বন্ধু ও ভাই এবং যিনি মূসার আনীত শরীআতের সমর্থক। হে তাওরাতধারীরা! শোন, আল্লাহ্ তো তোমাদের বলেছেন এবং নিশ্চয়ই তোমরা তা তোমাদের কিতাবে পেয়ে থাক : 'মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকূ' ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার

চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।' (৪৮ : ২৯)

আমি তোমাদের কসম দিচ্ছি আল্লাহ্র, কসম দিচ্ছি ঐ বস্তুর—যা আল্লাহ্ তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, কসম দিচ্ছি ঐ সত্তার, যিনি তোমাদের পূর্বপুরুষদের মান্না ও সালওয়া খাইয়েছেন, কসম দিচ্ছি ঐ সত্তার, যিনি তোমাদের বাপ-দাদাদের জন্যে সমুদ্রকে শুকিয়ে তাদের নিষ্কৃতি দিয়েছেন ফিরআওন এবং তার অপকর্ম থেকে—তোমরা আমাকে বল দেখি, তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নাযিলকৃত প্রত্যাদেশের মধ্যে তোমরা এ কথা পাও কিনা যে, তোমরা মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। যদি তোমরা একান্তই এ কথা তোমাদের কিতাবে না পাও, তাহলে তোমাদের উপর কোন জোরজবরদস্তি নেই। গুমরাহী থেকে হিদায়াত পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তোমাদের আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।"

আবূ ইয়াসির ও তার ভাই সম্পর্কে যা নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াহূদী পণ্ডিত ও তাদের কাফির সঙ্গীদের ব্যাপারে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। বিশেষত যারা তাঁকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্কে) নানারূপে প্রশ্ন করত এবং বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলতে প্রয়াস পেত—যাতে তারা হক ও বাতিলের মধ্যে তালগোল পাকাতে পারে।

আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস এবং জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রি'আব সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন তিনি সূরা বাকারার প্রথম অংশ তিলাওয়াত করছিলেন।

الٓمٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

"আলিফ, লাম, মীম-এটি সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই।" (২ : ১-২)। তখন সে তার ভাই হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের নিকট কয়েকজন ইয়াহূদীসহ এসে উপস্থিত হল। সে বলল : শোন, আল্লাহ্র কসম ! আমি মুহাম্মদকে তাঁর উপর অবতীর্ণ 'আলিফ, লাম, মীম- যালিকাল কিতাব', তিলাওয়াত করতে শুনেছি। তখন তারা জিজ্ঞেস করল : তুমি কি নিজ কানে তা শুনেছ ? সে বলল : হ্যাঁ।

তখন হুয়াই ইব্‌ন আখতাব সে ইয়াহূদী দলকে সাথে নিয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হল। তারা তাঁকে বলল : হে মুহাম্মদ ! আমরা জানতে পারলাম, আপনার কাছে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের মধ্যে আপনি الٓمٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ তিলাওয়াত করে থাকেন।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। তারা জিজ্ঞেস করল : এটা কি জিবরীল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন ?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

তখন তারা বলল : আপনার পূর্বেও আল্লাহ্ অনেক নবী প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একমাত্র আপনি ছাড়া অন্য কারো কথা আমাদের জানা নেই, যাঁর রাজত্বকালের কথা বা তাঁর উম্মতের মুদ্দতকাল সম্পর্কে তাঁকে অবগত করা হয়েছে।

হুয়াই ইব্ন আখতাব তখন তার সঙ্গীদের প্রতি তাকিয়ে বলল : আলিফের মান হচ্ছে এক, লামের মান হচ্ছে ত্রিশ, মীমের মান হচ্ছে চল্লিশ। সর্বমোট একাত্তর বছর হল। তোমরা কি এমন একটি ধর্মে দীক্ষিত হবে, যার রাজত্বকাল এবং উম্মতের টিকে থাকার মুদ্দত হচ্ছে মাত্র একাত্তর বছর ? তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : হে মুহাম্মদ ! এর সাথে কি আর কিছু আছে ?

তিনি বললেন : হ্যাঁ।

সে জিজ্ঞেস করল : তা কি ?

তিনি বললেন : المص। আলিফ, লাম, মীম, সাদ।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম ! এটা আরো ভারী ও আরো দীর্ঘ।

আলিফে-এক, লামে- ত্রিশ, মীমে- চল্লিশ, সাদে- নব্বই, সর্বমোট একশ' একষট্টি বছর। এর সাথে কি আর কিছু আছে হে মুহাম্মদ ?

জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ। আলিফ-লাম-রা।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম ! এটা তো আরো ভারী ও আরো দীর্ঘ।

আলিফে- এক, লামে-ত্রিশ, রা- এ দুশো, সর্বমোট দুশো একত্রিশ বছর হল।

সে বলল : এর সাথে আরো কিছু আছে ?

তিনি বললেন : হ্যাঁ, আলিফ, লাম, মীম, রা।

সে বলল : আল্লাহ্র কসম। এটা তো আরো ভারী, আরো দীর্ঘ।

আলিফে- এক, লামে- ত্রিশ, মীমে- চল্লিশ, রা-তে-দুশো। সর্বমোট দুশো একাত্তর বছর।

তখন সে বলল : আপনার ব্যাপারটা আমাদের কাছে তালগোল পাকিয়ে গেল, হে মুহাম্মদ! ফলে আমরা বুঝতেই পারছি না যে, আপনাকে স্বল্প মেয়াদ দেওয়া হল, নাকি দীর্ঘ মেয়াদ। তারপর তারা তাঁর নিকট থেকে চলে গেল।

তখন আবূ ইয়াসির তার ভাই হুয়াই ইব্‌ন আখতাবকে এবং তার সঙ্গে উপস্থিত ইয়াহূদী পণ্ডিতদেরকে লক্ষ করে বলল :

তোমাদের কি জানা আছে, এমনও তো হতে পারে এ গোটা কালটাই (মানে, সর্বমোট সময়টাই) মুহাম্মদের জন্যে একত্রে দেয়া হয়েছে একাত্তর, একশ' একষট্টি, দুশো একত্রিশ, দুশো একাত্তর সর্বমোট সাত শ' চৌত্রিশ বছর। তখন তারা বলল : তার ব্যাপারটি আমাদের কাছে তালগোল পাকিয়ে গেল। লোকদের ধারণা, নিম্নের আয়াতসমূহ তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে :

মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ

"এ কুরআনের কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো রূপক।" (৩ : ৭)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমি জ্ঞানীগুণীদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য লোককে বলতে শুনেছি যে, এ আয়াতসমূহ নাজরানের ইয়াহূদীদের ব্যাপারে ঐ সময় নাযিল হয়, যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্ল ইব্‌ন হুনায়ফ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুনেছেন এ আয়াতগুলো একদল ইয়াহূদী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি আমার কাছে এর কোন ব্যাখ্যা দেননি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন এর মধ্যে কোন বর্ণনাটি সঠিক।

ইয়াহূদী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অস্বীকার এবং এ সম্পর্কে যা নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইব্‌ন আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (র) বা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোহাই দিয়ে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আওস ও খাযরাজের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত। তারপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মধ্য থেকে তাঁকে নবীরূপে প্রেরণ করলেন, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল এবং ইতিপূর্বে তারা তাঁর সম্পর্কে যা বলত, তাও অস্বীকার করল। তখন মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) এবং বনূ সালামার বিশর ইব্‌ন বারা'আ ইব্‌ন মা'রূর তাদের লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। ইতিপূর্বে আমরা যখন পৌত্তলিক ছিলাম, তখন তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর দোহাই দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতে এবং তোমরা তখন আমাদের বলতে যে, তাঁর

আবির্ভাবের সময় অত্যাসন্ন। তোমরা তাঁর গুণাবলী আমাদের কাছে বর্ণনা করতে। এ কথা শুনে বনূ নযীরের লোক সালাম ইব্‌ন মিশকাম বলল : সে আমাদের কাছে এমন কোন জিনিস নিয়ে আসোন, যার সাথে আমরা পরিচিত। আর আমরা যার সম্পর্কে তোমাদের কাছে বলতাম, সে এ নয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে নাযিল করেন :

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۔

"তাদের নিকট যা আছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যখন তার সমর্থক কিতাব এল, যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এর সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত।" (২ : ৮৯)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হলেন আর তাঁর সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ্ যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্ তাদের যে হুকুম দিয়েছিলেন, তা যখন তাদের সামনে উল্লেখ করা হল, তখন মালিক ইব্‌ন সায়ফ বলল : আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদের ব্যাপারে আমাদের কোন হুকুম দেওয়া হয়নি এবং তাঁর ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন অংগীকারও নেওয়া হয়নি। তখন তার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল্ করেন :

اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

"যখনই তারা কোন অঙ্গীকার করেছে, তখন তাদের একদল তা নিক্ষেপ করেছে বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না" (২ : ১০০)

আবূ সালূবা ফাতয়ূনী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের কাছে এমন কোন বস্তু নিয়ে আসেননি যা আমাদের জ্ঞাত ছিল, আর না আল্লাহ্ আপনার কাছে এমন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করেছেন যে, আমরা এজন্য আপনার অনুসরণ করব। তখন আল্লাহ্ তার এ মন্তব্যের ব্যাপারে নাযিল করলেন :

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ

"এবং নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি (হে রাসূল) নাযিল করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী—আর একমাত্র অনাচারীরা ছাড়া আর কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না।" (২ : ৯৯)

রাফি' ইব্‌ন হুরায়মালা ওয়াহব ইব্‌ন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ! আমাদের কাছে এমন কোন কিতাব নিয়ে আসুন যা আসমান থেকে আমাদের কাছে নাযিল হবে আর আমরা দিব্যি তা পড়ব। আর আমাদের জন্যে প্রস্রবণধারা বইয়ে দিন,

তাহলেই আমরা আপনার অনুসারী হব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেব। তখন তাদের দু'জনের এ বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

ঈমানের বদলে কুফর

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ ٠

"তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ? আর যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে, সে মধ্যপথ নিশ্চিতভাবেই হারিয়ে ফেলে।" (২ : ১০৮)

ইব্ন হিশাম বলেন : سواء হচ্ছে وسط سبيل বা মধ্যপথ। হাসসান ইব্ন সাবিত নিম্নোক্ত পংক্তিতে এ অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

ياويح انصار النبى ورهطه × بعد المسغيب فى سواء الملحد

যথাস্থানে শীঘ্রই এ পংক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্!

ইয়াহূদীদের বিদ্বেষ

আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল (সা)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আরবদেরকে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী করলেন, তখন ইয়াহূদীরা বিদ্বেষের অনলে দগ্ধীভূত হতে লাগল। এই বিদ্বেষে সর্বাধিক দগ্ধীভূত হচ্ছিল হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং তার ভাই আবূ ইয়াসির ইবন আখতাব। তারা মানুষকে সাধ্যমত ফিরিয়ে রাখার চেষ্টায় নিরন্তর লিপ্ত থাকত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'জনের ব্যাপারে নাযিল করেন :

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٠

"আহলে কিতাবদের অনেকেই এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তারা তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে ফিরিয়ে কাফির বানাতে পারত। এটা তাদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষের বশে— তাদের কাছে হক প্রকাশিত হয়ে যাবার পর। সুতরাং আপনি তাদেরকে মার্জনা করুন ও উপেক্ষা করুন—যাবৎ না আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (২ : ১০৯)

রাসূল (সা) সকাশে ইয়াহূদী-নাসারাদের কলহ

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন নাজরানের খ্রিস্টানেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে উপস্থিত হয়, তখন ইয়াহূদী পণ্ডিতেরাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে

পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হয়। তখন রাফি' ইবন হুরায়মালা বলে : তোমরা কোন সঠিক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও। সে তখন ঈসা আলায়হিস সালাম ও ইনজীলের সত্যতা অস্বীকার করে। তখন জবাবে নাজরানবাসীদের মধ্য থেকে জনৈক খ্রিস্টান ইয়াহূদীদের উদ্দেশে বলে উঠল : তোমরা কোন সঠিক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও। এ ব্যক্তি মূসা আলায়হিস্ সালাম ও তাওরাতের সত্যতার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ বাদানুবাদ সম্পর্কে নযিল করেন :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٠

"ইয়াহূদীরা বলে, খ্রিস্টানেরা আসলে কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং খ্রিস্টানেরা বলে, ইয়াহূদীরা আসলে কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অথচ তারা কিতাব পড়ে থাকে। অনুরূপভাবে যারা কিছুই জানে না, তারাও ওদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ই কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে সব ব্যাপারে বিচার-মীমাংসা করবেন—যা নিয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত ছিল।" (২ : ১১৩)

অর্থাৎ তাদের উভয় পক্ষই তাদের কিতাবে সেসব ব্যাপারের সত্যতা সম্পর্কে পাঠ করে থাকে যেগুলোকে তারা অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে থাকে। অর্থাৎ ইয়াহূদীরা ঈসা আলায়হিস সালামকে অস্বীকার করে অথচ তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাতে আছে যে, মূসা আলায়হিস সালামের মাধ্যমে ঈসা আলায়হিস্ সালামকে সত্য নবীরূপে মান্য করার অঙ্গীকার আল্লাহ্ তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আর ইনজীল কিতাবে মূসা আলায়হিস সালাম ও তাওরাত কিতাবের সত্যতার এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অথচ তাদের প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের সত্যতার কথা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে চলেছে।

ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত ধারণা

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাফি' ইব্ন হুরায়মালা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলে : হে মুহাম্মদ! যদি আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আপনি আল্লাহ্কে বলুন, তিনি যেন আমাদের সাথে কথা বলেন—যা আমরা নিজেরাও শুনতে পাই। তখন তার এ বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ لَوْ لاَ يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ٠

"আর যারা অজ্ঞ তারা বলে, আল্লাহ্ কেন আমাদের সাথে কথা বলেন না, অথবা আমাদের কাছে কেন নিদর্শন আসে না ? তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের মত ইতিপূর্বে বলেছে। তাদের

পরস্পরের অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। নিশ্চয়ই আমি আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি দৃঢ় প্রত্যয়শীল সম্প্রদায়ের জন্যে।" (২ : ১১৮)

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়া আল-আ'ওয়ার আল-ফাতয়ূনী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলে : আমরা যে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, এটাই হচ্ছে সঠিক পথ। সুতরাং হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের অনুসরণ করুন, তাহলে সঠিক পথের সন্ধান পাবেন। খ্রিস্টানরাও অনুরূপ কথা বলে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়া এবং খ্রিস্টানদের উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত দাবি

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

"তারা বলে : তোমরা ইয়াহূদী অথবা নাসারা হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে। হে রাসূল! আপনি বলুন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আমরা অনুসরণ করি—যিনি) একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিক বা অংশীবাদী ছিলেন না।" (২ : ১৩৫)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত আনুপূর্বিক কাহিনী বর্ণনা করেন :

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"তারা ছিল এক উম্মত, অতীত হয়ে গেছে। তাদের জন্যে তাদের কৃত কাজের ফল, আর তোমাদের জন্যে তোমাদের কৃতকার্যের ফল। আর তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।" (২ : ১৪১)

কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনকালে ইয়াহূদীদের বক্তব্য

ইব্ন ইসহাক বলেন : যখন সিরিয়ার দিক থেকে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হল, এ কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটি ঘটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা শরীফে শুভাগমনের সতের মাসের মাথায় রজব মাসে। তখন রিফাআ ইব্ন কায়স, কুরদম ইব্ন আমর, কা'ব ইব্ন আশরাফ, রাফি 'ইব্ন আবূ রাফি', কা'ব ইবন আশরাফের মিত্র হাজ্জাজ ইব্ন আমর, রবী' ইব্ন রবী' ইব্ন আবুল হুকায়ক ও কিনানা ইব্ন রবী' ইব্ন আবুল হুকায়ক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি যে কিবলার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা থেকে কে আপনাকে ফিরিয়ে দিল, অথচ আপনি দাবি করেন যে, আপনি ইব্রাহীমের মিল্লাত ও দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন? আপনি যে কিবলাপন্থী ছিলেন, তাতে প্রত্যাবর্তন করুন, তাহলে আমরা আপনার অনুসারী হয়ে যাব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে মানব। আর এ কথা দ্বারা তারা তাঁকে দীন থেকে সরিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। তখন এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

"লোকদের মধ্যকার নির্বোধরা অচিরেই বলবে—ওদেরকে সেই কিবলা থেকে কিসে ফিরাল, যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল ? আপনি বলুন, আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন পূর্বও, পশ্চিমও। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। আর এভাবে আমি তোমাদের বানিয়েছি মধ্যবর্তী বা শ্রেষ্ঠ উম্মত—যাতে করে তোমরা সমগ্র মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষী হতে পার আর রাসূল হবেন তোমাদের সপক্ষে সাক্ষী। আর যে কিবলার উপর আপনি ছিলেন, তা এজন্যেই আমি কিবলারূপে নির্ধারিত করেছিলাম যেন পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের মধ্য থেকে রাসূলের প্রকৃত অনুসারীদেরকে আমি (তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে) চিনে নিতে পারি।" (২ : ১৪২-১৪৩)

অর্থাৎ এটা ছিল নিছক পরীক্ষা যে, কারা রাসূলের অনুসারী আর কারা তাঁর বিরোধী।

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ

"এটা অত্যন্ত গুরুত্বের ব্যাপার, তবে তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।" (২ : ১৪৩)

অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ্ ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাদেরকে অবিচল রেখেছেন।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

"আর আল্লাহ্ তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করতে পারেন না।"

অর্থাৎ প্রথম কিবলার প্রতি এবং তোমাদের নবীর প্রতি তোমাদের ঈমানকে এবং পরবর্তী কিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর প্রতি তোমাদের আনুগত্যকে তিনি বিনষ্ট ও বাতিল করে দেবেন এমন হতে পারে না। অর্থাৎ উভয় কিবলার আনুগত্যের পুরস্কারই তিনি তোমাদের অবশ্যই প্রদান করবেন।

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অত্যন্ত মমতাময় ও পরম করুণাশীল।"

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ -

"আকাশের দিকে বারবার আপনার মুখ ফিরিয়ে তাকানোটা দেখে থাকি, অতএব তারপর অবশ্যই আমি সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব—যা আপনার পসন্দনীয়। সুতরাং (হে রাসূল!) আপনি মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং (হে মু'মিনগণ!) তোমরাও যে যেখানে থাক না কেন, তোমাদের মুখ সেদিকেই ফিরাও !" (২ : ১৪৪)

ইব্ন হিশাম বলেন 'شَطْرَهُ' শব্দের অর্থ نحوه সেদিকে।

আমর ইব্ন আহমার আল-বাহিলী আর বাহিলা ছিলেন ইয়াসূর ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লান-এর পুত্র। উক্ত আমর ইব্ন আহ্মার তাঁর একটি উষ্ট্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন :

تعدو بنا شطر جمع وهى عاقدة × قد كارب العقد من ايفادها الحقبا

তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত এ شطر শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

উক্ত পংক্তিতে কবি বলেছেন : "সে (মানে উষ্ট্রীটি) আমাদেরকে নিয়ে মুজদালিফার দিকে দ্রুত চলে যায়। অথচ তার লেজকে সে রেখেছিল সংকুচিত করে। তার সংকুচিত লেজ তখন তার দ্রুতগতির দরুন তার পেটের সাথে হাওদা বাঁধার রশির সাথে জড়িয়ে রয়েছিল।

কায়স্ ইব্ন খুওয়ায়লিদ হুযালী তার উষ্ট্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

ان النعوس بها داء مخامرها × فشطرها نظر العينين محسور

"নাউস নাম্নী উষ্ট্রীর শিরায় সংক্রামক রোগ প্রবাহিত। এজন্যে তার দিকে দৃষ্টিপাতে চক্ষুদ্বয়ে ক্লান্তি নেমে আসে—মানে এর পিঠে চড়ে সফরের ভরসা পাওয়া যায় না।"

ইব্ন হিশাম বলেন : নাউস হচ্ছে তার উষ্ট্রী। তা ছিল রোগাক্রান্ত। সুতরাং তার দিকে কবি ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকান محسور শব্দটি এখানে حسير অর্থে ব্যবহৃত।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۔

"যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জ্ঞাত আছে যে, (কিবলা পরিবর্তনের) ব্যাপারটি যথার্থই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত আর আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।"

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

"আপনি যদি কিতাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নিকট সমস্ত নিদর্শনও নিয়ে আসেন, তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না, আর আপনিও (হে রাসূল!) তাদের কিবলার অনুসরণ করবেন না। আর তারাও একে অপরের কিবলার অনুসরণ করবে না। আপনি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান এসে পৌঁছার পরও, তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (২ : ১৪৫)

ইব্ন ইসহাক বলেন : মহান আল্লাহ্ বাণী اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ "প্রকৃত সত্য তো তা যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত। সুতরাং (এ ব্যাপারে) আপনি অবশ্যই সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" (২ : ১৪৭)

তাওরাতের সত্য গোপন

বনু সালামা গোত্রের মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বনু আবদুল আশহালের সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) ও বলোহারিস ইব্ন খাযরাজ গোত্রের খারিজা ইব্ন যায়দ ইয়াহূদী পণ্ডিতদের একটি দলকে তাওরাতে মওজুদ কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা তা গোপন করে এবং তারা সে সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰۤئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ٠

"আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত নাযিল করেছি মানুষের জন্যে, কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদের লা'নত দেন এবং লা'নতকারীগণও তাদের লা'নত দেয়।" (২ : ১৫৯)

নবী করীম (সা) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত ও ইয়াহূদীদের জবাব

বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহ্ল কিতাব ইয়াহূদীদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি ও গযবের ব্যাপারে সতর্ক করেন। তখন নাফি' ইব্ন খারিজা এবং মালিক ইব্ন আওফ বলে :

হে মুহাম্মদ! বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে ধর্ম ও রীতিনীতি অনুসরণ করতে দেখেছি, তারই অনুসরণ করব। কেননা তাঁরা আমাদের তুলনায় অধিকতর বিজ্ঞ এবং উত্তম ছিলেন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয়ের বক্তব্যের জবাবে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا ، اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاۤؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ٠

"আর যখন তাদের বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে রীতি-নীতির অনুসারীরূপে পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব—যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই উপলব্ধি করত না আর তারা সঠিক পথের অনুসারীও ছিল না।" (২ : ১৭০)

বনূ কায়নুকার বাজারে ইয়াহূদীদের সমাবেশ

বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন কুরায়শদের উপর বিপদ অবতীর্ণ করলেন, তখন মদীনায় পদার্পণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদেরকে বনূ কায়নুকার বাজারে সমবেত করলেন।

এরপর তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেন : "হে ইয়াহূদী সমাজ! তোমাদের উপর কুরায়শদের মত আল্লাহ বিপদ অবতীর্ণ করার পূর্বেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।"

তখন তারা বলল : হে মুহাম্মদ ! একদল আনাড়ী কুরায়শকে পরাজিত করেছেন বলে আপনি এ অহমিকায় মত্ত হবেন না যে, সর্বক্ষেত্রেই বুঝি এমনটি ঘটবে। এ আনাড়ীরা যুদ্ধ কি, তা জানত না। আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের সাথে যদি আপনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন নিশ্চয়ই আপনি টের পাবেন যে, আমরা কি ধরনের লোক। আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে আমাদের মত আর কারো সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়নি। তখন তাদের এ মন্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ · قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ·

"আর যারা কুফরী করেছে, তাদের বলুন (হে রাসূল !) তোমরা অচিরেই পরাস্ত হবে এবং তোমাদের একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তা কতই না মন্দ অবস্থানস্থল! দুটো যুদ্ধমান দলের মধ্যে তোমাদের জন্যে ছিল নিদর্শন। একদল আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করছিল, আর অপর দলটি ছিল কাফির—ওরা তাদেরকে চাক্ষুষভাবে দ্বিগুণ প্রত্যক্ষ করছিল। আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য দানে যাকে ইচ্ছা বলীয়ান করেন। নিশ্চয়ই এতে চক্ষুষ্মানদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় উপদেশ।" (৩ : ১২-১৩)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইয়াহূদী শিক্ষালয়ে প্রবেশ

বর্ণনাকারী বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদের একটি দলের কাছে তাদের শিক্ষাগারে প্রবেশ করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত প্রদান করলেন। তখন নু'মান ইব্‌ন আমর এবং হারিস ইব্‌ন যায়দ তাঁকে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ ! আপনি কোন্ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ?

তিনি ইরশাদ করেন : عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَدِيْنِهٖ "ইবরাহীমের মিল্লাত ও তাঁর দীনের উপর।" তখন তারা উভয়ে বলে উঠল : 'ইবরাহীম তো ইয়াহূদী ছিলেন।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের লক্ষ্য করে বললেন : فهلم الى التوراة فهى بيننا وبينكم "বেশ, তাহলে আমার নিকট তাওরাত নিয়ে এস দেখি, তা-ই হবে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসাকারী।" তখন তারা উভয়ে তাতে অস্বীকৃতি জানাল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ · ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ·

"আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে ? তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল। যাতে তা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়। তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। তা শুধু এজন্যে যে, তারা বলে আমাদেরকে আগুন কখনই স্পর্শ করবে না, তবে গণনার কয়দিন মাত্র এবং তাদের ধোঁকায় ফেলেছে তাদের দীনের ব্যাপারে তাদের মনগড়া কথাবার্তা।" (৩ : ২৩-২৪)

ইবরাহীম (আ)-কে নিয়ে ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের কোন্দল

ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ এবং নাজরানের খ্রিস্টানেরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একত্র হল, তখন তারা পরস্পরে কলহ ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হল। ইয়াহূদী পণ্ডিতেরা বলল : ইবরাহীম ইয়াহূদী বৈ আর কিছু ছিলেন না। ওদিকে নাজরানের খ্রিস্টানেরা বলল : ইবরাহীম খ্রিস্টান বৈ কিছুই ছিলেন না। তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

يَٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۤءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ. مَاكَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে কিতাবীগণ ! তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন তর্ক করছ ? অথচ তাওরাত ও ইনজীল উভয় কিতাবই তার পরেই নাযিল হয়েছিল। তোমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? তোমরা তো সেই সব লোক—যে ব্যাপারে তোমাদের কিছু অবগতি আছে, সে ব্যাপারে তোমরা বাদানুবাদ করেছ। কিন্তু যে ব্যাপারে তোমাদের অবগতিমাত্র নেই, সে ব্যাপারে তোমরা তর্ক করছ কেন ? আর আল্লাহ্ই সম্যক অবগত এবং তোমরা কিছুমাত্র অবগত নও।

ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম আর তিনি অংশীবাদীও ছিলেন না।

ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম হচ্ছে ঐ সব লোক, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক ও বন্ধু।" (৩ : ৬৫-৬৮)

সকালে তাদের ঈমান আনয়ন এবং সন্ধ্যায় কুফরী অবলম্বন সম্পর্কে যা নাযিল হয়

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ, আদী ইব্ন যায়দ ও হারিস ইব্ন আওফ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল : চল আমরা সকালে মুহাম্মদ এবং তার সাথীদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করি, আর সন্ধ্যায়ই তার প্রতি অবিশ্বাস ঘোষণা করি, এভাবে আমরা তাদের দীনকে তাদের চোখে সন্দেহের বস্তুতে পরিণত করব। এমনও তো হতে পারে যে, আমাদের দেখাদেখি তারাও এরূপ করতে থাকবে এবং তাদের দীন থেকে তারা সরে আসবে।

তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :

يَٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْيُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"হে কিতাবীগণ ! তোমরা কেন হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করছ এবং হক গোপন করছ, অথচ তোমরা অবহিত রয়েছ ?

আর কিতাবীদের একটি দল বলল, ঈমানদারদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের শুরুর দিকে তার প্রতি ঈমান আন এবং দিনের শেষপ্রান্তে তার প্রতি অস্বীকৃতি ঘোষণা কর—হয়ত তারা (তাদের ধর্মমত থেকে) সরে আসবে। আর তোমাদের ধর্মের অনুসারী ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করবে না।

হে রাসূল ! আপনি বলুন, আল্লাহ্র হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত। বিশ্বাস করো না যে, তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেওয়া হবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তারা তোমাদেরকে যুক্তিতে পরাভূত করবে।

(হে রাসূল !) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই করুণারাশি আল্লাহ্রই হাতে—তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।" (৩ : ৭১-৭৩)

আবূ রাফি'র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যা নাযিল হয়েছে

যখন ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ এবং নাজরানের খ্রিস্টানেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে সমবেত হল, তখন আবূ রাফি' কুরাযী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইসলামের দাওয়াতের জবাবে বলল : হে মুহাম্মদ ! খ্রিস্টানেরা যেভাবে ঈসা ইব্ন মারইয়ামের পূজা করে থাকে, সেভাবে আমরা আপনার পূজা করব, এটাই কি আমাদের নিকট আপনার কামনা ?

নাজরানবাসী নাসারাদের রীস নামক এক ব্যক্তিও বলে উঠল : হে মুহাম্মদ! এটাই কি আপনি আমাদের কাছে কামনা করেন আর এটার দিকেই কি আপনি আমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন? কোন কোন রিওয়ায়াতে লোকটার নাম রীস আবার কোন রিওয়ায়াতে রঈসও এসেছে।

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

معاذ الله ان اعبد غير الله او امر بعبادة غيره فما بذلك بعثنى الله ولا امرنى (او كما قال)

"আমি মহান আল্লাহ্র আশ্রয় চাই এ ব্যাপার থেকে যে, আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি অথবা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে বলি। না আল্লাহ্ আমাকে এ

জন্য প্রেরণ করেছেন, আর না এ আদেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন (অথবা তিনি যেভাবে বলেছেন)।"

তাদের এ কথোপকথন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ. وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা আমার অনুগত হয়ে যাও' তা তার জন্য শোভনীয় নয়; বরং সে বলবে : তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, কেননা তোমরা কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিয়ে থাক এবং যেহেতু তোমরা জ্ঞান চর্চা কর (بعد اذ انتم مسلمون পর্যন্ত)।" (৩ : ৭৯-৮০)

ইব্ন হিশাম বলেন : ربانيون আল্লাহ্ওয়ালা অর্থে এখানে আলিমগণ, ফকীহ্গণ এবং নেতৃপর্যায়ের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বোঝানো হয়েছে। এর এক বচন ربانى;

কবি এ অর্থেই বলেছেন :

لو كنت مرتهنا فى القوس افتتى × منها الكلام وربانى.احبار

"যদি আমি কোন সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমেও হতাম, তবুও প্রিয়ার কথা আমাকে এবং উক্ত সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীকে পর্যন্ত বিভ্রান্তিতে ফেলে দিত।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতায় ব্যবহৃত القوس শব্দের অর্থ হচ্ছে সংসারত্যাগী সাধুর আশ্রম। وافتتى হচ্ছে তামীম গোত্রের ভাষা এবং فتتى হচ্ছে কায়স গোত্রের ভাষা।

কবি জারীর বলেছেন :

لا وصل اذ صرمت هند ولو وقفت × لاستنزلتنى وذاالمسحين فى القوس

"প্রিয়া হিন্দ যখন বিচ্ছেদ গ্রহণ করল, তখন আর মিলনের সম্ভাবনা নেই। সে যদি থেকে যেত, তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে আমাকে এবং গেরুয়া বসন পরিহিত আশ্রমের সাধু-সন্তের পদস্খলন ঘটিয়ে ছাড়ত।"

এখানে قوس হচ্ছে সংসারত্যাগী সাধুর আশ্রম এবং ربانى শব্দটি رب থেকে উদগত যার অর্থ মনিব। আল্লাহ্র কিতাবে আছে : فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا

"সে তার রবকে অর্থাৎ মনিবকে শরাব পান করাত।"

ইব্ন ইসহাক বলেন :

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

"আর সে তোমাদেরকে এ হুকুম দিতে পারে না যে, ফেরেশতাদেরকে ও নবীগণকে তোমরা প্রভুরূপে গ্রহণ করবে। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পরও কি সে তোমাদেরকে কুফরের আদেশ দিতে পারে?" (৩ : ৮০)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারে নবীগণ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তারপর তাদের এবং তাদের নবীগণের নিকট থেকে নবী আগমনের পর তাঁকে সত্য নবীরূপে বরণ করা সংক্রান্ত যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা যে সে অঙ্গীকারে আবদ্ধও হয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ·

"যখন আল্লাহ্ নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন এ মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এ শর্তে যে, তারপর যখন তোমাদের কাছে তোমাদের নিকটে রক্ষিত কিতাবের সমর্থনকারী নবী আসবেন, তখন তোমরা অবশ্যই তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন : তোমরা কি অঙ্গীকার করছ এবং এর দায়িত্ব গ্রহণ করছ ? তারা তখন বলল : আমরা অঙ্গীকার করছি। তিনি বললেন : তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকছি।" (৩ : ৮১)

আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শাস ইব্‌ন কায়স ছিল বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। সে ছিল এক বদ্ধ কাফির এবং মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বিষ্ট ও শত্রুভাবাপন্ন। সে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় সাহাবীগণের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাঁরা একটি মজলিসে বসে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাঁদের মধ্যে বিরাজিত চরম বৈরিতার পর তাঁদের বর্তমান ঐক্য, সখ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক লক্ষ্যে সে ক্রোধে ফেটে পড়ল। গরগর করে বলল : বনী কীলার সরদারেরা এ জনপদে বেশ মিলেমিশে বসেছে দেখছি। আল্লাহ্‌র কসম, এদের সরদারদের এ সমাবেশ আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। তখন সে তাঁদের সাথে বসা এক ইয়াহূদী যুবককে লক্ষ্য করে বলল : তুমি এদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং এদের সাথে মিলেমিশে বসবে। বু'আসের যুদ্ধের দিনের কথা এবং এরও পূর্বের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে তখন তারা যেসব বাগাড়াম্বরমূলক কবিতা প্রয়োগ করত, তা আবৃত্তি করে করে শুনাবে।

বু'আস যুদ্ধের দিন

বু'আস যুদ্ধের দিন আওস ও খাযরাজ গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেদিন আওস গোত্র খাযরাজ গোত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিল। সেদিন আওসের নেতৃত্বে ছিল

হুয়ায়র ইব্ন সাম্মাক আশ্‌হালী, আবূ উসায়দ ইব্ন হুযায়র এবং খাযরাজের নেতৃত্বে ছিল আমর ইব্ন নু'মান বায়াযী। তারা উভয়েই সেদিন নিহত হয়েছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : বু'আস যুদ্ধের বর্ণনা অনেক দীর্ঘ। সে সব বিবরণ দিতে গেলে মহানবী (সা)-এর সীরাত বর্ণনার ধারা ব্যাহত হবে বিধায় আমি সেসব বর্ণনা দান থেকে বিরত রইলাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : লোকটি তাই করল। তখন লোকজন পরস্পর বাকবিতণ্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হল। পরস্পরে বাগাড়ম্বর ও বাক্যবাণ প্রয়োগ চলল। এমনকি শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এক-এক ব্যক্তি একে অপরের প্রতি আক্রমণ করতে উদ্যত হল।

আওসের বনূ হারিসা ইব্ন হারিস-এর আওস ইব্ন কুরাযী এবং খাযরাজের বনূ সালামা গোত্রের জাব্বার সাখার নামক দু'ব্যক্তি ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে একে অপরকে যুদ্ধের জন্য চ্যালেঞ্জ দিতে লাগলেন। একজন অপরজনকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন : তোমরা চাইলে আমরা এখনই সে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারি। মোটকথা উভয় পক্ষ উত্তেজনার চরমে পৌঁছলেন। এমনকি মুকাবিলার স্থানরূপে কাল পাথুরে জমি নির্ধারিতও হয়ে গেল। উভয় পক্ষে অস্ত্র অস্ত্র রব উঠল এবং উভয় পক্ষই সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ খবরটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছল। তিনি তাঁর কাছে যে মুহাজির সাহাবীরা ছিলেন, তাঁদেরকে নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হল। সেখানে পৌঁছে তিনি (সা) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

يامعشر المسلمين الله الله ابدعوى الجاهلية وانا بين اظمركم بعد ان هداكم الله للاسلام
واكرمكم به وقطع به عنكم امر الجاهلية واستنقذ به من الكفر والف به بين قلوبكم -

"দোহাই আল্লাহ্র, দোহাই আল্লাহ্র, হে মুসলিম সমাজ ! জাহিলিয়াতের আত্মগরিমা নিয়ে তোমরা কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি ? ইতিমধ্যেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন, তোমাদেরকে এর দ্বারা সম্মানিত মহিমামণ্ডিত করেছেন, এর দ্বারা তোমাদের মধ্য থেকে জাহিলিয়াতের উচ্ছেদ সাধন করেছেন, এর দ্বারা কুফরী থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দান করেছেন এবং এর দ্বারা তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য জন্মিয়ে দিয়েছেন।"

তখন লোকজন উপলব্ধি করতে সমর্থ হল যে, এটা ছিল শয়তানের একটা বড় চক্রান্ত এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্র মাত্র। তখন তারা কান্না জুড়ে দিল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রীয়রা একে অপরকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাধ্য-অনুগতরূপে তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে আল্লাহ্র শত্রু শাস ইব্ন কায়সের প্রজ্বলিত ষড়যন্ত্রের আগুন আল্লাহ্ নির্বাপিত করে দিলেন। শাস ইব্ন কায়স এবং তার অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَاتَعْمَلُوْنَ - قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ -

"হে আহলি কিতাব ! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অগ্রাহ্য করছ অথচ আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করছেন। আপনি বলুন (হে রাসূল !) হে আহলি কিতাব ! যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে কেন আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিচ্ছ ? তোমরা তাদের বক্রতা কামনা কর অথচ তোমরা (সত্য) প্রত্যক্ষকারী। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ মোটেই অনবহিত নন।" (৩ : ৯৮-৯৯)

আর আওস ইব্‌ন কায়যী ও জাব্বার ইব্‌ন সাখার এবং তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত সাথীদের ব্যাপারে—যারা ইব্‌ন কায়সের প্ররোচনায় পড়ে জাহিলিয়াতের অপকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ. وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"হে বিশ্বাসীগণ ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে। আর তোমরা কেমন করে কুফরী করবে যখন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পঠিত হয় আর তোমাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে অবলম্বন করে, সে অবশ্যই সরল পথের দিশাপ্রাপ্ত হয়। হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত সেভাবে, আর তোমরা মৃত্যুবরণ করো না মুসলিম অবস্থায় ব্যতিরেকে। ... ... আর তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।" (৩ : ১০০-১০৫)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের অবমাননা প্রসঙ্গে যা নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম, সা'লাবা ইব্‌ন সা'য়া, উসায়দ ইব্‌ন সা'য়া, আসাদ ইব্‌ন উবায়দ এবং তাদের সাথে একত্রে ইসলাম গ্রহণকারী ইয়াহূদীরা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁরা ঈমান আনলেন, সত্যকে গ্রহণ করলেন, ইসলামকে ভালবাসতে লাগলেন এবং

তাতে বেশ ব্যুৎপত্তিও অর্জন করলেন, তখন ইয়াহূদী ধর্মনেতারা—যারা তখনো কুফরীর মধ্যে ছিল, তারা বলতে শুরু করল :

"মুহাম্মদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে, তারা আমাদের মধ্যকার দুষ্টলোক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। যদি তারা সত্যই আমাদের ধর্মীয় নেতা হত, তাহলে তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মের দিকে ধাবিত হত না।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে নাযিল করেন :

لَيْسُوْا سَوَآءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ·

"তারা সকলে সমান নয়। আহলি কিতাবের মধ্যে অবিচলিত একদল এমনও আছে, যারা রাতের বেলায় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদা করে।" (৩ : ১১৩)

ইব্ন হিশাম বলেন : اناء الليل মানে ساعات الليل রাতের প্রহরে প্রহরে। এর একবচন اِنًى।

কবি মুতাখাল্লি হাযালী যাঁর আসল নাম মালিক ইব্ন উয়ায়মার—শব্দটি এভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর পুত্রশোকে লিখিত মর্সিয়া কবিতায় :

حلو ومر كعطف القدح شيمته × فى كل انى قضاء الليل ينتعل

আর কবি লবীদ ইব্ন রবী'আ একটি বন্য গাধার বর্ণনা দিতে গিয়েও শব্দটি ব্যবহার করেছেন এভাবে :

يطرب اناء النهار كأنه × غوى سقاه فى التجار نديم

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান আনয়নকারী ইয়াহূদীদের সম্পর্কে উক্ত আয়াতে আরো বলেন :

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ·

"তারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে ঈমান রাখে এবং সৎকাজের আদেশ করে ও অসৎকাজে বারণ করে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে প্রতিযোগিতা করে, আর তারাই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।"

ইয়াহূদীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা স্থাপনের বিরুদ্ধে যা নাযিল হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন : কয়েকজন মুসলমান কয়েকজন ইয়াহূদীর সাথে তাদের প্রতিবেশী ও চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলতেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইয়াহূদীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করতে বারণ করে নাযিল করলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَ يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ · هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلاَ يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّه ·

"হে মু'মিনগণ ! তোমাদের নিজেদের লোক ছাড়া অন্যদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের মধ্যে অনর্থ সৃষ্টিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের কাম্য হচ্ছে তোমাদেরকে বিব্রত রাখা। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, আর তাদের অন্তঃকরণ যা গোপন করে রেখেছে, তা আরো জঘন্যতম। আমরা তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি—যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক। তোমরা হচ্ছ সেসব লোক, যারা তাদের ভালবেসে থাক। কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। আর তোমরা সমগ্র কিতাবে বিশ্বাস পোষণ করে থাক।"

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কিতাবে এবং তোমাদের পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতিও বিশ্বাস পোষণ করে থাক, অথচ তারা তোমাদের কিতাবকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করে। সে হিসাবে তোমাদের তাদের তুলনায় বেশি বিদ্বেষ পোষণ করার কথা, অর্থাৎ তোমরাই বরং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণের অধিকতর হকদার।

وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ -

"তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি আর যখন নিভৃতে সংগোপনে থাকে, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে অঙ্গুলি কামড়ায়। বলুন, তোরা তোদের ক্রোধ নিয়েই মর গিয়ে... ...।"

আবূ বকরের ইয়াহূদী শিক্ষালয়ে প্রবেশ

একদা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইয়াহূদীদের শিক্ষালয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে প্রচুর লোককে এক ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্বে সমবেত দেখতে পেলেন। ঐ ব্যক্তিটি ফানহাস নামে পরিচিত ছিল। সে ছিল তাদের একজন পণ্ডিত ও ধর্মনেতা। তার কাছে তখন আশইয়া' নামক তাদের আরেকজন ধর্মীয় পণ্ডিতও উপস্থিত ছিল। আবূ বকর ফানহাসকে উদ্দেশ করে বললেন :

"তোমার জন্যে আক্ষেপ হে ফানহাস! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম তুমি সম্যক অবগত আছ যে, মুহাম্মদ (সা) নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। তিনি তাঁরই পক্ষ থেকে রাসূলরূপে তোমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছেন। তোমাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে তোমরা তাঁর কথা পেয়েছ।"

তখন জবাবে ফানহাস আবূ বকরকে লক্ষ্য করে বলল :

"আল্লাহ্র কসম হে আবূ বকর! আমাদের আল্লাহ্র কাছে কোন ঠেকা নেই। পক্ষান্তরে তাঁর অবশ্যই ঠেকা আছে আমাদের কাছে। আমরা তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করি না, যেমনটি তিনি করেন আমাদের কাছে। আমরা তাঁর নিকট থেকে দায়মুক্ত ও অনটনহীন, কিন্তু তিনি আমাদের দিক থেকে অনটন ও দায়মুক্ত নন। যদি তিনি আমাদের দিক থেকে অনটনমুক্তই হতেন, তবে আমাদের সম্পদ থেকে কর্জ চাইতেন না—যেমনটি তোমাদের নবী ধারণা করে

থাকেন। তিনি আমাদেরকে সুদ থেকে বারণ করেন আবার নিজে তিনি তা আমাদেরকে দিয়ে থাকেন।"

আবূ বকরের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া

তখন আবূ বকর (রা) নারাজ হলেন এবং তার গালে জোরে আঘাত হেনে বললেন : "যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম! যদি তোদের এবং আমাদের মধ্যে চুক্তি না থাকত, তবে আমি তোর মাথায় আঘাত করতাম হে আল্লাহ্র দুশমন।"

রাবী বলেন, তখন ফানহাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করল : হে মুহাম্মদ! আপনার সাথী আমার সাথে কী দুর্ব্যবহার করেছে তা লক্ষ্য করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : তোমাকে তার সাথে এ কাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল?

আবূ বকর (রা) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র শত্রুটি আল্লাহ্র ব্যাপারে জঘন্য উক্তি করেছে। তার ধারণা আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত, ফকীর আর তারা অভাবমুক্ত ধনিক সমাজ। সে যখন এরূপ উক্তি করল, তখন তার এ উক্তিতে আমি অসন্তুষ্ট হই এবং আল্লাহ্রই (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে তার গালে আঘাত করি। কিন্তু ফানহাস সাথে সাথে তা অস্বীকার করে বসল।

সে বলল : আমি এমন উক্তি করিনি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফানহাসের কথা রদ করে আবূ বকর (রা)-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেন :

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْاْ اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْاْ وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْاْ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۔

"আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই ঐসব লোকের উক্তি শ্রবণ করেছেন, যারা বলেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা ধনী। অচিরেই আমি তা লিপিবদ্ধ করে নেব যা তারা বলেছে এবং তাদের নবী-রাসূলদেরকে হত্যার ব্যাপারটিও—যা নাহকভাবে তারা করেছে, আর আমি বলব, দগ্ধকারী (আগুনের) শাস্তি ভোগ কর।" (৩ : ১৮১)

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে নাযিল হল :

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْاْ وَتَتَّقُوْاْ فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۔

"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে, তাদের পক্ষ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক বক্তব্যই শুনতে পাবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তা হবে দৃঢ়তামূলক কাজ।" (৩ : ১৮৬)

ইয়াহূদী পণ্ডিতদের চরিত্র

তারপর ফানহাস এবং তার সাথী ইয়াহূদী পণ্ডিতদের বক্তব্যের জবাবে নাযিল হল :

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ. لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"(আর স্মরণ কর সেদিনের কথা) যখন আল্লাহ্ কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তোমরা অবশ্যই লোক সমক্ষে তা প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না, তারা তা তাদের পেছনে ফেলে দিল (মানে তার ভ্রুক্ষেপমাত্র করল না) এবং স্বল্প মূল্যে তা বিক্রি করে দিল, তাদের এ বিনিময় কতই না মন্দ! আর তারা যা পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে এবং তারা যে যা করেনি তজ্জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে। তা তাদেরকে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করবে বলে কখনো ধারণা করবে না। তাদের জন্যে রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি।" (৩ : ১৮৭-১৮৮)

অর্থাৎ ফানহাস, আশ্ইয়া' প্রমুখ ইয়াহূদী পণ্ডিতবর্গ গুমরাহীকে চাকচিক্যময় করে লোকসমাজে উপস্থাপিত করে যে পার্থিব ফায়দা লুটেছে এবং এতে উল্লসিত হয়েছে, আর তারা যে গুণাবলীতে গুণান্বিত নয়, সেগুণে প্রশংসিত হতে ভালবাসে অর্থাৎ আসলে তারা পণ্ডিত নয়, কিন্তু লোকে পণ্ডিত বলে অভিহিত করুক এটা তারা কামনা করে, আর না তারা হিদায়াত ও সত্যের অনুসারী অথচ লোকে তাদেরকে তা বলুক এ কথা তারা কামনা করে।

মুসলমানদের প্রতি ইয়াহূদীদের কার্পণ্য অবলম্বনের উপদেশ

ইব্ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্ন আশরাফের মিত্র কুরদাম ইব্ন কায়স, উসামা ইব্ন হাবীব, নাফি', বাহ্রী ইব্ন আমর, হুয়াই ইব্ন আখতাব ও রিফা'আ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূত কতিপয় আনসার সাহাবীর কাছে আসা-যাওয়া ও তাঁদের সাথে মেলামেশা করত। তারা তাঁদের এ মর্মে উপদেশ দিত যে, তোমরা তোমাদের অর্থ ব্যয় করবে না। কেননা আমাদের আশঙ্কা হয় যে, অর্থ-সম্পদ হাতছাড়া হয়ে গেলে তোমরা দরিদ্র হয়ে পড়বে। আর অর্থ-সম্পদ ব্যয়ে তড়িঘড়ি করবে না—রয়েসয়ে খরচ করবে, কেননা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও।

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا - وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ

قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا - وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ·

"যারা নিজেরা বখিলী করে এবং লোকজনকে বখিলী করতে বলে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তা গোপন করে [অর্থাৎ তাওরাত-যা মুহাম্মদ (সা)-এর নিয়ে আসা সত্যকে স্বীকার করে] এবং আমি কাফিরদের জন্যে অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। আর যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আর আল্লাহ্র প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে না... আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।" (৪ : ৩৭-৩৯)

ইয়াহূদী—যাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র লা'নত-তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান

ইব্ন ইসহাক বলেন : রিফা'আ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূত ছিল ইয়াহূদীদের অন্যতম প্রধান সরদার। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলাপ করত, তখন সে রসনা বাঁকিয়ে কথা বলত। সে বলত : ارعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك। "আমাদের দিকে ভালমতে খেয়াল করে তাকাবেন হে মুহাম্মদ। যাতে আমরা আপনাকে আমাদের বক্তব্য বুঝাতে পারি।"

তারপর সে ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তি করে এবং এর দুর্নাম রটনা করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে নাযিল করেন :

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ · وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا · مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ·

"আপনি কি দেখেননি ঐসব লোককে, যাদেরকে কিতাবের কতিপয় অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা গুমরাহী ক্রয় করে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত এবং অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ইয়াহূদীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে, যারা শব্দসমূহকে স্থানচ্যুত করে এবং বলে, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ 'আমরা শুনলাম তবে মানলাম না এবং শোনা না শোনার মত এবং হে আমাদের রাখাল।'[1] (তারা এসব শব্দ বলে) তাদের জিহবা কুঞ্চিত করে দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে। অথচ তারা যদি বলত : سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا 'আমরা শুনলাম, আনুগত্য স্বীকার করলাম, শুনুন এবং আমাদের দিকে একটু নযর দিন'—

১. শব্দগুলো দ্ব্যর্থবোধক। এখানে প্রদত্ত অর্থ হচ্ছে দুষ্ট ইয়াহূদীদের মনের কথা। কিন্তু এর সদর্থ হচ্ছে-আমরা আপনার বক্তব্য শুনলাম এবং বিরোধীদের কথা অগ্রাহ্য করলাম, আপনাকে কোন অশ্রাব্য ও অনুত্তম কথা শুনতে না হোক, আমাদের দিকে সদয় দৃষ্টি দিন।—অনুবাদক

তবে অবশ্যই তা তাদের জন্যে উত্তম ও যথার্থ হত, কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কুফরীর জন্যে অভিসম্পাত করেছেন, তাই তারা ঈমান আনবেনা—তবে তাদের স্বল্প সংখ্যক।" (৪ : ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতিপয় বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদী পণ্ডিতের সাথে আলাপ করলেন। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুরিয়া আল-আ'ওয়ার এবং কা'ব ইব্‌ন আসাদও ছিল। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا فوالله انكم لتعلمون ان الذى جئتكم به لحق

"হে ইয়াহূদী সমাজ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, আমি যা নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছি তা অবশ্যই হক।"

তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আমরা তো তা জ্ঞাত নই। তখন তারা তাদের জ্ঞাত ব্যাপারটি অস্বীকার করে বসল এবং তাদের কুফরীর উপর অবিচল রইল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً ٠

"হে কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ! ঈমান আন সে বস্তুর উপর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি—তোমাদের কাছে যা সংরক্ষিত আছে তার সত্যায়নকারীরূপে—মুখমণ্ডলসমূহকে বিকৃত করে, পশ্চাদমুখী করে দেয়ার এবং শনিবারপন্থীদেরকে অভিশপ্ত করার মত অভিশপ্ত করে দেয়ার পূর্বেই, আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর।" (৪ : ৪৭)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : نطمس শব্দের অর্থ হচ্ছে نمسحها তাকে মিটিয়ে সমান বা নিশ্চিহ্ন করে দেব। ফলে তাতে চোখ, মুখ, নাক বা এমন কিছু দেখা যাবে না যা সাধারণত মুখমণ্ডলে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে فطمسنا عينهم আয়াতাংশেও ঐ একই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যার দু'টি ভ্রূতে ছিদ্র নেই ঐ একই অর্থে তাকে বলা হয়ে থাকে مطموس العين। আরবীতে বলা হয় : طمست الكتاب والاثر فلا يرى منه شيئ অর্থাৎ আমি লেখা ও চিহ্ন এমনভাবে মিটিয়ে ফেলেছি যে, কিছুই দেখা যায় না।

কবি আখতাল—যাঁর আসল নাম গাওস ইব্‌ন হুবায়রা ইব্‌ন সুলত তাগলাবী—তার উটের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐ অর্থেই বলেছেন :

وتكليفنا ها كل طامسة الصوى × شطون ترى حرباءها يتململ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আরবরা বলে مسحت فاستوت بالارض فليس فيها شيئ ناتى "আমি এমনভাবে মুছে দিলাম যে, একেবারে মাটির সাথে মিশে গেল। এতে আর কিছুই ধরার মত রইল না।"

বিদ্রোহী দলসমূহ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ, গাতফান ও বনূ কুরায়যার যেসব ব্যক্তি বিরোধী চক্র গড়ে তুলেছিল, তারা হচ্ছে—হুয়াই ইব্‌ন আখতাব, সালাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক; আবূ রাফি, রবী ইব্‌ন রবী ইব্‌ন আবুল হুকায়ক, আবূ আম্মার উহূহ্ ইব্‌ন আমির, হাওযা ইব্‌ন কায়স। এদের মধ্যে উহূহ, আবূ আম্মার ও হাওযা ছিল ওয়ায়ল গোত্রোদ্ভূত আর বাদবাকী সবাই ছিল নযীর গোত্রের লোক। তারা যখন কুরায়শদের কাছে আসল, তখন কুরায়শরা বলল : এঁরা হচ্ছেন ইয়াহূদীদের মধ্যে জ্ঞানী এবং এঁদের পূর্বেকার কিতাবের ইল্‌ম রয়েছে। এঁদের জিজ্ঞেস করে দেখ, তোমাদের ধর্ম উত্তম, নাকি মুহাম্মদের ধর্ম ? তারা জিজ্ঞেস করল, তখন তারা জবাবে বলল : বরং তোমাদের ধর্মই উত্তম এবং মুহাম্মদ ও তার অনুসারীদের তুলনায় তোমরাই অধিকতর বিশুদ্ধ পথের অনুসারী। তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ -

"তুমি কি সে সব লোককে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ প্রদান করা হয়েছে, তারা মূর্তি এবং শয়তানকে বিশ্বাস করে থাকে ?" (৪ : ৫১)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যত কিছুর পূজা-অর্চনা করা হয়ে থাকে, সেগুলো আরবদের নিকট জিব্‌ত (جبت)। আর যতকিছু হক থেকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে, সেসবই তাগূত। جبت এর বহুবচন جبوت এবং طاغوت-এর বহুবচন طواغيت ।

ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন : ইব্‌ন আবূ নুজায়হ্ এর প্রমুখাৎ আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, তিনি বলেছেন : جبت হচ্ছে سحر বা জাদু আর তাগূত হচ্ছে শয়তান।

وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ أَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ۔

"তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, এদের পথ মু'মিনদের তুলনায় অধিকতর সঠিক।" (৪ : ৫১)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্‌র বাণী :

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ۔

"তারা কি এজন্যে মানুষকে ঈর্ষা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ কেন তাদের দান করলেন ? নিঃসন্দেহে ইতিপূর্বে আমি ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল রাজত্বও প্রদান করেছি।" (৪ : ৫৪)

ইয়াহূদীদের ওহী অস্বীকার

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাকীন ও আদী ইব্‌ন যায়দ বলল : হে মুহাম্মদ! মূসার পর আল্লাহ্ আর কোন মানবের প্রতি ওহী নাযিল করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাদের এ উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا . وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا . رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا .

"নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট ওহী নাযিল করেছি যেমন ওহী নাযিল করেছিলাম নূহ্ এবং তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি এবং ওহী নাযিল করেছিলাম ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনূস, হারূন ও সুলায়মানের নিকট। আর আমি দাঊদকে যাবূর দিয়েছিলাম। আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা আপনাকে বলিনি। আর মূসার সাথে আল্লাহ্ সরাসরি বাক্যালাপ করেছিলেন। সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪ : ১৬৩-১৬৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাদের একটি দল এসে হাযির হল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

اما والله انكم لتعلمون انى رسول من الله اليكم

"শোন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা অবশ্যই জান যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল।"

তারা বলল : আমরা তো তা অবগত নই, আর না আমরা তার সাক্ষ্য দেব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে উক্তি সম্পর্কে নাযিল করেন :

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا .

"আপনার প্রতি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তা তিনি জেনেশুনে করেছেন। আল্লাহ্ এর সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।" (৪ : ১৬৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাদের পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারে ঐকমত্য

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বনূ আমিরের দুই ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে, যাদের আমর ইব্ন উমাইয়া যামারী হত্যা করেছিল, বনূ নাযীরের নিকট গমন করেন। তখন তারা গোপনে এরূপ বলাবলি করল যে, এ মুহূর্তের মতো মুহাম্মদকে এত নিকটে তোমরা আর কখনও পাবে না। সুতরাং এমন কে আছে, যে ঐ ঘরের উপর উঠে কোন বিরাট পাথরখণ্ড তাঁর উপর নিক্ষেপ করে তাঁর উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা করবে ? তখন আমর ইব্ন জাহ্হাশ ইব্ন কা'ব বলল, আমি।

এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। এ সময় আল্লাহ্ তার ও তার সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিয়ে নাযিল করেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, আর আল্লাহ্র-ই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক।" (৫ : ১১)

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের আল্লাহ্র প্রিয়জন হওয়ার দাবি

একদা নু'মান ইব্ন আযা, বাহরী ইব্ন উমর এবং শাস ইব্ন আদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেন এবং তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে তাদের হুশিয়ার করে দেন। তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের কিসের ভয় দেখান। আল্লাহ্র কসম! আমরা হলাম আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁর প্রিয়জন, যেমন খ্রিস্টানরা বলে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّٓاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

"ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ বলে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয়। আপনি বলুন, তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেন? না, তোমরা মানুষ তাদেরই মত, যাদের আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন; আসমান ও যমীনের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র-ই। আর প্রত্যাবর্তন তাঁর-ই দিকে।" (৫ : ১৮)

মূসা (আ)-এর পর কোন কিতাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে তাদের অস্বীকৃতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন, এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করলেন এবং তিনি তাদের আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। তখন তারা তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং তাঁর আনীত শরীআতকে অগ্রাহ্য করল।

তখন মুআয ইব্ন জাবাল, সা'দ ইব্ন উবাদা এবং উক্বা ইব্ন ওয়াহ্ব (সা) তাদের লক্ষ্য করে বললেন : হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্র কসম, তোমরা নিশ্চয়ই

অবগত আছ যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তাঁর আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে তোমরা তাঁর কথা আমাদের কাছে বলাবলি করতে এবং তাঁর গুণাবলীর কথা আমাদের সামনে আলোচনা করতে।

তখন রাফি‘ ইব্‌ন হুরায়মলা এবং ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন ইয়াহূযা বলল : আমরা কস্মিনকালেও এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে কিছু বলিনি। আর মূসার পর আল্লাহ্ কোন কিতাবও নাযিল করেননি। আর কোন সুসংবাদদাতা বা সতর্ককারীও তিনি আর প্রেরণ করেননি। তখন আল্লাহ্ তাদের দু'জনের উক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল করেন :

يَٰأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

“হে কিতাবীগণ ! রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, যিনি তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তোমরা বলতে না পার, কোন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসেননি; এখনতো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এসেছেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (৫ : ১৯)

এরপর তাদের কাছে মূসা (আ) এবং তাদের হাতে তাঁর দুর্ভোগ পোহানো, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার প্রতিফল ভোগ এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের ভূ-পৃষ্ঠে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর কথা আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন।

প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের ব্যাপারে তাদের নবী করীম (সা)-এর শরণাপন্ন হওয়া

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুযায়না গোত্রের জনৈক আলিম ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাবকে এ মর্মে বলতে শুনেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন : একদা ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ তাদের শিক্ষালয়ে একত্রিত হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করেছেন। তাদের জনৈক বিবাহিত পুরুষ জনৈকা বিবাহিতা ইয়াহূদী মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। তখন তারা বলল : এ পুরুষ ও মহিলাটিকে মুহাম্মদের কাছে পাঠিয়ে তাদের ব্যাপারে কি বিধান তা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর এবং তাঁকেই এদের সালিসীর দায়িত্ব প্রদান কর। তিনি যদি তাদের ব্যাপারে তোমাদের তাজবীহ, বিধান কার্যকরী করেন—আর তাজবীহ হচ্ছে খুরমা গাছের ছাল দ্বারা প্রস্তুত রশিকে আলকাতরা মাখিয়ে বেত বানিয়ে তার দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে প্রহার করা, এরপর তাদের চেহারায় কালি মাখিয়ে তাদের দুটি গাধার উপর এমনভাবে চড়িয়ে দেওয়া হত যে, তাদের মুখ থাকত গাধার পেছনের দিকে—তাহলে তোমরা তাঁকে মান্য করবে। কেননা এমতাবস্থায় তিনি একজন বাদশাহ বৈ কিছু নন। তোমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনে নেবে। আর যদি তিনি তাদের ব্যাপারে রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডদানের বিধান কার্যকরী করার ফয়সালা দেন, তাহলে তোমরা মনে করবে নিশ্চয়ই তিনি একজন নবী।

তাহলে তোমাদের হাতে যা রয়েছে, সে ব্যাপারে তোমরা তাকে ভয় করবে। কেননা তিনি তা তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন।

এরপর তারা তাঁর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ ! এ ব্যক্তিটি বিবাহিত অবস্থায় একটি বিবাহিতা মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। আপনি এদের ব্যাপারে ফয়সালা দিন। আমরা এ ব্যাপারে আপনাকেই সালিসীর দায়িত্ব দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের একটি শিক্ষালয়ে তাদের পণ্ডিতগণের কাছে গিয়ে বললেন :

يَامعشر يهود اخرجوا الى علمائكم

"হে ইয়াহূদী সম্প্রদায় ! তোমাদের পণ্ডিতগণকে আমার সামনে আন।"

তারা তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সূরিয়াকে তাঁর সামনে উপস্থিত করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে বনূ কুরায়যার কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, সেদিন তারা ইব্‌ন সূরিয়ার সাথে আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব এবং ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন ইয়াহূযাকেও উপস্থিত করেছিল। তারা বলল : এরাই হচ্ছেন আমাদের আলিম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তাদের জ্ঞানের গভীরতা জেনে নিলেন। এক পর্যায়ে তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সূরিয়া সম্পর্কে বলল যে, ইনিই তাওরাত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বনূ কুরায়যার কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইনিই তাওরাত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্য এবং পরবর্তী অংশটুকু পূর্ববর্তী বর্ণনারই অংশবিশেষ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সাথে একান্তে মিলিত হলেন। সে ছিল তরুণ যুবক এবং তাদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তাকিদ দিয়ে বললেন :

يا بن صوريا انشدك الله واذكرك بايامه عند بنى اسرائيل هل تعلم ان الله حكم فيمن زنى بعد احصانه بالرجم فى التوراة ؟ قال اللّهم نعم اما والله يا ابا القاسم انهم ليعرفون انك لنبى مرسل ولكنهم يحسدونك -

"হে ইব্‌ন সূরিয়া! তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি এবং তোমাকে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তুমি কি জ্ঞাত আছ যে, তাওরাতে আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছেন ? সে বলল : ইয়া আল্লাহ্! হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! হে আবুল কাসিম! এরা নিশ্চিতরূপেই জ্ঞাত আছে যে, আপনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত সত্য নবী। কিন্তু তারা আপনাকে ঈর্ষা করছে।"

রাবী বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ জারী করলেন। তখন বনূ গানাম ইব্‌ন মালিক নাজ্জারের পল্লীতে তাঁর মসজিদের দরজার সামনে সে দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হল। এরপরও ইব্‌ন সূরিয়া কুফরী করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়তকে অস্বীকার করল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِيْ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ -

"হে রাসূল! আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় তারা, যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়—যারা মুখে বলে, আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে না। আর ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা অসত্য শ্রবণে তৎপর। তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যারা কান পেতে থাকে।" (৫ : ৪১)

অর্থাৎ ঐসব লোকের পক্ষ থেকে, যারা তাদেরকে (গোয়েন্দারূপে) পাঠিয়েছে আর নিজেরা পিছনে রয়ে গেছে, নিজেরা আসে নি এবং তাদেরকে বিধান পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছে।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا - الخ

"শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে : এ প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে (অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) তা বর্জন করবে।" (৫ : ৫১)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকানা-ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দু'জনের প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিলে তা তাঁর মসজিদের দরজার নিকট কার্যকর করা হয়। ইয়াহূদী পুরুষটি যখন প্রস্তর বর্ষিত হতে দেখল, তখন সে ঐ মহিলার দিকে অগ্রসর হল এবং পাথর থেকে তাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবশেষে তারা নিহত হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর প্রস্তর বর্ষিত হতে থাকল।

রাবী বলেন : আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের হাতে তাদের এ শাস্তির ব্যবস্থা এজন্য করেছিলেন যে, তাদের ক্ষেত্রে যিনার অপরাধ সাব্যস্ত হয়েছিল।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের বর্ণনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালিহ ইব্‌ন কায়সান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের আযাদকৃত গোলাম নাফি', আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরি বলেন : তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ দু'ব্যক্তির ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করল, তখন তিনি তাদের তাওরাত নিয়ে আসতে বললেন। তাদের জনৈক পণ্ডিত বসে তা তিলাওয়াত করতে লাগল। তখন ঐ পণ্ডিত প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সম্বলিত আয়াতকে হাত দিয়ে চেপে রাখল।

রাবী বলেন : তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) ঐ পণ্ডিতের হাতে আঘাত করে বললেন : ইয়া নবীআল্লাহ্ ! এই যে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের আয়াত। এ ব্যক্তি তা আপনার সামনে তিলাওয়াত করতে চাচ্ছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : তোমাদের সর্বনাশ

হোক। হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমাদের হাতে আল্লাহ্র যে বিধান রয়েছে, তা পরিত্যাগ করতে কিসে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করল?

রাবী বলেন, তখন তারা বলল : আল্লাহ্র কসম, অতীতে আমাদের মধ্যে এর উপর আমল করার রীতি ছিল—যাবৎ না আমাদের রাজবংশের জনৈক পুরুষ বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তখন রাজা তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দান করতে নিষেধ করেন। তারপর আরেকটি পুরুষ ব্যভিচার করে। তখন রাজা তাকে প্রস্তরাঘাত মৃত্যুদণ্ড দানের জন্য মনস্থ করেন। তখন তারা বলল : আল্লাহ্র কসম ! যতক্ষণ না আপনি অমুককে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা হতে পারে না। যখন তারা তাকে এ কথা বলল, তখন তারা একত্রিত হয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে 'তাজবীহ্' ব্যবস্থার ব্যাপারে একমত হল। আর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ মিটিয়ে দেয় এবং এর উপর আমলও রহিত করে।

রাবী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

فانا اول من احيا امر الله وكتابه وعمل به -

"সুতরাং আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র বিধান ও তাঁর কিতাব এবং সে অনুসারে আমলকে পুনর্জীবন দান করেছি।"

এরপর তিনি তাদের দু'জনকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দান করলেন এবং তাঁর মসজিদের দরজার সামনেই তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, সেদিন যারা তাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছিলেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম।

রক্তপণের ব্যাপারে ইয়াহূদীদের বৈষম্য

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট দাঊদ ইব্ন হুসায়ন ইকরামা সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মায়িদার যে আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

"(তারা যদি আপনার কাছে আসে), তবে তাদের বিচার নিষ্পত্তি করবেন, অথবা তাদের উপেক্ষা করবেন। আপনি যদি তাদের উপেক্ষা করেন, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি বিচার নিষ্পত্তি করেন, তবে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করবেন; আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।" (৫ : ৪২)

এ আয়াতগুলো বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যার দীয়ত বা রক্তপণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এটা এজন্যে যে, বনূ নযীরের নিহতরা সম্মানিত ও অভিজাত ছিল বিধায় তাদের রক্তপণ পুরোপুরি আদায় করা হত। পক্ষান্তরে বনূ কুরায়যার নিহতদের জন্যে অর্ধেক রক্তপণ আদায় করা হত। এ ব্যাপারে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালা প্রার্থনা করল। তখন আল্লাহ্

তা'আলা তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এ ব্যাপারে সত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং রক্তপণ সমান করে দেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এর কোন্‌টা যে যথার্থ, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইয়াহূদীদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরীক্ষা করার অপপ্রয়াস

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কা'ব ইব্‌ন আসাদ, ইব্‌ন সূরিয়া, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সূরিয়া এবং শাস ইব্‌ন কায়স নিজেদের মধ্যে এ মর্মে বলাবলি করল যে, চল আমরা মুহাম্মদের কাছে যাই। হয়তো বা ছলে-বলে আমরা তাঁকে তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারব। কেননা তিনি তো একজন মানুষ। সেমতে তারা তাঁর কাছে এল এবং বলল : হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি অবগত আছেন যে, আমরা ইয়াহূদীদের পণ্ডিত এবং তাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমরা যদি আপনার ধর্ম গ্রহণ করে নিই, তাহলে সমগ্র ইয়াহূদী সমাজ আপনার অনুসারী হয়ে যাবে এবং তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের কিছু লোকের মধ্যে কলহ রয়েছে। আমরা যদি আপনাকে তাদের এবং আমাদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্যে বিচারক নিযুক্ত করি, আর আপনি যদি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে রায় দেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। এ সময় আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَآئَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ - اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ -

"(আর আমি কিতাব নাযিল করেছি) যাতে আপনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি করেন, আর তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ না করেন—এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন যাতে আল্লাহ্ যা আপনার প্রতি নাযিল করেছেন, তারা তার কিছু থেকে আপনাকে বিচ্যুত না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। তবে কি তারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান চায় ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর ?" (৫ : ৪৯-৫০)

ইয়াহূদী কর্তৃক ঈসা (আ)-এর নবুওয়তের অস্বীকৃতি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ইয়াহূদীদের একটি দল আসল। এদের মধ্যে ছিল আবূ ইয়াসির ইব্‌ন আখতাব, নাফি' ইব্‌ন আবূ নাফি', আযির ইব্‌ন আবূ আযির, খালিদ, যায়দ, আযার ইব্‌ন আবূ আযার ও আশইয়া'। তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে,

তিনি কোন্ কোন্ রাসূলের প্রতি ঈমান রাখেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্র প্রতি আর তার প্রতি যা আমাদের কাছে নাযিল হয়েছে, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে আর যা নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।

এ প্রসঙ্গে তিনি যখন ঈসা ইব্ন মারইয়াম-এর কথা উল্লেখ করেন, তখন তারা তাঁর নবুওয়তকে অস্বীকার করে বলে যে, আমরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাদের প্রতি ঈমান রাখি না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ -

"আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ! একমাত্র এ কারণেই না তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা পূর্বে নাযিল হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি ? আর তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।" (৫ : ৫৯)

ইয়াহূদীদের হকপন্থী হওয়ার দাবি

একদা রাফি' ইব্ন হারিসা, সালাম ইব্ন মিশকাম, মালিক ইব্ন সায়ফ ও রাফি' ইব্ন হুরায়মালা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি কি এরূপ দাবি করেন না যে, আপনি ইবরাহীমের মিল্লাত ও তাঁর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং আমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখেন, আর আপনি সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন যে, তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হক কিতাব? জবাবে তিনি বললেন : হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা তো অনেক নতুন ব্যাপার উদ্ভাবন করে নিয়েছ এবং ঐ কিতাবে আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের থেকে অংগীকার নেওয়ার যে বিষয় উল্লিখিত রয়েছে, তা তোমরা অস্বীকার করেছ। আর ঐ কিতাবের যে বিধান মানুষের কাছে বর্ণনা করার জন্য তোমরা আদিষ্ট হয়েছিলে, তোমরা তা গোপন করেছ।

তখন তারা বলল : আমাদের কাছে যা আছে, তা আমরা গ্রহণ করি এবং আমরা হক ও হিদায়াতের উপরই আছি। আমরা আপনার প্রতি ঈমান রাখি না এবং আপনার অনুসরণও আমরা করব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا - فَلاَ تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

"আপনি বলে দিন, হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তোমরা তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই

নেই। তোমার রবের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস-ই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।" (৫ : ৬৮)

ইয়াহূদীদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা নাহাম ইবন যায়দ, কুরদাম ইবন কা'ব ও বাহরী ইবন 'আমর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বলল : হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যও মানেন নাকি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ بِذَالِكَ بُعِثْتُ والى ذلك ادعو

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। এ দাওয়াত নিয়েই আমি প্রেরিত হয়েছি, আর এরই দিকে আমি সবাইকে আহবান করি।"

তখন আল্লাহ্ তাদের এবং তাদের এ বক্তব্যের ব্যাপারে নাযিল করেন :

قُلْ اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ أَءِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ـ قُلْ لَّا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

"বলুন, সাক্ষ্য প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ কী ? বলে দিন, আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এ কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদের এবং যার নিকট এটি পৌঁছবে তাদের এ দিয়ে আমি সতর্ক করি, তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহও আছে ? বলে দিন, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না'; বলুন, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর তা থেকে আমি মুক্ত। আমি যাদের কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে সেরূপ চেনে, যেরূপ চেনে তাদের সন্তানদের; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না। (৬ : ১৯-২০)

আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মু'মিনদের প্রতি ইয়াহূদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

রিফাআ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন তাবূত এবং সুওয়ায়িদ ইব্‌ন হারিস বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করেছিল। মুসলমানদের অনেকে তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তখন আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে নাযিল করেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ... ... وَاِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদের ও কাফিরদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (৫ : ৫৭) ... তারা যখন তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি', কিন্তু তারা কুফর নিয়েই আসে এবং তা নিয়েই বের হয়ে যায়। তারা যা গোপন করে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।" (৫ : ৬১)

কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে ইয়াহূদীদের জিজ্ঞাসা

জাবাল ইব্‌ন আবূ কুশায়র এবং শামুয়েল ইব্‌ন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলল : হে মুহাম্মদ। আপনি যেমন বলেন যে, আপনি নবী, তা যদি সত্য হয়, তাহলে আপনি আমাদের বলুন, কিয়ামত কবে হবে ? তখন আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لاَ تَأْتِيْكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً - يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবের-ই আছে। শুধু তিনি-ই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন, তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটা ভয়ংকর ঘটনা হবে। হঠাৎ তা তোমাদের উপর আসবে, আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র-ই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়।" (৭ : ১৮৭)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : اَيَّانَ مُرْسَاهَا অর্থ مَتى مرساها কবে তার সমাপ্তি বা শেষ সীমা। আর حَفِىٌّ বলতে সেই ঘনিষ্ঠজনকে বোঝানো হয়েছে, যিনি এতই ঘনিষ্ঠ যে, অন্যে তাদের যা বলবে না, তাই তিনি তাদের বলবেন। আর حفى শব্দটি مستحفى অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, যার অর্থ কোন ব্যাপারে সম্যক অবগত এবং যিনি কোন ব্যাপারে অনুসন্ধান করে প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েছেন।

উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ইয়াহূদীদের দাবি

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : একদা সালাম ইব্‌ন মিশকাম, নু'মান ইব্‌ন আওফা, আবূ আনাস, মাহমূদ ইব্‌ন দাহ্ইয়া, শাস ইব্‌ন কায়স এবং মালিক ইব্‌ন সায়ফ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে বলল : আমরা আপনার কিভাবে অনুসরণ করতে পারি, যেখানে আপনি আমাদের কিবলা পরিত্যাগ করেছেন এবং আপনি উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মানেন না ? তাদের এ বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ -

"ইয়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহ্র পুত্র'; আর খ্রিস্টানরা বলে, 'মাসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র', এটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল, তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন। তারা কেমন করে সত্য-বিমুখ হয় ?" (৯ : ৩০)

ইব্ন হিশাম বলেন : يُضَاهِئُوْنَ -এর অর্থ হল–তারা এমন কথা বলছে, যেমন তাদের পূর্বেকার কাফিররা বলত।

আহলে কিতাব কর্তৃক আসমান থেকে কিতাব নাযিলের আহবান

ইব্ন ইসহাক বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মাহমূদ ইব্ন সায়হান, নু'মান ইব্ন আযা, বাহ্রী ইব্ন আমর, উযায়র ইব্ন আবূ উযাযর এবং সালাম ইব্ন মিশকাম আসে এবং তারা বলে : হে মুহাম্মদ! তুমি যা নিয়ে এসেছ, তুমি তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পেয়েছ, এটা কি সঠিক ? আমরা তো একে তাওরাতের মতো সুবিন্যস্ত দেখছি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : সাবধান, আল্লাহ্র শপথ! এটা যে আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে, তা তোমরা ভালো করেই জান এবং তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে তাতেও তোমরা এ কথা লিখিত দেখতে পাচ্ছ। সমস্ত জিন ও ইনসান যদি এ বাণীর অনুরূপ বাণী রচনা করতে একত্র হয়, তবু তারা তা রচনা করতে পারবে না। এ সময় সেখানে আরো যারা সমবেত হয়েছিল, যেমন : ফিনহাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সূরিয়া, ইব্ন সালুবা, কিনানা ইবন রবী ইব্ন আবুল হুকায়ক, উশায়', কা'ব ইব্ন আসাদ, শামবীল ইব্ন যায়দ, জাবাল ইব্ন সাকীনা–এরা বলল : হে মুহাম্মদ! আপনাকে কি এ বাণী কোন জিন ও মানুষ শিখায় না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বললেন : তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, এটা আল্লাহ্র কাছ থেকেই এসেছে। তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তাতে তোমরা এ কথা লিখিত দেখতে পাচ্ছ। তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ যখন কাউকে রাসূল বানিয়ে পাঠান, তখন তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত বিভিন্ন জিনিস ও ক্ষমতা দান করে থাকেন। অতএব আপনি আসমান থেকে আমাদের জন্য একখানা কিতাব নাযিল করান, যা আমরা পাঠ করব এবং আমরা সে সম্পর্কে অবহিত হব। নয়তো আপনি যে বাণী পেয়েছেন, সে ধরনের বাণী আমরাও আপনার কাছে নিয়ে আসবে। তখন আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে এবং তাদের এ উক্তির জবাবে নাযিল করেন :

"আপনি বলে দিন : যদি এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবু তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।" (১৭ : ৮৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাদের যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম নামক ইয়াহূদী পণ্ডিত যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হুয়াই ইবন আখতাব, কা'ব ইব্‌ন আসাদ, আবূ রাফি', উশায়' এবং শামবীল ইব্‌ন যায়দ তাঁকে বলল : আরবদের মধ্যে তো নবী আসবে না, বরং তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) তো একজন বাদশাহ। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসূল (সা)-এর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে যে বিবরণ এসেছিল এবং যা তিনি ইতিপূর্বে কুরায়শদের কাছে পেশ করেছিলেন, সে বিবরণ তাদের শুনিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে যখন কুরায়শ নেতারা নাযর ইব্‌ন হারিস ও উকবা ইব্‌ন আবূ মুয়াইতকে মদীনার ইয়াহূদী পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন উপরোক্ত ইয়াহূদী নেতারাই ঐ দুই ব্যক্তির মাধ্যমে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, আপনারা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে ইয়াহূদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র জানিয়েছেন যে, একবার কতিপয় ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ। আল্লাহ্ তো সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন, তবে আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে ? এ প্রশ্ন শুনে রাসূল (সা) এত রেগে যান যে, তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র গযবের ব্যাপারে সাবধান করে দেন। এ সময়ে তাঁর কাছে জিবরীল (আ) আসেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন : হে মুহাম্মদ! আপনি শান্ত হোন। এরপর তিনি ইয়াহূদীদের প্রশ্নের যে জবাব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তা তাঁকে শোনালেন। তা হল : "আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন; তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি, তাঁর সমতুল্য কেউ-ই নেই।" (১১২ : ১-৪)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেত ইয়াহূদীদের সামনে উপরোক্ত সূরা পড়ে শোনানোর পর তারা বলল : হে মুহাম্মদ! আপনার এ বক্তব্য না হয় বুঝলাম। এখন বলুন তাঁর আকার-আকৃতি কেমন ? তাঁর হাত কেমন ? তাঁর বাহু কেমন ?"

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগের চাইতেও বেশি রাগান্বিত হলেন এবং তাদের পুনরায় সতর্ক করলেন। এ সময় জিবরীল (আ) তাঁর কাছে আসলেন এবং প্রথমবার তাঁকে যা বলেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর এ প্রশ্নের যে জবাব আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন তা তাঁকে শোনালেন। আল্লাহ্‌র সেই জবাব হল :

"তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।—পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।" (৩৯ : ৬৭)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বনূ তায়মের আযাদকৃত গোলাম উত্‌বা ইব্‌ন মুসলিম, আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি : "এমন একদিন আসবে, যখন লোকেরা পরস্পরে নানা রকমের জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এমনকি কেউ এরূপ প্রশ্নও করবে যে, আল্লাহ্ তো সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা কিন্তু আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? লোকেরা যখন এরূপ প্রশ্ন করবে, তখন তোমরা বলবে : আপনি বলুন, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" (১১২ : ১-২)।

এরূপ কথা শোনার পর শ্রবণকারীর উচিত তার বামদিকে তিনবার থুথু ফেলা এবং বিতাড়িত শায়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ্ চাওয়া।

নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাজরানের খ্রিস্টান অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ৬০ সদস্যবিশিষ্ট একটি অশ্বারোহী প্রতিনিধি দল একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসেন। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন তাদের সবচাইতে গণ্যমান্য ব্যক্তি। এ ১৪ জনের মধ্যে তিনজন ছিলেন সবচেয়ে শীর্ষ স্থানীয় নেতা। এঁরা হলেন :

১. আবদুল মাসীহ, ইনি গোটা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান সরদার ও সর্বোচ্চ উপদেষ্টা। তাঁর মত না নিয়ে তারা কোন কাজেই বেরুত না। এর উপাধি ছিল 'আকিব।

২. আয়হাম, এঁর উপাধি ছিল সায়্যিদ বা সরদার। তিনি দ্বিতীয় স্তরের সর্বোচ্চ নেতা এবং তাদের সভা-সমিতির ব্যবস্থাপক ও কাফেলার পরিচালক।

৩. আবূ হারিস ইব্‌ন আলকামা, ইনি বনূ বকর ইব্‌ন ওয়ায়লের সদস্য। ইনি ছিল তাদের বিশপ, বিজ্ঞ পণ্ডিত, শিক্ষক ও পুরোহিত। আবূ হারিস, নাজরানের খ্রিস্টানদের মধ্যে অতিশয় সম্মানিত ও ধর্মগ্রন্থ বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। এ খবর রোম সম্রাটদের কাছে পৌঁছলে তারা তাকে বিশেষ মর্যাদা, অনেক অর্থ এবং সেবার জন্য বহু দাস-দাসী প্রদান করেন। তারা তার জন্য গীর্জা তৈরি করে দেন এবং তাকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেন।

কূয্ ইব্‌ন আল্‌কামার ইসলাম গ্রহণ

প্রতিনিধি দলটি যখন নাজরান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল, তখন আবূ হারিসা তাঁর খচ্চরের পিঠে রাসূল (সা)-এর দিকে মুখ করে বসলেন। তার পাশেই বসে ছিল তার ভাই কূয ইব্‌ন আলকামা। ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারো কারো মতে তার নাম হল কুরয। সহসা আবূ হারিসার খচ্চরটি হোঁচট খেলে কূয রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : "দূরবর্তী ব্যক্তিটি হতভাগা।" তখন আবূ হারিসা তাকে বললেন : "তুমিই বরং হতভাগা।" কূয বললেন : কেন, হে আমার ভাই? আবূ হারিসা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম,

ইনিই সেই নবী, যাঁর জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। তখন কূয তাঁকে বললেন : এ কথা জেনেও আপনি তাঁর প্রতি কেন ঈমান আনছেন না? আবূ হারিসা বললেন : খ্রিস্টান সম্প্রদায় আমাকে যেভাবে সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে রেখেছে, তাতে তাদের সম্মতি না নিয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারছি না। খ্রিস্টানরা মুহাম্মদের বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর। আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে তারা যা দিয়েছে, সেসব আমার থেকে ছিনিয়ে নেবে। কূয ইব্‌ন আলকামা নিজের পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নিজের ভাইয়ের কাছে গোপন রাখেন এবং পরে ইসলাম কবূল করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে যে সব খবর আছে, তার মধ্যে এটি একটি যে, কূয ইব্‌ন আলকামা নিজে আবূ হারিসা সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করতেন।

নাজরানের এক নেতার ছেলের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, নাজরানেরা নেতারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সীলকৃত কিছু কিতাব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যখন তাদের কোন নেতা মারা যেতেন এবং অন্য লোক নেতা নির্বাচিত হতেন, তখন তিনি আগের সীল না খুলে, তার উপর নতুন সীল মেরে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় যিনি নেতা ছিলেন, তিনি একবার হাঁটার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যান। এ সময় তাঁর ছেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি উদ্দেশ্য করে বলে : দূরবর্তী ব্যক্তিটি হতভাগা। এ কথা শুনে তার পিতা বললেন : এরূপ বলো না; কারণ তিনি একজন নবী। আমাদের কাছে সংরক্ষিত কিতাবে তাঁর নাম লেখা রয়েছে। যখন তার পিতা মারা গেলেন, তখন তার ছেলে ঐ কিতাবের সীল ভেঙে তা পড়ে দেখার আগ্রহ সংবরণ করতে পারল না। সে তা খোলামাত্রই তাতে নবী (সা)-এর নাম দেখতে পেল। ফলে, সে ইসলাম গ্রহণ করল এবং একনিষ্ঠ মুসলামান হয়ে গেল। পরবর্তীকালে ইনি হজ্জও করেছিলেন। এ ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর প্রশংসা করে এক কবিতা আবৃত্তি করেন, যা হল :

"আমার উটনীও খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করে আপনার দিকে ছুটে চলেছে, এমনকি তার পেটে সন্তান নিয়েও সে দৌড়াচ্ছে।"

পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের সালাত আদায়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র আমাকে জানিয়েছেন যে, এ খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল যখন মদীনায় মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হল, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় শেষ করেছিলেন। তাদের পরনে ছিল ইয়ামানী পোশাক এবং তারা বনূ হারিস ইব্‌ন কা'বের উটে সওয়ার হয়ে এসেছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবীদের কেউ কেউ বলেছিলেন : তাদের মত আর কোন প্রতিনিধি দল আমরা আর কখনো দেখিনি। তারা যখন এসেছিল, তখন তাদের সালাতের সময় হয়েছিল। তারা মসজিদে নববীতেই পূর্বদিকে মুখ করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন : তাদের সালাত আদায় করতে দাও। তখন তারা পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করল।

তাদের নাম ও আকীদা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আগন্তুকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় চৌদ্দজনের নাম হল :

আবদুল মাসীহ-যার উপাধি আকিব, আয়হাম-যার উপাধি সায়্যিদ, আবূ হারিসা ইব্‌ন আলকামা-ইনি বনূ বকরের সদস্য; আওস, হারিস, যায়দ, কায়স, ইয়াযীদ, নাবীহ, খুয়ায়লিদ, আমর, খালিদ, আবদুল্লাহ্‌, ইউহান্নাস। তাদের মোট সংখ্যা ছিল ষাট। এ দলের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলেন আবূ হারিসা ইব্‌ন আলকামা, আবদুল মাসীহ আকিব ও আয়হাম। এরা সকলে রোম সাম্রাজ্যের ধর্ম খ্রিস্টবাদের অনুসারী ছিল। তবে হযরত ঈসা সম্পর্কে তাদের কিছুটা মতপার্থক্য ছিল। কেউ কেউ বলত, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌, কেউ কেউ বলত, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। কেউ কেউ বলত, তিনি তিন খোদার তৃতীয় খোদা। ঈসা (আ) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা এ ধরনের আকীদা পোষণ করত।

যারা তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ বলে আখ্যায়িত করত, তাদের যুক্তি ছিল এই যে, তিনি মৃতদের জীবিত করতেন, রোগীদের রোগমুক্ত করতেন, অদৃশ্য সম্পর্কে খবর দিতেন এবং মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি গঠন করে তাতে তিনি ফুঁক দিলে তা পাখি হয়ে যেত। এসবই তিনি আল্লাহ্‌র এ উক্তি অনুসারে করতেন যে, "তাকে আমি মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চাই।"

যারা তাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মনে করত, তাদের যুক্তি ছিল এই যে, তাঁর কোন পিতা ছিল বলে জানা যায় না, অথচ তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলেছেন, যা ইতিপূর্বে আর কোন আদম সন্তান বলেনি।

পক্ষান্তরে, যারা বলত যে, হযরত 'ঈসা (আ) তিন খোদার তৃতীয়জন, তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণত এভাবে কথা বলে থাকেন যে, "আমরা সৃষ্টি করেছি", "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি," ইত্যাদি। তিনি যদি একক হতেন, তা হলে বলতেন, "আমি সৃষ্টি করেছি", "আমি নির্দেশ দিয়েছি", "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি" এবং "আমি করেছি"-এ ধরনের একবচন শব্দ ব্যবহার করতেন; বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করতেন না। বস্তুত বিশ্বপ্রভু আসলে তিনজন : আল্লাহ্‌, মারইয়াম ও ঈসা (আ)। কুরআন তাদের এ তিনটি মতবাদই খণ্ডন করেছে। নাজরানী খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের সর্বোচ্চ নেতৃদ্বয় যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তিনি তাদেরকে বললেন : "তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর।" তারা বললেন : আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। রাসূল (সা) বললেন : "তোমারা ইসলাম গ্রহণ করোনি। এখন কর।" তারা বললেন : "আমরা আপনারও আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি।" রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন : "তোমরা অসত্য বলছ। তোমাদের এ কথা যে, আল্লাহ্‌র পুত্র আছে, ক্রুশের পূজা করা এবং শূকর খাওয়া ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক।" তারা উভয়ে বললেন : "তা হলে ঈসার পিতা কে, হে মুহাম্মদ?" রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাদের এ কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলেন।

এদের সম্পর্কে কুরআনে যা নাযিল হয়েছে

এর জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের প্রথম থেকে আশি আয়াতেরও ধিক আয়াত নাযিল করেন। সূরার শুরুতেই তিনি তাদের মিথ্যা ধারণা থেকে নিজের পবিত্রতা

ঘোষণা করেছেন। বিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজের একক কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। খ্রিস্টানরা এক্ষেত্রে আল্লাহ্র যে শরীক নির্ধারণ করেছে, এ দ্বারা তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিজেকে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ ঈসা মরণশীল ও স্থিতিহীন; অথচ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ এ সূরায় আরো বলেন : "তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন।" অর্থাৎ তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে, তার মীমাংসা তিনি এ কিতাবে করেছেন। তারপর তিনি বলেন : "এবং তিনি তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন।" অর্থাৎ মূসার উপর তাওরাত এবং ঈসার উপর ইনজীল, যেমন অন্যান্য কিতাব পূর্বেকার অন্যান্য নবীর উপর নাযিল করেছেন। তারপর আল্লাহ্ বলেন : "এবং ফুরকান নাযিল করেছেন" অর্থাৎ ঈসা (আ) ও অন্যান্য নবীর ব্যাপারে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ধারণ করার জন্য সর্বশেষ কিতাব কুরআন নাযিল করেছেন।

তারপর আল্লাহ্ বলেন : "যারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী দণ্ডদাতা।" অর্থাৎ আল্লাহ্র আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর এবং তা জানার পর যারা সেগুলোকে অস্বীকার করেছে, তাদের উপর আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তারপর আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্! আসমান ও যমীনে কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।"

অর্থাৎ খ্রিস্টানরা যে দুরভিসন্ধি পোষণ করে, যে চক্রান্ত আঁটে এবং ঈসা (আ) যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল, তা জানা সত্ত্বেও তাকে যে খোদা ও উপাস্য হিসাবে মানে এবং এসবই তারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র প্রতি ঔদ্ধত্য দেখানো ও তাঁকে অমান্য করার জন্যই করে। তাদের এ সকল অপতৎপরতা আল্লাহ্ অবগত আছেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন : "তিনি-ই মায়ের গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।" অর্থাৎ ঈসাও অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ। তাঁকে আল্লাহ্ অন্যান্য আদম সন্তানের মত মায়ের পেটে আকৃতি দান করেছেন। কোন মানুষ তা ঠেকাতে পারেনি এবং এ কথা কেউ অস্বীকার করে না। মায়ের পেটেই যার জন্ম, সে কিভাবে খোদা হতে পারে? এরপরই আল্লাহ্ নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং মুশরিকরা তাঁর সঙ্গে যেসব জিনিসকে শরীক করে, তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে বলেন : "তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" এর অর্থ এই যে, যারা তাঁর সংগে কুফরী করে, তাদের থেকে তিনি যখনই চান প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী। আর তিনি মহাজ্ঞানী-এ কথার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর বান্দাদের বোঝানোর ব্যাপারে দলীল উপস্থাপনে সূক্ষ্ম কৌশল ও দক্ষতার অধিকারী। এরপর আল্লাহ্ বলেন : "তিনিই আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এগুলো কিতাবের মূল অংশ আর অন্যগুলো রূপক।" দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য আয়াতগুলোতেই রয়েছে আল্লাহ্ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিবরণ, যুক্তি, বান্দাদের আখিরাতের মুক্তির পথনির্দেশনা এবং বিরোধী

ও বাতিলপন্থীদের যুক্তি খণ্ডনকারী বক্তব্য। এসব আয়াতে কোন ঘোরপ্যাঁচের অবকাশ নেই, এগুলোর সুনির্দিষ্ট মর্মকেও বিকৃত করার কোন সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে, অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। এগুলো দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন। যেমন হালাল-হারামের বিধান দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এগুলোর অর্থ বাতিলের পক্ষে ও সত্যের বিরুদ্ধে যায় এমন ব্যাখ্যা করা হয় কিনা, সেটাই পরীক্ষার বিষয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : "যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে, শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল বাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে।" অর্থাৎ যারা গুমরাহীর প্রতি আগ্রহী, তারা তাদের মনগড়া বাতিল ধ্যান-ধারণার পক্ষে দাঁড় করানোর জন্য দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যা দেয়। আল্লাহ্ বলেন : "ফিতনা অনুসন্ধানের জন্য এবং বিকৃত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই" (তারা এ দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর অনুসরণ করে)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব আয়াতে "আমরা সৃষ্টি করেছি", "আমরা ফায়সালা করেছি" ইত্যাদি বলেছেন, তা দ্বারা বিভ্রান্তি ও গুমরাহী ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এ সবের অপব্যাখ্যা করে। আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না।" অর্থাৎ তারা যেসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করে, তার প্রকৃত ব্যাখ্যা শুধু আল্লাহ্ই জানেন। এরপর আল্লাহ্ বলেন : "আর জ্ঞানে যারা সুগভীর, তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, সমস্ত-ই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত।" অর্থাৎ সকল আয়াতের উৎস যখন আল্লাহ্, তখন একটি অপরটির বিপরীত হয় কি করে? এরপর তারা স্পষ্ট আয়াতের বক্তব্যের আলোকেই অস্পষ্ট আয়াতেরও ব্যাখ্যা করে। ফলে আল্লাহ্র কিতাব সুসমন্বিত ও সুবিন্যস্ত কিতাবে পরিণত হয় এবং তা বাতিলের খণ্ডনকারী ও কুফরী অপনোদনকারী হিসাবে বহাল থাকে। তাই আল্লাহ্ পরবর্তী আয়াতে বলেন : "এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"

তারা এ বলে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করে : "হে আমাদের রব! সরল পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘনপ্রবণ করো না।" অর্থাৎ আমরা আমাদের মতিভ্রমের কারণে গুমরাহীর দিকে ঝুঁকে পড়লেও তুমি আমাদের বিপথগামী করো না। তারা আরো বলে : "(হে আল্লাহ্!) আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান কর, তুমি-ই মহাদাতা।" এরপর আল্লাহ্ বলেন : "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(হে মুহাম্মদ ! আপনি যে ধর্মের উপর আছেন সেই) "ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দীন।" অর্থাৎ এক আল্লাহ্র অনুগত্য করা এবং নবীদের সত্য বলে স্বীকার করাই একমাত্র ধর্ম। আল্লাহ্ আরো বলেন : "আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করলে, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" যদি তারা আপনার সংগে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

এরপরও যদি তারা আপনার সংগে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উক্তি : "আমরা করেছি", "আমরা সৃষ্টি করেছি", "আমরা নির্দেশ দিয়েছি"-এর অজুহাত দেখিয়ে তারা আল্লাহ্‌র একত্বে সন্দেহ পোষণ করে, অথচ উক্তির প্রকৃত অর্থ তারা জানে! আপনি বলুন : "আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীগণও।" আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের ও নিরক্ষরদের (যাদের কোন কিতাব নেই) বলুন : "তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?" যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য

এরপর আল্লাহ্ তাওরাত ও ইনজীল উভয় কিতাবের অনুসারী অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের স্ব-উদ্ভাবিত গুমরাহী খণ্ডন করে বলেন : যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মাঝে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদের হত্যা করে, আপনি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।... ... বলুন : হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্ ! (অর্থাৎ বান্দাদের রব, যাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তাদের উপর রয়েছে); তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতে-ই; (অর্থাৎ তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই), তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান, (অর্থাৎ একমাত্র তুমিই স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বলে উপরোক্ত সব কিছু করতে সক্ষম)। "তুমি-ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত কর; তুমি-ই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্‌ক দান কর।" অর্থাৎ এ কাজগুলোও তুমি ছাড়া আর কেউ করতে সক্ষম নয়। বস্তুত এসব বাণীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ বলতে চাইছেন যে, নবুওয়তের প্রমাণ ও নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরার জন্য মৃতকে জীবিত করা, রোগীকে রোগমুক্ত করা, কাদামাটি দিয়ে পাখি বানানো ও অদৃশ্য জগতের সংবাদ জানানোর ক্ষমতা যদিও আমি ঈসাকে দিয়েছি এবং এসব অলৌকিক ক্ষমতার কারণেই তারা ঈসাকে খোদা বা দেবতা মনে করে থাকে, তথাপি তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, আমি আমার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনেক কিছুই ঈসাকে দেইনি। যেমন আমি কোন বাদশাহকে নবী বানাবার ক্ষমতা দেইনি, অথচ আমি যাকে ইচ্ছা তাকে নবী মনোনীত করি; দিনের শেষে রাত নিয়ে আসা এবং রাতের শেষে দিন নিয়ে আসা, মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটানো এবং জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটানো, আর নেককার ও বদকারদের যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্‌ক প্রদান, এসব কাজের কোন ক্ষমতা আমি ঈসাকে দেইনি এবং এসবে তার কোন কর্তৃত্বও ছিল না। এ থেকে তারা কি এ শিক্ষা ও উপদেশ পায় না যে, তাদের জানামতে ঈসা—যিনি রাজাদের অত্যাচারের ভয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতেন, তিনি যদি ইলাহ্ বা খোদা হতেন, তাহলে এ সকল গুণ ও ক্ষমতা তাঁর থাকত এবং তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হতনা।

কুরআনে মু'মিনদের জন্য নসীহত ও হুশিয়ারী

এরপর সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ্ মু'মিনদের উপদেশ দিয়ে ও সতর্ক করে বলেন : "হে নবী! আপনি বলুন : "তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাস" অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভক্তি করা ও ভালবাসার দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, "তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের আগে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত থাকার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। "আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" বলুন : "তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।" কেননা তোমরা তোমাদের কিতাবে লিখিত অবস্থায় তাঁর পরিচয় জানতে পেরেছ। "যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়" (অর্থাৎ কুফরী অব্যাহত রাখে) "তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ কাফিরদের পসন্দ করেন না।"

ঈসার জন্ম এবং মারইয়াম ও যাকারিয়ার ব্যাপারে কুরআনের বিবরণ

এরপর নাজরানী প্রতিনিধিদলের সামনে ঈসা (আ)-এর বৃত্তান্ত তুলে ধরা হল এবং তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্র ব্যতিক্রমধর্মী পরিকল্পনার সূচনা কিভাবে হয়েছিল, তা বিবৃত করা হল। আল্লাহ্ বললেন : "আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে, ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" এরপর আল্লাহ্ ইমরানের স্ত্রী এবং তাঁর কথার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিলেন। "হে আমার রব ! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম।" অর্থাৎ তাকে আমি আমার সংসারের কোন কাজে খাটাবনা, বরং সার্বক্ষণিকভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতে তাকে নিয়োজিত রাখব। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে তা কবূল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" এরপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন তিনি বললেন : 'হে আমার রব ! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।' সে যা প্রসব করেছে, আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। 'আর ছেলে তো মেয়ের মত নয়।' অর্থাৎ আমি তাকে একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করেছি আর ছেলে তো মেয়ের মত নয়। 'আর আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম। এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তারও তার বংশধরদের জন্য তোমার আশ্রয় চাই।' আল্লাহ্ বলেন : "এরপর তার প্রতিপালক তাকে সাগ্রহে কবূল করলেন, তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তিনি তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন।" অর্থাৎ মারইয়ামের পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখলেন।

ইব্‌ন হিশাম "তত্ত্বাবধানে রাখার" ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এর অর্থ তাকে যাকারিয়ার পরিবারের সাথে যুক্ত করে দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সূরায় আল্লাহ্ মারইয়ামের ইয়াতীম হয়ে যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তারপর মারইয়াম ও যাকারিয়ার বৃত্তান্ত, যাকারিয়ার দু'আ, আল্লাহ্ কর্তৃক যাকারিয়াকে ইয়াহ্ইয়া নামক সন্তান দান, এরপর মারইয়ামের সংগে ফেরেশতাদের কথাবার্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ

করেছেন। ফেরেশতারা তাঁকে বলেছিলেন : "হে মারইয়াম ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন" হে মারইয়াম ! তুমি তোমার রবের অনুগত হও, সিজদা কর, যারা রুকূ করে তাদের সঙ্গে রুকূ কর।"

মহান আল্লাহ্ বলেন : "এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ—যা আপনাকে ওহীযোগে অবহিত করছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মাঝে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'তাদের কলম' অর্থাৎ তাদের তীর, যার মাধ্যমে তারা মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে লটারি করেছিলেন। হাসান বসরী (রা)-এর মতে, এ লটারিতে যাকারিয়ার নাম ওঠে। ফলে তিনি মারইয়ামকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেন ও তার অভিভাবক হয়ে যান।

মারইয়ামের অভিভাবকত্বে জুরায়জ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ লটারিতে অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে জুরায়জ পাদ্রীর নাম ওঠে, যিনি বনূ ইসরাঈলের একজন কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। তিনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যাকারিয়া। একবার বনূ ইসরাঈলে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যাকারিয়া মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে অপারগ হন। তাই তার অভিভাবক নির্ধারণে লটারির প্রয়োজন দেখা দেয়। লটারিতে জুরায়জ দরবেশের নাম উঠলে তিনি তার অভিভাবক হয়ে যান। আল্লাহ্ বলেন : "তারা যখন বাদানুবাদ করছিল, তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।"

নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল মারইয়াম সংক্রান্ত যেসব জানা কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গোপন করছিল, তা তাঁর কাছে প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ একথা বলেন, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, তাদের গোপন করা বিষয় যিনি তাদের সামনে প্রকাশ করে দিলেন, তিনি অবশ্যই একজন নবী।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : "স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বললেন : 'হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম মসীহ্, মারইয়াম পুত্র ঈসা।" অর্থাৎ ঈসার জন্মের ব্যাপারটি এরূপই ছিল; তোমরা যেরূপ বলে থাক, সেরূপ নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "সে দুনিয়া ও আখিরাতে (আল্লাহ্‌র নিকট) সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।" এখানে আল্লাহ্ অন্যান্য আদম সন্তানের ন্যায় তার জীবনেও বিবর্তন তথা শৈশব থেকে পরিণত বয়সে উত্তরণের কথা জানাচ্ছেন। পার্থক্য শুধু এই যে, আল্লাহ্ তাঁকে দোলনায় থাকাকালে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ঈসার নবুওয়তের

নির্দশন প্রকাশ এবং আল্লাহ্র অসীম কুদরত সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা—এ উভয় উদ্দেশ্যেই এ অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্যটি সংঘটিত করা হয়েছিল। "সে (মারইয়াম) বলল : হে আমার রব! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কীভাবে? তিনি বললেন : এভাবেই, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।" অর্থাৎ তিনি যা চান তাই করেন। আর তিনি যা সৃষ্টি করতে চান তা করেন, মানুষ হোক বা অন্য কিছু। "তিনি যখন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন : 'হও', এবং তা হয়ে যায়।"

এরপর সেই অনাগত সন্তান ঈসার আগমনের উদ্দেশ্য কি, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বললেন : 'তিনি তাকে কি শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত ও তাওরাত, যা তাঁর আগে থেকেই বনূ ইসরাঈলের মাঝে চালু ছিল, আর ইনজীলেরও শিক্ষা দেবেন, আর আসমানী কিতাব যা আল্লাহ্ ঈসার ওপর নাযিল করেন। এতে উল্লেখ ছিল যে, হযরত ঈসার পরে আর একজন নবী আসবেন। "এবং তাকে বনূ ইসরাঈলের জন্য রাসূল করব, সে বলবে : আমি তোমাদের কাছে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি; যা দিয়ে আমার নবুওয়ত প্রমাণিত হয়। (সেই নির্দশন হল) আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখি সদৃশ আকৃতি বানাব; এরপর তাতে আমি ফুঁক দেব; ফলে আল্লাহ্র হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে।" সেই আল্লাহ্ই আমাকে নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই তোমাদের রব।—"আর আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করব। তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং যা জমা করে রাখ, তা আমি তোমাদের বলে দেব। তোমরা যদি মু'মিন হও, তবে এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" —এ মর্মে যে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে এসেছি। —"আর আমি এসেছি, আমার আগে তাওরাতের যা রয়েছে, তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল, তার কতককে বৈধ করতে"—অর্থাৎ এতে তোমাদের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি শিথিল হবে এবং তোমাদের জীবন যাপন সহজতর হবে।—"এবং আমি তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব।" অর্থাৎ কিছু লোক যে বলে, আল্লাহ্ আমার পিতা, তা মিথ্যা। তিনি আমার রব, যেমন তোমাদেরও রব।—"সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে। এটাই ঐ সরল পথ।" অর্থাৎ এটাই সরল পথ, যে পথে চলার জন্য আমি তোমাদের উদ্বুদ্ধ করছি, আর যে পথের সন্ধান নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি।—"যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস করল (এবং তাঁর প্রতি শত্রুতার মনোভাব আঁচ করতে পারল), তখন সে বলল : 'আল্লাহ্র পথে কারা আমার সাহায্যকারী'? তখন শিষ্যরা বলল : আমরাই আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি। এটাই হাওয়ারীদের সেই উক্তি, যার কারণে তারা আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। "আমরা আত্মসমর্পণকারী, আপনি এর সাক্ষী থাকুন।" আমরা তাদের মত নই, যারা আপনার সঙ্গে অহেতুক তর্ক-বির্তকে লিপ্ত হয়।—"হে আমাদের রব! তুমি যা নাযিল করেছ, তাতে

আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্য বহনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।" অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর শিষ্যদের কথা ও ঈমান এরূপই ছিল।

ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া

এরপর যখন ইয়াহূদীরা ঈসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য সংঘবদ্ধ হল, তখন আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন : "এবং তারা চক্রান্ত করেছিল, আর আল্লাহ্ও কৌশল করেছিলেন; আল্লাহ্ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।"—এরপর আল্লাহ্ ইয়াহূদীরা যে ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করেছে, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে তিনি ঈসা (আ)-কে কিরূপে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং ইয়াহূদীদের চক্রান্ত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন, সে সম্পর্কে বলেন :

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বললেন : হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করছি এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি; আর যারা কুফরী করছে, তাদের মধ্য থেকে তোমাকে মুক্ত করছি।" অর্থাৎ তারা যখন তোমার ব্যাপারে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, তখন আমি তোমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করব। "আর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি।" এরপর কয়েকটি আয়াতে এ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলার পর, আল্লাহ্ বলেন : "(হে মুহাম্মদ!) যা আমি আপনার কাছে বিবৃত করেছি, তা নিদর্শন ও সারগর্ভ বাণী থেকে।" অর্থাৎ ঈসা (আ) ও তাঁর ব্যাপারে তাদের মাঝে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল, সে ব্যাপারে নির্ভুল ও সঠিক সিদ্ধান্ত এটাই। যাতে অসত্য ও বিভ্রান্তির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সুতরাং আপনি ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে, এ তথ্য ছাড়া অন্য কোন তথ্যকে সত্য বলে কখনো গ্রহণ করবেন না।

"আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তারপর তাকে বলেছিলেন : হও, ফলে সে হয়ে গেল। এ সত্য আপনার রবের নিকট থেকে। অর্থাৎ ঈসা সম্পর্কে আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ হতে যে খবর এসেছে, তা সঠিক। "সুতরাং আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"

যদি তারা বলে যে, পিতা ছাড়া কিভাবে ঈসা জন্ম নিলেন? এর জবাব এই যে, আমি আদমকে এর আগে পিতামাতা ছাড়াই আমার কুদরতে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি। ঈসার মতই আদমও রক্ত-মাংস, চুল-চামড়া ইত্যাদি সহকারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই পিতা ছাড়া ঈসার সৃষ্টি আদমের সৃষ্টির চেয়েও অধিক বিস্ময়কর কিছু নয়। "(হে নবী!) আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর যে কেউ আপনার সংগে তর্ক করে" অর্থাৎ আমি তার সম্পর্কে আপনার কাছে যা বিবৃত করেছি, এরপরও যদি সে আপনার সংগে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, "তবে তাকে বলুন : এস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজদের ও তোমাদের নিজদের; এরপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র লা'নত।"

"নিশ্চয়ই এটি সত্য বৃত্তান্ত" অর্থাৎ ঈসা সম্পর্কে যে খবর আমি বিবৃত করেছি, তা সত্য। "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই, যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।"

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে সকল যুক্তি-তর্কের অবসান ঘটান।

পারস্পরিক অভিসম্পাতের প্রস্তাব গ্রহণ করা থেকে খ্রিস্টানদের পিঠটান

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যখন ঈসা (আ) সম্পর্কে অকাট্য ও নির্ভুল তথ্য আসে এবং খ্রিস্টানরা তা মানতে অস্বীকার করে, তখন তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে তাদের পারস্পরিক অভিসম্পাতের জন্য প্রস্তাব দেন। তখন খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে : হে আবুল কাসিম! আমাদের করণীয় সম্পর্কে আমাদের একটু ভাবতে দিন। তারপর আমরা আপনার দাওয়াত সম্পর্কে কর্তব্য স্থির করে আপনার কাছে আসব। এরপর তারা তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। তারা তাদের প্রধান উপদেষ্টা আকিবের সাথে সলা-পরামর্শে বসল। তারা তাকে বলল : হে আবদুল মাসীহ! তোমার অভিমত কি ?

সে বলল : হে খ্রিস্টান সম্প্রদায়! তোমরা অবশ্যই জেনে গেছ যে, মুহাম্মদ একজন প্রেরিত নবী। তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের নেতা ঈসা (আ) সম্পর্কে অকাট্য তথ্য নিয়ে এসেছেন। তোমরা এ কথাও জান যে, যখনই কোন জাতি কোন নবীর সঙ্গে পারস্পরিক অভিসম্পাতে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ছোট-বড় সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা যদি প্রস্তাবিত এ পারস্পরিক অভিসম্পাতে লিপ্ত হও, তবে জেনে রেখ, তোমাদের সমূলে ধ্বংস করাই তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়। তোমরা যদি চাও যে, তোমাদের ধর্মের প্রতি তোমাদের আনুগত্য বজায় থাকুক এবং ঈসা সম্পর্কে তোমাদের নীতি অব্যাহত থাকুক, তাহলে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছ থেকে বিদায় নাও এবং দেশে ফিরে যাও।

এ পরামর্শ মুতাবিক প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বলল : হে আবুল কাসিম! আমরা আপনার সঙ্গে পারস্পরিক অভিশাপ বিনিময়ের এ কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক নই। আমরা আপনাকে আপনার ধর্মে এবং নিজেদেরকে নিজেদের ধর্মে বহাল রেখে ফিরে যেতে চাই। তবে আমাদের সাথে আপনার পসন্দসই একজন লোককে পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদের ধনসম্পদের বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। আমরা তাঁর কথা মেনে নেব।

আবূ উবায়দা (রা)- কে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর বলেন, তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা বিকালে আমার কাছে এস, আমি একজন বিশ্বস্ত শক্তিশালী লোককে তোমাদের সাথে পাঠাব। রাবী বলেন : উমর ইব্ন খাত্তাব বলতেন যে, ঐ দিন আমি নেতৃত্বলাভের যতটা অভিলাষী হয়েছিলাম, তেমন আর কখনো হইনি—এ প্রত্যাশায় যে, আমি সেই দুর্লভ গুণের অধিকারী হব। তাই আমি প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে আগে থেকেই যোহরের সালাতের জন্য উপস্থিত হলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় শেষে সালাম ফিরিয়ে ডানে-বামে তাকাতে লাগলেন। তখন আমি উঁচু হয়ে দাঁড়াতে লাগলাম, যাতে তিনি আমাকে দেখতে পান। কিন্তু তিনি দৃষ্টি ফিরাতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা)-কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন : তুমি নাজরানী খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের সাথে যাও এবং ন্যায়সংগতভাবে তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয় মীমাংসা করে ফিরে এস। উমর (রা) বলেন : ফলে আবূ উবায়দা (রা) তাদের সাথে গেলেন।

মুনাফিকদের সংবাদ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা যা বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় তাশরীফ আনেন, তখন সেখানকার অধিবাসীদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল আওফী, যে হুবলা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবদুল্লাহ্ এমন অবিসংবাদিত নেতা ছিল যে, তার নেতৃত্ব সম্পর্কে তার সম্প্রদায়ে কারো দ্বন্দ্ব ছিল না। ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে মদীনার দুই গোত্র—আওস ও খাযরাজ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির একক নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। তার সাথে আওস গোত্রের সর্বজনমান্য আর এক ব্যক্তি ছিল- আবূ আমির আব্দ আমর ইব্ন সায়ফী ইব্ন নু'মান। বনূ যবীআ ইব্ন যায়দ শাখার এ ব্যক্তি ছিল উহুদ যুদ্ধের শহীদ, যাকে ফেরেশতারা গোসল দেন, সেই হানযালার পিতা। হানযালার পিতা আবূ আমির জাহিলী যুগে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে গেরুয়া পোশাক পরিধান করত। সেজন্য তাকে সন্ন্যাসী বলা হত। এ দু'জন তাদের সুনাম, সুখ্যাতি ও সামাজিক অহমিকার কারণে ইসলাম কবূল করা থেকে বঞ্চিত হয়।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়কে জাঁকজমকের সাথে মদীনার রাজা হিসাবে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য যখন অভিষেকের আয়োজন চলছিল, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-কে তাদের কাছে পাঠান। ফলে মদীনার অধিবাসীরা তাঁকে পরিত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে সে ঈর্যান্বিত হয় এবং মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সে যখন দেখল যে, তার গোত্র ইসলাম গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু তার মুনাফিকী, ভণ্ডামি ও ঈর্ষা অব্যাহত থাকে।

কিন্তু আবূ আমিরের অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। তার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে দেখে সে নিজের গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং কুফরীর ওপর অবিচল থাকার

সিদ্ধান্ত নিল। সে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, দশের অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ান হয়। (ইব্ন ইসহাক বলেন :) হানযালা ইব্ন আবূ আমিরের বংশের কারো বরাতে, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমামা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমরা তাকে 'রাহিব' না বলে, 'ফাসিক' বলবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : জা'ফর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হাকাম, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে হাদীস শ্রবণকারী ও বর্ণনাকারী সাহাবী ছিলেন, আমাকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় এলে আবূ আমির তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলে, তুমি যে দীন নিয়ে এসেছ তার স্বরূপ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি ইবরাহীমের একত্ববাদের দীন নিয়ে এসেছি। তখন সে বলল : আমি তো সেই ধর্মের অনুসারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন : তুমি সেই ধর্মের অনুসারী নও। সে বলল : অবশ্যই। সে আরো বলল : হে মুহাম্মদ! তুমি ইবরাহীমের ধর্মে এমন অনেক জিনিস আমদানী করেছ, যা এতে ছিল না। তিনি (সা) বললেন : আমি এরূপ করিনি বরং আমি একে উজ্জ্বল পবিত্র অবস্থায় নিয়ে এসেছি। তখন সে বলল : আমাদের ভেতরে যে মিথ্যুক, তাকে আল্লাহ্ স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, একাকী প্রবাসী অবস্থায় মৃত্যু দিক। এরদ্বারা সে আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কটাক্ষ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ, যে মিথ্যুক তার সাথে আল্লাহ্ যেন এরূপ আচরণই করেন। বস্তুত আল্লাহ্র এই দুশমনেরই সেই পরিণতি হয়েছিল। প্রথমে সে মক্কায় চলে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয় করলে সে তায়েফে চলে যায়। তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করলে সে সিরিয়ার চলে যায় এবং সেখানেই স্বদেশ থেকে বিতাড়িত নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যায়।

আবূ আমিরের সাথে আলকামা ইব্ন আলাসা ও কিনানা ইব্ন আব্দ ইয়ালীল নামক আরো দু'ব্যক্তি গিয়েছিল। আবূ আমির মারা গেলে তারা দুজনে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবি নিয়ে রোম সাম্রাটের কাছে আবেদন জানাল। রোম সম্রাট রায় দিলেন যে, নগরবাসীর উত্তরাধিকারী হবে নগরবাসী আর যাযাবরের উত্তরাধিকারী হবে যাযাবর। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিনানা ইব্ন আব্দ ইয়ালীল আবূ আমিরের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়।

আবূ আমিরের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে কবি কা'ব ইব্ন মালিক বলেন : হে আব্দ আমর, তোমার অপকর্মের মত দুস্কৃতি থেকে আল্লাহ্ আমাকে পানাহ দিন। যদি তুমি বল : আমি তো সম্মান, প্রতিপত্তি ও খেজুর বাগানের মালিক; তবে জেনে রাখ, তুমি তো অনেক আগেই ঈমানকে কুফরীর বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : অপরদিকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় নিজ গোত্রে যে মান-মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল, তাই নিয়েই কোন রকমে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে জীবন কাটাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইসলাম বিজয়ী হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ইসলাম কবূল করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) সূত্রে, নবী (সা)-এর স্নেহভাজন উসামা ইব্ন যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর বর্ণনা আমাকে শুনিয়েছেন।

তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি গাধার পিঠে চড়ে, যার পিঠে ফিদাকী নকশীদার চাদর ছিল। তিনি আমাকে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিয়ে রুগ্ন সাহাবী সা'দ ইব্ন উবাদাকে দেখতে যাচ্ছিলেন। তিনি পথিমধ্যে মুজাহিম নামক দুর্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়কে দেখলেন। তার সাথে তার গোত্রের কিছু লোকও ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামলেন এবং তাকে সালাম করলেন। আর স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে বসলেন। এরপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত করলেন এবং তাকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন। তিনি তাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করালেন, সতর্ক করলেন এবং সৎকাজের জন্য সুসংবাদ শোনালেন এবং অসৎকাজের জন্য অশুভ পরিণতির ভয় দেখালেন। রাবী বলেন : সে নিশ্চুপ থেকে সব কথা শুনল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন সে বলল : জনাব! আপনার কথাগুলো যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এর চাইতে সুন্দর কথা আর হতে পারে না। আপনি নিজের বাড়িতে বসে থাকুন। যে ব্যক্তি আপনার কাছে এ সব কথা শোনার জন্য আসবে, আপনি তার কাছে এসব বলবেন। আর যে আপনার কাছে আসবে না, তাকে এসব কথা বলবেন না। আর যে আপনার কাছে আসবে না, তার কাছে গিয়ে এসব কথা বলে তাকে কষ্ট দেবেন না। রাবী বলেন : এ সময় রাসূলাল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-সহ আরো কিছু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বললেন : অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি আমাদের এ মহান উপদেশাবলী দ্বারা উপকৃত করতে থাকুন। আপনি আমাদের মজলিসে, বাড়ি-ঘরে এসে এসব কথা শোনাতে থাকুন। আল্লাহ্র শপথ! আমরা এসব পসন্দ করি। তিনি এদিয়েই আমাদের সম্মানিত করেছেন এবং এদিকেই আমাদের হিদায়াত দান করেছেন। যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বুঝল যে, তার বিপক্ষে কথা বলার মত লোকও সমাজে আছে, তখন সে আক্ষেপের সাথে একটি কবিতা আবৃত্তি করল। যার অর্থ এরূপ :

"যখন তোমার বন্ধু তোমার বিরোধিতা করবে,
তখন তুমি অপমানিত হতেই থাকবে।
তুমি যাদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্য আহবান করতে,
তারা তোমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্য আহবান করবে।
ঈগল কি নিজের ডানা ছাড়া শূন্যে উড়তে পারে?
কোন দিন যদি তার ডানা কেটে দেওয়া হয়, তবে সে অবশ্যই নিচে পড়ে যাবে।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুহরী উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে উসামা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর রাসূল (সা) সা'দ ইব্ন উবাদাকে যখন দেখতে গেলেন, তখন তাঁর চেহারায় আল্লাহ্র দুশমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়ের অপ্রীতিকর আচরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সা'দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার চেহারায় এমন কিছু আলামত দেখতে পাচ্ছি, যা দেখে মনে হয়, আপনি কোন অপ্রীতিকর

কথাবার্তা শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হ্যাঁ। এরপর ইব্‌ন উবায়-এর কথাবার্তা তাঁকে শোনালেন। তখন সা'দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তার প্রতি একটু কোমলতা প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ এমন সময় আপনাকে আমাদের কাছে এনেছেন, যখন আমরা তাকে রাজমুকুট পরানোর আয়োজন করছিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! সে এ কারণে মনে করে করে যে, আপনি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।

মদীনায় মহামারী আকারে জ্বরের প্রাদুর্ভাব

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া ও উমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উরওয়া উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনায় মহামারী আকারে জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের অনেকেই এ জ্বরে আক্রান্ত হন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে এ থেকে হিফাযত করেন।

আবূ বকর (রা) ও তাঁর দু'জন আযাদকৃত গোলাম আমির ইব্‌ন ফুহায়রা ও বিলাল (রা) তাঁর সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন। তাঁরা সবাই জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের পরিচর্যা করতে তাদের ঘরে প্রবেশ করলাম। তখনো আমাদের জন্য পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি। দেখলাম যে, তাঁরা খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আব্বা! আপনার কেমন লাগছে ? তখন তিনি কবিতার একটি চরণ আবৃত্তি করলেন :

"প্রত্যেকেই নিজের পরিবারের সাথে রাত কাটায় (আর আমরা স্বদেশ থেকে অনেক দূরে); অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও নিকটবর্তী।"

আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার আব্বা কি বলছেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। তিনি বলেন : এরপর আমি আমির ইব্‌ন ফুহায়রার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কেমন লাগছে। তখন সে বলল :

"মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের আগেই মৃত্যুর সাক্ষাৎ পেলাম,
কাপুরুষের মৃত্যু তো তার মাথার উপর থেকেই আপাতিত হয়।
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাধ্য অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করে,
যেমন ষাঁড় তার শিং দিয়ে নিজের চামড়া রক্ষা করে।"

আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বললাম, আমির কি বলছে, তো সে নিজেই বুঝে না।

আর বিলাল-এর অবস্থা ছিল যে, তার জ্বর ছাড়তেই সে উঠানে শুয়ে চীৎকার করে বলত :

"হায় আক্ষেপ ! আমি কি একদিনও মক্কার উপকণ্ঠের ফাখখে গিয়ে একটি রাত কাটাতে পারব, যেখানে আমার চারপাশে ইযখির ও জালীল নামক সুগন্ধিযুক্ত তৃণলতা থাকবে। আর কোনও দিন কি আমি মাজান্নার বাজারে এবং শামা ও তুফায়ল পর্বতের পাদদেশে বিচরণ করতে পারব ?"

মদীনা থেকে মহামারী মাহিয়া (জুহফা) নামক স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের এ অবস্থার কথা জানিয়ে বললাম, জ্বরের তীব্রতায় তারা আবোল-তাবোল বকছে। তিনি বলেন : আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ দু'আ করলেন : হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের কাছে মদীনাকে সেরূপ প্রিয় করে দিন যেরূপ আপনি মক্কাকে আমাদের কাছে প্রিয় করেছিলেন, বরং তার চাইতেও বেশি। আর আমাদের জন্য এর সর্বত্র বরকত দান করুন এবং এর মহামারীকে মাহিয়ার দিকে সরিয়ে নিন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন শিহাব যুহরী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনায় আসার পর তাঁর সাহাবীরা কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা)-কে এ থেকে হিফাযত করেন। এ জ্বরে আক্রান্ত সাহাবীরা দুর্বলতার কারণে বসে বসে সালাত আদায় করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অবস্থা তদারক করতে গিয়ে তাদেরকে বসে বসে সালাত আদায়রত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাদের বললেন : তোমরা জেনে রাখ, যে বসে সালাত আদায় করে, সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। রাবী বলেন : এ কথা শুনে সাহাবীগণ রোগ ও দুর্বলতা সত্ত্বেও অধিক ফযীলত লাভের আশায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন।

মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সূচনা

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আশেপাশের মুশরিক এবং আরব মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দিয়েছিলেন। এ উদ্যোগ ও প্রস্তুতি গ্রহণ ছিল নবুওয়ত লাভের ১৩ বছর পরের ঘটনা।

হিজরতের তারিখ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার দুপুরের প্রাক্কালে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে মদীনায় আগমন করেন। ইব্ন হিশামের মতেও এটিই হিজরতের তারিখ। ইব্ন ইসহাক বলেন : এ সময় রাসূল (সা)-এর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর এবং নবুওয়তের তের বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এরপর তিনি রবিউল আউয়াল মাসের বাকী দিনগুলো, রবিউস সানী, জমাদিউল আওয়াল, জমাদিউস্ সানী, রজব, শাবান, রমযান, শওয়াল, যিলকদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম মাসগুলো মদীনাতেই কাটিয়ে দেন। ঐ বছর হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা যথারীতি মুশরিকরাই সম্পাদন করে। মদীনায় আগমনের এক বছর পর, সফর মাসের প্রথমদিকে তিনি যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য মদীনার বাইরে যান।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে মদীনার গভর্নর নিয়োগ করেন।

ওদ্দান যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যেক্ষ অংশগ্রহণে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে বের হয়ে কুরায়শ ও বনূ যামরার সন্ধানে ওদ্দানে গিয়ে উপস্থিত হন। একে আবওয়ার যুদ্ধও বলা হয়। এখানে বনূ যামরা তাঁর (সা) সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়, আর ঐ গোত্রের পক্ষ হয়ে তাদের নেতা মাখসা ইব্ন আমর যামরী তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। এ অভিযানে কারো সঙ্গে মুকাবিলা হয়নি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। এরপর সফর মাসের অংশ ও রবিউল আউয়াল মাসের প্রথমাংশ তিনি সেখানে কাটান। ইব্ন হিশাম বলেন : এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধাভিযান।

উবায়দা ইব্ন হারিসের অভিযান

ইব্ন ইসহাক বলেন : ওদ্দান অভিযানের পর মদীনায় অবস্থানকালেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় চাচাতো ভাই উবায়দা ইব্ন হারিস ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাইয়ের নেতৃত্বে ৬০ অথবা ৮০ জন অশ্বরোহী মুহাজির সেনাকে এক অভিযানে পাঠান এবং এদের মধ্যে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। তাঁরা হিজাযের সানিয়াতুল মাররা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি জলাশয়ের কাছে পৌছলে সেখানে কুরায়শ বংশের বিপুল সংখ্যক লোকের এক সমাবেশ দেখতে পান। কিন্তু এ দু'দলের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি। তবে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস একটি তীর নিক্ষেপ করেন, যা ছিল ইসলামী বাহিনীর পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপের প্রথম ঘটনা।

এরপর মুসলিম বাহিনী কুরায়শ সমাবেশ থেকে দূরে সরে যায়। এ সময় মুসলিম বাহিনীতে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। এ সময় মুশরিকদের দল থেকে বনূ যুহরার মিত্র মিকদাদ ইব্ন আমর বাহরানী ও বনূ নওফাল ইব্ন আব্দ মানাফের মিত্র উতবা ইব্ন গায্ওয়ান ইব্ন জাবির মাযনী পালিয়ে মুসলমানদের কাছে আসেন। এঁরা দু'জন মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কাফিরদের সাথে সখ্যতা স্থাপনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কাফিরদের নেতা ছিল আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা। তবে ইব্ন হিশামের মতে ঐ দলের নেতা ছিল মিকরায ইব্ন হাফস। ইব্ন ইসহাক বলেন : এ পরিস্থিতিতে আবূ বকর (রা) উবায়দা ইব্ন হারিসের আভিযান সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতের মতে আবূ বকর (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন নি।[১]

১. আয়েশা (রা) বলেন : যে ব্যক্তি বলে, আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর কবিতা আবৃত্তি করেছেন, সে মিথ্যা বলে। (বুখারী শরীফ দ্র.)

যা হোক, কবিতাটির অনুবাদ নিচে দেওয়া হল :

"মসৃণ যমীনের বালুময় জলাশয়ের পাশে অবস্থানকারিণী সালমার বিচ্ছেদ-বেদনায় এবং তোমার বংশের মধ্যে নতুন কোন বিপদের আশংকায়, তোমার নিদ্রা কি তিরোহিত হয়েছে? বনূ লুআঈয়ের মাঝে তুমি বিচ্ছিন্নতা দেখতে পাচ্ছ যাদের কোন উপদেশ এবং প্রেরণা দানকারীর কোন অনুপ্রেরণা কুফরী থেকে ফিরিয়ে রাখে না।

একজন সত্যবাদী নবী তাদের কাছে এলেন, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তারা তাঁকে বলল : তুমি আমাদের মাঝে বেশি দিন থাকতে পারবে না। যখনই আমরা তাদের সত্যের দিকে আহবান করেছি, তখনই তারা পেছনে ফিরে গেছে এবং নিজেদের বাড়িতে গিয়ে হাঁপানো জন্তুর মত হাঁপিয়েছে। আত্মীয়তার কারণে আমরা তাদের সাথে বারবার সদ্ব্যবহার করেছি। আর পরহেযগারী পরিত্যাগ করা তাদের জন্য আদৌ কোন চিন্তার ব্যাপার নয়।

যদি তারা তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে (তাহলে ভাল কথা), কেননা পবিত্র হালাল বস্তু অপবিত্র বস্তুর মত নয়। আর যদি তারা তাদের গুমরাহী ও বিদ্রোহিতায় অবিচল থাকে, তাহলে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আযাব আসতে মোটেই বিলম্ব হবে না। আমরা তো বনূ গালিবের উঁচু স্তরের লোক। সেই সুবাদে তাদের শাখা গোত্রগুলোর কাছে আমাদের ইয্‌যত ও সম্মান রয়েছে। আমি সন্ধ্যার সময় নর্তন-কুর্দনরত উঁচু লম্বা আকৃতির উটনী, যার পিঠের উপরে বসার আসন পুরানো হয়ে গেছে, তার প্রভুর শপথ করছি।

যে সব উট সাদা পেট ও কালো পিঠধারী হরিণের মত ক্ষিপ্র এবং যারা মক্কার চারপাশে অবস্থান করে এবং কর্দমময় জলাশয়ে পানিপান করতে আসে, যদি তারা শীঘ্র তাদের গুমরাহী থেকে ফিরে না আসে (আর আমি কোন ব্যাপারে কসম খাই, তখন তা ভংগ করি না), তবে অচিরেই তাদের উপর এমন হামলা পরিচালিত হবে, যা নারীদের পবিত্র অবস্থায় পুরুষদেরকে তাদের কাছে যাওয়া থেকে বঞ্চিত করবে। নিহত লোকদের চারপাশে পাখিরা ভিড় জমাবে এবং কাফিরদের প্রতি তা হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মত অনুকম্পা দেখাবে না। তুমি বনূ সাহম ও প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ফিতনা সৃষ্টিকারী লোকদের কাছে একটি খবর পৌছে দাও; নির্বুদ্ধিতার কারণে যদি তোমরা আমার সম্মান বিনষ্ট করতে চাও, তবে আমি তোমাদের সম্মান নষ্ট করবনা।

এর জবাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবআরী সাহমী যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তার অনুবাদ নীচে দেওয়া হল :

ঐ ঘরের ধ্বংসস্তূপের কাছে বসে, যা বালুর নীচে চাপা পড়ে গেছে, তুমি কি এমনভাবে কাঁদছ যে, তোমার অশ্রু অবিরাম ধারায় ঝরছে? যুগের আজব বিষয়ের মধ্যে এটিও একটি তাজ্জবের ব্যাপার; বস্তুত যুগের সকল বিষয়ই আশ্চর্যজনক, চাই তা নতুন হোক বা পুরাতন; (যা হল :) ঐ দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী, যা আমাদের মুকাবিলায় উবায়দা ইব্‌ন হারিসের নেতৃত্বে এ উদ্দেশ্যে এসেছে যে, আমরা যেন মক্কায় অবস্থিত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমাদের মূর্তিগুলোর

সামনে নত হওয়ার অভ্যাস বর্জন করি। যখন আমরা রুদায়নার তৈরি বর্শা নিয়ে সেই দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হলাম, এমন দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে যা ধূলো উড়িয়ে চলছিল। আর আমরা এমন চকচকে তরবারি নিয়ে তাদের মুকাবিলা করেছিলাম, যার পিঠের উপর যেন লবণ লাগানো, আর সে তরবারিগুলো ছিল সিংহের মত দুর্ধর্ষ সিপাহীদের হাতে। আমরা সেই তরবারির সাহায্যে অহংকারবশে যে ঘাড় বাঁকা করে, তার ঘাড় সোজা করে দেই এবং অবিলম্বে আমাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে শান্ত করি। তারা ভয়ে ও প্রচণ্ড ত্রাসে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। আর একজন দূরদর্শী সেনাপতির নির্দেশ তাদেরকে পুলকিত করে তুলেছে। তারা যদি সেই নির্দেশে পরিচালিত না হত (এবং আমাদের মুকাবিলায় আসত), তাহলে বিধবা নারীরা শুধু কেঁদেই বুক ভাসাত। আর তাদের নিহতরা এমনভাবে পড়ে থাকত যে, তাদের অনুসন্ধানকারী ও তাদের সম্পর্কে উদাসীনরা–তাদের খবর দিতে পারত। অতএব তুমি আবূ বকরকে আমার এ খবর জানিয়ে দাও যে, তুমি বনূ ফিহরের মান-ইয্যত রক্ষা করতে পারবে না। তুমি জেনে রাখ, আমার পক্ষ থেকে তুমি যে জবাব পাচ্ছ, তা একটি দৃপ্ত শপথ, যা একটা নতুন যুদ্ধের সূচনা করতে পারে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : আমরা এ কবিতার একটি চরণ বাদ দিয়েছি। তবে অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতেরা এটা ইব্ন যাবআরীর কবিতা বলে স্বীকার করেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস তাঁর তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কবিতাটি নিম্নরূপ :

"আল্লাহ্র রাসূল (সা) কি জানতে পেরেছেন যে, আমি আমার সঙ্গীদেরকে আমার তীর দিয়ে রক্ষা করেছি? আমি তাদের প্রত্যেক প্রস্তরময় ও নরম যমীনে তাদের শত্রুদের অগ্রবর্তীদের প্রতিরোধ করতে থাকব। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার পূর্বে আর কেউ দুশমনের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেনি। বস্তুত আপনার আনীত দীন সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের দীন। এ দ্বারা মু'মিনদের পরিত্রাণ দেওয়া হবে এবং কাফিরদের এ কারণে স্থায়ীভাবে লাঞ্ছিত করা হবে। হে আবূ জাহলের পুত্র ! তোমার জন্য আফসোস, তুমিতো বিপথগামী হয়েছ। এজন্য আমার প্রতি দোষারোপ করবে না। তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর (এবং দেখ তোমার পরিণতি কি হয়)।"

ইব্ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতেরা এ কবিতা সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের বলে স্বীকার করেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেন, তিনি হল উবায়দা ইব্ন হারিস। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবওয়ার অভিযান থেকে ফিরে মদীনায় পৌঁছানোর আগেই আবূ উবায়দাকে ইসলামী ঝাণ্ডাসহ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন।

হামযার নেতৃত্বে সায়ফুল বাহরের অভিযান

এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিমের নেতৃত্বে আরো একটি সেনাদলকে সায়ফুল বাহার অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ সেনাদলে ত্রিশজন অশ্বারোহী মুহাজির ছিলেন, কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। এ দলটি ঈসের উপকূল ধরে যাওয়ার সময় মক্কার তিনশো অশ্বারোহী পরিবৃত্ত অবস্থায় আবূ জাহলের মুখোমুখি হল। উভয় পক্ষের মিত্র মাজদী ইব্‌ন আমর জুহানী এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে আড় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কোন সংঘর্ষ ছাড়াই উভয় পক্ষ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়।

কারো কারো মতে হামযা (রা)-এর কাছেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম সামরিক ঝাণ্ডা তুলে দেন। আসল ব্যাপার হল উবায়দা ইব্‌ন হারিস এবং হামযার সেনাদল একই সময় প্রেরিত হয়। তাই ঘটনার দর্শকগণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেননি, কোন্‌টি আগে ঘটেছিল। অনেকে বলেন : এ সময় হামযা (রা) একটি কবিতাও আবৃত্তি করেছিলেন এবং তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনিই সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সামরিক ঝাণ্ডা লাভ করেন। এরূপ কোন কবিতা যদি হামযা (রা) বলে থাকেন, তবে আল্লাহ্ চাহেন তো, তিনি সত্যই বলেছেন। কেননা তিনি কখনো অসত্য বলতেন না। আসলে কে প্রথম ঝাণ্ডা পেয়েছেন, তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমাদের কাছে জ্ঞানীজনদের কাছ থেকে সংগৃহীত যে তথ্য বিদ্যমান, তা হল, উবায়দা ইব্‌ন হারিসই প্রথম সামরিক ঝাণ্ডা লাভ করেছিলেন।

জনশ্রুতি অনুসারে হামযা (রা) এ সময় যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, [ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কাব্য বিশারদ পণ্ডিতের মতে এটা হামযা (রা)-এর রচিত কবিতা নয়], তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

"হে আমার জাতি ! তোমরা অজ্ঞতা ও ধৃষ্টতা এবং আপন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ মতামত ও বাচালতা থেকে সাবধান হও। সেই সব যুলুমবাজ থেকেও সাবধানও হও, যাদের যমীন বা ফসল অন্য কারো পশু বা মানুষে কখনো মাড়ায়নি। আমরা যেন তাদের সাথে শত্রুতা করছি, অথচ আমাদের তাদের সাথে কোন শত্রুতা নেই; বরং আমরা তাদের সততা ও ন্যায়বিচারের উপদেশ দিচ্ছি। আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেই, যা তারা গ্রহণ তো করেই না, উপরন্তু তাকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত আমি ফযীলত লাভের আশায় তীব্রগতিতে তাদের উপর আক্রমণ করলাম। আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশে আমি এই (আক্রমণের) পথ বেছে নিয়েছি। যিনি আমার হাতে সর্বপ্রথম ঝাণ্ডা দিয়েছেন এবং আমার আগে আর কারো হাতে পতাকা শোভা পায়নি। এই পতাকা ছিল সেই মহাপরাক্রান্ত, সম্মানিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিজয়ের প্রতীক—যাঁর প্রতিটি কাজ সর্বোত্তম। একদিন বিকালে শত্রুরা যেই সমবেত হয়ে রওয়ান হল, তখন আমরা সকলেই ক্রোধে ও

উত্তেজনায় ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলাম। যখন আমরা উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলাম, অমনি তারা তাদের চলা ক্ষান্ত করল এবং আমরাও আমাদের চলা থামিয়ে দিলাম এবং আমরা একে অপরের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। তখন আমরা তাদের বললাম : আমাদের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ্র সঙ্গে এবং তোমাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র গুমরাহীর সাথে। তখন আবূ জাহ্ল বিদ্রোহী হয়ে উগ্রমূর্তি ধারণ করল। কিন্তু আল্লাহ্ আবূ জাহ্লের দুরভিসন্ধি বানচাল করে দিলেন। আমরা ছিলাম মাত্র ৩০ জন অশ্বারোহী, আর তারা ছিল দু'শোর অধিক। অতএব হে লুআঈ-এর বংশধর! তোমরা তোমাদের বিপথগামী লোকদের অনুসরণ করো না এবং ইসলামের সহজ পথের দিকে ফিরে এস। কেননা আমার আশংকা, তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তখন তোমরা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্কে ডাকবে।"

তাঁর এ কবিতার জবাবে আবূ জাহ্ল একটি কবিতা আবৃত্তি করল। যা হল :

"আমি এ বিদ্বেষ ও গোঁয়ার্তুমি দেখে অবাক হয়ে যাই। আর অবাক হয়ে যাই বিরোধ ও গোলযোগ পাকানোর হোতাদের দেখে। আরো অবাক হই পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যমণ্ডিত রীতিনীতি বর্জনকারীদের দেখে, যারা ছিল সঠিক নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের অধিকারী। এ দলটি আমাদের কাছে একটা মিথ্যা দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যাতে তারা আমাদের বিবেকবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করতে পারে। কিন্তু তাদের এ মিথ্যা দাবি কোন বিবেকবান লোকের বিবেককে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। আমরা তাদের বললাম : ওহে আমাদের স্বজাতিভুক্ত লোকগণ! তোমরা আপন জাতির ঐতিহ্যের সাথে বিরোধিতা করো না। কেননা ঐতিহ্যের বিরুদ্ধাচরণ চরম মূর্খতারই নামান্তর। কেননা যদি তোমরা এরূপ কর, তবে ক্রন্দনকারী মহিলারা হায় মুসীবত, হায় বিচ্ছেদের রোল তুলবে। আর তোমরা যা করেছ যদি তা পরিত্যাগ করে পৈতৃক ধর্মে ফিরে এস, তাহলে আমরা তো তোমাদেরই চাচাতো ভাই, অনুগ্রহ ও আনন্দের সাথে তোমাদের গ্রহণ করব। কিন্তু তারা জবাবে আমাদের বলল : আমরা তো মুহাম্মাদ (সা)-কে বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবানদের পসন্দমত পেয়েছি। এভাবে তারা যখন আমাদের বিরোধিতায় অটল রইল এবং ভাল ও মন্দকাজ একত্র করল, তখন আমরা সমুদ্রের পাড় থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু মাজদী ইব্ন আমর জুহানী এবং আমার অন্য সাথীরা আমাকে এ থেকে বিরত রাখল, অথচ এরাই আমাকে তরবারি ও তীর দিয়ে সাহায্য করেছিল। এ মহানুভবতার কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি ছিল, যা পালন করা আমাদের জন্য জরুরী ছিল, একজন বিশ্বাসী একে দৃঢ় ও মযবূত করেছিলেন। যদি ইব্ন আমর না থাকত, তাহলে তাদের সংগে এমন যুদ্ধ হত যে, (ফলে) যুদ্ধের ময়দানে অবস্থানরত পাখিরা উড়ে যেত এবং এর প্রতিশোধ গ্রহণের কোন আশংকাও থাকত না। কিন্তু মাজদী এমন সম্পর্কের দোহাই দিল যে, হত্যার ব্যাপারে আমাদের হাতে তরবারির বাঁট সংকুচিত হয়ে গেল। যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে চকচকে শাণিত তরবারি নিয়ে অন্য সময় তাদের উপর হামলা করব। যে তরবারি বনূ লুআঈ ইব্ন গালিবের সাহায্যকারীদের হাতে থাকবে, দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগের সময় যাদের চেষ্টা সম্মানের দাবিদার।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কাব্যবিশারদ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এ কবিতা আবূ জাহ্‌ল কর্তৃক রচিত নয়।

বুওয়াত অভিযান

ইব্‌ন ইসহাক জানান : রবিউল আউয়াল মাসেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময় তিনি (সা) সাইব ইব্‌ন উসমান মাযঊন (রা)-কে মদীনায় গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : চলার এক পর্যায়ে তিনি (সা) রেযা অঞ্চলের বুওয়াত[১] নামক স্থানে পৌঁছান কিন্তু কোন যুদ্ধ ছাড়াই তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং এখানেই তিনি রবিউল আখিরের অবশিষ্ট অংশ এবং জুমাদিউল আউয়ালের কিছু অংশ অতিবাহিত করেন।

উশায়রা অভিযান

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুল আসাদকে গভর্নর নিয়োগ করে কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : প্রথমে বনূ দীনারের গিরিপথ দিয়ে এবং পরে খাব্বারের মরুভূমি অতিক্রম করে ইব্‌ন আযহারের প্রস্তরময় স্থানে একটি গাছের নিচে, যাকে 'যাতুস্-সাক' বলা হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন। পরবর্তীকালে সেখানে তাঁর (সা) নামে একটি মসজিদ তৈরি হয়। সেখানে তাঁর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। যা তিনি খান এবং তাঁর সঙ্গীরাও খান। এখানে রান্না-বান্নার জন্য যে চুলা নির্মিত হয়েছিল, সে স্থানটি এখনও পরিচিত। এরপর মুশতারাব নামক ঝর্ণা থেকে তাঁর জন্য খাবার পানি সংগ্রহ করা হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে রওয়ানা হলেন এবং খালায়েক নামক স্থানকে বাঁদিকে রেখে আবদুল্লাহ্ উপত্যকার পথ ধরে অগ্রসর হলেন, যা এখনও 'শো'বা আবদুল্লাহ্' নামে পরিচিত। এরপর তিনি বামদিকের নিচু ভূমি অতিক্রম করে ইয়ালীল নামক স্থানে পৌঁছেন এবং যাবূআ নামক মোহনায় যাত্রা বিরতি করেন। এখানকার একটি কূপ থেকে তিনি পানিপান করেন এবং মিলাল নামক মরূদ্যানের পথ ধরে সামনে চলতে থাকেন। অবশেষে তিনি সাহীরাতুল ইয়ামামের নিকট গিয়ে সাধারণের চলাচলের রাস্তায় উঠেন। তিনি (সা) সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়াম্বু উপত্যকায় অবস্থিত আশীরা নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে তিনি গোটা জুমাদিউল আউয়াল ও জুমাদিউস সানীর কয়েক দিন অবস্থান করেন। এখানে তিনি বনূ মাদলাজ ও তাদের মিত্র বনূ যামরার সংগে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মদীনায় ফিরে যান। এখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এ অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে যা বলেছিলেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

---

১. বুওয়াত হল : জালসী ও গাওরী নামক দুটো পাহাড়ের নাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে ইয়াযীদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খায়সাম মুহারিবী সূত্র পরম্পরায় আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি ও আলী আশীরা অভিযানে পরস্পরের সঙ্গী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সেখানে অবস্থান করলেন, তখন আমরা বনূ মাদলাজ গোত্রের কিছু লোককে তাদের একটি কুয়া ও খেজুরের বাগানে কাজ করতে দেখলাম। তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) আমাকে বললেন : হে আবূ ইয়াক্যান! তুমি কি আমার সঙ্গে ওদের কাছে যাবে, আমরা দেখে আসব তারা কিভাবে কাজ করে? আমি বললাম : ঠিক আছে। যেতে চান তো চলুন। আম্মার বলেন : তারপর আমরা তাদের কাছে গেলাম। কিছু সময় তাদের কাজকর্ম দেখার পর আমরা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম। তখন আমরা কয়েকটি ছোট খেজুরের চারার ছায়ায় নরম যমীনের উপর নিদ্রা গেলাম। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এসে না জাগানো পর্যন্ত আমরা জাগিনি। সেদিন তিনি আলী (রা)-এর গায়ে মাটি লেগে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তাকে বললেন : হে আবূ তুরাব ! (মাটির বাবা) তোমার এ কি দশা? তারপর তিনি বললেন : পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তিদ্বয় সম্পর্কে জানতে চাও কি? আমরা বললাম : হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) অবশ্যই জানতে চাই। তিনি বললেন : তাদের দু'জনের একজন হল : সামূদ জাতির সেই ব্যক্তি, যে সালিহ্ আলায়হিস সালামের উটনীকে হত্যা করেছিল। আর দ্বিতীয়জন হল সেই ব্যক্তি, যে তোমার এ ঘাড়ের উপর কোপ দিয়ে তোমাকে হত্যা করবে; ফলে তোমার এ দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কোন কোন জ্ঞানীজন আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে আবূ তুরাব বলে এ জন্য ডাকতেন যে, যখন তিনি তাঁর সহ্ধর্মিণী ফাতিমার উপর কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হতেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলতেন না এবং তাঁর সঙ্গে কোন অপ্রিয় আচরণ করতেন না, বরং তিনি নিজের মাথায় কিছু ধুলোবালি মেখে চুপচাপ বসে থাকতেন। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই আলী (রা)-এর মাথার ধুলোবালি দেখতে পেতেন, তখনই বুঝতেন যে, তিনি ফাতিমার উপর নাখোশ হয়েছেন। এ সময় তিনি বলতেন : হে আবূ তুরাব! তোমার কি হয়েছে? এ দু'টি বর্ণনার মাঝে কোন্‌টি সঠিক, তা আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আটজন মুহাজিরের একটি সেনাদল পাঠান, যাঁরা হিজাযের খাররার নামক স্থান পর্যন্ত যান এবং কোন সংঘর্ষ ছাড়াই নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। ইব্ন হিশাম বলেন : কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এ সেনাদলটি হামযা (রা)-এর সেনাদলের পরে প্রেরিত হয়েছিল।

সাফ্ওয়ান অভিযান বা প্রথম বদর অভিযান

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশীরা অভিযান থেকে ফিরে এসে মদীনায় দশ দিনেরও কম কাটান। এ সময় কুরয ইব্ন জাবির ফিহ্রী মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত চারণভূমিতে

হামলা চালায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার পিছু ধাওয়া করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ সময়ে তিনি যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে মদীনায় ভারপ্রাপ্ত গভর্নর নিয়োগ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তিনি তাকে ধাওয়া করতে করতে সাফ্ওয়ান নামক উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেন। এ স্থানটি বদরের কাছাকছি অবস্থিত। তাই একে প্রথম বদর অভিযানও বলা হয়। তিনি কুরয ইব্‌ন জাবিরকে ধরতে পারেননি। ফলে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন এবং এখানেই জুমাদিউস সানীর বাকী অংশ এবং রজব ও শাবান মাস অতিবাহিত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ

প্রথম বদর অভিযানের কিছুদিন পরই রজব মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্শের নেতৃত্বে আটজন মুহাজিরের একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। তিনি (সা) তাঁকে একখানা চিঠি লিখে দিয়ে বললেন : একটানা দু'দিন চলার আগে এ চিঠি পড়বে না। আর পড়ার পর ঐ চিঠির নির্দেশ মুতাবিক কাজ করবে এবং সঙ্গীদের কাউকে সেই কাজ করতে বাধ্য করবে না।

মুহাজিরদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ (রা)-এর সেনাদলে ছিলেন : (১) আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আবদুশ শামস; (২) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্শ, বনূ আবদুশ্ শামস ও আবদুল মানাফের মিত্র এবং এ সেনাদলের নেতা; (৩) উক্কাশা ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হুরসান, যিনি বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মার লোক ছিল; (৪) উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির যিনি বনূ নাওফালের মিত্র ছিলেন; (৫) সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, যিনি বনূ যোহরা ইব্‌ন কিলাবের লোক ছিলেন; (৬) আমির ইব্‌ন রবী'আ, যিনি বনূ আদী ইব্‌ন কা'বের অন্তর্ভুক্ত আনয ইব্‌ন ওয়ায়ল শাখার লোক ছিলেন; (৭) ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মানাফ ইব্‌ন আরীন ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন ইয়ারবু', যিনি বনূ তামীমের লোক ছিলেন; (৮) খালিদ ইব্‌ন বুকায়র, যিনি বনূ সা'দ ইব্‌ন লায়সের লোক ছিলেন এবং (৯) সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা, যিনি বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌রের লোক ছিলেন। এভাবে এ সেনাদলের সদস্য সংখ্যা হয় নয়জন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ দু'দিন চলার পর চিঠিখানা খুললেন। তাতে লেখা ছিল : "এ চিঠি পড়ার পর, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলার দিকে চলে যাও, সেখানে বসে কুরায়শের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ কর এবং তাদের খবর আমাকে জানাও। চিঠি পড়ে আবদুল্লাহ্ বললেন : "আদেশ শিরোধার্য।"—এরপর তিনি তাঁর সংগীদের বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নাখলায় গিয়ে কুরায়শের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ ও তাদের খবর সংগ্রহের আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাকে তোমাদের কারো উপর যবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। তোমাদের মাঝে যে শহীদ হতে চায় এবং যে এটা পসন্দ করে, সে আমার সঙ্গে চলুক। আর যে এটা অপসন্দ করে, সে ফিরে যাক। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালন করব। এরপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর সঙ্গীরা সকলেই চললেন, কেউ পিছনে রইলেন না।

এরপর তিনি হিজাযের রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন যখন তারা বাহরান নামক স্থানে পৌছলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস এবং উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান তাদের স্ব-স্ব উট হারিয়ে ফেললেন। সেই উট খুঁজতে গিয়ে তারা পেছনে পড়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশ ও তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গী-সাথীরা নাখলায় গিয়ে থামলেন। এ সময় তাঁদের পাশ দিয়ে একটি কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলা কিসমিস, চামড়া ও অন্যান্য বাণিজ্য পণ্য নিয়ে যাচ্ছিল। এ কাফেলার সদস্য ছিল : আমর ইব্‌ন হাযরামী, উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরা মাখযূমী, তার ভাই নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ মাখযূমী এবং হিশাম ইব্‌ন মুগীরার আযাদকৃত গোলাম হাকাম ইব্‌ন কায়সান। ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ হাযরামীর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাদ। অন্যমতে মালিক ইব্‌ন আব্বাদ, যে বনূ সাদাফের সদস্য। আর সাদাফের নাম হল আমর ইব্‌ন মালিক। সে ছিল বনূ সাকূন ইব্‌ন আশরাস ইব্‌ন কান্দার লোক। যাকে কান্দীও বলা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশের দলটি দেখে কুরায়শ দল ভীত হয়ে পড়ে। কেননা দলটি তাদের একেবারেই নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান গিয়ে তাদের দেখলেন। তাঁর মাথা মুন্ডানো দেখে কুরায়শরা আশ্বস্ত হল এবং তারা বলল : এরা তো উমরাকারী লোক; এদের পক্ষ থেকে তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। এ ঘটনাটি ছিল রজব মাসের শেষ দিনের। মুসলিম সেনাদল কুরায়শ কাফেলা সম্পর্কে পরামর্শ করতে বসলেন। তারা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! আজকের রাতে যদি এ কাফেলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে এরা হারাম শরীফে প্রবেশ করবে এবং তখন তাদের উপর আক্রমণ করা যাবে না। আর যদি এখন তাদের হত্যা করা হয়, তবে তাও হবে নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড। মুসলিম বাহিনী কুরায়শ কাফেলার উপর হামলা করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ও শংকিত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠলেন এবং এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কুরায়শ কাফেলার যে কয়জনকে পারা যায় হত্যা করা হবে এবং তাদের সাথে যা আছে, তা নিয়ে নেওয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তামীমী একটি তীর নিক্ষেপ করে আমর ইব্‌ন হাযরামীকে হত্যা করলেন এবং উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সানকে বন্দী করলেন। কুরায়শ কাফেলার অপর ব্যক্তি নাওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ ও তাঁর সেনাদল কাফেলার উটের বহর ও বন্দী দু'জনকে নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশের বংশধরের মধ্যে থেকে কেউ কেউ জানিয়েছেন : আবদুল্লাহ্ তাঁর সঙ্গীদের কাছে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আমরা এই কাফেলা থেকে গনীমত হিসাবে যা পেয়েছি, এর এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এরপর রাসূল (সা)-এর অংশ আলাদা করে গনীমতের অবশিষ্ট মাল তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আর এ ছিল গনীমতের মাল থেকে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিধান নাযিল হওয়ার আগের ঘটনা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর যখন তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "আমিতো তোমাদের নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি।" এরপর তিনি কাফেলার উট ও দু'জন বন্দীর ব্যাপারটি মুলতবী রাখলেন এবং ঐ সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এ কথা বললেন, তখন এতে মদীনার মুসলিম সমাজে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহশের সম্মান ও ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হল। আর তিনি ও তাঁর দলের লোকেরা ভাবলেন যে, তাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। মুসলমানরা তাদের এ কাজের জন্য তাদের তিরস্কার করলেন। অপরদিকে কুরায়শরা বলতে লাগল, "মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচররা নিষিদ্ধ মাসকে হালাল করে নিয়েছে। তারা এ মাসে রক্তপাত ঘটিয়েছে, অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন ও লোকদের বন্দী করেছে।" মক্কাতে অবস্থানকারী কিছু মুসলিম এর জবাবে বললেন : "মুসলমানরা যা কিছু করেছে, তা শাবান মাসে করেছে।" আর ইয়াহূদীরা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি অশুভ ঘটনা হিসাবে গণ্য করল। তারা বলল : আমর ইব্‌ন হাযরামীকে ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হত্যা করেছে। আমর শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, 'যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে', হাযরামী শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, 'যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী' এবং ওয়াকিদ শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, 'যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত হয়েছে।' এ অশুভ প্রচারণার প্রতিফল আল্লাহ্ তাদের উপর বর্তান এবং এতে তাদের কোন উপকার হয়নি। এ প্রচারণা যখন চরম আকার ধারণ করল, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের (সা) উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন :

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেওয়া, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেওয়া এবং এর বাসিন্দাদের এ থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তার চাইতে অধিক অন্যায়।" অর্থাৎ যদি তোমরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করে থাক, তবে তো তারা তোমাদের, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র রাস্তা থেকে এবং মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছে। আর তোমরা এর বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও এ থেকে তোমাদের বের করে দেওয়া, তাদের মধ্যে থেকে তোমরা যাকে হত্যা করেছ, তার হত্যার চাইতে আল্লাহ্‌র নিকট এ কাজ খুবই অন্যায়! "ফিতনা হত্যার চাইতে ভীষণ অন্যায়", অর্থাৎ কাফিররা তো মুসলমানদের ঈমান আনার পর তাদের পুনরায় কুফরীতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাত, তাদের এ কাজ আল্লাহ্‌র নিকট হত্যার চাইতে অধিক গুনাহের কাজ। তারা সব সময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, অর্থাৎ আরো তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, তারা এ ধরনের নিকৃষ্টতম অপরাধে অটল রয়েছে এবং তারা এ থেকে তাওবা করছে না এবং এ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না। কুরআনের এ স্পষ্ট বিধান যখন নাযিল হল এবং এ দিয়ে আল্লাহ্ মুসলমানদের ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফেলার উট ও বন্দীদের গ্রহণ করলেন। কুরায়শরা উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সানের মুক্তিপণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পাঠালে

তিনি বললেন : আমরা এ দু'জনের মুক্তিপণ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না আমাদের দু'জন সঙ্গী সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ও উত্বা ইব্ন গাযওয়ান ফিরে আসে। কেননা আমরা তোমাদের দ্বারা তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা করছি। যদি তোমরা তাদের হত্যা করে থাক, তবে আমরাও তোমাদের এ সাথীদ্বয়কে হত্যা করব। এরপর সা'দ ও উত্বা ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইব্ন কায়সানকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। এরপর হাকাম ইব্ন কায়সান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাচ্চা মুসলমান হয়ে যান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছেই থেকে যান এবং বীরে মাউনার ঘটনায় তিনি শহীদ হন। আর উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ মক্কায় ফিরে যায় এবং সেখানে কাফির অবস্থায় মারা যায়।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদের ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা যখন দূর হল, তখন তাঁরা বিনিময়প্রাপ্তির আশা করলেন।

তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা কি এখন আশা করতে পারি যে, যা ঘটে গেছে তা একটি অভিযান হিসাবে গণ্য হবে এবং এর বিনিময়ে আমাদের মুজাহিদদের মত পুরস্কার দেওয়া হবে? তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন :

"যারা ঈমান আনে এবং যারা আল্লাহ্র পথে হিজরত ও জিহাদ করে, তারাই আল্লাহ্র রহমত প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

মহান আল্লাহ্ তাদের এ ব্যাপারে বড়ই আশান্বিত করলেন।

এ সম্পর্কে যুহরী ও ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) সূত্রে 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশের বংশধরদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-কে হালাল করলেন, তখন যে বা যারা তা যুদ্ধ করে অর্জন করেছে, তাদের জন্য চার-পঞ্চমাংশ এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য এক-পঞ্চমাংশ বরাদ্দ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ কুরায়শ কাফেলার উটের ব্যাপারে যেরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আল্লাহ্র বিধানেও সেরূপই হল।

ইব্ন হিশাম বলেন : এ গনীমতই ছিল মুসলমানদের যুদ্ধ করে পাওয়া-প্রথম গনীমতের মাল। আমর ইব্ন হাযরামীই মুসলমানদের হাতে নিহত প্রথম ব্যক্তি এবং 'উসমান ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইব্ন কায়সান মুসলমানদের হাতে প্রথম যুদ্ধবন্দী।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শের লোকেরা যখন কুৎসা রটাতে লাগল যে, মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা নিষিদ্ধ মাসকে হালাল মনে করেছেন। এ মাসে তাঁরা রক্তপাত ঘটিয়েছেন এবং অন্যের সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন, আর লোকদের বন্দী করেছেন, তখন আবূবকর সিদ্দীক (রা) এবং অন্য মতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশ (রা) নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে তার জবাব দেন :

"নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ডকে তোমরা বিরাট অপরাধ মনে করছ অথচ বিবেকবান লোক সুবিবেচনার আলোকে যদি বিচার করে, তবে তার চেয়ে বড় অপরাধ হল তোমাদের মুহাম্মদের

দাওয়াতের বিরোধিতা করা এবং তাঁকে অস্বীকার করা। আল্লাহ্ সব কিছু দেখেন এবং এর সাক্ষী। আর আল্লাহ্র মসজিদ থেকে তার অধিবাসীদের এ উদ্দেশ্যে তোমাদের বের করে দেওয়া, যাতে আল্লাহ্র ঘরে আল্লাহ্কে সিজদাকারী কাউকে দেখা না যায়। যদি তোমরা এ হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাদের দোষারোপ কর, আর তোমাদের কোন বিদ্রোহী ও হিংসুটে লোক এ ধরনের গুজবের মাধ্যমে ইসলামের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়, তবে শুনে রাখ, যখন ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করল, তখন আমরা নাখলা নামক স্থানে ইব্ন হাযরামীর রক্তে আমাদের তীর রঞ্জিত করলাম। আর উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমাদের হাতে বন্দী রয়েছে; রক্তমাখা শিকলে সে বাঁধা আছে।"

কা'বার দিকে কিবলার পরিবর্তন

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আসার আঠার মাসের প্রথমদিকে শাবান মাসে কিবলার দিক পরিবর্তিত হয়।

বদর যুদ্ধ[১]

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনতে পেলেন যে, কুরায়শদের একটি বিরাট কাফেলা নিয়ে আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারব সিরিয়া থেকে আসছে। ঐ কাফেলার সাথে কুরায়শদের বহু ধন-সম্পদ ও বাণিজ্য-পণ্য রয়েছে। ঐ কাফেলায় মাখরামা ইব্ন নাওফাল, ইব্ন আহয়াব ইব্ন 'আবদ মানাফ ইব্ন যুহরা ও আমর ইব্ন 'আস ইব্ন ওয়ায়ল ইব্ন হিশামসহ ত্রিশ বা চল্লিশজন কুরায়শ রয়েছে। ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ খবর শোনার পর মুসলমানদের তাদের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বললেন যে, তোমরা এ কুরায়শ কাফেলার দিকে এগিয়ে যাও। আল্লাহ্ এ থেকে তোমাদের কিছু সম্পদ দান করবেন। অনেকে তাঁর প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন, অবশ্য কিছু লোক একটু গড়িমসি করলেন। কারণ তারা ধারণা করতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন। ওদিকে আবূ সুফইয়ান হিজাযের কাছাকাছি এসে খোঁজখবর নিতে লাগল। সে প্রত্যেক আরোহীকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। কারণ মুসলমানদের নিয়ে সে ভীষণ সন্ত্রস্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু আরোহী তাকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর সহচরদের তোমার ও তোমার কাফেলার ওপর আক্রমণ চালাতে বলেছেন। এ কথা শুনে সে সতর্ক হয়ে গেল। সে যামযাম ইব্ন 'আমর গিফারীকে তৎক্ষণাৎ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিল। তাকে বলে দিল, সে যেন কুরায়শ গোত্রের কাছে গিয়ে বলে, তারা তাদের ধন-সম্পদ

১. গিফার গোত্রের বদর নামক এক ব্যক্তির খনন করা কুয়ার নাম বদর। কারো কারো মতে, বদর ছিল কুরায়শ বংশের অন্যতম পূর্বপুরুষ কুরায়শের ছেলের নাম। শা'বীর মতে বদর নামক এক ব্যক্তির মালিকানায় থাকার কারণে এই কুয়াটির নাম হয়েছে বদর।

নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু সশস্ত্র লোকসহ এগিয়ে আসে। আর সংবাদ দেবে যে, মুহাম্মদ তাঁর দলবল নিয়ে তাদের কাফেলাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। যামযাম দ্রুতগতিতে মক্কার দিকে রওয়ানা হল।

আতিকা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন আব্বাস ও উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, যামযামের মক্কা পৌঁছার তিন দিন আগে আতিকা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব একটি স্বপ্ন দেখে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি তার ভাই আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন : হে আমার ভাই! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। তোমার সম্প্রদায়ের ওপর কোন বিপদ নেমে আসে কিনা, তা ভেবে আমি শংকিত। সুতরাং আমি তোমাকে যা বলব, তা কাউকে বলো না।

আব্বাস তাকে বললেন : তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ?

আতিকা বললেন : দেখলাম, একজন উট সওয়ার মক্কার পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিতে এসে নামল। এরপর সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলল : সাবধান, হে কুরায়শ! তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তারপর দেখলাম, তার পাশে জনতা সমবেত হয়েছে। এরপর সে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করল এবং লোকজনও তার পেছনে পেছনে ঢুকল। সকল লোক যখন তার পাশে সমবেত হল, তখন হঠাৎ তার উটটি তাকে নিয়ে কা'বাগৃহের ভেতরে গিয়ে উঠল। তারপর সে পুনরায় চিৎকার করে বলল : "হে কুরায়শ, তিন দিনের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।" এরপর তার উট তাকে নিয়ে আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। তারপর সে আবার সেই একই কথা চিৎকার করে বলল। এরপর সে সেখানে থেকে বিরাট একটা পাথর গড়িয়ে ফেলল। পথরটা গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের পাদদেশে পড়তেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং মক্কার প্রত্যেক বাড়িতে তার কোন না কোন টুকরো গিয়ে পড়ল।

আব্বাস বললেন : এটা একটা ভয়াবহ স্বপ্ন। তুমি কাউকে এটা বলবে না, বরং তা সম্পূর্ণ গোপন রাখবে।

এরপর আব্বাস বাইরে বেরুতেই তাঁর বন্ধু ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আর সাথে তার দেখা হল। তিনি তাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানালেন এবং তাকে সাবধান করে দিলেন, যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে। ওয়ালীদ ব্যাপারটা তার পিতা 'উত্‌বাকে জানাল। এভাবে কথাটা সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল। কুরায়শ গোত্রের প্রত্যেক মজলিসে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

আব্বাস বলেন : আমি পরদিন সকালে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে গেলাম। আবূ জাহ্‌ল সেখানে কুরায়শের একদল লোকের সাথে আতিকার স্বপ্ন নিয়ে কথা বলছিল। আবূ জাহ্‌ল আমাকে দেখেই বলল : হে আবুল ফযল। তওয়াফ শেষ করে এদিকে এস।" তওয়াফ শেষে

আমি যথারীতি তাদের কাছে গিয়ে বসলাম। আবূ জাহ্ল আমাকে বলল : হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! এই মহিলা নবীর আবির্ভাব তোমাদের মধ্যে কবে ঘটল এবং কবেইবা সে এই সব কথাবার্তা বলেছে?

আমি বললাম : 'কিসের কথাবার্তা?'

আবূ জাহ্ল বলল : আতিকার দেখা সেই স্বপ্নের কথা।

আমি বললাম : সে কি স্বপ্ন দেখেছে?

আবূ জাহ্ল বলল : হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! এ যাবৎ তো তোমাদের পুরুষরা নবুওয়তী করত, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের মহিলারাও নবুওয়তী শুরু করে দিয়েছে। আতিকা নাকি স্বপ্নে দেখেছে, কে বলেছে, তিন দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাও। আমরা তোমাদের জন্য তিন দিন অপেক্ষা করব। যদি কথা সত্য হয়, তাহলে তো যা হবার তাই হবে। আর যদি তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কোন কিছু না ঘটে, তাহলে আমরা লিখিত ঘোষণা জারী করে দেব যে, সমগ্র আরবে তোমাদের মত মিথ্যুক পরিবার আর নেই।

আব্বাস বলেন : আল্লাহ্র কসম! আমি আবূ জাহ্লের কথার কোন জবাব দিলাম না, বরং আমি ঘটনা অস্বীকার করে বললাম, আতিকা কোন স্বপ্ন দেখেনি।

আব্বাস বলেন : এরপর আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। বিকালে বনূ আবদুল মুত্তালিবের সকল মহিলা আমার কাছে এসে বললেন : এই পাপিষ্ঠ খবিসকে (অর্থাৎ আবূ জাহ্ল) তোমরা কেন এত সহ্য করছ? এতদিন সে তোমাদের পুরুষদের যা ইচ্ছা তাই বলেছে, আর এখন সে তোমাদের নারীদেরকেও যা ইচ্ছা তাই বলতে শুরু করেছে! তুমি এ সব শুনছ, অথচ তোমার কোন সম্ভ্রমবোধ জাগছে না!

আমি বললাম : আল্লাহ্র কসম! আমি ভীষণ বিব্রতবোধ করছি। আমি বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখাইনি বটে, তবে ওকে আমি দেখে নেব। তোমাদের হয়ে যা করা দরকার তা আমি করবই।

রাবী বলেন : আতিকার স্বপ্নের তৃতীয় দিন আমি সেখানে গেলাম। আমি তখন ক্রোধে উন্মাদ প্রায় ছিলাম। ভাবছিলাম, ব্যাটার সাথে যে আচরণ করা দরকার ছিল, তার একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। আবার যদি সুযোগ পাই, তবে যা আমি করতে পারিনি, তা করে দেখাব। রাবী বলেন : আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবূ জাহ্লকে দেখতে পেলাম। আল্লাহ্র কসম! আমি তার দিকে এগুতে লাগলাম, আর অপেক্ষা করতে লাগলাম যে, সে সেদিন যে সব কথা বলেছিল, তার কোন কথার আজ পুনরাবৃত্তি করলেই আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। আবূ জাহ্ল ছিল হালকা পাতলা গড়নের। কিন্তু তার চাহনি ছিল তীক্ষ্ণ, ভাষা ছিল ধারালো ও বলিষ্ঠ। সহসা কি যেন হল। সে দ্রুত মসজিদের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহ্র অভিশাপ হোক ওর ওপর। ওর কি হয়েছে? ওর সমগ্র দেহ জুড়ে এরূপ ভীতি সন্ত্রাস কেন? এসব কি আমার গালমন্দের ভয়ে? কিন্তু অচিরেই আমি বুঝতে পারলাম, সে

যামযাম ইব্‌ন আমর গিফারীর হাঁকডাক শুনতে পেয়েছে, যা আমি শুনতে পাইনি। যামযাম মক্কার মরুভূমিতে এসে তার উটের উপর বসে চিৎকার করে বলছিল : "হে কুরায়শরা! মহাবিপদ! মহাবিপদ! তোমাদের মালামাল বহনকারী যে কাফেলা আবূ সুফইয়ান নিয়ে আসছে, মুহাম্মদ তাঁর অনুচরদের এর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। মনে হয় তোমরা তা আর রক্ষা করতে পারবে না। সাহায্য করতে ছুটে যাও। সাহায্য করতে ছুটে যাও!"

গিফারী চিৎকার করে এ কথাগুলো বলার আগে উটের নাক রষি কেটে, হাওদা উল্টিয়ে দিয়ে এবং নিজের পরনের জামা ছিঁড়ে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

কুরায়শদের রণ-প্রস্তুতি

ভয়াবহ ঘটনার কারণে আমরা কেউ কারো প্রতি মনোযোগী হতে পারলাম না। লোকজন অতিদ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। তারা বলতে লাগল : মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা আমাদের এ কাফেলাকে কি ইব্‌ন হাযরামীর কাফেলার মত মনে করেছে ? আল্লাহ্‌র কসম! কখনো এরূপ নয়। এবার তারা অবশ্যই অন্য রকম অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

কুরায়শের লোকজন এবার কেউ পিছিয়ে রইল না। প্রত্যেকেই হয় নিজে যোদ্ধার বেশে ময়দানে রওয়ানা হল, নয় নিজের বদলে কাউকে পাঠাল। একমাত্র আবূ লাহাব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ছাড়া কুরায়শের নেতৃস্থানীয় আর কোন ব্যক্তি বাদ থাকল না। সে 'আসী ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধ করতে পাঠাল। 'আসীর কাছে আবূ লাহাবের চার হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। সে দারিদ্র্যের কারণে তা পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সেই পাওনা টাকার বিনিময়ে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে আবূ লাহাব বাড়ি বসে থাকল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নুজায়হ বলেছেন যে, আবূ লাহাব ছাড়া আরো এক ব্যক্তি যুদ্ধে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর সে ছিল উমাইয়া ইব্‌ন খালফ। সে ছিল মোটা-সোটা এক রাশভারী বৃদ্ধ। সে যুদ্ধে যাবে না শুনে 'উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আইত তার কাছে এল। উমাইয়া তখন মাসজিদুল হারামে তার লোকজনের সাথে বসে ছিল। 'উক্‌বা উমাইয়ার সামনে একটি আগুন ভর্তি পাত্র রাখল, যাতে আগরবাতি ছিল; এরপর সে তাকে বলল : হে আবূ আলী, তুমি এর ঘ্রাণ নাও। কারণ তুমি তো মেয়ে মানুষ। তখন লজ্জায় ও অপমানে উত্তেজিত হয়ে উমাইয়া বলল : আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করুন এবং তোমার কাজকে অপসন্দ করুন। এরপর বুড়ো উমাইয়া যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল এবং সকলের সাথে রওয়ানা হয়ে গেল।

বনূ বাকর ও কুরায়শের মধ্যে যুদ্ধের কারণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ বাহিনীর রণসজ্জা ও যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন হল, তখন তারা বনূ বাকর ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানার সাথে তাদের অতীতে

সংঘটিত যুদ্ধের কথা মনে করে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা বলল : আমরা আশংকা করছি যে, বনূ বাকর পেছন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে।

বনূ আমিরের কোন এক ব্যক্তি সাঈদ ইবন মুসায়্যাব সূত্রে আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন, সে প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, কুরায়শ এবং বনূ বাকরের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তার কারণ ছিল হাফস ইব্ন আখ্য়াফের ছেলের হত্যা। যে ছিল বনূ মু'আয়স্ ইব্ন আমির ইব্ন লুআঈ-এর সদস্য। সে একদা একটি হারানো উটের সন্ধানে যাজ্নান নামক স্থানে যায়। এ সময় সে ছিল অল্প বয়সের একটি ছেলে। তার মাথায় ছিল লম্বা চুল এবং পরিধানে ছিল সুন্দর পরিপাটি পোশাক, আর তার শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল ফর্সা। সে আমির ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আমির ইব্ন মালূহ্-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল, যে বনূ ইয়ামার ইব্ন 'আওফ ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আমির ইব্ন লায়স ইব্ন বাকর ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন কিনানার লোক ছিল এবং সে যাজনানে ছিল। এ সময় সে ছিল বনূ বাকরের সরদার। সে ছেলেটিকে দেখে বিস্মিত হল এবং জিজ্ঞেস করল : হে ছেলে, তুমি কে? সে বলল : আমি হাফ্স ইব্ন আখ্য়াফ কুরায়শীর ছেলে। যখন সে ফিরে চলে গেল, তখন আমির ইব্ন ইয়াযীদ বলল : হে বনূ বাকর! কুরায়শদের কাছে তোমাদের কোন খুন পাওনা নেই কি? তারা বলল : আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই, তাদের কাছে আমাদের অনেক খুন পাওনা আছে। সে বলল : যদি কেউ এ ছেলেটিকে তার নিজের কোন ব্যক্তির বদলে খুন করে, তবে সে তার নিজের খুনের পূর্ণ প্রতিশোধ নিতে পারবে।

একথা শোনার পর বনূ বাকরের এক ব্যক্তি ঐ ছেলেটির পিছু নিল এবং সে তাকে ঐ খুনের বদলায় হত্যা করল, যা কুরায়শের কাছে পাওনা ছিল। কুরায়শরা এ হত্যার ব্যাপারে কথাবার্তা বলায় আমির ইব্ন ইয়াযীদ বলল : হে বনূ কুরায়শ! তোমাদের কাছে আমাদের অনেক খুন পাওনা আছে। এ জন্য আমরা তাকে হত্যা করেছি! এখন তোমরা যা খুশি করতে পার। যদি তোমরা চাও, তবে তোমাদের যিম্মায় যা আছে, তা আদায় করে দাও এবং আমাদের যিম্মায় যা আছে, তা আমরা আদায় করে দেব। আসলে খুনের ব্যাপার তো এরূপ যে, একজনের বদলে আরেকজনকে খুন করা হয়। এখন যদি তোমরা আমাদের যিম্মায় তোমাদের যে খুন পাওনা আছে, এর দাবি পরিহার কর; তবে আমরাও তোমাদের যিম্মায় আমাদের যে খুন পাওনা আছে, সে দাবি পরিত্যাগ করব।

বস্তুত কুরায়শ গোত্রের মধ্যে এ ছেলেটির হত্যা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না হওয়ায় তারা বলল : 'আচ্ছা, জানের বদলে জান।' অবশেষে তারা ছেলেটির হত্যার কথা ভুলে যায় এবং তার রক্তের বিনিময় দাবি করল না।

এ ঘটনার কিছুদিন পর ঐ ছেলের ভাই মিকরায ইব্ন হাফস ইব্ন আখ্রাফ 'মাররা-জাহ্রানের' পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিল। হঠাৎ সে আমির ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আমির ইব্ন মালূহ্কে উটের উপর আরোহিত অবস্থায় দেখল। যখন সে তাকে দেখল, তখন-ই সে তার কাছে চলে

গেল। সে তার উট তার পাশে নিয়ে বসাল। এ সময় আমিরের তরবারি কোষবদ্ধ ছিল। মিক্‌রায তরবারি নিয়ে তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করল এবং সে তরবারি তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তাকে মক্কায় নিয়ে এসে, রাতের মাঝেই কা'বার পর্দার সাথে ঝুলিয়ে রাখল। সকালবেলা কুরায়শরা জেগে দেখল যে, 'আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আমিরের তরবারি কাবার পর্দার সাথে ঝুলছে। তখন তারা বলল : এটা তো 'আমির ইব্‌ন ইয়াযীদের তরবারি। মিক্‌রায ইব্‌ন হাফস তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করেছে। এটাই ছিল তাদের যুদ্ধের অবস্থা।

তারা যখন তাদের এ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখন মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। ফলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কুরায়শরা বদর প্রান্তরে যাওয়ার ইরাদা করে। সে সময় তাদের ও বনূ বাকরের মধ্যে যে তিক্ত সম্পর্ক ছিল, তা তাদের মনে পড়ে; ফলে তারা তাদের পক্ষ থেকে ক্ষতির আশংকা করতে থাকে। আমির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আমিরের হত্যায় মিকরায ইব্‌ন হাফ্‌সের কবিতা :

"আমি যখন আমিরকে দেখলাম, তখন আমার ভাইয়ের খণ্ডিত
দেহ-অংশের কথা আমার মনে পড়ল।
আমি মনে মনে বললাম : এই সেই আমির, তুমি এর
থেকে ভয় পেয়ো না, আর দেখ যে কোন ধরনের বাহন।

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, যদি আমি তার উপর তরবারি দিয়ে যথাযথভাবে আঘাত করতে পারি, তাহলে সে অবশ্যই হালাক হবে।

আমি আমার মনকে শক্ত করলাম এবং এমন বীর যোদ্ধার
উপর আঘাত করলাম, যে ছিল অভিজ্ঞ ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।
যখন আমরা উভয়ে মুখোমুখি হলাম, তখন একথা স্পষ্ট হয়ে
গেল যে, আমি চরিত্রহীন, কাপুরুষ মা-বাপের সন্তান ছিলাম না।
আমি তার থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং আমি প্রতিশোধ নেওয়ার
কথা ভুলতে পারিনি; আর এ ধরনের প্রতিশোধের কথা
কেবল অজ্ঞ লোকেরাই ভুলতে পারে।"

সুরাকার দায়িত্ব গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান 'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যখন কুরায়শরা রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করল, তখন তাদের এবং বনূ বাকরের মধ্যকার খারাপ সম্পর্কের কথা মনে পড়ল। ফলে তারা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের নিকটবর্তী হল। এ সময় ইবলীস সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম মুদলাজীর আকৃতিতে তাদের সামনে হাযির হল, আর সুরাকা ছিল কিনানা বংশের অন্যতম সরদার। সে কুরায়শদের

লক্ষ্য করে বলল : তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, বনূ কিনানা যদি তোমাদের উপর এমন কোন কিছু করে, যা তোমরা অপসন্দ কর, তবে এর দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি। এ কথা শুনে কুরায়শরা দ্রুত রওয়ানা দিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাত্রা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রমযান মাসের কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বের হলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : সে দিন ছিল রমযানের আট তারিখ, সোমবার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে লোকদের নিয়ে সালাতে ইমামতি করার দায়িত্বে রেখে যান। এরপর তিনি (সা) 'রাওহা' থেকে আবূ লুবাবা (রা)-কে মদীনার অস্থায়ী শাসক বানিয়ে ফেরত পাঠান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এ সময়ে তিনি মুস'আব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার (রা)-এর হাতে একটি সাদা পতাকা তুলে দেন। ইব্‌ন ইসহাক আরো বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দু'টি কাল পতাকা ছিল। এর একটি ছিল আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর হাতে, এ পতাকার নাম ছিল উকাব বা ঈগল। আর অপরটি ছিল জনৈক আনসারী সাহাবীর হাতে।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের উটের সংখ্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীতে সেদিন সত্তরটি উট ছিল। তারা পালাক্রমে এগুলোতে আরোহণ করতে লাগলেন, রাসূল (সা), আলী ও মারসাদ একটি উটের পিঠে পালাক্রমে চড়তে লাগলেন। আর হামযা, যায়দ ইব্‌ন হারিসা, আবূ কাব্‌শা ও আনাসা (রা) চড়লেন আর একটিতে। আর একটিতে চড়তে লাগলেন আবূ বকর, উমর ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগে বনূ মাযিন ইব্‌ন নাজ্জারের সদস্য কায়স ইব্‌ন আবূ সা'সা'আকে নিযুক্ত করেন।

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী আনসারদের পতাকা ছিল সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর হাতে।

বদরের পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে মক্কার পথ ধরে চলতে লাগলেন এবং মদীনার বাইরের পার্বত্য পথ ধরে পর্যায়ক্রমে 'আকীক, যুল-হুলায়ফা, উলাতুল জায়শ, তুরবান, মালাল, গামীসুল য়্যামাম, পরে সাখীরাতুল ইয়ামাম ও সাইয়ালা হয়ে ফজজুর রাওহাতে পৌঁছেন। এরপর তিনি (সা) শানুকায় পৌঁছে সমতল রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন।

সেখান থেকে তিনি (সা) আরকুয-যাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে এক বেদুঈনের সাথে তাঁদের দেখা হল। তাঁরা তাকে কুরায়শদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তাঁরা তার থেকে

কোন খবর পেলেন না। তখন ঐ বেদুঈনকে বলা হল : তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম কর। তখন সে জিজ্ঞেস করল :

"তোমাদের মধ্যে কি আল্লাহ্র রাসূল আছেন? বলা হল : হ্যাঁ। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করে বলল : আপনি যদি আল্লাহ্র রাসূল হয়ে থাকেন, তাহলে বলুন তো আমার এই উষ্ট্রীর গর্ভে কি আছে? তখন সালামা ইব্ন সুলামা (রা) তাকে বললেন : 'তুমি এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করো না। আমার কাছে এস। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। তুমি ঐ উষ্ট্রীটির সাথে সংগম করেছিলে। তাই এর পেটে তোমার ঔরসের একটা উটের বাচ্চা আছে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ সাহাবীকে বললেন : তুমি চুপ কর। তুমি লোকটার সাথে অশ্লীল কথা বলেছ। এ কথা বলে তিনি (সা) সালামা (রা) থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাওহার সাজাজ নামক কূপের নিকট গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। সেখান থেকে আবার রওয়ানা হলেন। একটা মোড়ে পৌঁছে তিনি (সা) মক্কার পথ বামে ছেড়ে নাযিয়াকে ডানদিকে রেখে, বদর অভিমুখে চলতে লাগলেন। বদরের নিকটবর্তী একটি জায়গায় পৌছে তিনি রাহকান নামক একটি উপত্যকা আড়াআড়িভাবে পাড়ি দিলেন। এই উপত্যকাটি নাযিয়া ও সাফ্রা গিরিপথের মাঝখানে অবস্থিত। এরপর তিনি (সা) সাফরার নিকট পৌঁছলেন। এখানে পৌঁছে তিনি (সা) বাস্বাস ইব্ন আমর জুহানী ও 'আদি ইব্ন আবূ যাগবা (রা) জুহানীকে আবূ সুফইয়ান ও অন্যদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর দিতে বদর এলাকায় পাঠালেন। তাদেরকে পাঠানোর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রওয়ানা হলেন। যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী জনপদ সাফরার কাছে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি পর্বতদ্বয়ের নাম জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন : একটির নাম মুসাল্লাহ্, অপরটির নাম মুখ্যি। এরপর তিনি (সা) সেখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন তাঁকে বলা হল : তারা হল বনূ গাফ্ফারের দু'টি শাখা-বনূ নার এবং বনূ হুরাক। এই নাম দুটো শুনে তিনি (সা) বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং এই দুই পর্বতের মাঝখান দিয়ে যেতে চাইলেন না। বস্তুত তিনি (সা) এ পর্বতদ্বয়ের এবং এর অধিবাসীদের নামকে অশুভ হিসাবে গণ্য করলেন।[১] এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় পর্বত এবং সাফরা জনপদটি বামে রেখে, ডানদিকের যাফ্রান নামক উপত্যকা আড়াআড়ি পাড়ি দিয়ে অপর পারে গিয়ে যাত্রা বিরতি করল।

এই সময় তিনি জানতে পারলেন যে, কুরায়শ গোত্র তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করতে সদলবলে মক্কা থেকে যাত্রা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ খবর তাঁর সাহাবীদের জানালেন এবং এ মুহূর্তে তাঁদের কি করা উচিত, সে সম্পর্কে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। সর্বপ্রথম আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর মতামত অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করলেন। তারপর দাঁড়ালেন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এবং তিনিও চমৎকারভাবে নিজের বক্তব্য পেশ

১. এর অর্থ এ নয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন শুভাশুভ বা মঙ্গলামঙ্গল সংক্রান্ত কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়েছেন; বরং তিনি শুধু খারাপ নামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

করল। এরপর মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা) উঠে বললেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আল্লাহ্‌ আপনাকে যা করতে নির্দেশ দেন, আপনি তা-ই করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহ্‌র কসম! বনূ ইসরাঈল যেমন মূসা (আ)-কে বলেছিল : তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে রইলাম, আমরা সে রকম কথা আপনাকে বলব না, বরং আমরা বলব : আপনি এবং আপনার রব যুদ্ধে যান আমরাও আপনার ও আপনার রবের সহযোদ্ধা হয়ে যুদ্ধ করব। সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সুদূর ইয়ামানের (মতান্তরে আবিসিনিয়ার) বারকুল গিমাদেও যান, তাহলেও আমরা আপনার সঙ্গী হয়ে সেখানে যাব।" রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মিকদাদ (রা)-কে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

আনসার সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পরামর্শ চাওয়া

এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আনসারদের সম্বোধন করে বললেন : "তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।" আনসারদের এত গুরুত্ব দানের কারণ ছিল এই যে, তাঁরা ছিলেন মুসলমানদের সাহায্যকারী। তাঁরা যখন আকাবাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে-বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আপনি যতদিন আমাদের আবাসভূমিতে না যাবেন, ততদিন আমরা আপনার দায়দায়িত্ব বহন করতে অপারগ। যখন আপনি আমাদের কাছে যাবেন, তখন আপনি আমাদের দায়িত্বে থাকবেন। আমরা আমাদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদের যেভাবে সব রকমের বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকি, ঠিক সেইভাবে আপনাকে রক্ষা করব।" এজন্য রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আশংকা করেছিলেন যে, আনসাররা হয়তো মনে করতে পারে যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হলেই কেবল তাঁদের উপর তাঁর সাহায্য করার ও তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাঁদের আবাসভূমির বাইরে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে যেতে চাইলে, তাঁর সাথে যাওয়া তাঁদের দায়িত্ব নয়। এ প্রেক্ষিতে যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আনসারদের কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) তাঁকে বললেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা)! আপনি বোধহয় আমাদের মতামত জানতে চাইছেন।" তিনি (সা) বললেন : হ্যাঁ। সা'দ (রা) বললেন : "আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার দাওয়াতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা পরম সত্য। আর এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতেই আমরা আপনার কাছে অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমরা আপনার নির্দেশ মানব ও আপনার আনুগত্য করব। ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (সা) ! তাই আপনি যা ভালো মনে করেন, তা-ই করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি এবং থাকব। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে যান এবং তাতে ঝাঁপ দেন, তবে আমরাও আপনার সঙ্গে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের একটি লোকও আপনাকে ছেড়ে পেছনে থাকবে না। আগামীকাল যদি আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর

মুকাবিলা করতে চান, তবে তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল এবং শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল। আশা করি, আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের এমন কৃতিত্ব দেখবার সুযোগ দেবেন যাতে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আপনি আল্লাহ্র রহমতের উপর নির্ভর করে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলুন।"

সা'দ (রা)-এর বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশি হলেন এবং খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। তারপর বললেন : ঠিক আছে। তোমরা বেরিয়ে পড়। আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুই দলের একদল আমাদের আয়ত্তাধীন হবে।[১] আল্লাহ্র কসম! শত্রুরা যে যেখানে মারা যাবে, আমি তাদের সে স্থানগুলো এখন দেখতে পাচ্ছি।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাফ্রান থেকে রওয়ানা হলেন। আসাফির নামক উঁচু পার্বত্য পথ ও দাব্বা নামক নিম্নভূমি অতিক্রম করে হিনান নামক বিরাট পার্বত্য এলাকা ডানে রেখে বদরের কাছাকাছি গিয়ে থামলেন। এরপর তিনি (সা) তাঁর সাহাবীদের একজনকে সাথে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ইব্ন হিশামের মতে : তিনি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তাঁরা কিছুদূর গিয়ে আরবের জনৈক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন : সে কুরায়শ গোত্রের কোন তৎপরতার কথা জানে কিনা, কিংবা মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের কোন খবর রাখে কিনা? বৃদ্ধ বলল : তোমরা কারা বল। তা নাহলে বলব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "আমরা যা জানতে চেয়েছি, সেটা আগে বল। তারপর আমরা আমাদের পরিচয় দেব।" বৃদ্ধ বলল : "খবরের বিনিময়ে পরিচয়?" তিনি বললেন : হ্যাঁ। তখন বৃদ্ধ বলল : "শুনেছি মুহাম্মদ ও তাঁর সহচররা অমুক দিন যাত্রা শুরু করেছেন। এটা সত্য হলে, তাদের এখন অমুক জাগায় থাকার কথা। আর আমি এও খবর পেয়েছি যে, কুরায়শরা অমুক দিন বের হয়েছে। এখবর যদি সঠিক হয়, তবে তারা আজ অমুক স্থানে রয়েছে। বস্তুত কুরায়শরা তখন সেখানেই ছিল, বৃদ্ধ লোকটি যে স্থানের কথা বলেছিল। বৃদ্ধ তার খবর দেওয়া শেষ করে জিজ্ঞেস করল : তোমরা কোথা থেকে এসেছ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমরা পানি থেকে এসেছি। এ কথা বলে তিনি বৃদ্ধের কাছ থেকে চলে আসলেন।

রাবী বলেন : বৃদ্ধ লোকটি নিজে নিজে বলতে লাগল যে, "আমরা পানি পান থেকে এসেছি" –এর তাৎপর্য কি? ইরাকের পানি থেকে?

ইব্ন হিশাম বলেন : এ বৃদ্ধ লোকটি ছিল সুফইয়ান যামরী।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের নিকট ফিরে গেলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব, যুবায়র ইব্ন আওয়াম ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে একদল সাহাবীসহ বদরের জলাশয়ের কাছে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য পাঠালেন। সেখানে তাঁরা কুরায়শ গোত্রের একপাল পানি বহনকারী উট দেখতে পেলেন এবং তার মধ্যে

১. একদল আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদল আবূ জাহ্লের নেতৃত্বে কাফিরদের সশস্ত্র বাহিনী।

হাজ্জাজ গোত্রের গোলাম আসলাম এবং বনূ 'আস ইব্‌ন সাঈদের গোলাম আবূ ইয়াসার 'আরীযকে দেখতে পেলেন। তারা ঐ লোক দুটিকে সাথে নিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। এসময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তাঁরা তাদের জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কারা ? তারা বলল : আমরা কুরায়শ গোত্রের পানি সরবরাহকারী। তারা আমাদের খাবার পানি নিতে এখানে পাঠিয়েছে। মুসলমানরা তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। তাদের ধারণা ছিল, এরা আবূ সুফইয়ানের লোক। এরপর তাঁরা তাদের কিছু মারপিট করলেন। প্রচণ্ড পিটুনি খেয়ে তারা বলল যে, আমরা আবূ সুফইয়ানের লোক। এরপর সাহাবীরা তাদের আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত শেষ করে বললেন : ওরা যখন সত্য বলল, তখন তোমরা ওদের প্রহার করলে। যখন মিথ্যা বলল, তখন তোমরা জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বিরত হলে! আল্লাহ্‌র কসম! এরা নিশ্চয়ই কুরায়শের লোক। তখন নবী (সা) নিজে তাদের জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন : ওহে যুবকদ্বয়, তোমরা আমাকে কুরায়শের খবর বল। তখন তারা উভয়ে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! ঐ যে দূরে বালুর টিলাটা দেখছেন, ওর পেছনে তারা রয়েছে। ঐ টিলার নাম ছিল আকানকাল। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন : ওরা সংখ্যায় কত? আসলাম ও আরীদ বলল : অনেক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তাদের সাজসরঞ্জাম কিরূপ? তারা বললেন : আমরা জানি না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ওরা প্রতিদিন কয়টা উট যবেহ্ করে? তারা বলল : কোনদিন নয়টা, কোনদিন দশটা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাহলে ওদের সংখ্যা নয় শো থেকে হাজারের মধ্যে হবে। তারপর তিনি (সা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন: কুরায়শ নেতাদের মধ্য থেকে কে কে এসেছে ? তারা বলল : 'উতবা ইব্‌ন রবীআ, শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, আবুল বুখ্‌তারী ইব্‌ন হিশাম, হাকীম ইব্‌ন হিযাম, নাওফাল ইব্‌ন খুয়ায়লিদ, হারিস ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন নাওফাল, তুআয়মা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল, নযর ইব্‌ন হারিস, যাম্‌'আ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, উমায়্যা ইব্‌ন খালফ, হাজ্জাজের দুইপুত্র নবীহ ও মুনাব্বিহ, সুহায়ল ইব্‌ন আমর, উমর ইব্‌ন আব্দে 'উদ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন : মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলো তোমাদের মুকাবিলায় পাঠিয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইতিপূর্বে বাস্‌বাস্ ইব্‌ন আমর ও আদী ইব্‌ন আবূ যাগবা (রা) টহল দিতে দিতে বদর প্রান্তরে এসে থেমেছিলেন। তারা জলাশয়ের নিকবর্তী একটি টিলার কাছে গিয়ে উট থেকে নামলেন এবং একটা মশকে করে খাবার পানি নিলেন। তখন মাজদী ইব্‌ন আমর জুহানী জলাশয়ের পাশেই ছিল। জলাশয়ের কাছে অজ্ঞাত লোকদের দুটো বাঁদী ছিল। তাদের একজন অপরজনকে তার পাওনা পরিশোধ করতে বলল। তখন ঋণগ্রস্ত বাঁদীটি বলল : কাফেলা কাল কিংবা পরশুই আসবে। তখন আমি তাদের কাজ করে তোমার পাওনা দিয়ে দেব। মাজদী বলল : তুমি ঠিকই বলেছ। তারপর সে উভয়ের বিবাদ মিটিয়ে দিল। 'আদী ও

বাস্‌বাস্‌ (রা) এ কথোপকথন শুনে তাঁদের উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে গেলেন এবং যা তারা শুনলেন, তা তাঁকে জানালেন।

আবূ সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়া

এদিকে আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব সতর্কতার খাতিরে কাফেলা পেছনে রেখে নিজে আগে আগে এল। সে জলাশয়ের কাছে গিয়ে মাজদী ইব্‌ন 'আমরকে জিজ্ঞেস করল : কারো আনাগোনা টের পেয়েছ কি? সে বলল : সন্দেহজনক কাউকে দেখিনি। তবে দু'জন উট সওয়ারকে দেখলাম এ টিলাটার কাছে এসে উট থেকে নামল। তারপর মশকে পানি ভরে নিয়ে চলে গেল। এ কথা শুনে আবূ সুফইয়ান বাস্‌বাস্‌ ও 'আদী (রা)-এর উট বসাবার জায়গাটিতে উপস্থিত হল। সেখানে তাদের উটদ্বয়ের খানিকটা গোবর পেয়ে তা তুলে নিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেলল। তার ভেতরে সে কতকগুলো খেজুরের আঁটি পেল। ঐ আঁটি দেখে সে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! এটা ইয়াসরিবের পশুর গোবর। সে দ্রুতবেগে নিজের কাফেলার কাছে ছুটে গেল। সে কাফেলাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করল এবং বদর প্রান্তর বামে রেখে, সমুদ্র কিনারের পথ ধরে দ্রুত চলে গেল।

ওদিকে কুরায়শরা অগ্রসর হয়ে জুহ্‌ফাতে যাত্রা বিরতি করল। তখন তাদের দলের জুহায়ম ইব্‌ন সাল্‌ত ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ স্বপ্নে দেখল, যেন একটি লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসে থামল। তার সাথে একটা উটও ছিল। তারপর সে বলল : উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশাম (আবূ জাহ্‌ল), উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ এবং অমুক অমুক নিহত হয়েছে। এভাবে বদরের যুদ্ধে কুরায়শের যে সব নেতা নিহত হয়েছিল, তাদের নাম সে উল্লেখ করল। এরপর আমি দেখলাম, সে ব্যক্তি তার উটটিকে রক্তাক্ত করে কুরায়শ বাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দিল। বাহিনীর কোন একটি শিবিরও অবশিষ্ট থাকল না, যাকে সে নিজের রক্তে রঞ্জিত করল না। জুহায়ম ইব্‌ন সালত তার এই স্বপ্নের বিষয় আবূ জাহলের কাছে বর্ণনা করলে সে বলল : এ দেখি মুত্তালিব গোষ্ঠীর আর এক নবী! যদি মুকাবিলা হয় তবে কালই জানা যাবে কে নিহত হয়।

আবূ জাহলের হঠকারিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ সুফইয়ান যখন নিশ্চিত হল যে, তার কাফেলাকে সে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছে, তখন সে কুরায়শ বাহিনীর কাছে এ মর্মে বার্তা পাঠাল যে, তোমরা তো তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা, লোকজন ও ধনসম্পদকে রক্ষা করার জন্যই এসেছিলে। এখন এগুলোকে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম বলল : আল্লাহ্‌র কসম! বদরে না গিয়ে ফিরব না। ওখানে তিন দিন থাকব, পশু যবেহ করে খাওয়াব, মদ পান করাব, গায়িকারা বাদ্য বাজিয়ে গান গাইবে, আরবে আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের সমাবেশ ও আভিযানের কথা প্রচারিত হবে; ফলে তাদের মনে আমাদের ভীতি ও প্রতাপ চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল হয়ে যাবে। অতএব তোমরা চল।

উল্লেখ্য যে, বদরের প্রান্তরে প্রতি বছর একটি মেলা বসত এবং তা ছিল আরবের বিখ্যাত মেলা ! আর এই যুদ্ধের সময়টাও ছিল মেলার মওসুম।

আখ্নাস ইব্ন শুরায়ক ইব্ন আমর ইব্ন ওয়াহব সাকাফী, যে ছিল বনূ যুহ্রার মিত্র, সে জুহফাতে থাকাকালীন সময়ে তাদের বলল : হে বনূ যুহ্রা! তোমরা তো তোমাদের বন্ধু মাখ্রামা ইব্ন নাওফাল এবং তার সম্পদ রক্ষার জন্য বের হয়েছিলে; আল্লাহ্ যখন তাকে ও তার সম্পদকে রক্ষা করেছেন, তখন তোমরা ফিরে যাও। এর জন্য যদি কেউ তোমাদের উপর ভীরুতার দুর্নাম চাপায়, তবে সেটা আমার উপর চাপিয়ে দিও। কারণ তোমাদের ক্ষতির যখন কোন আশংকা নেই, তখন তোমাদের যুদ্ধের জন্য যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা আবূ জাহ্ল যা বলে, তার অনুসরণ করবে না। অবশেষে তারা ফিরে যায় এবং বদর যুদ্ধে বনূ যুহরার কেউ উপস্থিত থাকল না। তাদের সকলেই আখনাসের কথা মেনে নিল। আর আখনাস ছিল তাদের মধ্যে সর্বজনমান্য ব্যক্তি।

আর বনূ যুহরার যে কয়জন গিয়েছিল, সকলে ফিরে এসেছিল। কুরায়শ গোত্রের প্রতিটি শাখা থেকে এ যুদ্ধে কিছু না কিছু লোক অংশগ্রহণ করেছিল। তবে বনূ আদী ইব্ন কা'ব ও বনূ যুহ্রা এতে অংশগ্রহণ করেনি। এ অভিযানে তালিব ইব্ন আবূ তালিব কুরায়শদের সঙ্গে ছিল। তাকে তাদের কেউ বিদ্রূপ করে বলল : তোমরা বনূ হাশিমীরা আমাদের সাথে এলেও তোমাদের মন রয়েছে মুহাম্মদের সাথে। এ কথা শুনে তালিব যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে মক্কায় ফিরে যায়।

আর সে কবিতায় বলে : ইয়া আল্লাহ্! যদি তালিব এমন দলের সাথে যুদ্ধে বের হয়, যারা আমার বিরোধী; তাহলে তুমি তাদের ওদের মত কর, যাদের মাল লুণ্ঠিত হয়েছে। তারা যেন বিজয়ী না হয়ে পরাজিত হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর কুরায়শ বাহিনী তাদের আয়োজন ও প্রস্তুতি অব্যাহত রাখল। তারা বদর প্রান্তরের অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মরুময় টিলার অপর পাশে গিয়ে তাঁবু ফেলল এবং মুসলমানরা বদর প্রান্তরে তাদের ছাউনি স্থাপন করল। এ সময়ে আল্লাহ্ প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। প্রান্তরের মাটি ছিল নরম ভিজা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা পর্যাপ্ত বৃষ্টি পেলেন, যার ফলে তাদের যমীন শক্ত হয়ে গেল। ফলে চলাচলে তাদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি হল না। পক্ষান্তরে কুরায়শ পক্ষের মাটি এত স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল যে, তাদের চলাচল কঠিন হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিম বাহিনীকে আরো বেশি পানি আছে এমন জায়গায় সারিয়ে নিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ সালমার কিছু লোক আমাকে জানিয়েছেন যে, হুবাব ইব্ন মুন্যির ইব্ন জামূহ (রা) বলেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! এই জায়গাটা কি আপনি আল্লাহ্র নির্দেশেই বাছাই করেছেন, যার থেকে আমরা একচুলও এদিক-ওদিক সরতে পারি না, না এটা আপনার নিজের রণ-কৌশলগত অভিমত? তিনি বললেন : "এটা নেহাৎ একটা

রণকৌশল এবং আমার নিজস্ব অভিমত।" তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ জায়গা ভাল নয়। অতএব আপনি সবাইকে নিয়ে এখান থেকে এগিয়ে যান। আমরা ঐ কূপের কাছে গিয়ে ছাউনি স্থাপন করব, যা কুরায়শদের অতি নিকটে। এরপর আমরা সেই জায়গার আশেপাশে যে কূপ আছে, তা বন্ধ করে দেব। সেখানে একটি হাওয তৈরি করে তাতে পানি ভরে রাখব। পরে আমরা শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করব। তখন আমরা পানি পান করতে পারব, কিন্তু ওরা পারবে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ। এরপর তিনি সবাইকে নিয়ে উঠলেন এবং কুরায়শদের নিকটে অবস্থিত কূপের কাছে পৌছলেন, আর সেখানে তাঁবু ফেললেন। তারপর নবী (সা)-এর নির্দেশে অন্যান্য কূপ বন্ধ করে দেওয়া হল। তিনি যে কূপের কাছে তাঁবু ফেললেন, তার কাছে একটি হাওয তৈরি করে পানি ভরে রাখলেন এবং তাতে পানির পাত্র ফেলে রাখলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সা'দ ইব্ন মু'আয বললেন হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি আমাদের অনুমতি দিন, আমরা আপনার জন্য একটা সুরক্ষিত তাঁবু বানাই, আপনি তার ভেতরে থাকবেন। আমরা আপনার কাছে আপনার সওয়ারী জন্তুগুলো প্রস্তুত রাখব। তারপর আমরা শত্রুর মুকাবিলা করব। আল্লাহ্ যদি আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন, তাহলে আমাদের আশা পূরণ হবে। আর যদি তা না হয়, তবে আপনি আপনার সওয়ারী জন্তুর পিঠে চড়ে অন্য মুসলমানদের কাছে চলে যাবেন। হে আল্লাহ্‌র নবী! বহু সংখ্যক মুসলমান, যারা আমাদের চেয়ে আপনাকে কম ভালোবাসেন না, তারা শুধু এ জন্য আসতে পারেননি যে, আপনি যুদ্ধে যাবেন তা তারা জানেন না। তারা যদি এটা জানতেন, তাহলে তারা অবশ্যই আপনার সঙ্গে জিহাদে শরীক হতেন। আল্লাহ্ তাদের দ্বারা আপনাকে রক্ষা করবেন। তারা আপনার কল্যাণকামী হবেন এবং আপনার সঙ্গী হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ-এর কথা শুনে খুশি হলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সুরক্ষিত তাঁবু তৈরি করা হল এবং তিনি তার মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : সকালবেলা কুরায়শ বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এল। তাদের নামতে দেখেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন : "ইয়া আল্লাহ্ ! এই সেই কুরায়শ, যারা অহংকারের সাথে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও আপনার রাসূলকে অস্বীকার করে, আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হে আল্লাহ্! আপনি যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, আমি তার প্রার্থী। হে আল্লাহ্! আজ সকালেই ওদেরকে ধ্বংস করে দিন।"

একটা লাল উটের পিঠে চড়া উত্‌বা ইব্ন রবী'আকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মন্তব্য করলেন : গোটা কুরায়শ গোত্রের কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি কিছুমাত্র শুভবুদ্ধি থেকে থাকে, তবে এই লোকটার মধ্যে তা আছে। লোকেরা যদি তার কথা শোনে, তাহলে তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

কুরায়শ বাহিনী বদরের ময়দানে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে খুফাফ ইব্‌ন আয়মা ইব্‌ন রাহাযা গিফারী তার ছেলের মাধ্যমে কয়েকটি যবেহ্ করা জন্তু তাদের জন্য উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিল এবং বলল : তোমাদের প্রয়োজন থাকলে আমরা কিছু অস্ত্র ও যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করতে পারি। এর জবাবে কুরায়শ নেতারা তার ছেলের মাধ্যমে বলে পাঠাল : আত্মীয়তার খাতিরে তোমার যা করণীয় ছিল, তা তুমি করেছ, আমার জীবনের কসম! এখন আমরা যে যুদ্ধে যাচ্ছি, তা যদি মানুষের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের শক্তির কোন কমতি নেই। আর যদি মুহাম্মদের কথামত এ যুদ্ধ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করার শক্তি কারো নেই।

এরপর সবাই যখন ময়দানে নামল, তখন কুরায়শের একটি দল সামনে অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বানানো হাওযের পানি নিতে লাগল। তাদের মধ্যে হাকীম ইব্‌ন হিযামও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের বললেন : ওদেরকে বাধা দিও না। বস্তুত সেদিন ঐ হাওয থেকে যে-ই পানি পান করেছে, সে-ই নিহত হয়েছে। একমাত্র হাকীম ইব্‌ন হিযাম ছাড়া। সে নিহত হয়নি। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ভালো মুসলমান হন। এ ঘটনাকে তিনি আজীবন মনে রেখেছিলেন। কখনো জোরদার কসম খেতে হলে তিনি বলতেন : সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আমাকে বদর যুদ্ধের দিন ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। ●

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন কুরায়শরা নিশ্চিত হয়ে তাদের শিবিরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন তারা উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব জুমাহীকে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা নির্ণয় করতে পাঠাল। সে ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর চারপাশ দিয়ে একটা চক্কর দিয়ে ফিরে গিয়ে বলল : তিন'শর সামান্য কিছু বেশি বা কম হতে পারে। তবে আমাকে আর একটু সময় দাও, দেখ আমি ওদের কোন গুপ্ত ঘাঁটি বা সাহায্যকারী আছে কিনা। এরপর সে সমস্ত প্রান্তর ঘুরে দেখল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। অবশেষে সে ফিরে গিয়ে বলল : কোন কিছুর সন্ধান পেলাম না। তবে তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, তারা একেবারে মরণপণ করে এসেছে। ইয়াসরিবের উটগুলো সুনিশ্চিত মৃত্যু বহন করে এনেছে। ওরা এমন একটা দল, যাদের তরবারিই একমাত্র সহায় ও রক্ষক। আল্লাহ্ কসম! আমি নিশ্চিত যে, ওদের একজন নিহত হলে, তার বদলায় তোমাদের একজন নিহত হবেই। তারা কুরায়শের মধ্য থেকে যখন তাদের সম-সংখ্যক মানুষকে হত্যা করবে, তখন তা আর আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে না। কাজেই তোমরা এখনো ভেবে দেখ।

হাকীম ইব্‌ন হিযাম এ কথা শুনে কুরায়শ বাহিনীর নেতাদের কাছে গেল। প্রথমে সে উত্‌বা ইব্‌ন রাবী'আকে গিয়ে বলল : "হে ওয়ালীদের পিতা! আপনি কুরায়শের একজন প্রবীণ নেতা। আপনাকে সবাই মানে। আপনি কি এমন একটা কাজ করতে রাযী হবেন, যা করলে আপনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন? সে বলল : হাকীম, তুমি কি বলতে চাচ্ছ? হাকীম বলল : আপনি কুরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপনার মিত্র আমর ইব্‌ন হাযরামীর

হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিন। উত্‌বা বলল : তা আমি করতে রাযী। সে ব্যাপারে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে প্রস্তুত। হাযরামী আমার মিত্র এবং তার রক্তপণ আদায় করার এবং তার সম্পদের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। তুমি আবূ জাহ্‌লের কাছে যাও। আমি মনে করি, কুরায়শের বিনাযুদ্ধে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্নে সে ছাড়া আর কেউ বিরোধিতা করবে না। এরপর উত্‌বা দাঁড়িয়ে কুরায়শ বাহিনীর উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ভাষণ দিল :

"আল্লাহ্‌র কসম ! হে কুরায়শ জনতা! মুহাম্মদ ও তাঁর সংগীদের সাথে লড়াই করে তোমাদের কোন লাভ হবে না। আজ যদি তোমরা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হও, তা হলে তোমাদের ভেতরে কোন সদ্ভাব থাকবে না। একজন আর একজনের মুখ দেখা পসন্দ করবে না। কেননা সে তার চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই কিংবা অন্য কোন না কোন আত্মীয়ের হত্যাকারী বলে চিহ্নিত হবে। সুতরাং চল আমরা ফিরে যাই এবং মুহাম্মদ ও তাঁর সহচরদের পথ থেকে সরে দাঁড়াই। তাদের ব্যাপারটা তোমরা আরব জনগণের উপর ছেড়ে দাও। যদি তারা তাঁকে হত্যা করে, তা হলে তো তোমাদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আর তা না হলে মুহাম্মদের কাছে আমরা অন্তত নির্দোষ থাকব।"

হাকীম বলে : তারপর আমি আবূ জাহ্‌লের কাছে গেলাম এবং দেখলাম যে, সে তার বর্ম সিন্দুক থেকে বের করে পরিষ্কার করছে। সে তাকে বলল : "হে আবুল হাকাম! উত্‌বা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। এরপর আমি উত্‌বা আমাকে যা বলেছিলেন, তা তাকে জানালাম। আবূ জাহ্‌ল বলল : আল্লাহ্‌র শপথ! উত্‌বার মাথা তখন থেকে খারাপ হয়ে গেছে, যখন সে মুহাম্মদ এবং তাঁর সংগীদের দেখেছে। আল্লাহ্‌র কসম! এটা কখনো হতে পারে না। যতক্ষণ আল্লাহ্ আমাদের ও মুহাম্মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা না করে দেন, ততক্ষণ আমরা ফিরে যাব না। উত্‌বা যা বলেছে, ওটা তার মনের কথা নয়। যেহেতু মুহাম্মদ ও তাঁর অনুচররা সংখ্যায় খুব নগণ্য এবং তাদের ভেতরে তার ছেলেও রয়েছে। যুদ্ধ হলে তার ছেলের জীবন বিপন্ন হবে ভেবে সে এ কথা বলেছে।" এরপর আবূ জাহ্‌ল নিহত আমর ইব্‌ন হাযরামীর ভাই আমির ইব্‌ন হাযরামীর কাছে খবর পাঠাল যে,

"তোমার মিত্র উত্‌বা কুরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তোমার ভাইয়ের হত্যার বদলার ব্যাপারটা তোমার নাগালের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তুমি উঠ এবং ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির কথা কুরায়শ বাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দাও।"

আমির ইব্‌ন হাযরামী উঠে দাঁড়াল এবং তার ভাইয়ের হত্যার ঘটনা বর্ণনা করার পর সে হায় আমর, হায় আমর বলে চীৎকার করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি হল এবং সন্ধির সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। তারা যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তার জন্য তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল। ফলে উত্‌বা যে শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, সে তা নস্যাৎ করে দিল।

উত্‌বা যখন আবূ জাহ্‌লের এ উক্তি শুনল যে, 'উত্‌বার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তখন সে বলল : অচিরেই সে ভীরু জানতে পারবে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে, না তার মাথা খারাপ হয়েছে। এরপর উত্‌বা তার মাথার পরিধানের জন্য লৌহ শিরস্ত্রাণ খোঁজ করল। কিন্তু তার মাথা বড় ছিল। গোটা সেনাদলের মধ্যে খোঁজ করে তার মাথায় পরিধানের মত কোন লৌহ শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেল না। ফলে সে তার মাথায় চাদর বেঁধে নিল।

আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূমীর হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল আসাদ মাখযূমী ছিল কুরায়শ বংশের একজন দুশ্চরিত্র ও গুন্ডা স্বভাবের লোক। সে বের হয়ে বলল : আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই মুসলমানদের হাওয থেকে পানি পান করব, কিংবা তা ভেঙে ফেলব। আর প্রয়োজন হলে এর জন্য মারাও যাব। এই বলে সে ময়দানে নামলে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তলিব (রা) তার দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তারা মুখোমুখি হল, তখন হামযা (রা) আসওয়াদের পায়ে তরবারির আঘাত হানলেন। এতে তার পা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ সময় সে হাওযের কাছেই ছিল। সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল এবং তার পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। এরপর সে হামাগুড়ি দিয়ে হাওযের দিকে এগুলো এবং নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য হাওযের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হামযা (রা) তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং হাওযের মধ্যেই তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য উত্‌বার আহবান

এরপর ময়দানে অবতীর্ণ হল উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ। তার ভাই শায়বা ও ছেলে ওয়ালীদ তার সঙ্গে এল। কুরায়শ বাহিনীর ব্যূহ ছেড়ে সামনে গিয়ে সে হুংকার ছেড়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানালে আনসারদের মধ্য হতে তিনজন যুবক-আওফ ও মুআববিয ইব্‌ন হারিস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রওয়াহা তাদের মুকাবিলায় এগিয়ে গেলেন। কুরায়শ যোদ্ধারা জিজ্ঞেস করল : তোমরা কারা? তাঁরা বললেন : আমরা আনসার। তারা বলল : তোমাদের দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তারপর তাদের একজন চিৎকার করে বলল : হে মুহাম্মদ, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা আমাদের সমকক্ষ, তাদেরকে পাঠাও। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবায়দা ইব্‌ন হারিস, হামযা ও আলী (রা)-কে তাদের মুকাবিলায় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা গিয়ে নিজ নিজ পরিচয় দিলে প্রতিপক্ষ খুশি হয়ে বলল : ঠিক আছে। এবার মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিপক্ষ মিলে গেছে। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সব চাইতে বয়স্ক মুজাহিদ উবায়দা উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আর বিরুদ্ধে, হামযা শায়বার বিরুদ্ধে এবং আলী ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। হামযা শায়বাকে এবং আলী ওয়ালীদকে পাল্টা আঘাত হানার সুযোগই দিলেন না। প্রথম আঘাতেই তাদের হত্যা করলেন। আর উবায়দা ও উত্‌বা উভয়ে একটি করে আঘাত বিনিময় করে, একে অপরকে আহত করলেন। হামযা ও আলী দ্রুত ছুটে গিয়ে নিজ নিজ তরবারির আঘাতে উত্‌বাকে হত্যা করলেন। এরপর তারা উবায়দাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে পৌঁছে দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হল এবং একদল অপর দলের নিকটবর্তী হল। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন আক্রমণ না করেন। তিনি এও বলেন : কুরায়শ পক্ষ তোমাদের ঘিরে ফেললে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হাটিয়ে দিও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে আবূ বকর সিদ্দীকসহ তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ই রমযান জুমু'আর দিন সকাল বেলা, মুতাবিক ১৩ই মার্চ, ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ইব্‌ন গাযীয়াকে গুঁতা দেওয়া

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের কাতার ঠিক করেন। এ সময় তাঁর হাতে একটি তীর ছিল, যা দিয়ে তিনি কাতার ঠিক করছিলেন। যখন তিনি আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের মিত্র, সাওয়াদ ইব্‌ন গাযীয়ার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে তার কাতার থেকে সামনে এসেছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তীর দিয়ে তার পেটে গুঁতা দিয়ে বললেন : হে সাওয়াদ! তুমি কাতারে ঠিক হয়ে দাঁড়াও।

তখন সাওয়াদ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আপনি আমাকে কষ্ট দিলেন? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে সত্য ও ন্যায়সহ প্রেরণ করেছেন? আপনি আমাকে এর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দিন। এ সময় রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাঁর পবিত্র পেটের কাপড় সরিয়ে নিলেন এবং তাঁকে প্রতিশোধ নিতে বললেন। তখন সাওয়াদ নবী (সা)-কে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটে চুমা খেলেন। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করেন : হে সাওয়াদ ! তুমি কেন এরূপ করলে? সাওয়াদ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমাদের সামনে যে ভয়াবহ অবস্থা। তাতো আপনি দেখছেন। তাই আমার মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, জীবনের এ শেষ মুহূর্তে আমার শরীর আপনার পবিত্র শরীরের স্পর্শে ধন্য হোক।

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাতার ঠিক করে তাঁর তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এ সময় তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন : ইয়া আল্লাহ্! আজ যদি আপনি এ দলকে ধ্বংস করেন, তা হলে আপনার ইবাদত করার জন্য পৃথিবীতে কেউ থাকবে না। এ সময় আবূ বকর (রা) বললেন : হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি কম দু'আ করুন। কারণ আল্লাহ্ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা তিনি অবশ্যই পূরণ করবেন।

এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর তাঁবুর মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর তিনি জাগ্রত হয়ে বলেন : "হে আবূবকর। সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে। এই তো জিবরীল, তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন, আর তাঁর ঘোড়ার সামনের দাঁতগুলো ধূলাময়লাযুক্ত।"

মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ

ইব্ন ইসহাক বলেন : এ সময় কাফিরদের পক্ষ থেকে একটি তীর এসে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মিহ্জা'-এর শরীরে বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি শহীদ হন। ইনি হলেন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ। এরপর আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের হারিসা ইব্ন সুরাকা নামক সাহাবীর প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। এ সময় তিনি হাওযে পানি পান করছিলেন। নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর গলায় বিদ্ধ হলে তিনিও শহীদ হন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাহিদ বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁদের যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করে বললেন : "ঐ মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! আজ যে ব্যক্তি কাফিরদের বিরুদ্ধে সবরের সঙ্গে, সাওয়াবের প্রত্যাশায় যুদ্ধ করবে এবং সামনে অগ্রসব হবে, কোন অবস্থায় পিছু হটবে না, এমতাবস্থায় যদি সে শহীদ হয়, তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" এ সময় সালামা গোত্রের উমর ইব্ন হুমাম (রা) হাতে কয়েকটি খোরমা নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনেই বললেন : বাহ্! বাহ! আমি দেখছি যে, আমার এবং জান্নাতের মাঝে এতটুকু ব্যবধান রয়েছে যে, আমি কাফিরদের হাতে শহীদ হয়ে যাই।

রাবী বলেন : এই বলেই তিনি তাঁর হাত থেকে খোরমাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : যুদ্ধের ময়দানে এক পর্যায়ে আওফ ইব্ন হারিস (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপর কোন্ কাজে বেশি খুশি হন? তিনি বললেন : যখন সে বর্মহীন হয়ে তার দুশমনদের উপর সর্বাত্মকভাবে আক্রমণ করে। এ কথা শুনে তিনি নিজের শরীর থেকে বর্ম খুলে ফেলে দিলেন; এরপর তাঁর তরবারি নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : দুই পক্ষে যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল, তখন আবূ জাহ্ল এইরূপ দু'আ করল : "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং এক অজানা ধর্ম নিয়ে এসেছে, তাকে তুমি আজ সকালে ধ্বংস করে দাও।" এভাবে সে নিজেই নিজের ধ্বংসের দরজা উন্মোচন করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুঠ কাঁকর হাতে কুরায়শদের প্রতি মুখ করে "তাদের মুখ বিকৃত হয়ে যাক" বলে তাদের প্রতি তা নিক্ষেপ করলেন।

এরপর তিনি সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন : জোর হামলা চালাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই কুরায়শ বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটল। আল্লাহ্ মুসলমানদের হাতে বড় বড় কুরায়শ নেতাকে হত্যা করালেন এবং তাদের অনেক নেতাকে বন্দী করালেন। যখন মুসলিম মুজাহিদরা কাফিরদের বন্দী করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সা'দ ইব্ন মুআয (রা) একদল আনসার সাহাবী নিয়ে তার তাঁবুর সামনে তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছিলেন,

যাতে শত্রুরা তাঁর উপর হামলা না করতে পারে। মুসলিম মুজাহিদ্দের কাফিরদের বন্দী করতে দেখে সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : হে সা'দ! আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হচ্ছে, মুসলিম মুজাহিদদের এ কাজে তুমি খুশি নও ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আজ মুশরিকদের খতম করার প্রথম সুযোগ আল্লাহ্ দিয়েছিলেন। আজ ওদের বন্দী করার চেয়ে বেশি করে হত্যা করাই ছিল আমার কাছে পসন্দনীয় কাজ।

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের বলেছিলেন : আমি জানি যে, বনূ হাশিমসহ আর কিছু লোককে কুরায়শ নেতারা জোর-জবরদস্তি করে যুদ্ধে নিয়ে এসেছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। কাজেই বনূ হাশিমের কেউ তোমাদের সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। আবুল বুহ্তারী ইব্ন হিশাম ইব্ন হারিস ইব্ন আসাদ-কে কেউ পেলে হত্যা করো না। কেননা তাকে জবরদস্তিভাবে যুদ্ধে আনা হয়েছে। আর আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব কারো সামনে পড়লে তাকেও হত্যা করো না। কেননা তাকেও জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। এ কথা শুনে মুসলিম বাহিনীর আবূ হুযায়ফা (রা) বললেন : আমরা আমাদের বাপ, ভাই, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করব, আর আব্বাসকে কেন ছেড়ে দেব ? আল্লাহ্র কসম! আমার সামনে পড়লে আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করবই। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌছলে তিনি উমর (রা)-কে বললেন : ওহে আবূ হাফ্স! আল্লাহ্র রাসূলের চাচার উপর কি তরবারি চালানো যায়? উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেই। আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চিত যে, আবূ হুযায়ফা মুনাফিক হয়ে গেছে। এ ঘটনার জন্য পরবর্তীকালে আবূ হুযায়ফা প্রায়ই আফসোস করে বলতেন : বদর যুদ্ধের দিন আমার ঐ কথাটা বলার জন্য কি শাস্তি হয়, তাই ভেবে আমি শংকিত। শাহাদাত লাভের দ্বারা এর কাফ্ফারা না হওয়া পর্যন্ত আমার এ ভীতি দূর হবে না। পরবর্তীকালে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবুল বুহতারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন, তার কারণ এই যে, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় থাকাকালে তাঁর বিরোধিতায় অন্যদের তুলনায় অধিক সংযত ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দিত না। আর তার থেকে এমন কোন কাজ প্রকাশ পায়নি, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপসন্দ করতেন। আর বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে আবূ তালিবের গিরিসংকটে অন্তরীণ রেখে যে নির্দেশনামা কুরায়শ নেতারা জারী করেছিল, সে নির্দেশনামা ছিন্নকারী নেতাদের মধ্যে আবুল বুহ্তারী ছিল অন্যতম। এরপর মুজাযযার ইব্ন যিয়াদ বালাবী (রা) নামক এক মুসলিম যোদ্ধার সংগে রণাঙ্গণে আবুল বুহ্তারীর সাক্ষাৎ হল। তিনি আবুল বুহ্তারীকে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে হত্যা করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। তখন আবুল বুহ্তাবীর সাথে তার এক বন্ধুও ছিল। সেও

মক্কা থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে একই উটের পিঠে চড়ে বদরের ময়দানে এসেছিল। তার নাম ছিল জুনাদা ইব্ন মুলায়হা। তখন আবুল বুহ্তারী বলল : আর আমার বন্ধুর কি হবে? মুজাযযার (রা) তাকে বললেন : আল্লাহ্র কসম! আমরা তোমার বন্ধুকে কিছুতেই ছাড়ব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু তোমাকে ছাড়তে বলেছেন। তখন আবুল বুহ্তারী বলল : আল্লাহ্র কসম! তা হলে আমরা দু'জনই মরব। নচেৎ মক্কার মহিলারা বলবে যে, আমি বাঁচার লোভে নিজের সহযোদ্ধা বন্ধুকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছি। এরপর যখন মুজাযযার (রা) আবুল বুহ্তারীকে মুকাবিলার জন্য আহবান করল এবং যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প আর কিছুই রইল না, তখন আবুল বুহ্তারী রণ-উদ্দীপক কবিতার অংশ আবৃত্তি করল : একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার সন্তান কখনো তার বন্ধুকে অসহায়ভাবে তার শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে না; হয় সে নিজে মারা যাবে, নয়তো তার বন্ধুর জন্য বাঁচার কোন পথ বের করবে। এরপর মুজাযযার (রা) এবং আবুল বুহ্তারীর মধ্যে লড়াই হলে মুজাযযার (রা) তাকে হত্যা করেন।

মুজায্যার (রা) আবুল বুহ্তারীর হত্যা সম্পর্কে বলেন (কবিতা) : "যদি তুমি আমার বংশ সম্পর্কে না জান বা ভুলে থাক, তবে তুমি আমার বংশ সম্পর্কে ভালভাবে জেনে রাখ যে, আমি বালাবী সম্প্রদায়ের লোক। যারা ইয়াযানে তৈরি তীর দ্বারা যুদ্ধ করে থাকে এবং প্রতিপক্ষের নেতারা পরাভূত না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের উপর আঘাত হানতে থাকে। বুহ্তারীর সন্তানদের ইয়াতীম হওয়ার সংবাদ জানিয়ে দাও কিংবা আমার সন্তানদের এ ধরনের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। আমি সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, আমার আসল বংশ হল—বালাবী গোত্র। আমি তীর দিয়ে ততক্ষণ যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তা বাঁকা হয়ে যায়। আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রাচ্যের তৈরি তরবারি দিয়ে হত্যা করি। আর আমি মৃত্যুর জন্য ঐ উষ্ট্রীর মত ছটফট করি, যার স্তনে দুধ জমাট বেঁধে গেছে। তুমি মুজায্যার-কে বেহুদা কথা বলতে দেখবে না (অর্থাৎ আমি যা বলি, তা বাস্তবে করে থাকি)।

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর মুজায্যার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে বললেন : "ঐ যাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাকে বন্দী করে আপনার কাছে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে শ্রেয় মনে করে। ফলে আমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং তাকে হত্যা করি।"

ইব্ন হিশামে বলেন : আবুল বুহ্তারীর নাম হল—'আস ইব্ন হিশাম ইব্ন হারিস ইব্ন আসাদ।

উমাইয়া ইব্ন খালফের হত্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুর রহমান ইব্ন আওফ বলেন, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ মক্কায় আমার বন্ধু ছিল। আমি মুসলমান হওয়ার পর যখন আমার আগের নাম আব্দ আমর বদলে আবদুর রহমান রাখলাম, তখন উমাইয়া আমাকে বলল : তুমি তোমার বাপ-মার রাখা নামটা

বাদ দিলে? আমি বললাম : হ্যাঁ। সে বলল : আমি রহমানকে জানি না। কাজেই তুমি তোমার এমন একটা নাম রাখ, যে নামে আমি তোমাকে ডাকতে পারি। তোমার অবস্থা এই যে, আমি যদি তোমাকে তোমার আগের নামে ডাকি, তবে সে ডাকে তুমি সাড়া দাও না। আর আমার অবস্থা এই যে, তোমাকে আমি এমন নামে ডাকতে প্রস্তুত নই, যে নামের সাথে আমার পরিচয় নেই। আবদুর রহমান (রা) বলেন : বস্তুত সে যখন আমাকে আব্দ আমর বলে ডাকত, তখন সে ডাকে আমি সাড়া দিতাম না। এরপর আমি তাকে বললাম : হে আবূ আলী! তোমার পসন্দ মত একটা নাম নির্ধারণ করে নাও। তখন সে বলল : তা হলে তোমার নাম হল–আব্দ ইলাহ। তখন আমি বললাম : ঠিক আছে। এরপর আমি যখনই তার পাশ দিয়ে যেতাম, তখন সে বলত : হে আবদ ইলাহ্! আমি তার এ ডাকে সাড়া দিতাম এবং তার সাথে কথা বলতাম। বদরের যুদ্ধের দিন আমি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সে তার ছেলে আলী ইব্ন উমাইয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় আমার সঙ্গে কয়েকটি লৌহবর্ম ছিল, যা আমি নিহত শত্রুর থেকে পেয়েছিলাম। এগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় সে আমাকে দেখে আব্দ আমর বলে ডাক দিলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম না। এরপর সে আমাকে আব্দ ইলাহ্ বলে ডাকলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন সে আমাকে বলল : তুমি আমার ব্যাপারে কি চিন্তা করছ? তোমার সঙ্গে যে বর্মগুলো আছে তার চাইতে আমি তোমার জন্য উত্তম না? আমি বললাম হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! এতো খুশির কথা। তখন বর্ম ফেলে দিয়ে উমাইয়া এবং তার ছেলের হাত ধরলাম। তখন সে বলল : আজকের দিনের মত আর কোনদিন আমি দেখিনি। তোমাদের কি দুগ্ধবতী উটের প্রয়োজন নেই? আবদুর রহমান (রা) বলেন : এরপর আমি এদের দু'জনকে নিয়ে চললাম। এ সময় উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ আমাকে জিজ্ঞেস করল : ঐ ব্যক্তি কে, যে তার বুকে উটপাখির পালক লাগিয়ে রেখেছে? আমি বললাম : তিনি হলেন হামযা ইব্ন আবদুর মুত্তালিব (রা)। তখন সে বলল : এতো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আবদুর রহমান (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম! এরপর আমি তাদের উভয়কে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ বিলাল (রা) তাকে আমার সঙ্গে দেখলেন। আর এ ছিল সে ব্যক্তি, যে বিলাল (রা)-কে ইসলাম পরিত্যাগ করার জন্য বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত। তাকে মরুভূমিতে নিয়ে যেত এবং তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখে বলত : তুমি এ অবস্থায় থাকবে, নয় মুহাম্মদের দীন পরিত্যাগ করবে। এ সময় বিলাল (রা) 'আহাদ', 'আহাদ' বলতেন। যখন বিলাল (রা) তাকে দেখলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন : এই তো কুফরীর মূল হোতা-উমাইয়া ইব্ন খালফ। সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ বলেন, আমি বললাম : হে বিলাল! তুমি আমার বন্দীদ্বয় সম্পর্কে এরূপ বলছ? তখন বিলাল (রা) বললেন : "সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচার কোন অর্থ হয় না।"

এরপর বিলাল (রা) চিৎকার করে বললেন : হে আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারীরা! এই তো কুফরীর মূল নায়ক, উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। আবদুর

রহমান (রা) বলেন : এরপর লোকেরা আমাদের ঘিরে ফেলল। আর আমি উমাইয়াকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মুজাহিদ তার তরবারি বের করে উমাইয়ার ছেলের পায়ে আঘাত করলে সে পড়ে গেল। তা দেখে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার করল যে, আমি অমন চিৎকার আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম : উমাইয়া তুমি নিজের চিন্তা কর। তোমার নিস্তার নেই। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। অবশেষে লোকেরা তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। পরে আবদুর রহমান (রা) বলতেন : আল্লাহ্ বিলালের উপর রহম করুন। আমি বর্ম ফেলে দিয়ে যাকে গ্রেফতার করলাম, তাকে সে হত্যা করল।

বদর যুদ্ধের ফেরেশতাদের উপস্থিতি

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বনূ গিফারের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, বদরের দিন আমি ও আমার এক চাচাতো ভাই বদরের পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ে উঠে বদর যুদ্ধের দৃশ্য দেখছিলাম যে, কারা হারে ও কারা জেতে। তখনও আমরা ছিলাম মুশরিক। আমরা লুটেরাদের সাথী হয়ে লুটতরাজ করার অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা পাহাড়ে থাকা অবস্থায় এক টুকরো মেঘ আমাদের কাছে এল। আমরা সেই মেঘের ভেতর ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম। আর জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম : হায়যুম![1] সামনে এগিয়ে যাও। এ সময় আমার চাচাতো ভাইয়ের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে মারা যায়। আমিও মরার উপক্রম হয়ে কোন রকমে বেঁচে যাই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বনূ সাঈদার জনৈক ব্যক্তি সূত্রে আমার কাছে আবূ উসায়দ মালিক ইব্ন রবী'আ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি বলতেন : আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকত এবং আমি বদর প্রান্তরে থাকতাম, তাহলে আমি তোমাদের সেই গিরিপথটি দেখাতাম, যেখান থেকে ফেরেশতারা বেরিয়ে এসেছিল। এ ব্যাপারে আমার কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার পিতা ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জারের কতিপয় ব্যক্তির বরাতে আবূ দাঊদ মাযিনী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আমি এক মুশরিককে হত্যা করার জন্য তাকে ধাওয়া করলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, আমার তরবারির আঘাত তার শরীরে লাগার আগেই, ধড় থেকে তার মাথা পড়ে গেল। ফলে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে।

---

১. হায়যুম হল-জিব্রীল (আ)-এর ঘোড়ার নাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিসের আযাদকৃত গোলাম মিকসাম থেকে জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা সাদা পাগড়ী এবং হুনায়ন যুদ্ধের দিন তাঁরা লাল পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। আর তাদের পাগড়ীর পিছনের অংশ তাদের পিঠের উপর ঝুলে ছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার কাছে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেছেন : পাগড়ী হল আরবদের তাজ। আর বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা সাদা পাগড়ী পরিহিত ছিলেন, যা তারা তাদের পিঠের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। তবে জিব্রীল (আ) হলুদ পাগড়ী পরে ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে মিকসাম সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ফেরেশতারা বদর ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। তবে তারা অন্যান্য যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সাহায্যকারী হিসাবে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা কাউকে হত্যা করতেন না।

আবূ জাহলের হত্যা

ইব্ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের দিন আবূ জাহ্ল যুদ্ধ করতে করতে এবং যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টিকারী এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে এগিয়ে আসে :

(কবিতা) "যে যুদ্ধে বারবার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, এরূপ যুদ্ধও আমার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে না। আমি দু'বছর বয়সের যুবক পুরুষ উটের মত শক্তিশালী, আর আমার মাতা আমাকে এ ধরনের কাজের জন্যই জন্ম দিয়েছে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল : আহাদ, আহাদ, অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দুশমনদের মুকাবিলা থেকে মুক্ত হলেন, তখন তিনি নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশামকে অনুসন্ধান করতে বললেন। যুদ্ধের ময়দানে যে মুসলিম সৈনিকের সাথে সর্বপ্রথম আবূ জাহ্লের সাক্ষাৎ হয়, তিনি হলেন বনূ সালামার মু'আয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহ। তিনি বলেন, আবূ জাহ্লের যখন খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল, তখন আমি শুনলাম, সে একটি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে আছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করব-ই। আমি যখন তার কাছে পৌঁছলাম, তখন তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তার পা কেটে ফেললাম। তখন তার ছেলে ইকরামা আমাকে আঘাত করে আমার হাত কেটে ফেলল হাতখানা কেবল চামড়ার সাথে ঝুলছিল। এতে আমার যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। অগত্যা ঝুলন্ত হাতখানা পা দিয়ে চেপে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম। ইব্ন ইসহাক বলেন : এই বীর মুহাজিদ উসমান (রা)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মুআয বলেন : এরপর মুয়াওয়ায ইব্‌ন আফরা এসে আর এক আঘাত করে আবূ জাহ্‌লকে ধরাশায়ী করল। মুয়াওয়ায (রা) পরে লড়াই করে বদরেই শহীদ হন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : আমি যখন আবূ জাহ্‌লকে ময়দানে শায়িত দেখলাম, তখনো সে বেঁচে ছিল। সে ইতিপূর্বে আমাকে মক্কায় অপদস্থ করেছিল। আমি তার ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরলাম এবং বললাম : হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আল্লাহ্ তোকে অপদস্থ করেছেন তো? সে বলল, যাকে তোমরা প্রায় হত্যা করেছ, তার আর অপদস্থ হবার প্রশ্ন উঠে নাকি? আমাকে বল, আজ কাদের জয় হচ্ছে? আমি বললাম : "জয় হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।" ইব্‌ন ইসহাক বলেন : ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলতেন : আবূ জাহ্‌ল মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলেছিলেন, হে মেষের রাখাল! তুই অনেক দুর্লভ মর্যাদা লাভ করেছিস। তিনি বলেন : তারপর আমি তার মাথা কেটে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই যে আল্লাহ্‌র দুশমন আবূ জাহ্‌লের মাথা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সত্যি নাকি? আমি বললাম : আল্লাহ্‌র কসম! সত্যি তাই। এরপর তার মাথাটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে রেখে দিলাম। তিনি তা দেখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শোকর করলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) একবার সাঈদ ইব্‌ন আস (রা)-কে বললেন, যখন তিনি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন : "মনে হয়, তোমার মনে এরূপ ধারণা বিদ্যমান যে, আমি তোমার পিতা আসকে হত্যা করেছি। যদি তা করে থাকতাম, তবে সে জন্য তোমার কাছে কোনরূপ ওযর পেশ করতাম না। আসলে আমি আমার মামা 'আস ইব্‌ন মুগীরাকে হত্যা করেছিলাম। তোমার আব্বাও আমার সামনে পড়েছিল। তবে সে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মত আমার দিকে এগিয়ে আসায় আমি দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ি। এরপর তাকে তার চাচাতো ভাই আলী (রা) হত্যা করেন।

উকাশা ইব্‌ন মিহসানের ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উকাশা ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হারসান আসাদী বদরের দিন যুদ্ধ করতে করতে তাঁর তরবারি তাঁর হাতে ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসলে তিনি তাকে একটি গাছের শেকড় দিয়ে বললেন : যাও, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। উকাশা সেটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত থেকে নিয়ে যেই নাড়া দিলেন, অমনি তা একটি চকচকে ধারালো লম্বা তরবারিতে পরিণত হল। মুসলমানদের পরিপূর্ণ বিজয় হওয়া পর্যন্ত তিনি সেই তরবারি দিয়ে যুদ্ধ চালালেন। ঐ তরবারিটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'আল-আওন' অর্থাৎ সাহায্য। এই তরবারি নিয়ে উকাশা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিয়ে তিনি তুলায়হা ইব্‌ন খুয়ায়লিদ আসাদীর হাতে শহীদ হন। এ সময়ও সে তরবারিটি তাঁর কাছে ছিল। তুলায়হা এ সম্পর্কে বলে :

"ঐ লোকদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি, যখন তোমরা তাদের হত্যা করছ? যদিও তারা ইসলাম কবূল করেনি, তবুও কি তারা মানুষ (বাহাদুর) নয়? যদি তারা মহিলা হত, অথবা তাদের সংখ্যা দশের কম হত, তবে তারা বিষাদগ্রস্ত হত (কিন্তু ব্যাপারটি তো এরূপ নয়)। কাজেই, তোমরা আমার পুত্র হিবালকে হত্যা করে বিনা প্রতিশোধে কখনো যেতে পারবে না। আমি আমার হামালা নাম্নী–ঘোটকীর বক্ষকে এ ধরনের লোকদের মুকাবিলার জন্য অনেক কষ্ট দিয়েছি। নিঃসন্দেহে এ ঘোটকী অস্ত্রসজ্জিত নেতাদের বারবার মুকাবিলার জন্য আহবান করে। কোনদিন তাকে তুমি পোশাকের মাঝে নিরাপদ, আবার কোনদিন তাকে পোশাকবিহীন অবস্থায় দেখতে পাবে। সেই সন্ধ্যার কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইব্ন আকরাম এবং উকাশা গানামীকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করেছিলাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের পর এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক কিয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে বেহেশ্তে যাবে। তখন উকাশা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ্ আমাকে এঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি তাদেরই একজন। অথবা তিনি বলেছিলেন : ইয়া আল্লাহ্! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এ কথা শুনে জনৈক আনসারী সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমার জন্যও আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমার আগে উকাশা এ সম্মান অর্জন করেছে এবং এই দু'আ কার্যকর হয়েছে।

আর একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আরবের শ্রেষ্ঠ ঘোড় সওয়ার যোদ্ধা আমাদের কাছে রয়েছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সেই লোকটি কে? তিনি বললেন : উকাশা ইব্ন মিহসান। এ সময় উকাশার সগোত্রীয় সাহাবী যিরার ইব্ন আযওয়ার আসাদী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই ব্যক্তি তো আমাদের গোত্রের লোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : সে তোমাদের নয়; বরং মৈত্রী সূত্রে সে আমাদের লোক।

ইব্ন হিশাম বলেন : যুদ্ধের ময়দানে আবূ বকর (রা) তাঁর ছেলে আবদুর রহমানকে ডেকে বলেন : "ওহে দূরাত্মা, আমার জিনিসপত্র কোথায়?" সেদিন আবদুর রহমান মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে এসেছিল। আবদুর রহমান বলে : তেজী ঘোড়া, হাতিয়ার এবং বিভ্রান্ত বৃদ্ধদের হত্যাকারী তরবারি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বদর কূপে মুশরিকদের লাশ নিক্ষেপ

ইব্ন ইসহাক বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন রুমান উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত নিহত মুশরিকদের বদর কূপে নিক্ষেপ করা হল। তবে উমাইয়া ইব্ন খালফের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা হল না। কেননা তার লাশ তার বর্মের মধ্যে ফুলে ফেঁপে আটকে গিয়েছিল।

সাহাবীগণ তার লাশ সরাবার জন্য চেষ্টা করলে তার গোশ্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থা দেখে তাঁরা তাকে যেমন ছিল তেমনভাবে রেখে মাটি ও পাথর চাপা দিলেন। কূয়ার মধ্যে লাশগুলো নিক্ষেপ করার পর রাসূলুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে বললেন :

হে কূপের অধিবাসীগণ! তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? আমার সঙ্গে আমার রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। রাবী বলেন : তখন সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আপনি কি মৃতদের সাথে কথা বলছেন? তখন তিনি তাদের বললেন : তারা এখন ভালভাবে জেনেছে যে, তাদের রব তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হামিদ তবীল আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁকে মধ্যরাতে এরূপ বলতে শোনেন : হে কূপবাসীরা! হে উত্বা ইব্ন রবী 'আ, হে শায়বা ইব্ন রবী'আ, হে উমাইয়া ইব্ন খালফ, হে আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম! এভাবে তিনি কূপের মধ্যকার সকলের নাম উল্লেখ করে বলেন : তোমাদের রব তোমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা কি সত্য পেয়েছ? আমার রবের প্রতিশ্রুতি আমি সত্য পেয়েছি। তখন মুসলমানগণ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মরে পচে যাওয়া ঐসব লোককে আপনি সম্বোধন করছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি যা বলছি, তা তোমরা তাদের চাইতে বেশি শুনছ না। কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দিতে পারছে না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কোন কোন বিজ্ঞজন আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ কথাগুলোও বলেছিলেন : হে কূয়ার অধিবাসীরা। তোমরা তোমাদের নবীর সঙ্গে আত্মীয় হিসাবেও জঘন্যতম আচরণ করেছিলে। তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে কিন্তু দেশবাসী আমাকে মেনে নিয়েছে। তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিলে, কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলে, কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছিল। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের রব তোমাদের সঙ্গে যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা সত্য পেয়েছ? এ সম্পর্কে কবি হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) বলেন :

"আমি টিলার উপর অবস্থিত যয়নবের আবাসস্থল এমনভাবে চিনলাম, যেমন খারাপ কাগজের উপর হস্তাক্ষর চেনা যায়। সে বাসগৃহের উপর বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তার উপর কালমেঘ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করে। তার চিহ্ন পুরাতন হয়ে গেছে এবং তা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখানেই এক সময় আমার প্রেমিকা বসবাস করত। সব সময় সে বাসগৃহের কথা স্মরণ রাখার অভ্যাস পরিহার কর এবং নিজের ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা প্রশমিত কর। ঐ সমস্ত কল্পকাহিনী বাদ দিয়ে সত্য ঘটনা শোনাও, যা শোনাতে কোন আপত্তি নেই। শুনিয়ে দাও যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বদর যুদ্ধে আমাদের মুশরিকদের মুকাবিলায় বিজয়ী করেছেন। সেদিন তাদের দলকে হেরা পর্বতের মত মনে হচ্ছিল, কিন্তু তার ভিত অপরাহ্নে ঝুঁকে পড়ল। আমরা

এমন এক বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলা করেছি, যাদের যুবক ও বৃদ্ধ সকলে জঙ্গলের সিংহের মত ছিলেন। এঁরা যুদ্ধের লেলিহান শিখার মধ্যে মুহাম্মদ (সা)-কে হিফাযত করেন। তাঁদের হাতে ছিল বাঁটওয়ালা তরবারি এবং মোটা মোটা গিরাবিশিষ্ট বল্লম। বনূ আওসের সর্দারদের সত্য দীনের ব্যাপারে বনূ নাজ্জার সাহায্য করেছে। আর আমরা আবূ জাহ্লকে ধরাশায়ী করেছি এবং উতবাকে মাটির উপর ফেলে রেখেছি। আর শায়বাকে আমরা এমন লোকদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি, যদি তাদের বংশ পরিচয় দেওয়া হয়, তবে তারা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক হিসাবে পরিগণিত হবে; (কিন্তু আক্ষেপ ! এখন তাদের বংশ পরিচয় কে জিজ্ঞেস করবে?) আমরা যখন তাদের সবাইকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সম্বোধন করে বলেন : তোমাদের কি জানা ছিল না যে, আমার কথা সত্য ছিল; আর আল্লাহ্র নির্দেশ হৃদয়কে প্রভাবিত করে। কিন্তু তারা কিছুই বলল না, যদি তারা কথা বলত তবে অবশ্যই বলত যে, আপনি সত্যই বলেছিলেন এবং আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুশরিকদের লাশ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন, তখন উত্বা ইব্ন রবী'আর লাশ টেনে কূপের কাছে আনা হল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ছেলে আবূ হুযায়ফার (যিনি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন) মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে মর্মাহত এবং তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখন নবী (সা) বললেন : সম্ভবত তোমার পিতার অবস্থা দেখে তোমার অন্তরে কিছু ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বললেন : না, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আমার পিতার কুফরী ও হত্যার ব্যাপারে কখনো সন্দেহ করিনি; তবে আমি আমার পিতাকে যথেষ্ট জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু এবং উন্নত গুণের অধিকারী বলে জানতাম। সে জন্য আশা করেছিলেনাম যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য আমার পিতাকে ইসলামের পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে, আমার পিতা শেষ পর্যন্ত কুফরী নিয়েই মারা গেল, তখন আমার মনের আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমি মর্মাহত হলাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁর প্রশংসা করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় থাকাকালে কতিপয় যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর তাদের বাপ-দাদা ও বংশের লোকেরা তাদের বন্দী করে রাখে এবং দীন-ইসলাম পরিত্যাগের জন্য তাদের উপর নির্যাতন চালায়। ফলে তারা ইসলাম ত্যাগে বাধ্য হয়। পরে তারা তাদের গোত্রের লোকদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং সকলে মারা যায়। তাদের সম্পর্কে সূরা নিসার এই আয়াত নাযিল হয় :

"যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, "তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?" তারা বলে "দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম।" ফেরেশতারা বলে, দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম আর তা কত মন্দ আবাস !" (৪ : ৯৭)

এসব যুবকের পরিচয় হচ্ছে : বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই-এর হারিস ইব্‌ন যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ; বনূ মাখ্‌যূমের আবূ কায়স ইব্‌ন ফাকিহ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম; আবূ কায়স ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম আর বনূ যুমাহের আলী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব হুযাফা ইব্‌ন যুমাহ এবং বনূ সাহমের আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম।

বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৈন্যদের মধ্যে যে গনীমতের মাল ছিল, তা একত্র করার নির্দেশ দিলেন। তখন তা একত্র করা হল। গনীমতের মালের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। যারা ঐ সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা বললেন, এ সম্পদ আমাদের প্রাপ্য। যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা বললেন : এগুলো আমাদের পাওনা। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যদি যুদ্ধ না করতাম, তা হলে তোমরা এগুলো সংগ্রহ করার সুযোগই পেতে না। কুরায়শ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় আমরা তোমাদের সাথে গনীমত কুড়ানোর কাজে যোগ দিতে পারিনি। আর তোমরা এগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছ। শত্রুরা ভিন্ন পথ দিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর হামলা করতে পারে, এই আশংকায় যারা তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন, তাঁরা বললেন : আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আমাদের চেয়ে এর বেশি হকদার নও। শত্রুকে আমরাও বাগে পেয়েছিলাম এবং আমরা তাদের হত্যা করতে পারতাম। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা বিনাবাধায় গনীমতের মাল লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম; কিন্তু শত্রুরা নতুন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আক্রমণ চালাতে পারে, এই আশংকায় আমরা তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলাম। সুতরাং এই সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে বেশি নয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : গনীমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন : আমরা যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের মধ্যে মালে গনীমত নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। আমাদের মতবিরোধ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তখন আল্লাহ্ তা আমাদের হাত থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলের হাতে সমর্পণ করেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেন। এ সম্পর্কে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মালিক ইব্‌ন রবী'আ বলেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন বনূ আইয মাখযূমীর 'মরাযযুবান' নামক তরবারিটি আমার হস্তগত হয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গনীমতের প্রতিটি জিনিস জমা দেওয়ার আদেশ দিলেন তখন আমি ঐ তরবারিটিও জমা দিলাম। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কেউ কিছু চাইলে, তিনি তা দিতে অস্বীকার করতেন না। আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকাম নবী (সা)-এর এ অভ্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি তরবারিটি চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা তাঁকে দিয়ে দেন।

বিজয়ের সুসংবাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রওয়াহাকে মদীনার উঁচু এলাকায় মুসলমানদের কাছে এবং যায়দ ইব্‌ন হারিসাকে মদীনার নিম্ন এলাকায় মুসলমানদের কাছে বিজয়ের সুসংবাদ জানাতে পাঠালেন। উসামা ইব্‌ন যায়দ বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মেয়ে ও উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর স্ত্রী রুকায়্যার দাফনের কাজ সম্পন্ন করছিলাম, তখন সংবাদ পেলাম যে, যায়দ ইব্‌ন হারিসা এসেছেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি সালাত আদায় শেষ করে বসে আছেন এবং লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। আর তিনি বলছিলেন : উত্‌বা, শায়বা, আবূ জাহ্‌ল, যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবুল বাখতারী, উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ, হাজ্জাজের পুত্রদ্বয় নবীহ ও মুনাব্বিহ–এরা সবাই নিহত হয়েছে। আমি বললাম : আব্বা! ঘটনা কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম! হে আমার প্রিয় পুত্র।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সদলবলে মুশরিক যুদ্ধবন্দীদের সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুয়াইত ও নাযর ইব্‌ন হারিসও ছিল। তিনি মুশরিকদের কাছ থেকে পাওয়া গনীমতের জিনিসপত্রও সাথে নিয়ে চললেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'বকে গনীমতের মাল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এ সময় মুসলমানদের মধ্য থেকে আদী ইব্‌ন আবূ জাগ্‌বা (রা) নামক কবি রণোদ্দীপনামূলক নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন :

"হে বাস্‌বাস! যু-তাল্‌হা নামক স্থানে এ কাফেলার রাত্রি যাপনের কোন অবকাশ নেই। কাজেই উটদের চলার জন্য প্রস্তুত রাখ এবং গুমায়র প্রান্তরেও থামার কোন অবকাশ নেই। এ ধরনের লোকদের বাহনগুলোকে অনুপযুক্ত স্থানে থামিয়ে অসম্মানিত করা যায় না। কাজেই সে উটগুলোকে নিয়ে রাস্তায় চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ্ তো আমাদের সাহায্য করেছেন, আর আখনাস পালিয়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফরা গিরিপথ থেকে বেরিয়ে উক্ত গিরিপথ ও নাযিয়ার মধ্যবর্তী সায়র নামক বালুর টিলার উপর এক বড় গাছের কাছে অবতরণ করলেন। সেখানে বসে তিনি মুসলমানদের মধ্যে গনীমতের মাল সমভাবে বন্টন করলেন। এরপর নবী (সা) যাত্রা করে যখন রাওহা নামক স্থানে পৌছেন, তখন মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের আল্লাহ্ যে বিজয় দান করেছেন, সেজন্য অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। তখন সালামা ইব্‌ন সুলামা (রা) বললেন : তোমরা কি জন্য আমাদের মুবারকবাদ দিচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো কতকগুলো ঝানু বৃদ্ধ লোকের সাথেই যুদ্ধ করে এলাম। তারা কুরবানীর উটের মত হীনবল হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাদের যবেহ করে রেখে আসলাম। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হেসে বললেন : ভাতিজা, ওরাই তো এক সময় হর্তাকর্তা ছিল।

নাযর ও উক্‌বার হত্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাফরা নামক স্থানে ছিলেন, তখন নাযর ইব্‌ন হারিস নিহত হয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন। এরপর তিনি (সা) সেখান থেকে বের হয়ে যখন আরকু যাবিয়াতে পৌছেন, তখন উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মুয়াইত নিহত হয়। তাকে বনূ আজলানের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা (রা) বন্দী করেছিলেন। হত্যার নির্দেশ দেয়ার পর উকবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল : হে মুহাম্মদ! আমার ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য কে রইল? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আগুন। এরপর বনূ আমর ইব্‌ন আওফের আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবূ আফলাহ আনসারী (রা) উকবাকে হত্যা করলেন। এ স্থানে ফারওয়া ইব্‌ন আমর বায়াযীর আযাদকৃত গোলাম আবূ হিন্দ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তার সাথে এক ব্যাগ 'হায়স' (পণির, খেজুর ও ঘি মিশ্রিত এক ধরনের খাবার) ছিল। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তবে পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শরীক হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চিকিৎসায় শিংগা লাগাতেন। তখন তিনি (রা) বললেন : আবূ হিন্দ একজন আনসারী। তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা কর। সাহাবীরা নবী (সা)-এর নির্দেশ পালন করেন এবং এবং তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাত্রা শুরু করেন এবং তিনি যুদ্ধবন্দীদের মদীনায় পৌঁছার একদিন আগেই সেখানে পৌঁছলেন। তবে ইব্‌ন ইসহাক আরো বলেন : ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আস'আদ ইব্‌ন যারারা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধবন্দীদের সাথেই মদীনায় পৌঁছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী সাওদা বিন্‌ত যামআ (রা), আওফ ও মুয়াওয়ায (রা), যারা বদর যুদ্ধে শহীদ হন, তাদের মা আফ্‌রা (রা) ও তার পরিবারের লোকদের কাছে শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগের। উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা) বলতেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি তখনো আফরা পরিবারে ছিলাম। তখন জানলাম যে, যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হয়েছে। আমি তখন আমার বাড়িতে ফিরে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সেখানে ছিলেন। দেখলাম, পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা অবস্থায় একটি কক্ষে রয়েছে আবূ ইয়াযীদ সুহায়ল ইব্‌ন আমর! আল্লাহ্‌র কসম! আবূ ইয়াযীদকে এ অবস্থায় দেখে আমি আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। বললাম : হে আবূ ইয়াযীদ! তোমরা আত্মসমর্পণ করলে কেন? সম্মানের সাথে মরতে পারলে না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন : হে সাওদা! তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছ? আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)। আমি আবূ ইয়াযীদকে পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা দেখে নিজকে সম্বরণ করতে পারিনি, তাই এরূপ বলে ফেলেছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মদীনায় পৌছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং বলেন : তোমরা কয়েদীদের সাথে ভাল ব্যবহারের কথা স্মরণ রাখবে। রাবী

বলেন : সাহাবী মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর সহোদর ভাই আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম বন্দীদের মধ্যে ছিল। আবূ আযীয বলে : এ সময় আমার ভাই মুস'আব আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন জনৈক আনসার সাহাবী আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। আমার ভাই আনসারকে বলেন : একে শক্ত করে বেঁধে রাখ, এর মা বিত্তশালী। সে ফিদ্‌য়া দিয়ে একে ছাড়িয়ে নেবে। আবূ আযীয আরো বলে : বদর প্রান্তর থেকে বন্দী হয়ে আসার সময় আমি আনসারদের সঙ্গে ছিলাম। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশমত খাবার সময় আমাকে রুটি খেতে দিতেন এবং নিজেরা খেজুর খেতেন। তিনি আরো বলেন : আমি লজ্জার খাতিরে রুটি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতাম; কিন্তু তারা তা স্পর্শ না করে আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ আযীয ছিল নাযর ইব্‌ন হারিসের পরেই কুরায়শ বাহিনীর পতাকাবাহী সেনাধ্যক্ষ। মুস'আব (রা) যখন তার ভাই আবূ আযীযকে বন্দীকারী আনসার সাহাবী আবূ ইয়াসার (রা)-কে শক্ত করে তার হাত বাধার জন্য বলেন, তখন সে মুস'আব (রা)-কে জিজ্ঞেস করে : হে আমার ভাই! আমার ব্যাপারে এরূপ করার কি নির্দেশ পেয়েছেন? তখন মুস'আব (রা) বলেন : তুমি আমার ভাই নও; সে আমার ভাই।

এরপর আবূ আযীযের মা মুসলমানদের কাছে জানতে চায় যে, কত অধিক ফিদয়ার বিনিময়ে কুরায়শ বন্দীকে ছাড়া হচ্ছে? তখন তাকে বলা হল : চার হাজার দিরহাম। সে অনুযায়ী তার মা চার হাজার দিরহাম ফিদয়া স্বরূপ পাঠিয়ে তাকে মুক্ত করে নেয়।

পরাজয়ের সংবাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এদিকে হায়সুমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ খুযাঈ কুরায়শের শোচনীয় পরাজয়ের দুঃসংবাদ নিয়ে সর্বপ্রথম মক্কায় উপনীত হল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল : সেখানকার খবর কি? সে বলল : উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রবীআ, আবুল হাকাম ইব্‌ন হিশাম, উমায়্যা ইব্‌ন খাল্‌ফ, যামআ ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ, নবীহ ও মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ, আবুল বাখতারী ইব্‌ন হিশাম-এরা সবাই নিহত হয়েছে। হায়সুমান যখন নিহত কুরায়শ নেতাদের নাম এক এক করে বলছিল, তখন হাতীমে বসে থাকা সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা বলল : আল্লাহ্‌র কসম ! যদি তার জ্ঞানবুদ্ধি ঠিক থেকে থাকে, তবে তোমরা একে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যার খবর কি ? সে বলল : সে তো হাতীমের মধ্যে বসে আছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার বাপ ও ভাইকে স্বচক্ষে নিহত হতে দেখেছি।

মক্কার ঘরে ঘরে আর্তনাদ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি বলেন, আমি এক সময় আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের গোলাম ছিলাম। এই পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করেছিল। আব্বাস, তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফযল ও আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। আব্বাস

কুরায়শদের ভয় পেতেন এবং তাদের বিরোধিতা করা অপসন্দ করতেন এবং নিজের মুসলমান হওয়ার ব্যাপারটা তিনি গোপন রাখতেন। তাঁর অনেক সম্পদ ছিল এবং বহু লোককে তিনি অর্থ দিয়ে রেখেছিলেন। আবূ লাহাব বদর যুদ্ধে নিজে অংশগ্রহণ না করে, সে তার পরিবর্তে আসী ইব্ন হিশাম ইবন্ মুগীরাকে পাঠিয়েছিল। অন্য লোকেরাও এরূপ করেছিল। যে নিজে যায়নি, সে তার বদলে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল। আবূ লাহাব যখন বদরের পরাজয়ের কথা জানল, তখন আল্লাহ্ তাকে ভীষণ অপমানিত করলেন। কিন্তু আমরা সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করেছিলাম। আমি দুর্বল ছিলাম। তীর বানাবার কাজ করতাম। যমযমের পাশে অবস্থিত তাঁবুতে বসে সেগুলো ঠিক করতাম। একদিন আমি ঐ কক্ষে বসে কাজ করছিলাম। তখন আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফযল আমার কাছেই বসা ছিলেন। আমরা কুরায়শের পরাজয়ের খবরে আনন্দিত হয়েছিলাম। এ সময় আবূ লাহাব শোচনীয় অবস্থায় পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে তাঁবুর এক কোণে আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসল। হঠাৎ আবূ সুফইয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব সেখানে এল। তখন আবূ লাহাব তাকে বলল : আমার কাছে এস। তুমি তো সব খবর জান। ফলে সে সেখানে তার পাশে বসে পড়ল এবং অন্য লোকেরা তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আবূ লাহাব জিজ্ঞেস করল : বাবা ! তুমি তাদের খবর আমাকে বল। সে বলল : আল্লাহ্র কসম! আমরা যেন সেখানে শত্রুদের কাছে নিজেদের সোপর্দ করেছি। তারা যেমন খুশি আমাদের বধ করেছে ও বন্দী করেছে। আমি আমাদের লোকদের ভর্ৎসনা করিনি। কারণ আমরা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ধূসর বর্ণের ঘোড়ার উপর অসংখ্য ফর্সা রঙের সিপাহী দেখেছি। যারা কাউকে রেহাই দেয়নি এবং কেউ তাদের সামনে টিকে থাকতে পারেনি। আমি বললাম : "তারা নিশ্চয়ই ফেরেশতা ছিলেন।" এ কথা বলামাত্রই আবূ লাহাব আমার মুখে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারল। আমিও এর বদলা নিলাম। এরপর সে আমাকে উপরে উঠিয়ে যমীনে আছাড় দিল এবং আমার শরীরের ওপর বসে আমাকে মারতে লাগল। আর আমি ছিলাম একজন দুর্বল ব্যক্তি। এ সময় উম্মুল ফযল তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে আবূ লাহাবের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং খুঁটি দিয়ে আঘাত করে তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : আবূ রাফি'র মনিব এখানে নেই বলে তাকে দুর্বল ভেবেছ?

এরপর আবূ লাহাব সেখান থেকে উঠে অপমানিত হয়ে বেরিয়ে গেল। আল্লাহ্র কসম! তারপর তার শরীরে বড় বড় ফোস্কা দেখা দিল এবং তাতেই সে সাত দিনের মধ্যেই মারা গেল।

ইব্ন ইসহাক বলেন : কুরায়শ গোত্র তাদের নিতহদের জন্য খুবই বিলাপ করল। কিন্তু অচিরেই সংযত হয়ে বলতে লাগল : বেশি বিলাপ করো না। মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা এ খবর জানলে উল্লসিত হবে, আর বন্দীদের মুক্তির জন্য কাউকে পাঠাবে না এখন কিছু বিলম্ব কর। অন্যথায় মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা কড়াকড়ির সাথে মুক্তিপণ আদায় করবে। আসওয়াদ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, তার দুই ছেলে-যাময়া' ইব্ন আসওয়াদ এবং আকীল ইব্ন আসওয়াদ এবং

এক নাতি–হারিস ইব্‌ন যাম'আকে হারিয়েছিল। সে তার সন্তানদের বিয়োগ ব্যথায় কাঁদতে চাচ্ছিল। এ সময় গভীর রাতে সে এক শোকাহত নারীর কান্নার শব্দ শুনল। অন্ধ আসওয়াদ তার এক ভৃত্যকে বলল : "যাও তো, দেখে এস, এখন উচ্চস্বরে বিলাপ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কিনা? দেখতো, কুরায়শরা তাদের নিহতদের জন্য কাঁদছে কিনা? তা হলে আমিও যামআর জন্য কাঁদব। কেননা আমার কলিজা জ্বলে যাচ্ছে।" গোলাম ফিরে এসে বলল : এক মহিলা তার উট হারিয়ে কাঁদছে। এ কথা শুনে আসওয়াদ একটি কবিতা আবৃত্তি করে বিলাপ করল। ঐ কবিতার অনুবাদ নিম্নরূপ :

"ঐ মহিলা একটি উটের জন্য এমন করে রাত জেগে বিলাপ করছে, এ কেমন কথা? হে মহিলা! তুমি জওয়ান উট হারানোর জন্য কেঁদো না, বরং বদরের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করে কাঁদো, যেদিন আমাদের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছে। তুমি কাঁদো বদর যুদ্ধে নিহত নেতাদের স্মরণে—বনূ হুসায়ন, বনূ মাখযূম এবং আবুল ওয়ালীদের লোকদের জন্য। যদি তুমি কাঁদতেই চাও, তবে আকীল এবং বীর কেশরী হারিসের জন্য কাঁদো। এঁদের জন্য কাঁদতেই থাক, কাঁদায় বিরতি দিও না। আবূ হাকীমার তো কোন সমকক্ষই ছিল না। জেনে রাখ! ওদের মৃত্যুর পর এমন সব লোক নেতা হয়েছে, যদি বদর যুদ্ধ সংঘটিত না হত, তবে এরা কখনো নেতা হতে পারত না।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে আবূ ওদা'আ ইব্‌ন যবীরা সাহমীও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : মক্কায় তার একটা চতুর ছেলে আছে, যে ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী। মনে হয় সে তার পিতাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য এসেছে।

ওদিক কুরায়শরা বলাবলি করেছিল যে, তোমরা তোমাদের বন্দীদের ফিদ্‌য়া দিয়ে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না, তাতে মুহাম্মদ এবং তাঁর সাথীরা কঠোর হবে। এদিকে মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওদা'আ—যার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, বলল : তোমরা ঠিকই বলেছ। তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। কিন্তু সে গোপনে গভীর রাতে মক্কা থেকে বেরিয়ে গেল এবং মদীনায় পৌঁছে চার হাজার দিরহাম দিয়ে তার পিতাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। এরপর কুরায়শরা তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য লোক পাঠাল। তখন মিকরায ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আখয়াফ-সুহায়ল ইব্‌ন আমরের মুক্তির জন্য এল। তাকে বনূ সালিম ইব্‌ন আওসের মালিক ইব্‌ন দাখশাম (রা) বন্দী করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি সুহায়লকে বন্দী করেছি। তার পরিবর্তে অন্য কাউকে বন্দী করতে আমি পসন্দ করিনি। বনূ খিন্‌দাফের এ কথা জানা আছে যে, সুহায়লই সে গোত্রের সাহসী পুরুষ। যখন যুলুমের বিনিময় গ্রহণের সময় আসে, তখন একমাত্র সাহসী যুবকই এর প্রতিশোধ নিতে পারে। আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলে সে ঝুঁকে পড়ে এবং আমি ঐ ঠোঁটকাটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হই (উল্লেখ্য যে, সুহায়লের নীচের ঠোঁট কাটা ছিল)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি অনুমতি দিলে আমি সুহায়লের সামনের উপর-নীচের দুটো করে দাঁত উপড়ে ফেলব। যাতে তার জিহবা বেরিয়ে আসে এবং আপনার বিরুদ্ধে আর বক্তৃতা দিতে না পারে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আমি তার মুখ বিকৃত করব না। তা হলে নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ আমার মুখ বিকৃত করবেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে এ কথাও বলেছিলেন যে, এক সময় সুহায়ল এমন ভূমিকাও পালন করতে পারে যা তেমন নিন্দনীয় নয়। এ ভূমিকার কথা পরে উল্লেখ করা হবে (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরায়শ পক্ষের প্রধান আলোচক ছিল এই সুহায়ল ইব্‌ন আমর)। ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন মিকরায তাদের সঙ্গে সুহায়লের মুক্তির ব্যাপারে কথাবার্তা বলে তাদের সন্তুষ্টই করল, তখন তাঁরা বললেন : যা দেওয়ার আমাদের দিয়ে দাও। সে বলল : তার পরিবর্তে আমাকে বন্দী করে রাখুন। আর তাকে ছেড়ে দিন, যাতে সে আপনাদের কাছে তার ফিদ্‌য়া পাঠাতে পারে। তখন তারা সুহায়লকে ছেড়ে দিলেন এবং মিকরাযকে বন্দী হিসাবে রেখে দিলেন। এ সময় মিকরায বলে : আমি সে যুবককে ছাড়াবার জন্য আটটি দামী উট দিয়েছি, জরিমানা গোলামরা নয়, শরীফরা আদায় করে থাকেন। আমি আমার হাতকে বন্দী রাখলাম। অথচ নিজকে বন্দী রাখার পরিবর্তে মাল বন্ধক রাখা সহজ ছিল। কিন্তু আমি অপমানিত হওয়াকে ভয় করেছি। আমি বললাম : সুহায়ল আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। এজন্য আমাদের বাচ্চাদের জন্য তাকে নিয়ে যাও। যাতে আমি আশার আলো দেখতে পারি।

আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানের বন্দীদশা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বন্দী হয়েছিল, আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারবও ছিল তাদের একজন। সে ছিল উক্‌বা ইব্‌ন আবূ মু'আয়তের দৌহিত্র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানের মা ছিল আবূ আমরের কন্যা এবং আবূ মু'আয়ত ইব্‌ন আবূ আমরের বোন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে বন্দী করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফইয়ানকে বলা হত, তোমার ছেলে আম্‌রকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আন। সে বলল : আমার উপর একই সাথে আমার রক্ত ও আমার মাল একত্রিত হবে? তারা হানযালাকে হত্যা করেছে; এখন আবার আমরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনব? থাকতে দাও তাকে তাদের হাতে। তারা তাকে যতদিন ইচ্ছা, বন্দী করে রাখুক।

রাবী বলেন : সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে মদীনায় বন্দী অবস্থায় কাটাচ্ছিল। ইত্যবসরে একদিন আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের শাখা বনূ মু'আবিয়ার সা'দ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আক্‌কাল

উমরার উদ্দেশ্যে বের হন। সাথে ছিল তার যুবতী পত্নী। তিনি নিজে ছিলেন একজন বয়স্ক মুসলিম। মদীনার নিকটবর্তী নাকী'তে নিজ বকরীপাল নিয়ে থাকতেন। সেখানে থেকেই তিনি উমরার উদ্দেশ্যে বের হন। যে আচরণ তাঁর সাথে করা হয়, তার কোন আশংকা তাঁর মনে ছিল না। তিনি ধারণাই করতে পারেন নি যে, তাঁকে মক্কায় বন্দী করা হবে। কারণ তিনি যে উমরা করতে বের হয়েছেন! কুরায়শদের সাথে চুক্তি ছিল, যে কেউ হজ্জ বা উমরা করতে আসবে, তার সাথে তারা ভাল ছাড়া কোন মন্দ আচরণ করবে না। কিন্তু সুফইয়ান ইব্‌ন হারব ঠিকই আমরের প্রতি যুলুম করল এবং তার পুত্র আমরসহ তাকে মক্কায় বন্দী করে রাখল। এরপর আবূ সুফইয়ান বলল (কবিতা) :

"হে ইব্‌ন আক্কালের দল! তোমরা সাড়া দাও তার ডাকে—

তোমরা তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলে যে, এই বুড়ো সরদারকে দুশমনদের হাতে সোপর্দ করবে না। কেননা বনূ আমর অভদ্র ও নীচাশয় সাব্যস্ত হবে যদি না তারা মুক্তি দেয় তাদের শক্ত বাঁধনে আঁটা বন্দীকে।"

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) এর জবাবে বলেন (কবিতা) :

"সে দিন মক্কায় সা'দ যদি মুক্ত থাকত,

তবে নিজে বন্দী হওয়ার আগে সে তোমাদের বহুজনকে হত্যা করত,

সে হত্যা করত তার তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে, নয়ত সেই তীর দিয়ে যা নাবআ কাঠের তৈরি, যখন তা নিক্ষেপের সময় ধনুক থেকে সশব্দে বেরিয়ে যায়।"

বনূ আমর ইব্‌ন আওফ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে সাক্ষাৎ করল এবং তাঁকে সা'দ ইব্‌ন নু'মানের সংবাদ জানিয়ে আবেদন করল যে, তিনি যেন আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ানকে তাদের হাতে সোপর্দ করেন। তাহলে তার বিনিময়ে তারা তাদের লোককে ছাড়িয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তারা তাকে আবূ সুফইয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিল। ফলে আবূ সুফইয়ানও সা'দকে মুক্তি দিল।

নবী-দুহিতা যয়নব ও তাঁর স্বামী আবুল আস-এর কাহিনী

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামাতা, তাঁর কন্যা যয়নাব (রা)-এর স্বামী আবুল আস ইব্‌ন রবী' ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস-ও বন্দীদের মধ্যে ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে বন্দী করেছিলেন বনূ হারাম্ গোত্রের খিরাশ ইব্‌ন সিম্‌মা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবুল আস ধনে, বিশ্বস্ততায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মক্কার একজন গণ্যমান্য লোক ছিল। সে ছিল হালা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদের পুত্র। খাদীজা (রা) ছিল তার খালা। খাদীজা (রা)-ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন, যেন তাকে জামাতা করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও খাদীজা (রা)-এর কথা প্রত্যাখ্যান করতেন না। এটা ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বের কথা। সুতরাং তিনি আবুল আসের সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। খাদীজা (রা) তাকে নিজ

সন্তানতুল্য মনে করতেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন নবূওয়াতের মর্যাদার ভূষিত করলেন, তখন খাদীজা (রা) ও তাঁর কন্যাগণ তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন ও তাঁকে বিশ্বাস করলেন। তারা সকলেই সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। মোটকথা তাঁরা তার দীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু আবুল আস তার শির্কের উপরই অটল থাকল।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ লাহাবের পুত্র উতবার কাছে রুকায়্যা (রা) অথবা উম্মু কুলসুম (রা)-কে বিবাহ দিয়েছিলেন। অবশেষে যখন তিনি কুরায়শদের কাছে খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্র দীন ও তজ্জনিত শত্রুতা প্রকাশ করলেন, তখন তারা বলল : তোমরা মুহাম্মদকে সর্ব প্রকার চিন্তা হতে মুক্ত করে দিয়েছ। তোমরা তাঁর মেয়েদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে দাও এবং তাদের চিন্তায় তাঁকে ডুবিয়ে রাখ। সেমতে তারা আবুল আসের কাছে গেল এবং তাকে বলল : তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর। এরপর তুমি কুরায়শের যে নারীকেই চাও, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেব। আবুল আস বলল : না, আল্লাহ্র কসম! আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করব না। আর আমি তার পরিবর্তে আর কোন কুরায়শ রমণী চাই না।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে এ বর্ণনা পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জামাতা হিসাবে আবুল আসের প্রশংসা করতেন। এরপর তারা আবূ লাহাবের পুত্র উত্বার কাছে গেল। তারা তাকে বলল : তুমি মুহাম্মদের কন্যাকে তালাক দাও, তুমি কুরায়শদের যে মহিলাকে বিয়ে করতে চাও আমরা তার সাথে তোমাকে বিয়ে দেব। সে বলল : তোমরা যদি আমাকে আবান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস অথবা সাঈদ ইব্ন আসের কন্যার সাথে বিয়ে দিতে পার, তাহলে আমি তাকে ত্যাগ করব। সুতরাং তারা তার সাথে সাঈদ ইব্ন আসের কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিল। ফলে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করল। উল্লেখ্য তখনও নবী দুহিতার সাথে তার মিলন হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্মান রক্ষার্থে উত্বার হাত থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিলেন। আর উত্বাকে করলেন লাঞ্ছিত। পরে উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) (এরূপ আত্মীয়তাকে) না বৈধ করতেন, না অবৈধ। কেননা তিনি ছিলেন শত্রুদের চাপের মুখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নব (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর ও আবুল আস ইব্ন রাবী'-এর মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম ছিলেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে যয়নব ইসলামে বহাল থেকে তার সাথে বসবাস করতে থাকলেন; আর আবুল আস শির্কের উপর অটল থাকল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরত করেন এবং কুরায়শরা বদর পর্যন্ত এগিয়ে যায়, তখন এদের সাথে আবুল আস ইব্ন রাবী'ও যোগ দেয়। আবুল আস বদর যুদ্ধে অন্য বন্দীদের সাথে বন্দী হয় এবং মদীনাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা আব্বাদ (র)-এর সূত্রে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে। তিনি বলেন :

মক্কাবাসীরা যখন তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ দিয়ে পাঠাল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নব (রা) তাঁর স্বামী আবুল আস ইব্‌ন রাবী'র মুক্তির জন্য কিছু মালামাল পাঠিয়ে দিলেন। সে মালের মধ্যে ছিল একখানি হার, যা খাদীজা (রা) তাঁর বিদায়ের সময় তাঁর গলায় পরিয়ে আবুল আসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হারখানি দেখলেন, তখন তিনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেন এবং বললেন : যদি তোমরা ভাল মনে কর, তবে বন্দীকে বিনাপণে মুক্তি দিয়ে দাও এবং তার মাল তাকে ফেরত দিয়ে দাও। তখন সাহাবীগণ বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এরপর তাঁরা আবুল আসকে মুক্তি দিলেন এবং যয়নব (রা)-এর সমস্ত মালামাল ফেরত পাঠালেন।

মদীনার পথে যয়নব (রা)

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবুল আসের কাছে থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন বা আবুল আস নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে যয়নবকে মদীনায় আসার সুযোগ দেবে। এমনও হতে পারে যে, এটা আবুল আসের মুক্তির শর্ত ছিল, কিন্তু বিষয়টি না তার থেকে এবং না রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে স্পষ্ট হওয়ায় আমরা জানতে পারিনি প্রকৃত ঘটনা কি ছিল। আবুল আস মুক্তি পেয়ে যখন মক্কার উদ্দেশে বের হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক আনসারী সাহাবীসহ যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাদের বললেন: তোমরা 'বাত্‌ন ইয়াজাজ' নামক স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করবে। যয়নব সেখানে এসে পৌছবে, তখন তোমরা তাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। নির্দেশমত তারা বের হয়ে পড়লেন। এ ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের একমাস পরে বা তার কাছাকাছি সময়ে।

আবুল আস মক্কায় এসে যয়নবকে তার পিতার কাছে চলে যেতে বলল। সুতরাং তিনি যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, আমি যয়নব (রা)-এর সূত্রে জানতে পেরেছি, তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতার কাছে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এ সময় একদিন উত্‌বার কন্যা হিন্দ এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বলল : হে মুহাম্মদ-তনয়া! শুনলাম আপনি নাকি পিতার কাছে চলে যেতে চাচ্ছেন? যয়নব (রা) বলেন : আমি বললাম, এমন ইচ্ছা আমার নেই। সে বলল : হে আমার চাচাত বোন, এমনটি করবেন না। যদি যেতে চান, আর পথ খরচার জন্য অর্থ-কড়ি দরকার পড়ে, তবে তা আমার কাছে বলবেন। আমি আপনার প্রয়োজন পূরণ করব। আমার কাছে কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করবেন না। পুরুষদের মাঝে যা-কিছু চলছে, তা যেন আমাদের নারীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে।

যয়নব (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানতাম সে যা বলে তা করবে, কিন্তু তবু আমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকলাম। তাই আমি মদীনা-যাত্রার ইচ্ছার কথা তার কাছে অস্বীকার করলাম এবং ভিতরে ভিতরে আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন করলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যখন প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত করে ফেললেন, তখন তাঁর দেবর অর্থাৎ তাঁর স্বামীর ভাই কিনানা ইব্ন রাবী' একটি উট নিয়ে এল। তিনি তাতে সওয়ার হলেন। কিনানা তার তীর-ধনুক সাথে নিল এবং তাকে নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে রওয়ানা হল। কিনানা উটের রশি টেনে আগে আগে চলছিল, আর যয়নব (রা) ছিলেন হাওদার ভেতর। কুরায়শদের কতিপয় লোক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল এবং তারা তাদের ধরার জন্য বের হয়ে গেল। 'যু-তুওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে তারা তাদের ধরে ফেলল। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি তাদের সামনে এল, সে ছিল হুবার ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা ফিহ্রী। হুবার তার বর্শা দ্বারা যয়নাব (রা)-কে ভয় দেখাল। তিনি ছিল হাওদার ভিতর। বলা হয় : তিনি অন্তঃসত্তা ছিলেন। ফলে প্রচণ্ড ভয়ে তাঁর গর্ভপাত ঘটে যায়। তখন তাঁর দেবর কিনানা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং তুণীর হতে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করল। এরপর বলল : আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে যে-ই আসবে, আমি তাকে আমার তীরের নিশানা বানাব। এ অবস্থা দেখে সবাই তার থেকে পিছিয়ে গেল। আবূ সুফইয়ান একদল কুরায়শসহ তার সামনে এসে বলল : ওহে! তুমি আমাদের থেকে তোমার তীর সংযত কর। আমরা তোমার সাথে কথা বলি। কিনানা সংযত হল। তখন আবূ সুফইয়ান আরও কাছে এসে তার সামনে দাঁড়াল এবং বলল : তুমি কিন্তু কাজটি ঠিক করনি। তুমি প্রকাশ্য দিবালোকে এ মহিলাকে নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে বের হলে, অথচ তুমি জান, আমরা কি মুসীবত ও বিপাকে আছি; মুহাম্মদের কারণে আমাদের মাঝে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে! তুমি যেভাবে প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনে তার মেয়েকে নিয়ে বের হয়ে এলে, তাতে লোকে ভাববে, বদরে আমাদের যে সর্বনাশ ঘটে গেল, তদ্দরুন আমরা নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাদের চরম দুর্বলতা ও পর্যুদস্ত হওয়ার কারণেই তুমি এমনটি করতে পেরেছ। আমার জীবনের কসম! তার বাপ থেকে তাকে আটকে রাখার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এভাবে প্রতিশোধ গ্রহণেরও কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু তবু তুমি মেয়েটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এরপর যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে এবং লোকে বলবে, আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি, তখন গোপনে তুমি তাঁকে নিয়ে বের হয়ে যাবে এবং তাঁকে তাঁর পিতার কাছে পৌঁছে দেবে।

কিনানা তাই করল। এরপর যয়নব আরো কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করলেন। অবশেষে যখন পরিস্থিতি শান্ত হল, তখন এক রাতে কিনানা তাকে নিয়ে বের হল এবং যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) ও তাঁর সঙ্গীর কাছে তাঁকে সোপর্দ করল। তাঁরা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) কিংবা বনূ সালিম ইব্ন আওফের ভ্রাতা আবূ খায়সামা (রা) যয়নব (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, ইব্ন হিশাম বলেন : কবিতাটি আবূ খায়সামার :

"আমার কাছে এসে পৌঁছেছে যয়নবের প্রতি তাদের জঘন্য অন্যায় আচরণের সংবাদ, তাঁর সঙ্গে তারা এমন অমানবিক ব্যবহার করেছে, যার কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। তাঁকে মক্কা থেকে নিয়ে আসায় মুহাম্মদ (সা)-এর কোন অসম্মান হয়নি, যদিও এ সময় আমাদের মাঝে যুদ্ধের অশুভ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।

যামযামের সাথে মৈত্রী, আর আমাদের সাথে যুদ্ধের কারণে আবূ সুফইয়ানকে চরমভাবে ব্যর্থ ও লজ্জিত হতে হয়েছে। আমরা তার পুত্র আমর এবং তার মিত্রকে ঝনঝন করে এমন মযবূত শেকলে বেঁধে ফেলেছি। আমি শপথ করে বলছি, আমাদের ছোট–বড় সেনাদল, সেনাপতি ও বিশেষ চিহ্নধারী সিপাহীর কোনদিন অভাব হবে না।

তারা কাফির কুরায়শদের ভীত–সন্ত্রস্ত করে তুলবে এবং উপর্যুপরি আক্রমণে তারা তাদের নাক ফুঁড়িয়ে রশি লাগাবে। আমরা নাজ্দ ও নাখলার আশেপাশে তাদের সাথে লড়াই করতে থাকব। তারা পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে যদি তিহামায় ছাউনি ফেলে, তবে আমরাও সেখানে পৌঁছে যাব।

আর তাদের সাথে আমাদের এ যুদ্ধ চলবে যুগ যুগ ধরে। আমরা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না। আমরা তাদের 'আদ' ও 'জুরহামের' দশা ঘটিয়ে ছাড়ব।

এ সম্প্রদায় মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ না করার দরুন নিজেদের অবস্থার উপর এক সময় অনুতপ করবে, কিন্তু সে সময়ের অনুতাপ কোন কাজে আসবে না।

হে পথিক! আবূ সুফইয়ানের সাক্ষাৎ পেলে তাকে এ বার্তা পৌঁছে দিও যে, যদি তুমি আন্তরিকভাবে অবনত না হও এবং ইসলাম গ্রহণ না কর, তাহলে এ সুসংবাদ গ্রহণ কর, ইহকালে তুমি হবে লাঞ্ছিত, আর জাহান্নামে তোমাকে পরানো হবে আলকাতরা মিশ্রিত স্থায়ী পোশাক।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এক বর্ণনায় আছে, سربال نار অর্থাৎ আগুনের পোশাক।

এ কবিতায় আবূ সুফইয়ানের মিত্র বলে আমির ইব্ন হাযরামীকে বোঝান হয়েছে। সেও বদরের বন্দীদের মধ্যে ছিল। হারব ইব্ন উমাইয়ার সাথে তার মৈত্রী-চুক্তি ছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : এখানে আবূ সুফইয়ানের মিত্র বলে বরং উক্বা ইব্ন আবদুল হারিস ইব্ন হাযরামীকে বোঝান হয়েছে। আর আমির ইব্ন হাযরামী বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

যয়নব (রা)-কে ফিরিয়ে আনতে যারা গিয়েছিল, তারা মক্কায় ফিরে আসলে হিন্দ বিন্ত উত্বা তাদের কাছে গিয়ে বলল :

انى السلم اعيار جفاء وغلظه × وفى الحرب اشباه النساء العوارك

"এসব লোক কি শান্ত পরিবেশে গাধার মত নির্দয় ও কঠোর? আর যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক ঋতুমতী নারী?"

[রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত] ব্যক্তিদ্বয়ের কাছে যয়নব (রা)-কে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় কিনানা ইব্ন রাবী' বলেছিল :

"আমি হুবার ও তার গোত্রের দুর্বৃত্তদের আচরণে বিস্মিত হয়ে যাই যে, তারা চায় আমি মুহাম্মদ (সা)-তনয়ার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি!

যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন আমি তাদের সংখ্যাধিক্যের কোন পরওয়া করব না। আর যতক্ষণ আমার হাত হিন্দুস্তানের তৈরি সুতীক্ষ্ণ তরবারি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে, ততক্ষণ আমি তাদের কোন তোয়াক্কা করব না।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব বর্ণনা করেছেন—বুকায়র ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আশাজ্জ থেকে, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার থেকে, তিনি আবূ ইসহাক দাওসী থেকে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন, যাতে আমিও ছিলাম। তিনি আমাদের এরূপ নির্দেশ দেন :

"তোমরা হুবার ইব্‌ন আসওয়াদ কিংবা তার সাথে যে লোকটি যয়নাবের দিকে সবার আগে অগ্রসর হয়েছিল, তাদের যদি পাকড়াও করতে পার, তবে তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দিও।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন ইসহাক তার বর্ণনায় অপর সেই লোকটির নাম বলেছেন নাফি' ইব্‌ন আব্‌দ কায়স।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : কিন্তু পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন : আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, লোক দু'টিকে ধরতে পারলে আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু পরে আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও পক্ষে কাউকে আগুনে জ্বালিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। অতএব তোমরা যদি তাদের নাগালের মধ্যে পাও, তবে তাদের হত্যা করবে।

আবুল 'আস ইব্‌ন রবী'আর ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবুল আস মক্কায় ফিরে গেলেন এবং যয়নব মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে থাকতে লাগলেন। ইসলাম তাদের বিচ্ছেদ ঘটাল। পরে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আবুল আস ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া চলে গেলেন। তার কাছে নিজের ও কুরায়শের ব্যবসার অর্থ ছিল। তা তাকে মূলধন হিসাবে দেয়া হয়েছিল। তিনি কেনাবেচা সম্পন্ন করে যখন ফিরে আসছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি সেনাদল তার পণ্যদ্রব্য কেড়ে নিল এবং আবুল আস পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। সেনাদল যখন তার পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় পৌঁছল, তখন তিনি রাতের অন্ধকারে মদীনায় পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নবের নিকট উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। যয়নব (রা) তাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি তার জিনিসপত্র ফেরত চাইতে এসেছিলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার সময় যয়নব (রা) নারীদের কক্ষ থেকে চিৎকার করে বললেন : "হে জনগণ! শুনে রাখুন, আমি আবুল আস ইব্‌ন রবী'কে আশ্রয় দিয়েছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম

ফেরানোর পর সবার দিকে মুখ করে বললেন : হে জনগণ! "আমি যে কথা শুনেছি, তা কি তোমরাও শুনেছ?" সবাই বললেন : হ্যাঁ, শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : "আল্লাহ্র কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, এ ঘোষণা শুনবার আগে আমি কিছুই জানতাম না। চুক্তি অনুসারে যে কোন ব্যক্তি, যে কোন মুসলমানের নিকট আশ্রয় নিতে পারে।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নবের কাছে গিয়ে বললেন : হে আমার প্রিয় কন্যা! আবুল আ'সকে সযত্নে রাখ। কিন্তু সে যেন নির্জনে তোমার কাছে না আসে। কেননা তুমি এখন তার জন্য হালাল নও।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যে সেনাদলটি আবুল আসের পণ্য কেড়ে নিয়ে এসেছিল, তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বার্তা পাঠালেন যে, এ ব্যক্তি তো আমাদের লোক, যা তোমরা জান। তোমরা তার মাল নিয়ে নিয়েছ। তোমরা ইচ্ছা করলে তার পণ্য ফেরত দিতে পার। আর আমি এটা পসন্দ করি। সেটা হবে তোমাদের মহানুভবতা। আর ইচ্ছা করলে গনীমত হিসাবে রেখেও দিতে পার। এটা তোমাদের হক। তখন তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা তার মাল ফিরিয়ে দেব। এরপর তাঁরা তার প্রতিটি জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তিনি সেগুলো মক্কায় বহন করে নিয়ে গেলেন এবং কুরায়শের প্রতিটি জিনিস বুঝিয়ে ফেরত দিলেন। তারপর বললেন : হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের আর কারো কোন জিনিস কি আমার কাছে পাওনা আছে?

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে দাউদ ইব্‌ন হুসায়ন ইকরিমা থেকে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস থেকে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নব (রা)-কে পূর্ব বিবাহের ভিত্তিতে, ছয় বছর পর তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন, বিবাহ দোহরাননি।[১]

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ উবায়দা শুনিয়েছেন যে, যখন আবুল আস ইব্‌ন রবী' মুশরিকদের দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে আগমন করলেন, তখন তাকে বলা হয়, তুমি কি চাও যে, ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সেই সব দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে নেবে? কেননা এগুলো মুশরিকদের সম্পদ? আবুল আস বলেন : আমি কি আমার ইসলাম গ্রহণের শুরুতেই আমানতের খেয়ানত করব? এটা তো খুবই নিকৃষ্ট কাজ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমাকে আবদুল ওয়ারিস ইব্‌ন সাঈদ তান্নুরী, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ থেকে, তিনি আমির শা'বী থেকে একই তথ্য শুনিয়েছেন যেমন শুনিয়েছেন আবূ উবায়দা আবুল আস সম্পর্কে।

---

১. আমর ইব্‌ন শুআয়বের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নব (রা)-কে আবুল আসের কাছে, তার ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় বিবাহ দিয়েছিলেন। শরী'আতের আমল এ হাদীসের উপর।

মুক্তিপণ ছাড়াই যাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের বন্দীদের মধ্যে যাদের বিনা মুক্তিপণে অনুগ্রহ পূর্বক মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তাদের যে নাম আমাদের জানানো হয়েছে, তারা হল : বনূ আব্‌দ শামস্ ইবন আবদ মানাফ-এর আবুল আস ইবন রবী' ইবন আবদুল উযযা ইবন আবদ শামস। যয়নব (রা) তাঁর মুক্তিপণ পাঠানোর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন।

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা-এর মুত্তালিব ইব্‌ন হানতাব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দা ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম। তিনি হারিস ইব্‌ন খাযরাজ বংশীয় কয়েকজনের হাতে বন্দী ছিলেন। সুতরাং তাকে তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁরা তাকে মুক্ত করে দেন। এরপর তিনি তার সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে বনূ নাজ্জারের লোক খালিদ ইব্‌ন যায়দ আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বন্দী করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আর সায়ফী ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম। তাকে তার গ্রেফতারকারীদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার মুক্তিপণ নিয়ে কেউ না আসায় তারা তাকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, সে ফিরে গিয়ে নিজেই মুক্তিপণ পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সে কিছুই আদায় করেনি।

হাস্‌সান সাবিত (রা)-এ সর্ম্পকে বলেন : "অঙ্গীকার পুরা করার লোক সায়ফী নয়, সে তো ক্লান্ত শৃগালের মত কোন জলাশয়ের কাছে পড়ে আছে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এ কবিতাটি তার একটি দীর্ঘ কবিতায় অংশবিশেষ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ ইয্‌যা আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্ ছিল অভাবী, অনেক কন্যা সন্তানের পিতা। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার দুরাবস্থার কথা বর্ণনা করে তাঁর করুণা চাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই শর্তে তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন যে, তাঁর বিপক্ষে গিয়ে কাউকে সাহায্য করবে না। আবূ উয্‌যা স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন :

কেউ কি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদকে আমার এই বার্তা পৌঁছে দেবে যে, আপনি হক এবং আল্লাহ্ প্রশংসার অধিকারী।

আপনি সত্য ও সরল পথের দিকে আহবানকারী। আপনার সত্যতার প্রমাণে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাক্ষী রয়েছে।

মর্যাদায় আপনি এমন ব্যক্তি যে, আমাদের মাঝে অনেক উঁচু মর্যাদা হাসিল করে নিয়েছেন। যার স্তরগুলো অতিক্রম করা সহজ আবার কঠিনও।

আপনি এমন যে, যার সাথে আপনি যুদ্ধ করেন সে দুর্ভাগা শত্রু। আর যার সাথে আপনি সন্ধি করেন, সে সৌভাগ্যবান।

কিন্তু যখন আমাকে বদর ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন আমার হৃদয় অনুতাপ ও বেদনায় ভরে উঠে।

মুক্তিপণের পরিমাণ

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তখন মুশরিকদের মুক্তিপণ ছিল জনপ্রতি চার হাজার দিরহাম থেকে এক হাজার পর্যন্ত। কিন্তু যাদের কিছুই ছিল না, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুগ্রহ করেছিলেন।

উমায়র ইব্‌ন ওয়াহবের ইসলাম গ্রহণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার জন্য তাকে সাফওয়ানের প্ররোচনা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রের সূত্রে এ তথ্য শুনিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের বিপর্যস্ত হওয়ার কিছুদিন পর উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব জুমাহ্ হাতীমের কাছে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার সাথে বসে। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব ছিল কুরায়শদের মধ্যে একজন দুষ্ট লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকালে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীদেরকে যারা নির্যাতন করত, সে ছিল তাদের অন্যতম। তার ছেলে ওয়াহব ইব্‌ন উমায়রও বদরের বন্দীদের মধ্যে ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যুরায়ক গোত্রের রিফা'আ ইব্‌ন রাফি' (রা) তাকে বন্দী করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) সূত্রে শুনিয়েছেন যে, তিনি বদরের গর্তে নিক্ষিপ্তদের মর্মান্তিক পরিণতির আলোচনা করলে সাফ্ওয়ান বলল : আল্লাহ্‌র শপথ! এদের নিহত হওয়ার পর বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। উমায়র তাকে বলল : আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি সত্যই বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি ঋণী না হতাম, যা আদায়ের কোন পথ আমার কাছে নেই, আর আমার সন্তানগুলো যদি না থাকত, যাদের আমার পর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি, তবে আমি অবশ্যই গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলতাম। আরো কারণ হল আমার ছেলে তাদের হাতে বন্দী রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন : সাফওয়ান সুযোগ বুঝে বলল : তোমার ঋণের দায়িত্ব আমার, আমি তা পরিশোধ করব। তোমার সন্তানরা আমার সন্তানদের সাথে থাকবে। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, আমি তাদের সাহায্য করব। এমনটি হবে না যে, কোন কিছু আমার রয়েছে আর তারা পায়নি। তখন উমায়র তাকে বলল : তবে তুমি আমাদের এ বিষয়টি গোপন রাখ। সাফওয়ান বলল : তাই করব।

বর্ণনাকারী বলেন : উমায়র তার তরবারি ধারালো ও বিষাক্ত করিয়ে নিল। তারপর মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তখন কয়েকজন মুসলমানের সাথে বদরের বিষয়েই আলোচনা করছিলেন। তাঁরা আলোচনা করছিলেন, আল্লাহ্ যে সম্মান মুসলমানদের

দিয়েছেন এবং তাদের শত্রুদের যে বিপর্যয় তাদের দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে। এমন সময় উমর (রা) দেখতে পেলেন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব মসজিদের দরজায় তার উট বসিয়েছে এবং কাঁধে তার তরবারি। তখন উমর (রা) বললেন : এই যে আল্লাহ্‌র দুশমন কুকুর উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব, আল্লাহ্‌র শপথ! সে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া আসেনি। সেইতো আমাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং বদর যুদ্ধে আমাদের সৈন্য সংখ্যার অনুমান করে কুরায়শদের জানিয়ে দিয়েছিল। এরপর উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন : হে আল্লাহ্‌র নবী! এই যে আল্লাহ্‌র দুশমন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে এসেছে। নবী (সা) বললেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

বর্ণনাকারী বলেন : উমর (রা) এসে তার তরবারি তার ঘাড়ের সাথে ধরে ফেললেন। আর তাঁর সাথী আনসারদের বললেন : তোমরা ভিতরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বস এবং তার ব্যাপারে সাবধান থেক। এ খবিসকে বিশ্বাস করা যায় না। তারপর তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উমর (রা) ঘাড়েই তার তরবারি ধরে আছেন, তখন তিনি বললেন : ارسله يا عمر ادنا يا عمير "হে উমর তাকে ছেড়ে দাও, হে উমায়র, আমার কাছে এস।" সে কাছে এল এবং বলল : انعموا صباحًا "সুখে থাকুন।" এটাই ছিল তাদের মধ্যে জাহিলী যুগে পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : হে উমায়র ! আল্লাহ্ আমাদের তোমার অভিবাদনের চেয়ে উত্তম অভিবাদন তথা সালাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যা জান্নাতবাসীদের অভিবাদন। সে বলল : আল্লাহ্‌র শপথ ! হে মুহাম্মদ, আমি তা এখনই জানলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তুমি কেন এসেছ? সে বলল : আমি আপনাদের হাতে আটকে পড়া এই বন্দীটির মুক্তির জন্য এসেছি। তার ব্যাপারে দয়া করুন। তখন নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাঁধে তরবারি কেন? সে বলল : আল্লাহ্ তরবারির অমঙ্গল করুন। তা আমাদের কিইবা কাজে এসেছে? তিনি বললেন : আমার কাছে সত্য করে বল, কেন এসেছ? সে বলল : আমি তো কেবল এজন্য এসেছি। তখন নবী (সা) বললেন : এরূপ মোটেই নয়, বরং তুমি আর সাফওয়ান ইব্‌ন উমায়া হাতীমের পাশে বসে (বদরের) গর্তে নিক্ষিপ্ত নিহত কুরায়শদের সম্পর্কে আলোচনা করছিলে। তুমি বলেছিলে, আমার ঋণের বোঝা এবং সন্তান-সন্তুতির ভরণ পোষণের দায়িত্ব না থাকলে আমি অবশ্যই বেরিয়ে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করতাম। তখন সাফওয়ান তোমার ঋণ ও সন্তান-সন্তুতির দায়িত্ব এ শর্তে গ্রহণ করে নিল যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে, অথচ আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায়। উমায়র বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আকাশের যেসব সংবাদ আমাদের কাছে পেশ করতেন এবং যে ওহী আপনার উপর অবতীর্ণ হত, আমরা এ যাবৎ তা অবিশ্বাস করে এসেছি। কিন্তু আমাদের এ বিষয়টিতে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না। কাজেই আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিশ্চিত যে, এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ্ ছাড়া

কেউ দেননি। সকল প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করলেন এবং আমাকে এই পথে পরিচালিত করেছেন। তারপর তিনি সত্যের সাক্ষ্য দেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তোমরা তোমাদের ভাইকে দীনী শিক্ষা দাও, তাকে কুরআন পড়াও আর তার সৌজন্যে তার বন্দীকে মুক্তি দাও। তাঁরা তাই করলেন। এরপর তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ যাবৎ আমি আল্লাহ্‌র নূর নির্বাপিত করার ব্যাপারে ছিলাম সচেষ্ট এবং আল্লাহ্‌র দীনের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত, তাদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর ছিলাম, এখন আমার ইচ্ছা আমাকে অনুমতি দিন, মক্কায় গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং ইসলামের দিকে দাওয়াত দেই। সম্ভবত আল্লাহ্ তাদেরকে হিদায়েত দান করবেন। অন্যথায় তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেব, যেমন কষ্ট দিতাম আপনার সাথীদেরকে তাদের দীনের ব্যাপারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি মক্কার চলে গেলেন। এদিকে উমায়র যখন মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তখন থেকেই সাফওয়ান বলে বেড়াচ্ছিল, হে লোক সকল! সু-সংবাদ গ্রহণ কর, কয়েকদিনের মধ্যেই এমন সংবাদ পাবে, যা তোমাদের বদরের বিপর্যয়ের কথা ভুলিয়ে দেবে। সে মদীনা থেকে আগত প্রতিটি কাফেলার কাছেই উমায়রের খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। পরিশেষে এক আরোহী এসে তাকে উমায়রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিল। তখন সে শপথ করল যে, সে তার সাথে কোনদিন কথা বলবে না, তার কোন উপকার করবে না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমায়র (রা) মক্কায় এসে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। কেউ বিরোধিতা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দিতেন। ফলে তাঁর হাতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব অথবা হারিস ইব্‌ন হিশাম দু'জনের যে কোন একজনের কথা আমাকে বলা হয়েছে, যিনি ইবলীসকে দেখেছিলেন। যখন সে বদরের দিন পশ্চাদপসরণ করছিল। তখন তিনি বলেন : হে সুরাকা! কোথায় যাচ্ছ। আল্লাহ্‌র দুশমন তখন পালিয়ে গেল। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّى جَارٌ لَّكُمْ –

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না। আমি তোমাদের পাশেই থাকব।" (৮ : ৪৮)

আল্লাহ্ তাদের কাছে ইবলীসের ধোঁকা দেওয়ার কথা এবং সে সময় তার সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জুশাম-এর আকৃতি ধারণ করার কথা উল্লেখ করেন, আর যখন তারা আলোচনা করছিল সে বিপর্যয়ের কথা নিয়ে, যা ঘটেছিল তাদের ও বনূ বকর ইব্‌ন মানাত ইব্‌ন কিনানার মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের সময়।

আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ

"এরপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল", আল্লাহ্র দুশমন আল্লাহ্র সিপাহী ফেরেশতাদের দেখলে পেল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দ্বারা নিজ রাসূল ও মু'মিনদের তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় শক্তিশালী করলেন।

نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اَرٰى مَالاَ تَرَوْنَ -

"তখন সে সরে পড়ল ও বলল : তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক রইল না। তোমরা যা দেখতে পাওনা, আমি তা দেখি।"

আল্লাহ্র দুশমন সত্যিই বলেছে, সে এমন কিছু দেখেছিল যা তারা দেখতে পাচ্ছিল না। সে আরও বলল :

اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।" (৮ : ৪৮)

রাবী বলেন : আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তাকে প্রত্যেক স্থানেই তাদের পরিচিত সুরাকার আকৃতিতে দেখতে পেত। এরপর বদরের দিন যখন উভয় দল মুখোমুখি হল, তখন সে পিছনের দিকে সরে পড়ল। মোটকথা সে তাদেরকে (যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত) এনে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : نكص অর্থ رجع (ফিরে গেল)। বনূ আসাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীমের আউস ইব্‌ন হাজার বলেন :

"তোমরা পিছনের দিকে ফিরে গেলে, যেদিন বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এসেছিলে।"

এই কবিতাটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

নিজ সম্প্রদায়ের গৌরব প্রকাশে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেছেন :

"আমার কাওম-ই আশ্রয় দিয়েছে তাদের নবীকে এবং গোটা ভূ-পৃষ্ঠে যখন কুফরীতে ছেয়েছিল, তখন তারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে।

পূর্বপুরুষের মত এরা হলেন নেককার। তারা সহযোগিতাকারীদের সাথে সহযোগিতা করেন।

যখন তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ বংশের শ্রেষ্ঠ নবী এলেন, তখন আল্লাহ্ কর্তৃক এ বন্টনে তারা সন্তুষ্ট হলেন।

(তাদের মুখে ছিল) আহ্‌লান সাহ্‌লান অর্থাৎ স্বাগতম, এখানে আপনি নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন। কতইনা উত্তম নবী আপনি, কতই না উত্তম প্রতিবেশী আপনি, কতই না উত্তম সৌভাগ্য আমাদের।

তারা তাঁকে থাকতে দিল এমন ঘরে, যেখানে কোন ভয় ছিল না। এদের যে প্রতিবেশী হবে, সেই প্রকৃত প্রতিবেশী।

যখন তাঁরা হিজরত করে এলেন, তখন এঁরা নিজ প্রতিবেশীকে যাবতীয় সম্পদের অংশীদার বানিয়ে নিলেন। আর অস্বীকারকারীদের ভাগ্যে তো রয়েছে জাহান্নাম।

আমরা এগিয়ে গেলাম, আর তারাও বদর প্রান্তরে তাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে এল, তারা যদি (তাদের মৃত্যুর কথা) নিশ্চিতভাবে জানত, তবে তারা অগ্রসর হত না।

(ইবলীস) তাদের ধোঁকা দিয়ে পথ দেখাল এবং তাদের নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে গেল। নিঃসন্দেহে খবীস তার বন্ধুদের সাথে প্রতারণাই করে থাকে।

আর সে বলল : আমি তোমাদের পাশেই থাকব, এভাবে সে তাদের এক নিকৃষ্ট ঘাঁটিতে এনে ফেলল, যাতে শুধু লাঞ্ছনা ও অপমানই ছিল।"

ثُمَّ التقينا فولوا عن سراتهم × من منجدين ومنهم فرقة عادوا

"এরপর যখন আমরা পরস্পরের মুখোমুখি হলাম, তখন শয়তান তার দলবল নিয়ে তাদের নেতাদের ছেড়ে সরে পড়ল। আর তাদের কেউ উপরের দিকে, আর কেউ নিচের দিকে পালাল।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কবির এ কবিতার অংশটি—

لما أتاهم كريم الأصل مختارا

আমাকে আবূ যায়দ আনসারী আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন।

কুরায়শদের মধ্যে আপ্যায়নকারী ব্যক্তিবর্গ

ইব্ন ইসহাক বলেন : আর হাজীদেরকে আহার দানকারীরা হল কুরায়শের শাখা বংশ বনূ হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ-এর আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম।

বনূ আব্দ শামস ইব্ন আব্দ মানাফের-এর উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আব্দ শামস্।

বনূ নাওফল ইব্ন আব্দ মানাফের হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফল ও তুআয়মা ইব্ন আদি ইব্ন নাওফল-এর দু'জন পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত।

বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যার আবুল বাখতারী ইব্ন হিশাম ইব্ন হারিস ইব্ন আসাদ ও হাকীম ইব্ন হিযাম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ-এরা পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত।

বনূ আবদুদ্দার ইব্ন কুসাই-এর নযর ইব্ন হারিস ইব্ন কালদা ইব্ন 'আলকামা ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার।

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে নাযর ইব্ন হারিস ইব্ন আলকামা ইব্ন কালদা ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদ্দার।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযা-এর আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম।

বনূ জুমাহ্-এর উমায়া ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইবন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্।

বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর-এর হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম-এর দু'ছেলে নুযায়হ ও মুনাব্বাহ, এরা দু'জন পালাক্রমে এ দায়িত্ব পালন করত।

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর সুহায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন শামস্ ইব্‌ন আব্‌দ ওদ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘোড়ার নাম

ইব্‌ন হিশাম বলেন : জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে এ তথ্য দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যবহৃত ঘোড়ার নাম হল : মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ গানাবী (রা)-এর ঘোড়া, তাকে 'সাবাল' বলা হত। মিকদাদ ইব্‌ন আমর বাহরানী (রা)-এর ঘোড়া, তাকে 'বা'যাজা' বলা হত। অনেকের মতে 'সাবাহা' বলা হত। যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর ঘোড়া, তাকে 'ইয়াসুব' বলা হত।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : পক্ষান্তরে, এ যুদ্ধে মুশরিকদের ঘোড়ার সংখ্যা ছিল একশো।

সূরা আনফাল অবতরণ

গনীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে যা নাযিল হয়

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যখন বদর যুদ্ধ শেষ হল, তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ সূরা আনফাল নাযিল করেন। গনীমতের মাল নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

"লোকে আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মু'মিন হও।" (৮ : ১)

আমার কাছে যে তথ্য পৌছেছে, তা হল এই যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-কে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন : এ সূরাটি আমাদের বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বদরের দিন যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল এবং তা জটিল আকার ধারণ করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে অর্পণ করলেন এবং তিনি তা আমাদের

মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন। আর এর মধ্যেই নিহিত ছিল আল্লাহ্‌র ভয় ও আনুগত্য এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য, সেই সাথে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক।

কুরায়শদের মুকাবিলা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সাহাবীদের বের হওয়া সম্পর্কে যা নাযিল হয়

এরপর তাদের অবস্থা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে তাদের এই সময় বের হওয়ার কথা আল্লাহ্ উল্লেখ করেন, যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, কুরায়শরা তাঁদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু তাঁরা তো নিছক কাফেলার আশায়, গনীমতের মোহে বেরিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ - يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ -

"এটা এরূপ, যেমন আপনার প্রতিপালক আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার ঘর থেকে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পসন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়; মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।" (৮ : ৫-৬)

অর্থাৎ যখন তাদের সামনে উল্লেখ করা হল যে, কুরায়শরা রওয়ানা হয়েছে, তখন তাদের সাথে মুকাবিলা করার ইচ্ছা না থাকার কারণে এবং কুরায়শদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ স্বীকার না করার কারণে, তাঁদের মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ -

"স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক।" (৮ : ৭)

অর্থাৎ বিনাযুদ্ধে গনীমত লাভ হোক।

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ -

"আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের নির্মূল করেন।" অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন কুরায়শ নেতাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল, এর মাধ্যমে।

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে।"

অর্থাৎ যখন তাঁরা শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং নিজেদের সংখ্যালঘুতা লক্ষ্য করে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেছিলেন।

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ "তখন তিনি তা কবূল করেছিলেন।"

অর্থাৎ তিনি তোমাদের ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ কবূল করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন : أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ এবং বলেছিলেন, "আমি তোমাদের সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে।" (৮ : ৯)

إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

"স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদের তন্দ্রায় আছন্ন করেন।"

অর্থাৎ যখন তোমাদের উপর স্বস্তি নাযিল করা হয়, তখন তোমরা নির্ভয়ে শুয়ে পড়লে।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً "এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন।"

অর্থাৎ সে রাতে তাঁদের উপর যে বৃষ্টি হয়েছিল, এর ফলে মুশারিকরা জলাশয়ে যেতে পারছিল না; পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য জলাশয়ে যাওয়ার পথ সহজ হয়ে যায়।

لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

"তা দ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য।" (৮ : ১১)।

অর্থাৎ তোমাদের মনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য; কেননা শয়তান তাঁদের শত্রুর ভয় দেখিয়েছিল। আর তাদের নিমিত্তে যমীন মযবূত করে দেওয়ার জন্য, ফলে তারা পৌছে গেলেন তাদের গন্তব্যস্থানে, যেখানে শত্রু পক্ষ তাদের আগে পৌঁছে গিয়েছিল।

মুসলমানদের সুংবাদ ও উৎসাহ প্রদান সম্পর্কে যা নাযিল হয়

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

إِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ أَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط سَأُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

"স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সুতরাং মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ; যারা কুফরী করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর, তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর।" (৮ : ১২-১৩)।

আল্লাহ্ আরো বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ - وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না, সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেওয়া ব্যতীত কেউ তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহ্র বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট!" (৮ : ১৫-১৬)

অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ তাঁদের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করছেন, যাতে তাঁরা মুকাবিলার সময় পশ্চাদ্‌পসরণ না করেন। এছাড়া আল্লাহ্ তাঁদের আরো বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কংকর নিক্ষেপ

এরপর আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজ হাতে মুশারিকদের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করা সম্পর্কে বলেন :

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

"এবং আপনি নিক্ষেপ করেননি যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।"

অর্থাৎ তাদের পরাজয় কেবল আপনার কংকর নিক্ষেপ করার দ্বারাই হয়নি, বরং এ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করেন এবং আপনার শত্রুর মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার করেন ; ফলে তারা পরাজিত হয়।

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا

"এবং এটা মু'মিনগণকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য।" (৮ : ১৭) অর্থাৎ মু'মিনরা তাদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহ্র নি'য়ামতের সঠিক মর্ম বুঝে যাতে এ দ্বারা তাঁর হক বুঝে শোকর আদায় করে।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ -

"যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তবে তো তা তোমাদের নিকট এসেছে।"

অর্থাৎ আবূ জাহ্লের ঐ উক্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে যখন সে বলেছিল : আয় আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং একটি অপরিচিত নতুন বিষয় পেশকারী, তাকে আজ ভোরে ধ্বংস করে দিন।

استفتاح অর্থ ইনসাফ কামনা করা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَاِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوا نَعُدْ

"যদি তোমরা বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব।"

অর্থাৎ বদরের দিন আমি যেমন তোমাদের উপর মুসীবত আপতিত করেছিলাম, তেমন মুসীবতে তোমাদের ফেলব।

وَلَنْ تُغْنِىَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না, এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের সংগে রয়েছেন।" (৮ : ১৯)

অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসবে না; কেননা আমি মু'মিনদের সঙ্গী, আমি তাঁদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাঁদের সাহায্য করতে থাকব।

আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য প্রসঙ্গে

আল্লাহ্ বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ -

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শ্রবণ করছ, তখন তা হতে মুখ ফিরিও না।" (৮ : ২০)

অর্থাৎ তাঁর হুকুম অমান্য করো না, অথচ তোমরা তাঁর কথা শুনছ এবং দাবি করছ যে, তোমরা তাঁর দলভুক্ত।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ -

"এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা বলে, 'শুনলাম', বস্তুত তারা শোনে না।" (৮ : ২১)

অর্থাৎ মুনাফিকদের মত হয়ো না। যারা প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করে আর গোপনে তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করে।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ -

"আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই বুঝে না।" (৮ : ২২)

অর্থাৎ আমি সে সব মুনাফিকের মত হতে তোমাদের নিষেধ করেছি, তারা মূক—কেননা ভাল কথা তাদের মুখ থেকে বের হয় না, তারা বধির—কেননা তারা সত্য কথা শুনতে পায় না এবং বুঝে না—কেননা এসব আচরণের কারণে তাদের যে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তা তারা জানে না।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ -

"আল্লাহ্ যদি তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন তবে তিনি তাদেরকেও শোনাতেন।" (৮ : ২৩)

অর্থাৎ আমি তাদের মুখের কথাই তাদের জন্য কার্যকর করে দিতাম। কিন্তু তাদের মন ছিল এর বিরুদ্ধে। যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ "তারা অবশ্যই উপেক্ষা করে মুখ ফিরাত।"

অর্থাৎ যে কাজে তারা বের হত তার কিছুই করত না।

প্রাণবন্তকারী দাওয়াত

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ -

"হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দেবে।" (৮ : ২৪)

অর্থাৎ সে যুদ্ধের দিকে—যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের লাঞ্ছনার পর মর্যাদা দান করেছেন, দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন এবং তোমরা তাদেরকে পরাজিত করার পর, এই যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে তোমাদের থেকে প্রতিহত করেছেন।

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে; তোমরা আশংকা করতে যে, লোকেরা তোমাদের অকস্মাৎ ধরে নিয়ে যাবে, এরপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না।" (৮ : ২৬-২৭)

অর্থাৎ এমনটি কারো না যে, রাসূলের সামনে সত্য প্রকাশ কর, যাতে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আর অন্যের সাথে নিভৃতে মিলিত হলে বিরোধিতা কর। এটা তোমাদের আমানতের জন্য ক্ষতিকর এবং তোমাদের নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা স্বরূপ।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ - وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করবার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপমোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।" (৮ : ২৯)

অর্থাৎ হক ও বাতিলের পার্থক্য দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের জয়ী করবেন, আর তোমাদের বিরোধীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দেবেন।

আল্লাহ্ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত নি'য়ামতের বর্ণনা

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর প্রতি আল্লাহ্র সেই সময়ে প্রদত্ত নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যখন কাফিররা গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল তাঁকে হত্যা করার, গ্রেফতার করার বা দেশান্তর করার।

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۖ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

"তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন, আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" (৮ : ৩০)

অর্থাৎ আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সুন্দর ব্যবস্থা করলাম যে, আপনাকে তাদের থেকে মুক্ত করে দিলাম।

কুরায়শদের মূর্খতা প্রসঙ্গে

এরপর আল্লাহ্ কুরায়শদের মূর্খতার কথা এবং তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে দু'আ করার কথা উল্লেখ করে বলেন :

وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ -

"স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্! তা [যা মুহাম্মদ (সা) নিয়ে এসেছেন] যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর।"

অর্থাৎ যেমন তুমি ইতিপূর্বে কওমে লূতের উপর বর্ষণ করেছিলে,

اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

"কিংবা আমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।"

অর্থাৎ আমাদের উপর এমন কোন আযাব দাও, যা ইতিপূর্বে কাওমসমূহকে দিয়েছিলে। আর তারা বলল : আমরা আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাত করতে থাকলে, তিনি আমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না। কোন উম্মতের মাঝে তাদের নবী বর্তমান থাকাকালীন আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব নাযিল করেন নি—যতক্ষণ না তাদের মাঝ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়েছেন। এ কথা তারা তখন বলেছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্

তাঁর নবীকে জানিয়ে দিচ্ছেন তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা এবং নিজেদের বিরুদ্ধে দু'আ করার কথা এবং সেই সাথে তাদের মন্দ আমলের পরিণতির কথা :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

"এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তাদের মাঝে আপনার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাদের আযাব দেবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।" (৮ : ৩৩)

অর্থাৎ তাদের সে কথার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, তারা বলত : আমরা মাগফিরাত কামনা করছি, আর মুহাম্মদ (সা)-ও আমাদের মাঝে আছেন।

এরপর আল্লাহ্ বলেন : وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ "এবং তাদের কীবা বলবার আছে যে, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না।"

(যদিও আপনি তাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন এবং যদিও তারা ইস্তিগফার করছে, যেমন তারা বলে)। وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "যখন তারা লোকদের মাসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত করে?" অর্থাৎ আপনি ও আপনার অনুসারীদের।

وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهُ ط اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ -

"যদিও তারা এর তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকীগণই এর তত্ত্বাবধায়ক।"

হারাম শরীফের যথাযথ সম্মান করে এবং এর কাছে উত্তমরূপে সালাত আদায় করে অর্থাৎ আপনি এবং যারা আপনার উপর ঈমান এনেছে।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ - وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلاَّ مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً

"কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়। কা'বাগৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাদের সালাত।" (৮ : ৩৪)

অর্থাৎ যে সম্মানিত ঘর সম্পর্কে তাদেরও দাবি যে, তার কারণে নিরাপত্তা লাভ হয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : مكاء অর্থ বাঁশী, تصدية অর্থ হাততালি দেওয়া।

আনতারা ইব্ন আমর (ইব্ন শাদ্দাদ) আব্বাসী বলেন :

"আর আমি কতক বিপক্ষকে এমনভাবে ধরাশায়ী করেছি যে, তাদের কণ্ঠনালি থেকে ঠোঁট-কাটা উটের মত শব্দ বের হচ্ছিল।"

অর্থাৎ বর্শার আঘাতে ক্ষতস্থান হতে বাঁশীর আওয়াযের মত রক্ত বের হওয়ার আওয়ায। এ পংক্তিটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

তিরমাহ ইব্ন হাকীম তাঈ বলেন :

"যখনই সে (জংলী বক্‌রী) 'শামাম' নামক পাহাড়ের চূড়ায় বিচরণ করে, তখন সে মাঝে মাঝে শব্দ করে এবং কোন কোন সময় চুপ থাকে।"

এ লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবশেষ। অর্থাৎ যখন সে বকরী বিচরণের সময় পাথরের উপর সজোরে পা নিক্ষেপ করে এবং পরে থেমে যায়, তখন তার পায়ের শব্দ তোমার কাছে হাতের তালির মত মনে হবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের এ কাজে না আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, না তা তাঁর কাছে পসন্দনীয়; আর না তিনি এ কাজ তাদের উপর ফরয করেছেন, না তাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

"সুতরাং কুফরীর জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর।" (৮ : ৩৫)

অর্থাৎ বদরের দিন তাদের উপর নিহত হওয়ার যে শাস্তি আপতিত হয়েছে।

সূরা মুয্যাম্মিল ও বদর যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র তার পিতার সূত্রে বলেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন : يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ এবং এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পরপরই কুরায়শদের উপর আল্লাহ্র তরফ থেকে বদরে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। আয়াতটি হল :

وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُوْلِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً - اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالاً وَّ جَحِيْمًا - وَّطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا -

"ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখানকারীদের, আর কিছুকালের জন্য তাদের অবকাশ দাও, আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্বলিত আগুন, আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৭৩ : ১১-১৩)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : اَنْكَال হল نِكل-এর বহুবচন, অর্থ কড়া শৃংখল।

রূবা ইব্‌ন আজ্জাজ বলেন :

"অবাধ্যতার জন্য আমার শৃংখল তোমার জন্য যথেষ্ট।"

এ লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

যারা আবূ সুফইয়ানকে সাহায্য করেছিল তাদের প্রসঙ্গে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্র তা'আলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ - ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ -

"আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; এরপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, তারপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে, তাদের জাহান্নামে একত্র করা হবে।" (৮ : ৩৬)

অর্থাৎ যে দলটি আবূ সুফইয়ানের কাছে গেল এবং সেইসব কুরায়শের কাছে গেল, যাদের সেই ব্যবসায়ে পণ্য সামগ্রী ছিল, তারা তাদের কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আর্থিক সাহায্য চাইল, তখন তারাও তাই করল।

এ সময় আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْلَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ - وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ -

"যারা কুফরী করে তাদের বলে দিন, যদি তারা বিরত হয়, তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন; কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।" (৮ : ৩৮)

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বদরে নিহত হয়েছিল, তাদের দৃষ্টান্ত।

কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ -

"এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিত্‌না দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্‌র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (৮ : ৩৯)

অর্থাৎ মু'মিনদের দীনে ইলাহী থেকে বিমুখ করার লক্ষ্যে নির্যাতন না করা হয়, আল্লাহ্‌র জন্য নিরঙ্কুশ একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন শরীক না থাকে।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ -

"এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। আর যদি তারা মুখ ফিরায় (আপনার দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে কুফরীর উপর অটল থাকে), তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক।" (৮ : ৩৯-৪০)।

যিনি বদরের দিন তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের সাহায্য করেছেন ও জয়ী করেছেন।

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

"কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।" (৮ : ৪০)

গনীমতের মাল বন্টন প্রসঙ্গে

এরপর তাদেরকে আল্লাহ্ গনীমত বন্টনের পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং গনীমত সংক্রান্ত নির্দেশ তাদের জানিয়ে দেন, যখন তাদের জন্য তিনি তা হালাল করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের, যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহ্‌তে এবং তাতে যা আমি আমার বান্দার প্রতি মীমাংসার দিন অবতীর্ণ করেছিলাম, যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (৮ : ৪১)

অর্থাৎ যেদিন আমি নিজ কুদরতে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছিলাম, যেদিন তোমাদের এবং তাদের দল মুখোমুখি হয়েছিল।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ -

"স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটপ্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে।" (৮ : ৪২)

অর্থাৎ আবূ সুফইয়ানের কাফেলা, যার সম্পর্কে সংবাদ লাভ করার জন্য তোমরা বের হয়েছিলে। আর তারা তার হিফাযতের জন্য বের হয়ে ছিল। না তোমাদের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত নির্ধারিত ছিল, আর না তাদের পক্ষ থেকে।

وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ

"যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটত।" (৮ : ৪২)

যদি এ মুকাবিলা তোমাদের এবং তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হত, এরপর তোমাদের কাছে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তোমাদের সংখ্যালঘুতার খবর পৌঁছত, তবে তোমরা তাদের মুকাবিলা করতে না।

وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا

"কিন্তু বস্তুত, যা ঘটবার ছিল, আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন।" (৮ : ৪২)

অর্থাৎ যাতে তিনি তাঁর কুদরতে সে ইচ্ছাটি পূরণ করেন। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করেন, আর কুফর ও কাফিরদের লাঞ্ছিত করেন। এভাবে তিনি তাঁর ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে বাস্তবায়ন করেন।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

"যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে, সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে, সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে; আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (৮ : ৪২)

অর্থাৎ যাবতীয় নির্দশন দেখার পর কোন আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও যারা কুফরী করতে চায়, তারা যেন কুফরী করে। তদ্রূপ যারা ঈমান আনতে চায়, তারা যেন ঈমান আনে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রসঙ্গে

এরপর আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি নিজ অনুগ্রহ এবং তাঁর জন্য নিজ সূক্ষ্ম কৌশলের কথা বর্ণনা করে বলেন :

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً ط وَلَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ -

"স্মরণ করুন, আল্লাহ্ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় অল্প, যদি আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় অধিক, তবে তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষা করেছেন এবং অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।" (৮ : ৪৩)

অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে এ সম্পর্কে যা কিছু দেখিয়েছেন, এতে আপনার সাহাবীদের জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে এক বিরাট নি'য়ামত ছিল। যার মাধ্যমে তিনি তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহসী করে তোলেন এবং এভাবে তিনি তাদের থেকে দুর্বলতা দূর করে দেন, যার আশংকা আপনি তাদের ব্যাপারে করছিলেন। কেননা তাদের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত ছিল, তা তাঁর জানা ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : تخوف শব্দটি অন্য একটি শব্দের পরিবর্তে এসেছে, যে শব্দটি ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমি করিনি।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَّ يُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً ط

"স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প-সংখ্যক দেখিয়েছিলেন আল্লাহ্র তরফ থেকে যা ঘটবার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য।" (৮ : ৪৪)

অর্থাৎ যাতে তিনি যুদ্ধের জন্য উভয় দলকে একত্র করেন এবং যাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার, প্রতিশোধ নেন এবং তাঁর প্রিয়জনদের মধ্য থেকে যাদের উপর তাঁর নি'য়ামত পূর্ণ করার ইচ্ছা করেছিলেন, তাদের উপর অনুগ্রহ করেন।

যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র নসীহত

তারপর তিনি মুসলমানদের নসীহত করেছেন, বুঝিয়েছেন এবং যুদ্ধে যে পথ অবলম্বন করা উচিত তা তাঁদের বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً "হে মু'মিনগণ। তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে"—অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا "তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে।" অর্থাৎ সেই সত্তাকে স্মরণ করবে, যাঁর জন্য তোমরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছ, আর সেই অঙ্গীকার তোমরা পূরণ করবে, যে অঙ্গীকার তোমরা তাঁর সঙ্গে করেছ।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

"যাতে তোমরা সফলকাম হও। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না (যদি কর, তবে তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হবে), করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে; আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (৮ : ৪৫-৪৬)

অর্থাৎ তোমরা যদি এরূপ কর, তবে আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ

"আর তোমরা তাদের ন্যায় হবে না, যারা দম্ভভরে ও লোক দেখাবার জন্য স্বীয় গৃহ হতে বের হয়েছিল।" (৮ : ৪৭)

অর্থাৎ তোমরা আবূ জাহ্ল ও তার সংগীদের মত হবে না, যারা বলেছিল, আমরা বদর পর্যন্ত না পৌঁছে ফিরে যাব না, সেখানে পশু বলি দেব, মদপান করব এবং মেয়েদের দ্বারা গান-বাজনা করাব। আরব বিশ্ব আমাদের এ খবর জানবে। অর্থাৎ তোমাদের কাজ যেন লোক দেখানো এবং প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে না হয়। অনুরূপভাবে কারো কাছ থেকে কিছু অর্জন করার উদ্দেশ্য যেন না হয়, বরং একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিজেদের নিয়্যতকে খালেস করে নেবে এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ দীনের সাহায্য ও নবী করীম (সা)-এর সহযোগিতার উদ্দেশ্যে হবে। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কাজ করবে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ -

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং বলেছিল, আজ মানুষের মাঝে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আমি তোমাদের পাশেই থাকব।" (৮ : ৪৮)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই আয়াতের তাফসীর ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এবং তারা মৃত্যুর সময় যে পরিণতির সম্মুখীন হবে, তার উল্লেখ করেন। তারপর তিনি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে তাঁর নবীকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করেন। তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্ শেষ পর্যায়ে বলেন :

فَامَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ –

"যুদ্ধে তাদের তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও, তবে তাদেরকে তাদের পশ্চাতে যারা আছে, তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে, যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে।" (৮ : ৫৭) অর্থাৎ তাদের এমন শাস্তি দেবে যা তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়।

এরপর আল্লাহ বলেন :

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ – لاَ تَعْلَمُوْنَهُمْ – اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ –

"তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এদিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে—যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ্ জানেন; আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" (৮ : ৬০)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে আখিরাতে তোমাদের প্রতিদান বিনষ্ট হবে না এবং দুনিয়াতেও না।

তারপর আল্লাহ্ বলেন :

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন।"

অর্থাৎ যদি তারা আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করার শর্তে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তবে আপনি তাদের সাথে সন্ধি করবেন।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবেন; (তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট)। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (৮ : ৬১)

ইব্‌ন হিশাম বলেন : جَنَحُوا لِلسَّلْمِ অর্থাৎ যদি তারা সন্ধি করার জন্য আপনার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

الجنوح। অর্থ হল الميل ঝুঁকে পড়া। লাবীদ ইব্‌ন রবী'আ বলেন :

"সে এমনভাবে ঝুঁকে আছে, যেমন কর্মকার তীরের জং পরিষ্কার করার জন্য মাথা নীচু করে তার হাতের উপর ঝুঁকে থাকে।"

এ লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। কবির উদ্দেশ্য ঐ কর্মকার যে নিজের কাজে ঝুঁকে থাকে। السلم -এর অর্থ সন্ধিও হতে পারে। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে :

فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ -

"সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না; তোমরাই প্রবল।" (৪৭ : ৩৫)।

অন্য কিরা'আতে الى السّلم। রয়েছে, তারও একই অর্থ। যুহায়র ইব্‌ন আবূ সালমা বলেন :

"অথচ তোমরা বলেছিলে, যদি আমরা মাল এবং ভাল আচরণের মাধ্যমে সন্ধি করতে পারি, তবে আমরা অনর্থক রক্তপাত হতে নিরাপদ হব।"

এই লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমার কাছে হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরীর তরফ থেকে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اى للاسلام এ আয়াতের অর্থ—"যদি তারা ইসলামের দিকে ঝুঁকে", এরূপ করতেন।

আল্লাহ্‌র কিতাবে আছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।" (২ : ২০৮)

অনেকে فِى السَّلْمِ পড়েন, যার অর্থ ইসলাম। কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সালত বলেন :

"আর যখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের ভীতি প্রদর্শন করেন, তখন তারা ইসলামের দিকে ধাবিত হয় না এবং তাঁর সাহায্যকারীও হয় না।"

এই লাইনটি তার একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

যে বালতি লম্বা করে বানানো হয়, আরবের লোকেরা তাকে سلم বলে থাকে।

বনূ কায়স ইব্‌ন সা'লাবার কবি তারাফা ইব্‌ন আব্‌দ তার উষ্ট্রীর প্রশংসায় বলেন :

"সেই উষ্ট্রীর সামনের দু'টি পা এমনভাবে মুড়ে আছে, যেন সে কূপ থেকে পানি নিয়ে হাওযে জমাকারী কঠিন পরিশ্রমীর দু'টি বালতি নিয়ে পথ অতিক্রম করছে।" যেমন স্বল্প দূরত্বে পানি নিয়ে গমনকারী অধিক পরিমাণ পানি নেয়ার জন্য দু'টি বালতি ভরে নিয়ে যায় এবং

কাপড়ে যাতে পানি না লাগে সেজন্য তাকে দূরে সরিয়ে রাখে, তদ্রূপ তার দু'টি পায়ের জোড়া বাইরের দিকে বেরিয়ে রয়েছে।

এই লাইনটি তার দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ

"যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।" (৮ : ৬২)।

অর্থাৎ তাদের ধোঁকা থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্ই রয়েছেন (তাদের ধোঁকা দেওয়ার পর আল্লাহ্র কলাকৌশলও তো রয়েছে)।

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۚ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

"তিনি আপনাকে নিজ সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন (দুর্বলতার পরে) এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন (তাঁর দীনের মাধ্যমে), তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৮ : ৬২-৬৩)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ -

"হে নবী! আপনার জন্য ও আপনার অনুসারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। হে নবী! মু'মিনদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই।" (৮ : ৬৫)

অর্থাৎ তাদের যুদ্ধ না কোন বিশেষ নিয়্যতে হয়ে থাকে, না কোন হক বিষয়ের ভিত্তিতে, না ভাল-মন্দের পার্থক্যকরণের ভিত্তিতে।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুজায়হ আতা ইব্ন আবূ রাবাহ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের জন্য বিষয়টি কঠিন মনে হল এবং দু'শর মুকাবিলায় বিশজনের এবং হাজারের মুকাবিলায় একশ'জনের যুদ্ধ করা তাদের কাছে কঠিন মনে হল। তখন আল্লাহ্

তা'আলা তাদের জন্য সহজ করে দিলেন এবং পরবর্তী আয়াত এ আয়াতটিকে রহিত করে দেয় :

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضُعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

"আল্লাহ্ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশ'জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকলে আল্লাহ্র হুকুমে তারা দুই হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।" (৮ : ৬৬)

রাবী বলেন : এরপর তাদের অবস্থা এমন হল যে, তারা সংখ্যায় শত্রুপক্ষের অর্ধেক হলে ভাবতেন এখন ভেগে যাওয়া সমীচীন হবে না। তার চেয়েও কম হলে ভাবতেন, এখন যুদ্ধ করা ওয়াজিব নয় এবং মুকাবিলা না করে সরে যাওয়া বৈধ হবে।

বদরের বন্দী এবং গনীমতের মাল প্রসঙ্গে

ইব্ন ইসহাক বলেন : এরপর আল্লাহ্ শত্রুপক্ষকে বন্দী করে গনীমত হাসিল করার জন্য তাঁর রাসূলের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর পূর্বের কোন নবী শত্রুপক্ষ থেকে গনীমত অর্জন করে তা ভোগ করেন নি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার কাছে আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমাকে সাহায্য করা হয়েছে ত্রাসের মাধ্যমে, আর ভূ-পৃষ্ঠকে আমার জন্য সিজদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে। আর আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক কথা দান করা হয়েছে। আর আমার জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বের কোন নবীর জন্য হালাল করা হয়নি। আমাকে শাফা'আতে কুব্রা দান করা হয়েছে। এই পাঁচটি বিষয় আমার পূর্বের কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।

ইব্ন ইসহাক বলেন : আল্লাহ্ বলেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ (اى قَبْلِكَ) اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰي (مِنْ عَدُوِّهٖ) حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত ছিল না—আপনার আগে।" (৮ : ৬৭)

অর্থাৎ শত্রুদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত।

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا "তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ।"

অর্থাৎ লোকদের বন্দী করে মুক্তিপণ লাভ করার ইচ্ছা কর।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ط

"এবং আল্লাহ্ চান পরলোকের কল্যাণ।" অর্থাৎ তিনি তাদের হত্যার মাধ্যমে ঐ দীনের বিজয় চান, যার বিনিময়ে আখিরাত হাসিল করা যেতে পারে।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"আল্লাহ্‌র পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত।" (৮ : ৬৮)

অর্থাৎ যদি পূর্ব থেকেই এ বিধান না থাকত যে, আমি কোন বিষয়েই পূর্ব থেকে বাধা প্রদান না করে শাস্তি প্রদান করি না, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের এ কৃতকর্মের কারণে শাস্তি প্রদান করতাম; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বন্দী ছেড়ে দিয়ে মাল গ্রহণ করতে নিষেধ করেন নি। এরপর আল্লাহ্ তাঁর জন্য এবং তাঁর উম্মতের জন্য নিজ রহমতে গনীমতের মাল জায়েয করে দেন এবং বলেন :

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

এরপর আল্লাহ্ বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদের বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট হতে যা নেওয়া হয়েছে, তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৮ : ৭০)

মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রসঙ্গে

এরপর আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। তদ্রূপ কাফিরদের মধ্যেও একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

"যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফিত্‌না ও মহা-বিপর্যয় দেখা দেবে।" (৮ : ৭৩)

অর্থাৎ মু'মিনরা মু'মিনদের ছেড়ে কোন কাফিরের সাথে বন্ধুও স্থাপন করবে না, যদিও সে তার নিকটাত্মীয় হয়। যদি তোমরা তা না কর, তবে দেশে ফিত্‌না ও মহা-বিপর্যয় দেখা দেবে। অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হবে এবং মু'মিনকে ছেড়ে কাফিরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার কারণে যমীনে ফিত্‌না-ফাসাদের সৃষ্টি হবে।

এরপর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সৃষ্টি করার পর মীরাসকে আত্মীয়েরই হক হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ্ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ط وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

"যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে (মীরাসের ব্যাপারে) একে অন্যের অপেক্ষা অধিক হকদার। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (৮ : ৭৫)

বদরে অংশগ্রহণকারী মুসলমানগণ

বনূ হাশিম থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : মুসলমানদের মধ্য থেকে যাঁরা বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন :

কুরায়শের শাখা গোত্র হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআঈ ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্ব নযর ইব্ন কিনানা থেকে :

১. সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম (সা);

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম;

৩. আলী ইব্ন আবূ তালিব ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম;

৪. যায়দ ইব্ন হারিসা ইব্ন শুরাহবীল ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন ইমরাউল কায়স কালবী। যাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল পুরস্কৃত করেছিলেন।

ইব্ন হিশামের মতে : যায়দ ইব্ন হারিসা ইব্ন শারাহীল ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন আমির ইব্ন নু'মান ইব্ন আমির ইব্ন আব্দ উদ ইব্ন আওফ ইব্ন কিনানা ইব্ন বকর ইব্ন আওফ ইব্ন উয্রা ইব্ন যায়দুল্লাহ্ ইব্ন রুফায়দা ইব্ন সাওর ইব্ন কা'ব ইব্ন ওয়াবরাহ।

৫. ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আনাসা;

৬. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কাব্শা;

ইব্ন হিশাম বলেন : আনাসা হল হাবশী আর আবূ কাবশা হল পারসিক।

৭. ইব্ন ইসহাক বলেন : আবূ মারসাদ কান্নায ইব্ন হিসন ইব্ন ইয়ারবূ ইব্ন আমর ইব্ন ইয়ারবূ ইব্ন যুরাশা ইব্ন সা'দ ইব্ন সা'দ জারীফ ইব্ন জিল্লান ইব্ন গানম ইব্ন গনী ইব্ন ইয়াসূর ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স ইব্ন আয়লান।

ইব্ন হিশামের মতে : কান্নায ইব্ন হুসায়ন।

৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার ছেলে মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ, হামযাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মিত্র;

৯. উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব;

১০. তুফায়ল ইব্‌ন হারিস;

১১. হুসায়ন হারিস; (এরা তিন ভাই)

১২. মিসতা, ওরফে আউফ ইব্‌ন উসাসাহ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব।

(এঁরা মোট বারজন ছিলেন)

বনূ আব্‌দ শামস থেকে

আর বনূ আব্‌দ শামস ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে :

১. উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ইব্‌ন আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস। তিনি তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা রুকাইয়া (রা)-এর কাছে তাঁর শুশ্রূষার জন্য রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেও মালে গনীমতের অংশ দিয়েছিলেন। তিনি আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার সওয়াবের কি হবে ? তিনি বললেন : তুমিও সওয়াব পাবে।

২. আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স;

৩. আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ হুযায়ফার নাম হল মিহশাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সালিম হল সুবায়তা বিন্‌ত ইয়ার ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ওবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস-এর আযাদকৃত গোলাম। তাকে এ শর্তে আযাদ করা হয়েছিল যে, সে মনিবের উত্তরাধিকার হবে না। তিনি নিঃস্ব অবস্থা আবূ হুযায়ফার কাছে আসলে আবূ হুযায়ফা তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, সুবায়তা বিন্‌ত ইয়ার আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বার স্ত্রী ছিলেন। এজন্যই সালিমকে উল্লিখিত শর্তে আযাদ করার পর, সালিমকে আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম বলা হত।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : লোকদের ধারণা যে, আবুল আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামসের আযাদকৃত গোলাম সুবায়হও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আবূ সালামা ইব্‌ন আব্‌দ আসাদ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম তাকে নিজের উটে বহন করে নিয়ে যান। এরপর সুবায়হ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা থেকে

১. বনূ আব্‌দ শামস-এর মিত্রদের শাখা বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ ইব্‌ন রি'আব ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন সব্‌রা ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দু'দান ইব্‌ন আসাদ;

২. উকাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান ইব্‌ন হুরসান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দু'দান ইব্‌ন আসাদ;

৩. শুজা' ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সুহায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ;

৪. সুজা'-র ভাই উকবা ইব্‌ন ওয়াহব;

৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকায়শ ইব্‌ন রি'আব ইব্‌ন ইয়ামার ইব্‌ন সুবরা ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ;

৬. আবূ সিনান ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন হুরসান ইব্‌ন কায়স (উকাশাহ্ ইব্‌ন মিহসানের ভাই);

৭. তাঁর ছেলে সিনান ইব্‌ন আবূ সিনান;

৮. মুহরিয ইব্‌ন নাযলা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ;

৯. রবী'আ ইব্‌ন আকসাম ইব্‌ন সাখবারা ইব্‌ন আমর লুকায়য ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ।

বনূ কাবীর ইব্‌ন গানম ইব্‌ন দুদান ইব্‌ন আসাদ-এর মিত্রদের থেকে

১. সাকফ্ ইব্‌ন আমর,

২. মালিক ইব্‌ন আমর,

৩. মুদলিজ ইব্‌ন আমর, এরা তিন ভাই ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মিদলাজ ইব্‌ন আমর।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : এঁরা হলেন বনূ হাজর-এর শাখা সুলায়ম গোত্রের লোক। আর আবূ মাখশী ছিলেন তাদের মিত্র। এঁরা ছিলেন সর্বমোট ষোলজন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ মাখশী ছিলেন তাঈ বংশের লোক। তাঁর নাম ছিল সুওয়াদ ইব্‌ন মাখশী।

বনূ নাওফাল থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ থেকে দু'জন :

১. উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন নুসায়ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন ইকরামা ইব্‌ন খাসাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আয়লান;

২. উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান-এর আযাদকৃত গোলাম খাব্বাব।

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুযাই-এর থেকে :

১. যুবায়র ইব্‌ন আউয়াম ইব্‌ন খুয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ;

২. হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ;

৩. হাতিবের আযাদকৃত গোলাম সা'দ, এই তিনজন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাতিবের পিতা আবূ বালতা'আর নাম হল আমর। তিনি লাখম গোত্রের লোক ছিলেন, আর সা'দ ছিলেন কালব গোত্রের।

বনূ আবদুদ্দার থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই থেকে দুই ব্যক্তি :

১. মুসআব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই;

২. সুওয়াইবিত ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুরায়মালা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উমায়লা ইব্‌ন সাব্বাক্ ইব্‌ন আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই।

বনূ যুহরা থেকে

বনূ যুহরা ইব্‌ন কিলাব থেকে আট ব্যক্তি :

১. আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আব্‌দ আউফ ইব্‌ন আব্‌দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহরা।

২. সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস, আর আবূ ওয়াক্কাসের নাম হল মালিক ইব্‌ন উহায়বা ইব্‌ন আব্‌দ মনাফ ইব্‌ন যুহরা।

৩. তাঁর ভাই উমায়র ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস।

৪. এঁদের মিত্রদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন সুমামা ইব্‌ন মাতরূদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন সাওর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন শারীদ ইব্‌ন হাযল ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন দুরায়ম ইব্‌ন কাঈন ইব্‌ন আহওয়াদ ইব্‌ন বাহ্‌রা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাফ ইব্‌ন কুযা'আ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে হাযল ইব্‌ন কাস ইব্‌ন যর ও দাহির ইব্‌ন হাওর।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন শামখ ইব্‌ন মাখযূম ইব্‌ন সাহিলা ইব্‌ন কাহিল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হুযায়ল।

৬. মাসউদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন হামালা ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন মুহাল্লিম ইব্‌ন আয়িযা ইব্‌ন সুবাঈ ইব্‌ন হুন ; কারা উপাধিধারী লোক ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কারা তাদের উপাধি ছিল। তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছিল :

قَدْ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا "এরা তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন।"

৭. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : যুশ্-শিমালায়ন ইব্‌ন আব্‌দ আমর ইব্‌ন নায়লা ইব্‌ন গুব্‌শান ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌ন মালকান ইব্‌ন আফসা ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির। তিনি ছিল খুযা'আ গোত্রের।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, তাকে যুশ্‌-শিমালায়ন কলার কারণ হল—তিনি বাঁ-হাতে কাজ করতেন। তাঁর নাম ছিল উমায়র।

৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খাব্বাব ইব্‌ন আরাত। এরা ছিলেন আটজন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, খাব্বাব ইব্‌ন আরাত ছিলেন তামীম গোত্রের লোক। তাঁর সন্তান-সন্তুতিও ছিল। আর তারা কূফায় বসবাস করলেন। অনেকের মতে তিনি খুযা'আ গোত্রের লোক ছিলেন।

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে ছিল পাঁচজন :

১. আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ওরফে আতীক ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ বকর (রা)-এর নাম ছিল আবদুল্লাহ্; আর আতীক ছিল তাঁর উপাধি। সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের কারণে তিনি এ উপাধি লাভ করেন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম বিলাল (রা)। তিনি ছিল বনূ জুমাহ-এর ক্রীতদাস। বিলালের পিতার নাম ছিল রাবাহ। আবূ বকর (রা) তাঁকে উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ থেকে খরিদ করেছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

৩. আমির ইব্‌ন ফুহায়রা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি বনূ আসাদের ক্রীতদাস ছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে তাদের থেকে খরিদ করেছিলেন;

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুহায়ব ইব্‌ন সিনান। তিনি নামর ইব্‌ন কাসিতের বংশধর ছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : النمر। হল কাসিত ইব্‌ন হানব ইব্‌ন আফ্‌সা ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন নাযরের পুত্র। মতান্তরে আফ্‌সা ইব্‌ন দু'মী ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন নাযর।

অনেকের মতে সুহায়ব হলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদ'আন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম-এর আযাদকৃত গোলাম। অনেকের মতে তিনি ছিলেন রোম দেশীয়। ভিন্ন মতে তিনি ছিলেন নামর ইব্‌ন কাসিত বংশীয়। তিনি রোমকদের হাতে বন্দী হয়ে ছিলেন। তাদের কাছ থেকেই তাকে খরিদ করা হয়েছিল। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে : صحيب سابق الروم "সুহায়ব সকল রোমীয়র মধ্যেই অগ্রগামী।"

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম, তিনি সিরিয়ায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর থেকে ফিরে আসার পর, তিনি মদীনায় আগমন করেন এবং তাঁর সাথে আলোচনা করলে তিনি তাকে গনীমতের অংশ

দেন। তিনি আরয করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার সওয়াবের কি হবে ? তিনি বলেন : তুমি অবশ্যই সওয়াব পাবে।

বনূ মাখযূম থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূম ইব্ন ইয়াকযা ইব্ন মুররা থেকে পাঁচ ব্যক্তি :

১. আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ্ ওরফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম;

২. শাম্মাস ইব্ন উসমান ইব্ন শারীদ ইব্ন সুওয়াইদ ইব্ন হারমী ইব্ন আমির ইব্ন মাখযূম;

শাম্মাস নামকরণের কারণ

ইব্ন হিশাম বলেন : শাম্মাসের নাম ছিল উসমান। শাম্মাস নামকরণের কারণ হল, জাহিলী যুগে শাম্মামীসাহ বংশীয় এক ব্যক্তি মক্কায় এসেছিল। সে খুবই সুন্দর ছিল। লোকেরা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল। শাম্মাসের মামা উত্বা ইব্ন রবী'আ বললেন : আমি তোমাদের কাছে এর চেয়েও সুন্দর একজন শাম্মাস নিয়ে আসছি। এই বলে তিনি তার ভাগ্নে উসমান ইব্ন উসমানকে নিয়ে এলেন। সেখান থেকেই তার নাম হল শাম্মাস। ইব্ন শিহাব যুহরী প্রমুখ এ তথ্য শুনিয়েছেন।

৩. ইব্ন ইসহাক বলেন : আরকাম ইব্ন আবুল আরকাম, আবুল আরকামের নাম হল আব্দ মানাফ ইব্ন আসাদ। আসাদের কুনিয়াত ছিল আবূ জুন্দুব। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূমের ছেলে।

৪. আম্মার ইব্ন ইয়াসির। ইব্ন হিশাম বলেন : আম্মার ইব্ন ইয়াসির আনাসী ছিলেন মাদহাজ গোত্রের লোক।

৫. ইব্ন ইসহাক বলেন : মুআত্তিব ইব্ন আউফ ইব্ন আমির ইব্ন ফাযল ইব্ন আফীফ ইব্ন কুলায়ব ইব্ন হুব্শিয়া ইব্ন সালূল ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর। তিনি ছিলেন খুযা'আ বংশীয়, বনূ মাখযূমের হালীফ। তাকেই আয়হামা বলা হত।

বনূ আদী ইব্ন কা'ব থেকে

বনূ আদী ইব্ন কা'ব থেকে ছিলেন চৌদ্দজন :

১. উমর ইব্ন খাত্তাব ইব্ন নুফায়ল ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন রিয়াহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরত ইব্ন রাযাহ ইব্ন আদী (রা);

২. তাঁর ভাই যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা);

৩. উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মিহজা'। তিনি ছিল ইয়ামানবাসী। উভয় কাতারের মুসলমানদের প্রথম শহীদ। তাঁর গায়ে তীরের আঘাত লেগেছিল।

ইব্ন হিশাম বলেন : মিহ্জা' হলেন আক্ ইব্ন আদনান বংশীয়।

৪. ইব্ন ইসহাক বলেন : আমর ইব্ন সুরাকা ইব্ন মু'তামির ইব্ন আনাস ইব্ন আযাত ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরত ইব্ন রিয়াহ ইব্ন রাযাহ ইব্ন আদী ইব্ন কা'ব;

৫. তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুরাকা;

৬. ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আরীন ইব্ন সা'লাবা ইব্ন ইয়ারবূ' ইব্ন হানযালা ইব্ন মালিক ইব্ন যায়দ মানাত ইব্ন তামীম। ইনি ছিলেন তাদের মিত্র।

৭. খাউলী ইব্ন আবূ খাউলী;

৮. এবং মালিক ইব্ন আবূ খাউলী—এরা দু'জন তাদের মিত্র ছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ খাউলী ছিলেন আজল ইব্ন লুযায়ম ইব্ন সা'ব ইব্ন আলী ইব্ন বকর ইব্ন ওয়ায়ল বংশীয়।

৯. ইব্ন ইসহাক বলেন : আমির ইব্ন রবী'আ, ইনি ছিলেন খাত্তাব পরিবারের মিত্র এবং আন্য ইব্ন ওয়ায়ল বংশীয়।

ইব্ন হিশাম বলেন : আন্য ইব্ন ওয়ায়ল ইব্ন কাসিত ইব্ন হানব ইব্ন আফসা ইব্ন জাদীলা ইব্ন আসাদ ইব্ন রবী'আ ইব্ন নাযর। মতান্তরে আফ্সা ইব্ন দু'মী ইব্ন জাদীলা।

১০. ইব্ন ইসহাক বলেন : আমির ইব্ন বুকায়র ইব্ন আব্দ ইয়ালায়ল ইব্ন নাশিব ইব্ন গাইরা, ইনি ছিলেন সা'দ ইব্ন লায়স বংশীয়।

১১. আকীল ইব্ন বুকায়র;

১২. খালিদ ইব্ন বুকায়র;

১৩. ইয়াস ইব্ন বুকায়র; এঁরা ছিলেন আদী ইব্ন কা'ব গোত্রের মিত্র।

১৪. সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল ইব্ন আবদুল উয্যা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুরত ইব্ন রিয়াহ ইব্ন রাযাহ ইব্ন আদী ইব্ন কা'ব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদর থেকে ফেরার পর সিরিয়া থেকে আগমন করেন এবং তাঁর কাছে আরয করলে তিনি তাঁকে গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমিও কি সওয়াব পাব? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই সওয়াব পাবে।

বনূ জুমাহ ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ জুমাহ ইব্ন আমর ইব্ন হুসায়স ইব্ন কা'ব থেকে ছিলেন পাঁচ ব্যক্তি :

১. উসমান ইব্ন মায'উন ইব্ন হাবীব ইব্ন ওয়াহব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ;

২. তাঁর ছেলে সায়িব ইব্ন উসমান;

৩. কুদামাহ ইব্ন মায'উন ও

৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায'উন, এঁরা দু'জন হলেন উসমান ইব্ন মায'উন (রা)-এর ভাই।

৫. মা'মার ইব্ন হারিস ইব্ন মা'মার ইব্ন হাবীব ইব্ন ওয়াহব ইব্ন হুযাফাহ ইব্ন জুমাহ।

বনূ সাহম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন খুনায়স ইব্‌ন হুযাফাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহম-এর একজন;

বনূ আমির থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর শাখা বংশ বনূ মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির থেকে ছিলেন পাঁচজন :

১. আবূ সাবরা ইব্‌ন আবূ রুহ্‌স ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আব্‌দ ওদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল।

২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আবূ কায়স ইব্‌ন আব্‌দ ওদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক।

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ইব্‌ন আব্‌দ ওদ্দ ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল। তিনি তাঁর পিতা সুহায়ল ইব্‌ন আমরের সাথে বের হয়েছিলেন। এরপর যখন সকলে বদর প্রান্তরে সমবেত হল, তখন তিনি পালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে আসেন এবং তাঁর সঙ্গী হয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৪. সুহায়ল ইব্‌ন আমরের আযাদকৃত গোলাম উমায়র ইব্‌ন আউফ;

৫. আর তাঁদের মিত্র সা'দ ইব্‌ন খাওলা;

৬. ইব্‌ন হিশাম বলেন : সা'দ ইব্‌ন খাওলা ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন।

বনূ হারিস থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র থেকে ছিলেন পাঁচজন :

১. আবূ উবায়দা ইব্‌ন জার্‌রাহ ওরফে আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাররাহ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যব্বাহ ইব্‌ন হারিস;

২. আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ শাদ্দাদ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যব্বাহ ইব্‌ন হারিস;

৩. সুহায়ল ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আবূ উহায়ব ইব্‌ন যব্বাহ ইব্‌ন হারিস;

৪. তাঁর ভাই সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব এরা দু'জন ছিলেন বায়যা এর ছেলে;

৫. আমর ইব্‌ন আবূ সারহ ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন যব্বাহ ইব্‌ন হারিস।

মোটকথা, যে ক'জন মুহাজির সাহাবী বদরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমতের মালের অংশ ও সওয়াব প্রাপ্তির আশা দিয়েছিলেন, এঁরা সংখ্যায় ছিলেন ৮৩ জন। ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্যান্য অনেক আলিম বদরে অংশগ্রহণকারী

মুহাজিরদের মধ্যে বনূ আমির ইব্ন লুআঈ-এর ওয়াহ্ব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সার্হ ও হাতিব ইব্ন আমর এবং বনূ হারিস ইব্ন ফিহ্র-এর আইয়ায ইব্ন যুহায়র-এর নামও উল্লেখ করেছেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ

বনূ আবদুল আশহাল থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আনসার মুসলমান আওস ইব্ন হারিসা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আমর ইব্ন আমির গোত্রের শাখা বনূ আবদুল আশ্হাল ইব্ন জুশাম ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস থেকে ১৫ জন :

১. সা'দ ইব্ন মু'আয ইব্ন নু'মান ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন আবদুল আশহাল;

২. আমর ইব্ন মু'আয ইব্ন নু'মান;

৩. হারিস ইব্ন আওস ইব্ন মু'আয ইব্ন নু'মান;

৪. হারিস ইব্ন আনাস ইব্ন রাফি' ইব্ন ইমরাউল কায়স।

বনূ উবায়দ ইব্ন কা'ব এবং তাঁদের মিত্র থেকে

৫. উবায়দ ইব্ন কা'ব ইব্ন আবদুল আশহাল-এর সা'দ ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন উবায়দ।

ইব্ন হিশামের মতে : বনূ যা'উরা ইব্ন আবদুল আশহালের পরিবর্তে বনূ যা'উরা ইব্ন আবদুল আশহাল।

৬. সালমা ইব্ন সালামা ইব্ন ওয়াকাশ ইব্ন যুগবা ইব্ন যা'উরা;

৭. আব্বাদ ইব্ন বিশর ইব্ন ওয়াকাশ ইব্ন যুগবাহ ইব্ন যা'উরা;

৮. সালামা ইব্ন সাবিত ইব্ন ওয়াকাশ;

৯. রাফি' ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কুরয ইব্ন সাকান ইব্ন যা'উরা;

১০. হারিস ইব্ন খাযামা ইব্ন আদী ইব্ন উবায় ইব্ন গান্ম ইব্ন সালিম ইব্ন আউফ ইব্ন আমর ইব্ন আউফ ইব্ন খাযরাজ। তিনি বনূ আউফ ইব্ন খাযরাজ থেকে বনূ আশহালের মিত্র ছিলেন;

১১. বনূ হারিসাহ ইব্ন হারিসের মধ্যে থেকে তাদের মিত্র মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা ইব্ন খালিদ ইব্ন আদী ইব্ন মাজদাআ হারিসা ইব্ন হারিস;

১২. বনূ হারিসাহ ইব্ন হারিসের থেকে তাদের মিত্র সালামা ইব্ন আসলাম ইব্ন হারীশ ইব্ন আদী ইব্ন মাজদাআ ইব্ন হারিসা ইব্ন হারিস;

ইব্ন হিশাম বলেন : আসলাম ছিলেন হারীস ইব্ন আদী-এর ছেলে।

১৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবুল হায়সাম ইব্‌ন তাইয়্যাহান;

১৪. উবায়দ ইব্‌ন তাইয়্যাহান;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে উতায়ক ইব্‌ন তাইয়্যাহান।

১৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল বনূ যা'উরার লোক ছিলেন। অন্য মতে তিনি গাস্‌সানের লোক ছিলেন।

বনূ সাওয়াদ থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ যাফর-এর শাখা বংশ সাওয়াদ ইব্‌ন কা'ব (কা'বের নামই হল যাফর)-এর দুই ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যাফর হলেন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক আওসের ছেলে।

১. কাতাদা ইব্‌ন নূ'মান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সাওয়াদ ও

২. উবায়দ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সাওয়াদ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উবায়দ ইব্‌ন আওসকে মুকাররিন বলা হত। কেননা তিনি বদরের দিন চারজন বন্দীকে একত্র করেছিলেন। আর তিনিই আকীল ইব্‌ন আবূ তালিবকে গ্রেফতার করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আব্‌দ ইব্‌ন রিযাহ ইব্‌ন কা'ব-এর তিন ব্যক্তি :

১. নাসর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আব্‌দ;

২. মুআত্তিব ইব্‌ন আব্‌দ এবং

৩. তাদের মিত্রদের থেকে বালী বংশের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তারিক।

বনূ হারিসা থেকে

বনূ হারিসা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আওস-এর তিন ব্যক্তি :

১. মাসঊদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন মাজদাআ ইব্‌ন হারিসা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে মাসঊদ ইব্‌ন আব্‌দ সা'দ।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ আব্‌স ইব্‌ন জাব্‌র ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন মাজদা'আ ইব্‌ন হারিসা;

৩. তাদের মিত্র বালী বংশীয় আবূ বুরদা ইব্‌ন নাইয়ার-ওরফে হানী ইব্‌ন নাইয়ার ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন কিলাব ইব্‌ন দুহ্‌মান ইব্‌ন গানম ইব্‌ন যুবয়ান ইব্‌ন হুমায়ম ইব্‌ন কাহিল ইব্‌ন যুহ্‌ল ইব্‌ন হুনাই ইব্‌ন বালী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযা'আ।

বনূ আমর থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউসের শাখা বংশ যুবায়'আহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন কায়স-ওরফে আবুল আফলাহ ইব্‌ন ইসমা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমাহ ইব্‌ন যুবায়আহ;

২. মুআত্তিব ইব্‌ন কুশায়র ইব্‌ন মুলায়ল ইব্‌ন আত্তাফ ইব্‌ন যুবায়আ;

৩. আবূ মুলায়ল ইব্‌ন আয্'আর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আত্তাফ ইব্‌ন যুবায়আ;

৪. আমর ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন আয'আর ইব্‌ন আত্তাফ ইব্‌ন যুবাযআ;

ইব্‌ন হিশামের মতে উমায়ব ইব্‌ন মা'বাদ।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সাহ্‌ল ইব্‌ন হানীফ ইব্‌ন ওয়াহিব ইব্‌ন আল-উকায়ম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মাজদাআ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আমর ওরফে বাহযাজ ইব্‌ন হানাস ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ।

বনূ উমাইয়া থেকে

বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিকের নয় ব্যক্তি :

১. মুবাশশির ইব্‌ন আবদুল মুনযির ইব্‌ন যামবর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া;

২. রিফা'আ ইব্‌ন আবদুল মুন্‌যির ইব্‌ন যামবর;

৩. সা'দ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া;

৪. উয়ায়ম ইব্‌ন সাঈদা;

৫. রাফি' ইব্‌ন 'আনজাদা; (ইব্‌ন হিশামের মতে 'আনজাদা তাঁর মা ছিলেন);

৬. উবায়দ ইব্‌ন আবূ উবায়দ;

৭. সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব;

৮. আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুন্‌যির এবং

৯. হারিস ইব্‌ন হাতিব।

বর্ণিত আছে যে, শেষোক্ত দু'জন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং আবূ লুবাবা (রা)-কে মদীনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং বদরী সাহাবীদের সাথে এ দু'জনকেও দু'টি হিস্‌সা প্রদান করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এঁদেরকে রাওহা এলাকা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাতিব ছিলেন আমর ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমাইয়ার ছেলে। আর আবূ লুবাবার নাম ছিল বশীর।

বনূ উবায়দ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক বংশের সাতজন :

১. উনায়স ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দ;

২. তাঁদের মিত্রদের থেকে বালী বংশীয় মা'আন ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন যুবায়'আ;

৩. সাবিত ইব্‌ন আকরাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান;

৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান;

৫. যায়দ ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আজলান;

৬. রিবঈ ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন আজলান;

৭. আসিম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন আজলানও বের হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ফিরিয়ে দেন এবং বদরী সাহাবীদের সাথে তাঁকে গনীমতের হিস্‌সা প্রদান করেন।

বনূ সা'লাবা থেকে

বনূ সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ-এর সাতজন :

১. আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন বারক–ওরফে ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

২. আসিম ইব্‌ন কায়স;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আসিম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ যাইয়্যাহ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

৪. আবূ হান্নাহ;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তিনি ছিল আবূ যাইয়্যাহ্–এর ভাই। মতান্তরে তাকে আবূ হাব্বাহ বলা হত। ইমরাউল কায়সকে বুরক ইব্‌ন সা'লাবা বলা হত।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালিম ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে সাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন সা'লাবা;

৭. খাওওয়াত ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নু'মান। একে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরী সাহাবীদের সঙ্গে গনীমতের হিস্‌সা দিয়েছিলেন।

বনূ জাহ্জাব ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ জাহ্জাব ইব্‌ন কুল্‌ফা ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফের দু'জন :

১. মুনযির ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন উহায়হা ইব্‌ন জাল্লাহ্ ইব্‌ন হারীশ ইব্‌ন জাহ্জাব ইব্‌ন কুল্‌ফা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে হারীস ইব্‌ন জাহ্জাব।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাঁদের মিত্র বনূ উনায়ফের আবূ আকীল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন বায়হান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উনায়ফ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন ইরাশ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমায়লা ইব্‌ন কাস্‌মীল ইব্‌ন ফারান ইব্‌ন বালী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইল্‌হাফ ইব্‌ন কুযাআ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে তামীম ইব্‌ন ইরাশা ও কিস্‌মীল ইব্‌ন ফারান।

বনূ গান্‌ম থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ গান্‌ম ইব্‌ন সালম ইব্‌ন ইমরাউল কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আওস-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. সা'দ ইব্‌ন খায়সামা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন নাহ্হাত ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন গান্‌ম;

২. মুনাযির ইব্‌ন কুদামা ইব্‌ন আরফাজা;

৩. মালিক ইব্‌ন কুদামা ইব্‌ন আরফাজা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আরফাজা ছিলেন কা'ব ইব্‌ন নাহ্হাত ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন গান্‌ম-এর পুত্র।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন আরফাজা এবং

৫. বনূ গান্‌ম-এর আযাদকৃত গোলাম তামীম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তামীম ছিলেন সা'দ ইব্‌ন খায়সামার আযাদকৃত গোলাম।

মু'আবিয়া ইব্‌ন মালিক ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মু'আবিয়া ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফের তিন ব্যক্তি :

১. জাবর ইব্‌ন আতীক ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হায়শা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন মু'আবিয়া;

২. মালিক ইব্‌ন নুমায়লা। ইনি ছিলেন মুযায়না বংশের এবং তাঁদের মিত্র।

৩. তাঁদের মিত্র বনূ বালী থেকে নু'মান ইব্‌ন আসার।

মোটকথা, বদরের যুদ্ধে আউস বংশের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদেরকে তিনি গনীমতের হিস্‌সা দিয়েছিলেন এবং সাওয়াবের নিশ্চিত সংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন একষট্টিজন।

বনূ ইমরাউল কায়স থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন আনসার মুসলমান খাযরাজ ইব্ন হারিসা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আমর ইব্ন আমির-এর শাখা বংশ বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ-এর গোত্র ইমরাউল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন সা'লাবা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ-এর চার ব্যক্তি :

১. খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন আবূ যুহায়র ইব্ন মালিক ইব্ন ইমরাউল কায়স;

২. সা'দ ইব্ন রবী' ইব্ন আমর ইব্ন আবূ যুহায়র ইব্ন মালিক ইব্ন ইমরাউল কায়স;

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন ইমরাউল কায়স ইব্ন আমর ইব্ন ইমরাউল কায়স এবং

৪. খাল্লাদ ইব্ন সুওয়াইদ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আমর ইব্ন হারিসা ইব্ন ইমরাউল কায়স।

বনূ যায়দ থেকে

বনূ যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন সা'লাবা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ থেকে দুই ব্যক্তি :

১. বশীর ইব্ন সা'দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন খিলাস ইব্ন যাযদ;

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য মতে জুলাস; আর আমাদের দৃষ্টিতে তা ভুল।

২. বশীর-এর ভাই সিমাক ইব্ন সা'দ।

বনূ আদী থেকে

বনূ আদী ইব্ন কা'র ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ-এর তিন ব্যক্তি :

১. সুবাঈ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আয়্যাশা ইব্ন উমাইয়া ইব্ন মালিক ইব্ন আমির ইব্ন আদী;

২. আব্বাদ ইব্ন কায়স ইব্ন আয়্যাশা (সুবাঈ-এর ভাই);

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে কায়স ছিলেন আবাসা ইব্ন উমাইয়ার ছেলে।

৩. ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্স।

বনূ আহমার থেকে

বনূ আহমার ইব্ন হারিসা ইব্ন সা'লাবা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ থেকে এক ব্যক্তি :

ইয়াযীদ ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আহমার। তাঁকে ইব্ন ফুসহুমও বলা হত।

ইব্ন হিশাম বলেন : ফুসহুম ছিলেন তার মা। তিনি ছিলেন কায়ন ইব্ন জাস্র বংশের মহিলা।

বনূ জুশাম ও বনূ যায়দ থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ জুশাম ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ও বনূ যায়দ ইব্ন হারিস ইব্ন খায্রাজ (এঁরা দু'জন যমজ ভাই)-এর চার ব্যক্তি :

১. খুবায়ব ইব্ন ইসাফ ইব্ন উতবা ইব্ন খাদীজ ইব্ন আমির ইব্ন জুশাম;

২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আব্দ রাব্বিহী ইব্ন যাযদ;

৩. তাঁর ভাই হুরায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন সা'লাবা;

৪. অনেকের ধারণায় সুফইয়ান ইব্ন বিশর অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : সুফইয়ান ইব্ন নাস্র ইব্ন আমর ইব্ন হারিস ইব্ন কা'ব ইব্ন যায়দ।

বনূ জিদারা থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ জিদারা ইব্ন আউফ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ-এর চার ব্যক্তি :

১. তামীম ইব্ন ই'য়ার ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন জিদারা;

২. বনূ হারিসার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমায়র;

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমায়র ইব্ন আদী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন জিদারা;

৩. ইব্ন ইসহাক বলেন : যায়দ ইব্ন মুযাইয়্যান ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন জিদারা;

ইব্ন হিশাম বলেন : যাযদ ইব্ন মুরায়ী

৪. ইব্ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আরফাতা ইব্ন আদী ইব্ন উমাইয়া ইব্ন জিদারাহ্।

বনূ আবজার থেকে

বনূ আবজার-ওরফে বনূ খুদরা ইব্ন আউফ ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ-এর এক ব্যক্তি :

১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন রবী' ইব্ন কায়স ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ ইব্ন আব্জার।

বনূ আউফ থেকে

বনূ আউফ ইব্ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ উবায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন মালিক ইব্ন গান্ম আউফ ইব্ন খাযরাজ ওরফে বনূ হুবলা-এর দু'ব্যক্তি :

ইব্ন হিশাম বলেন : হুবলার নাম হল সালিম ইব্ন গান্ম ইব্ন আউফ। তার পেট বড় হওয়ার কারণে তাকে হুবলা বলা হত।

১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন মালিক ইব্ন হারিস ইব্ন উবায়দ ওরফে ইব্ন সালূল। আর সালূল ছিল জনৈকা মহিলা, আর সে ছিল উবায়-এর মা।

২. আওস ইব্ন খাওলা ইব্ন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন উবায়দ।

বনূ জাযা ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ জাযা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গান্‌ম-এর ছয় ব্যক্তি :

১. যায়দ ইব্‌ন ওয়াদী'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জাযা;

২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গাতফান গোত্র থেকে তাদের মিত্র উক্‌বা ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন কালদা;

৩. রিফা'আ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গান্‌ম;

৪. তাঁদের ইয়ামানী মিত্র আমির ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আমির;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে আমর ইব্‌ন সালামা তিনি ছিলেন কুযা'আর শাখা গোত্র বালী গোত্রের লোক।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ হুমায়যা মা'বাদ ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন কুশায়র ইব্‌ন মুকাদ্দাম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন গান্‌ম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মা'বাদ ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন কাশাআর ইব্‌ন মুকাদ্দাম; ভিন্নমতে উবাদা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন কুদম।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাঁদের মিত্র আমির ইব্‌ন বুকায়র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমির ইব্‌ন উকায়র। মতান্তরে আসিম ইব্‌ন উকায়র।

বনূ সালিম থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সালিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ আজলান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম-এর এক ব্যক্তি :

১. নওফাল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নায্‌লা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আজলান।

বনূ আসরাম থেকে

বনূ আসরাম ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গানম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আউফ-এর দুই ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ইনি ছিলেন গান্‌ম ইব্‌ন আউফ, সালিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ, ইব্‌ন খাযরাজ-এর ভাই।

১. উবাদা ইব্‌ন সামিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আসরাম;

২. তাঁর ভাই-আওস ইব্‌ন সামিত।

বনূ দা'দ থেকে

বনূ দা'দ ইব্‌ন ফিহ্‌র ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম-এর এক ব্যক্তি :

১. নু'মান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন সা'দ ওরফে কাওকাল।

বনূ কুরয়ূশ থেকে

বনূ কুরয়ূশ ইব্‌ন গানম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন সালিমের এক ব্যক্তি :

১. সাবিত ইব্‌ন হায্‌যাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কুরয়ূশ।

ইব্‌ন হিশামের মতে কুরয়ূশ ইব্‌ন গান্‌ম।

বনূ মারযাখা থেকে

বনূ মারযাখা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম-এর এক ব্যক্তি :

১. মালিক ইব্‌ন দুখশুম ইব্‌ন মারযাখা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মালিক ইব্‌ন দুখশুম।

বনূ লাওযান ও তাদের মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ লাওযান ইব্‌ন সালিমের তিন ব্যক্তি :

১. রবী ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন লাওযান;

২. তাঁর ভাই অরাকা ইব্‌ন ইয়াস এবং

৩. তাঁদের ইয়ামানী মিত্র আমর ইব্‌ন ইয়াস।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভিন্ন মতে, আমর ইব্‌ন ইয়াস রবীও অরাকার ভাই ছিলেন।

বনূ গুসায়না থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন তাদের মিত্র বালীর শাখা বংশ বনূ গুসায়নার পাঁচ ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : গুসায়না ছিল তাঁদের মা, আর তাঁদের পিতা ছিল আমর ইব্‌ন উমারা।

১. মুজায্‌যার ইব্‌ন ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যুমযুমা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমারা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গুসায়না ইব্‌ন আমর ইব্‌ন বুসায়রা ইব্‌ন মাশনূ ইব্‌ন কাসর ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন ইরাশ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন উমায়লা ইব্‌ন কিসমীল ইব্‌ন ফারান ইব্‌ন ইব্‌ন বালী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইলহাফ ইব্‌ন কুযা'আ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে কাসর ইব্‌ন তামীম ইব্‌ন ইরাশা ও কিসমীল ইব্‌ন ফারান এবং মুযায্‌যার এর নাম ছিল আবদুল্লাহ্‌।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবাদা ইব্‌ন খাশ্‌খাশ্‌ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যুমযুমা।

৩. নাহহাব ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন হায্‌মা ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমারা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে রাহ্‌হা ইব্‌ন সা'লাবা।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হাযামাহ্‌ ইব্‌ন আসরাম। লোকদের ধারণা এই যে, বাহ্‌রা বংশীয় তাঁদের মিত্র উতবা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মু'আবিয়াও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উতবা ইব্‌ন বাহ্‌য ছিলেন সুলায়ম গোত্রের লোক।

বনূ সাঈদা থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ সাঈদা ইব্ন কা'ব ইব্ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ সা'লাবা ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা-এর দু'ব্যক্তি :

১. আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারাশা;

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন আওস ইব্ন খারাশা ইব্ন লাওযান ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন যাযদ ইব্ন সা'লাবা।

২. ইব্ন ইসহাক বলেন : মুনযির ইব্ন আমর ইব্ন খুনায়স ইব্ন হারিসা ইব্ন লাওযান ইব্ন আব্দ উদ্দ ইব্ন যাযদ ইব্ন সা'লাবা।

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে মুনযির ইব্ন আমর ইব্ন খানবাশ।

বনূ বাদী ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ বাদী ইব্ন আমির ইব্ন আউফ ইব্ন হারিস ইব্ন আমর ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা-এর দু ব্যক্তি :

১. আবূ উসায়দ মালিক ইব্ন রবী'আ ইব্ন বাদী এবং

২. মালিক ইব্ন মাসউদ, তিনি বাদী বংশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : কোন কোন জ্ঞানী লোক থেকে এ তথ্য পেয়েছি যে, মালিক ইব্ন মাসউদ ইব্ন বাদী।

বনূ তারীফ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ তারীফ ইব্ন খাযরাজ ইব্ন সাঈদা-এর এক ব্যক্তি :

১. আব্দ রাব্বিহী ইব্ন হাক ইব্ন আওস ইব্ন ওয়াকাশ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন তারীফ।

বনূ জুহায়না থেকে

জুহায়না বংশীয় তাদের মিত্রদের মধ্যে থেকে পাঁচ ব্যক্তি :

১. কা'ব ইব্ন হিমার ইব্ন সা'লাবা;

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে কা'ব ইব্ন জাম্মায, আর তিনি ছিলেন গুব্শান বংশীয়।

২. ইব্ন ইসহাক বলেন : যাম্রা;

৩. যিয়াদ;

৪. বাসবাস;

এঁরা ছিলেন আমরের ছেলে।

ইব্ন হিশাম বলেন : যাম্রা ও যিয়াদ বিশ্রের পুত্র ছিলেন।

৫. ইব্ন ইসহাক বলেন : বালী বংশীয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমীর।

বনূ জুশাম থেকে

বনূ জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ সালিমা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা গোত্র বনূ হারাম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালিমার ১২ ব্যক্তি :

১. খারাশ ইব্‌ন সাম্মাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
২. হুবাব ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
৩. উমায়র ইব্‌ন হুমাম ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
৪. খারাশ ইব্‌ন সাম্মাহর আযাদকৃত গোলাম তামীম;
৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারাম;
৬. মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ;
৭. মু'আউ'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
৮. খাল্লাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
৯. উকবা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারাম;
১০. তাঁদের আযাদকৃত গোলাম হাবীব ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ;
১১. সাবিত ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হারাম এবং
১২. উমায়র ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হারাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এখানে যে কয়বার জামূহ উল্লিখিত হয়েছে, তার দ্বারা জামূহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারামকে বোঝানো হয়েছে। তবে সাম্মাহ ইব্‌ন আমরের পূর্বপুরুষ জামূহ অর্থে জামূহ ইব্‌ন হারাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উমায়র ছিলেন হারিস ইব্‌ন লাব্‌দা ইব্‌ন সা'লাবার ছেলে।

বনূ উবায়দ ও তাদের মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ উবায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালিমার শাখা গোত্র বনূ খান্‌সা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ-এর নয়জন।

১. বিশ্‌র ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মা'রূর ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খান্‌সা;
২. তুফায়ল ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন খান্‌সা;
৩. তুফায়ল ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন খান্‌সা;
৪. সিনান ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন খান্‌সা;
৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাদ্দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন খান্‌সা;
৬. উতবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন খান্‌সা;
৭. জাব্বার ইব্‌ন সাখ্‌র ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খান্‌সা;
৮. খারিজা ইব্‌ন হুমায়য়্যির ও
৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুমায়য়্যির।

শেষোক্ত দুই ব্যক্তি ছিল তাদের আশাজা অঞ্চলের দুহমান গোত্রের মিত্র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভিন্ন মতে জাব্বার ছিল সাখ্‌র ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খুনাসের ছেলে।

বনূ খুনাস থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ খুনাস ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ থেকে সাত ব্যক্তি :

১. ইয়াযীদ ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ ইব্‌ন খুনাস;

২. মা'কিল ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন সারাহ ইব্‌ন খুনাস;

৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন বালদামা

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে বালযুমা ও বালদুমা

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : দাহ্‌হাক ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী;

৫. সাওয়াদ ইব্‌ন জুরায়ক ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আদী;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : ভিন্ন মতে সাওয়াদ ছিল রিযন ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবার পুত্র।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মা'বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সালিমা, মতান্তরে মা'বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাখ্‌র ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ। এ মত হল ইব্‌ন হিশামের;

৭. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন গান্‌ম।

বনূ নু'মান থেকে

বনূ নু'মান ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন উবায়দ থেকে চার ব্যক্তি :

১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন নু'মান;

২. জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রিআব ইব্‌ন নু'মান;

৩. খুলায়দা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন নু'মান;

৪. তাঁদের আযাদকৃত গোলাম নু'মান ইব্‌ন সিনান।

বনূ সাওয়াদ থেকে

বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম কা'ব ইব্‌ন সালিমার শাখা বংশ বনূ হাদীদা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ থেকে চার ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আমর ইব্‌ন সাওয়াদ গান্‌ম নামে সাওয়াদের কোন ছেলে ছিল না।

১. আবুল মুনযির-ওরফে ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা;

২. সুলায়ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাদীদা;

৩. কুত্‌বা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হাদীদা;

৪. সুলায়ম ইব্‌ন আমর-এর আযাদকৃত গোলাম আনতারা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'আনতারা ছিলেন সুলায়ম ইব্‌ন মানসূর-এর শাখা গোত্র বনূ যাক্‌ওয়ানের লোক।

বনূ আদী ইব্‌ন নাবী থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আদী ইব্‌ন নাবী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম-এর ছয় ব্যক্তি :

১. আবস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আদী;

২. সা'লাবা ইব্‌ন গানামা ইব্‌ন আদী;

৩. আবুল ইয়াসার ওরফে কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সাওয়াদ;

৪. সাহ্‌ল ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবূ কা'ব ইব্‌ন কায়ন ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সাওয়াদ;

৫. আমর ইব্‌ন তালক ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন গান্‌ম এবং

৬. মু'আয ইব্‌ন জাবাল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওস ইব্‌ন আয়িয ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আদী ইব্‌ন উদায় ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন সারিদা ইব্‌ন তাযীদ ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আওস ছিলেন আব্বাদ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উদায় ইব্‌ন সা'দ-এর ছেলে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মু'আয ইব্‌ন জাবাল সাওয়াদ বংশীয় না হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকতেন বলে ইব্‌ন ইসহাক তাঁকে সাওয়াদ বংশীয় বলে গণ্য করেছেন।

বনূ সালামার মূর্তি যাঁরা ভাঙ্গেন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সালামার মূর্তি যাঁরা ভেঙ্গেছিলেন, তাঁরা হলেন : মু'আয ইব্‌ন জাবাল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনায়স, সা'লাবা ইব্‌ন গানামা (রা)।

এঁরা সকলেই ছিলেন সাওয়াদ ইব্‌ন গান্‌ম বংশীয়।

বনূ যুরায়ক থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ যুরায়ক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গয্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ মুখাল্লাদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক-এর সাত ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে আমির ইব্‌ন আযরাক।

১. কায়স ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্যমতে কায়স ইব্‌ন হিস্‌ন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ খালিদ হারিস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ;

৩. যুবায়র ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মুখাল্লাদ;

৪. আবূ উবাদা সা'দ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ;

৫. তাঁর ভাই উকবা ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ;

৬. যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন আব্‌দ কায়স ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন মুখাল্লাদ এবং

৭. মাসঊদ ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মুখাল্লাদ।

বনূ খালিদ থেকে

বনূ খালিদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক-এর এক ব্যক্তি :

১. আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন খালিদ।

বনূ খালদা থেকে

বনূ খালদা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক থেকে পাঁচ ব্যক্তি :

১. আস'আদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন ফাকিহা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন খালদা;

২. ফাকিহা ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন ফাকিহা ইব্‌ন যাযদ ইব্‌ন খালদা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বুসর ইব্‌ন ফাকিহা;

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মু'আয ইব্‌ন মায়িস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালদা;

৪. তাঁর ভাই আয়িয ইব্‌ন মায়িস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালদা এবং

৫. মাসঊদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালদা।

বনূ আজলান থেকে

বনূ আজলান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক-এর তিন ব্যক্তি :

১. রিফা'আ ইব্‌ন রাফি ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান;

২. তাঁর ভাই খাল্লাদ ইব্‌ন রাফি ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান এবং

৩. উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন 'আজলান।

বনূ বায়াযা থেকে

বনূ বায়াযা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক-এর ছয় ব্যক্তি :

১. যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন বায়াযা;

২. ফারওয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ওয়ায্‌ফা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন বায়াযা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে ওয়াদাফা।

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খালিদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযা;

৪. রুজায়লা ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে রুখায়লা;

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আতিয়্যা ইব্‌ন নুওয়াইবা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আতিয়্যা ইব্‌ন আমির ইব্‌ন বায়াযা এবং

৬. খুলায়ফা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমির ইব্‌ন ফুহায়রা ইব্‌ন বায়াযা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে উলায়ফা।

বনূ হাবীব থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ হাবীব ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গয্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর এক ব্যক্তি :

১. রাফি ইব্‌ন মু'আল্লা ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন হারিসা আদী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মানাত ইব্‌ন হাবীব।

বনূ নাজ্জার থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ নাজ্জার তায়মুল্লাহ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ-গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ-বনূ সা'লাবা ইব্‌ন আব্‌দ আউফ ইব্‌ন গান্‌ম-এর এক ব্যক্তি :

১. আবূ আইয়ূব খালিদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কুলায়ব ইব্‌ন সা'লাবা।

উসায়রা থেকে

বনূ উসায়রা ইব্‌ন আব্‌দ আউফ ইব্‌ন গান্‌ম-এর এক ব্যক্তি :

১. সাবিত ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন খানসা ইব্‌ন উসায়রা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ উসায়রাকে উশায়রা বলেছেন।

বনূ আমর থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আমর ইব্‌ন আব্‌দ আউফ ইব্‌ন গান্‌ম-এর দু'ব্যক্তি :

১. উমারা ইব্‌ন হাযম্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন আমর এবং

২. সুরাকা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন গাযিয়া ইব্‌ন আমর।

বনূ উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা থেকে

বনূ উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম-এর দু ব্যক্তি :

১. হারিসা ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উবায়দ এবং

২. সুলায়ম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন কাহাদ, কাহাদ হলেন : খালিদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন উবায়দ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হারিসা ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন নাফ্ ইব্‌ন যায়দ।

বনূ আ'য়িয ও তাঁর মিত্রদের থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আয়িয ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম-এর দু'ব্যক্তি ;

ইব্‌ন হিশামের মতে আয়িযের পরিবর্তে আবিদ। এঁরা হলেন :

১. সুহায়ল ইব্‌ন রাফি' ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন আয়িয এবং

২. জুহায়না বংশীয় তাঁদের মিত্র-আদী ইব্‌ন যাগ্‌বা।

বনূ যায়দ থেকে

বনূ যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম-এর তিন ব্যক্তি :

১. মাসঊদ ইব্‌ন আউস ইব্‌ন যায়দ;

২. আবূ খুযায়মা ইব্‌ন আওস ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন যায়দ এবং

৩. রাফি' ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন যায়দ।

বনূ সাওয়াদ ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ সাওয়াদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গান্‌ম-এর দশ ব্যক্তি :

১. আউফ;

২. মুআওবিয;

৩. মু'আয;

এঁরা হলেন হারিস ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ-এর পুত্র। এঁদের মা হলেন আফ্‌রা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আফ্‌রা হলেন উবায়দ ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জারের মেয়ে। অন্য মতে রিফা'আ হলেন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ- এর ছেলে।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নু'মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য মতে তিনি ছিল নু'আয়মান।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমির ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ;

৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন খালদা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাওয়াদ;

৭. আশ্‌জা গোত্রীয় তাঁদের মিত্র-উসায়মা;

৮. জুহায়না গোত্রীয় তাঁদের মিত্র-ওয়াদী'আ ইব্‌ন আমর;

৯. সাবিত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সাওয়াদ এবং

১০. জনশ্রুতি এই যে, হারিস ইব্‌ন আফরার আযাদকৃত গোলাম আবুল হামরাও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবুল হামরা ছিলেন হারিস ইব্‌ন রিফা'আর আযাদকৃত গোলাম।

বনূ আমির ইব্‌ন মালিক থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ আমির (ওরফে মাবযূল) ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ বনূ উতায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাবযূল-এর তিন ব্যক্তি :

১. সা'লাবা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মিহসান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উতায়ক;

২. সাহ্‌ল ইব্‌ন উতায়ক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন উতায়ক এবং

৩. হারিস ইব্‌ন সাম্মাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উতায়ক। রাওহা নামক এলাকায় তাঁর পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গনীমতের হিস্‌সা দিয়েছিলেন।

বনূ আমর ইব্‌ন মালিক থেকে

বনূ আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার (তারা বনূ হুদায়লা নামে পরিচিত) তাঁর শাখা গোত্র বনূ কায়স ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর দু'ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হুদায়লা বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন যায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আব্‌দ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গয্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ ছিলেন মু'আবিয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জারের মা। এ জন্যই মু'আবিয়া বংশীয়দেরকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে।

১. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায় ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন কায়স এবং

২. আনাস ইব্‌ন মু'আয ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন কায়স।

বনূ আদী ইব্‌ন আমর থেকে

বনূ আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার-এর তিন ব্যক্তি :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এঁরা হলেন মাগালা বিন্‌ত আউফ ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন খুযায়মা বংশীয়।

অন্য মতে মাগালা ছিলেন যুরায়ক বংশীয়া এবং আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার এর মাতা। এ জন্যই বনূ আদী তার দিকেই সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

১. আওস ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন আদী;

২. আবূ শায়খ উবায় ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন মুনযির ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন আদী;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ শায়খ উবায় ইব্‌ন সাবিত হল হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিতের ভাই।

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ তালহা যায়দ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন আদী।

বনূ আদী ইব্‌ন নাজ্জার থেকে

বনূ আদী ইব্‌ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ বনূ আদী ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানম ইব্‌ন নাজ্জারের আট ব্যক্তি :

১. হারিসা ইব্ন সুরাকা ইব্ন হারিস ইব্ন আদী ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির;

২. আমর ইব্ন সা'লাবা ইব্ন ওয়াহব ইব্ন আদী ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ হাকীম;

৩. সালীত ইব্ন কায়স ইব্ন আমর ইব্ন উতায়ক ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির;

৪. আবূ সালীত উসায়রা ইব্ন আমর। আমরের কুনিয়াত ছিল আবূ খারিজা ইব্ন কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির;

৫. সাবিত ইব্ন খান্সা ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির;

৬. আমির ইব্ন উমাইয়া ইব্ন যায়দ ইব্ন হাস্হাস ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির;

৭. মুহ্রিয ইব্ন আমির ইব্ন মালিক ইব্ন আদী ইব্ন আমির এবং

৮. বালী বংশীয় তাঁদের মিত্র-সাওয়াদ ইব্ন গাজীয়্যা ইব্ন উহায়ব।

ইব্ন হিশাম বলেন : মতান্তরে সাওয়াদ।

বনূ হারাম ইব্ন জুন্দুব থেকে

ইব্ন ইসহাক বলেন : বনূ হারাম ইব্ন জুন্দুব ইব্ন আমির ইব্ন গান্ম ইব্ন আদী ইব্ন নাজ্জার-এর চার ব্যক্তি :

১. আবূ যায়দ কায়স ইব্ন সাকান ইব্ন কায়স ইব্ন যা'উরা ইব্ন হারাম;

২. আবুল আওয়ার ইব্ন হারিস ইব্ন যালিম ইব্ন আব্স ইব্ন হারাম;

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য মতে আবুল আওয়ার হলেন হারিস ইব্ন যালিম।

৩. ইব্ন ইসহাক বলেন : সুলায়ম ইব্ন মিল্হান।

৪. হারাম ইব্ন মিল্আন, মিলহানের নাম ছিল মালিক ইব্ন খালিদ ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম।

বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জার ও তাঁদের মিত্রদের থেকে

বনূ মাযিন ইব্ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ বনূ আওফ ইব্ন মাবযূল ইব্ন আমর ইব্ন গান্ম ইব্ন মাযিন ইব্ন নাজ্জার-এর তিন ব্যক্তি :

১. কায়স ইব্ন আবূ সা'সা'আ; আবূ সা'সা'আর নাম ছিল আমর ইব্ন যায়দ ইব্ন আওফ;

২. আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন আমর ইব্ন আওফ এবং

৩. আসাদ ইব্ন খুযায়মা বংশীয় তাঁদের মিত্র উসায়মা।

বনূ খানসা ইব্ন মাবযূল থেকে

বনূ খানসা ইব্ন মাবযূল ইব্ন আমর ইব্ন গান্ম ইব্ন মাযিন-এর দু'ব্যক্তি :

১.আবূ দাউদ উমায়র ইব্ন আমির ইব্ন মালিক ইব্ন খান্সা এবং

২. সুরাকা ইব্ন আমর ইব্ন আতিয়্যা ইব্ন খান্সা।

বনূ সা'লাবা ইব্‌ন মাযিন থেকে

বনূ সা'লাবা ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন নাজ্জার-এর এক ব্যক্তি :

১. কায়স ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন সাখ্‌র ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'লাবা।

বনূ দীনার ইব্‌ন নাজ্জার থেকে

বনূ দীনার ইব্‌ন নাজ্জার-এর শাখা বংশ বনূ মাসঊদ ইব্‌ন আবদুল আশহাল ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন নাজ্জার-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. নু'মান ইব্‌ন আব্‌দ আমর ইব্‌ন মাসঊদ;

২. দাহ্‌হাক ইব্‌ন আব্‌দ আমর ইব্‌ন মাসঊদ।

৩. সুলায়ম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন দীনার। তিনি ছিলেন আব্‌দ আমরের দুই পুত্র দাহ্‌হাক ও নু'মান–এর বৈপিত্রেয় ভাই;

৪. সা'দ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন আবদুল আশহাল এবং

৫. জাবির ইবন খালিদ ইবন আবদুল আশহাল ইবন হারিসা।

বনূ কায়স থেকে

বনূ কায়স ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন নাজ্জার-এর দুই ব্যক্তি :

১. কা'ব ইব্‌ন যায্‌দ ইব্‌ন কায়স এবং

২. তাঁদের মিত্র, বুজায়র ইব্‌ন আবূ বুজায়র।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বুজায়র ছিলেন বনূ আব্‌স্ ইব্‌ন বাগীয ইব্‌ন রায়স ইব্‌ন গাতফান–এর শাখা গোত্র বনূ জাযীমা ইব্‌ন রাওয়াহা বংশীয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : খাযরাজ বংশের যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন একশ সত্তরজন।

আরও কিছু বদরী সাহাবী (রা) ইব্‌ন ইসহাক যাঁদের কথা উল্লেখ করেন নি

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ আলিম খাযরাজ বংশীয় বদরে অংশগ্রহণকারী আরও কিছু সাহাবীর কথা উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন : বনূ 'আজলান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গান্‌ম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন খাযরাজ–এর :

১. ইতবান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আজলান;

২. মুলায়ল ইব্‌ন ওবারা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আজলান;

৩. ইসমা ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন ওবারা ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আজলান।

আর বনূ হাবীব ইব্‌ন আবদ্ হারিসা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন গয্‌ব ইব্‌ন জুশাম ইব্‌ন খাযরাজ-এর শাখা বংশ বনূ যুরায়ক-এর হিলাল ইব্‌ন মু'আল্লা ইব্‌ন লাওয়ান ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন যায়দ মানাত ইব্‌ন হাবীব।

বদরী সাহাবীদের সর্বমোট সংখ্যা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের যুদ্ধে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁরা গনীমত ও সওয়াবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা ছিল সর্বমোট তিনশত চৌদ্দজন।

এঁদের মধ্যে তিরাশিজন ছিলেন মুহাজির, একষট্টিজন ছিলে নআওস গোত্রের এবং একশ' সত্তর জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের।

বদরের যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন

বনূ আবদুল মুত্তালিব থেকে

বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন কুরায়শের শাখা বংশ বনূ মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর এক ব্যক্তি :

১. উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব, তাঁকে উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ শহীদ করেছিল। উত্‌বা তাঁর পা কেটে দিয়েছিল; ফলে তিনি সাফ্‌রা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

বনূ জুহরা থেকে

বনূ জুহ্‌রা ইব্‌ন কিলাব-এর দু'ব্যক্তি :

১. উমায়র ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস ইব্‌ন উহায়ব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন জুহ্‌রা;

ইব্‌ন হিশামের মতে : তিনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের ভাই।

২. বনূ খুযা'আর শাখা বংশ গুব্‌শান বংশীয় তাঁদের মিত্র যুশ্-শিমালায়ন ইব্‌ন আব্‌দ আমর ইব্‌ন নায্‌লা।

বনূ আদী থেকে

বনূ আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-এর দু'ব্যক্তি :

১. আকিল ইব্‌ন বুকায়র। ইনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন লায়স ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানা বংশীয় ও বনূ আদীর মিত্র এবং

২. উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম মিহজা'।

বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র থেকে

বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌র এর এক ব্যক্তি :

১. সাফওয়ান ইব্‌ন বায়যা।

আনসারদের থেকে

আর আনসার সাহাবীদের মধ্যে বনূ আমর ইব্‌ন আউফ-এর দু'ব্যক্তি :

১. সা'দ ইব্‌ন খায়সামা এবং

২. মুবাশশির আবদুল মুনযির ইব্‌ন যাম্বার।

বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ থেকে

বনূ হারিস ইব্ন খাযরাজ-এর এক ব্যক্তি :

১. ইয়াযীদ ইব্ন হারিস ওরফে ইব্ন ফুসহুম।

বনূ সালামা থেকে

বনূ সালামার শাখা গোত্র বনূ হারাম ইব্ন কা'ব ইব্ন গান্ম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামার একজন :

১. উমায়র ইব্ন হুমাম।

বনূ হাবীব থেকে

বনূ হাবীব ইব্ন আব্দ হারিসা ইব্ন মালিক ইব্ন গয্ব ইব্ন জুশাম-এর এক ব্যক্তি :

১. রাফি ইব্ন মু'আল্লা।

বনূ নাজ্জার থেকে

বনূ নাজ্জারের এক ব্যক্তি : হারিসা ইব্ন সুরাকা ইব্ন হারিস।

বনূ গান্ম থেকে

বনূ গান্ম ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার-এর দুই ব্যক্তি : হারিস ইব্ন রিফা'আ ইব্ন সাওয়াদ এর দুই ছেলে ১. আউফ ও ২. মুআউ'আয। আনসারদের থেকে মোটি আটজন শহীদ হয়েছিলেন।

বদরে যেসব মুশরিক নিহত হয়েছিল

বনূ আব্দ শামস্ থেকে

বদরে যেসব মুশরিক নিহত হয়েছিল, তারা হল : কুরায়শের শাখা বংশ বনূ আব্দ শামস্ ইব্ন আব্দ মানাফ-এর ১২ ব্যক্তি :

১. হান্যালা ইব্ন আবূ সুফইয়ান ইব্ন হারব ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আব্দ শাম্‌স;

ইব্ন হিশামের মতে : তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্ন হারিসা হত্যা করেছিলেন।

ইব্ন হিশাম আরও বলেন : অনেকের মতে, তাকে হামযা, আলী ও যায়দ (রা) সম্মিলিতভাবে হত্যা করেছিলেন।

২. ইব্ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্ন হাযরামী;

৩. আমির ইব্ন হাযরামী;

শেষোক্ত দু'জন ছিল তাদের মিত্র। ইব্ন হিশাম বলেন : আমিরকে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) আর হারিসকে আওস গোত্রের মিত্র নু'মান ইব্ন আস্‌র হত্যা করেন।

৪-৫ উমায়র ইব্‌ন আবূ উমায়র ও তার ছেলে-এরা দু'জন ছিল তাদের আযাদকৃত গোলাম। ইব্‌ন হিশামের মতে উমায়র ইব্‌ন আবূ উমায়রকে হত্যা করেন আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উবায়দা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আ'স ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস, তাকে হত্যা করেছিলেন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)।

৭. আস ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন উমাইয়া, তাকে হত্যা করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

'উকবা ইব্‌ন মুঈত ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স, তাকে বনূ আমর ইব্‌ন আউফ-এর লোক আসিম ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন আবুল আফলাহ বন্দী অবস্থায় হত্যা করেছিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে তাকে হত্যা করেছিলেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

৯. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উতবা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শামস; তাকে হত্যা করেছিলেন উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব।

ইব্‌ন হিশামের মতে : তাঁকে উবায়দা, হামযা ও আলী (রা) মিলে হত্যা করেছিলেন।

১০. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : শায়বা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স, তাকে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হত্যা করেছিলেন।

১১. ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবী'আ, তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

১২. আন্‌মার ইব্‌ন বাগীয বংশীয় তাদের মিত্র আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ। তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)

বনূ নাওফাল থেকে

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর দুই ব্যক্তি :

১. হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাওফাল। কথিত আছে যে, তাকে হত্যা করেছিলেন বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর লোক খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ।

২. তুয়ায়মা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল, তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। মতান্তরে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব।

বনূ আসাদ থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. যাম'আ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন বনূ হারামের লোক সাবিত ইব্‌ন জিয'আ মতান্তরে হামযা, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব ও সাবিত (রা) তার হত্যায় শরীক ছিলেন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন যাম'আ ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির।

৩. উকায়ল ইব্‌ন আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন মুত্তালিব, ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন হামযা ও আলী (রা) উভয়ে মিলে।

৪. আবুল বাখতারী আস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আসাদ, তাকে হত্যা করেন মুযায্‌যার ইব্‌ন যিয়াদ বালাবী।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবুল বাখতারী আস ইব্‌ন হাশিম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাওফাল ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ, তার নাম হল ইব্‌ন আদাউইয়্যা আদী খুযাআ। আবূ বকর (রা) ও তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন সে-ই তাদেরকে এক রশিতে বেঁধেছিল, সে কারণে তাদের দু'জনকে এক রাশিতে বাঁধা দু'সাথী বলা হত। নাওফাল ছিল কুরায়শ শয়তানদের একজন। তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন।

বনূ আবদুদ্দার থেকে

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাঈ এর দু'জন :

১. নযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালদা ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আবদ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার। কথিত আছে যে, তাকে সাফরা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বন্দী অবস্থায় আলী (রা) হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : উসায়ল[১] নামক এলাকায় তাকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে, নাযর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন কালদা ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন মুলায়স।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : যায়দ ইব্‌ন মুলায়সকে আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইব্‌ন রবাহ হত্যা করেন। আর যায়দ ছিল বনূ মাযিন ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আমর ইব্‌ন তামীমের লোক এবং বনূ আবদুদ্দারের মিত্র। কথিত আছে যে, তাকে মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা) হত্যা করেন।

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররা থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররার দু' ব্যক্তি :

১. উমায়র ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। মতান্তরে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ তাকে হত্যা করেন।

---

১. উসায়ল মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : উসমান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কা'ব, তাকে হত্যা করেন সুহায়ব ইব্‌ন সিনান।

বনূ মাখযূম থেকে

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকাযা ইব্‌ন মুররার সতের ব্যক্তি :

১. আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম, তার নাম হল আমর ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযূম। মু'আয ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ (রা) তার পা কেটে দিয়েছিলেন। ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল আক্রমণ করে মু'আয-এর হাত ছিন্ন করে দিয়েছিল। এরপর মু'আওয়ায্ ইব্‌ন আফরা মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে আবূ জাহ্‌লকে মাটিতে ফেলে দেন। তখনও তার দেহে প্রাণের স্পন্দন ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিহতদের মধ্যে তালাশ করার নির্দেশ দিলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তার মাথা কেটে নেন।

২. আস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম, তাকে হত্যা করেন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)।

৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তামীম বংশীয় এবং বনূ মাখযূমের মিত্র ছিল।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সে বনূ তামীম-এর শাখা বংশ বনূ আমর ইব্‌ন তামীমের লোক ছিল এবং সে বীর যোদ্ধা ছিল। তাকে হত্যা করেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তাদের মিত্র আবূ মুসাফিহ আশ'আরী। ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আবু দুজানা সাঈদী (রা)।

৫. তাদের মিত্র হারমালা ইব্‌ন আমর;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর ভাই খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ যুহায়র হত্যা করেন। মতান্তরে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন। আর হারমালা ছিল আসাদ বংশীয়।

৬. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : মাসঊদ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন মুগীরা;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)।

৭. আবূ কায়স ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে হত্যা করেন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)।

৮. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ কায়স ইব্‌ন ফাকিহ ইব্‌ন মুগীরা;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)। ভিন্ন মতে, তাকে হত্যা করেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)।

৯. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রিফা'আ ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম।

ইব্‌ন হিশামের মতে, তাকে হত্যা করেছিলেন বালাহারিস ইব্‌ন খাযরাজ-এর ভাই সা'দ ইব্‌ন রবী'।

১০. মুনযির ইব্ন আবূ রিফা'আ ইব্ন আবিদ;

ইব্ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেছিলেন বনূ উবায়দ ইব্ন যায়দ ইব্ন মালিক ইব্ন আউফ ইব্ন আমর ইব্ন আউফ-এর মিত্র মা'ন ইব্ন আদী ইব্ন আদী জাদ্দ ইব্ন আজলান।

১১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনযির ইব্ন আবূ রিফা'আ ইব্ন আবিদ;

ইব্ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)।

১২. ইব্ন ইসহাক বলেন : সায়িব ইব্ন আবূ সায়িব ইব্ন আবিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম;

ইব্ন হিশাম বলেন : সায়িব ইব্ন আবূ সায়িব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যবসায়ে শরীক ছিল। তার সম্পর্কেই হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন :

نعم الشريك السائب لايشارى ولايمارى

"সায়িব অত্যন্ত উত্তম শরীক। না সে কোন প্রকার হঠকারিতা করে, আর না সে ঝগড়া করে।"

আমাদের পাওয়া তথ্যমতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মুসলিম হিসাবে ভাল মুসলমান ছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন শিহাব যুহরী, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উত্বার সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, সায়িব ইব্ন আবূ সায়িব ইব্ন আবিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণকারী কুরায়শদের অন্যতম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে যী'রানার দিন হুনায়নের গনীমতের মালের হিস্সা প্রদান করেছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : ইব্ন ইসহাক ছাড়াও অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, তাকে যুবায়র ইব্ন আওয়াম হত্যা করেছিলেন।

১৩. ইব্ন ইসহাক বলেন : আসওয়াদ ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন মাখযূম; তাকে হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হত্যা করেন।

১৪. হাজিব ইব্ন সায়িব ইব্ন উওয়াইমির ইব্ন আমর ইব্ন আইয ইব্ন আব্দ ইব্ন ইমরান ইব্ন মাখযূম;

ইব্ন হিশাম বলেন : অন্য মতে আইয ছিল ইমরান ইব্ন মাখযূমের ছেলে। আর অনেকের মতে হাজিয ইব্ন সায়িব। হাজিব ইব্ন সায়িবকে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন।

১৫. ইব্ন ইসহাক বলেন : উওয়াইমির ইব্ন সায়িব ইব্ন উওয়াইমির;

ইব্ন হিশামের মতে, তাকে নু'মান ইব্ন মালিক মল্লযুদ্ধে হত্যা করেন।

১৬. আমর ইব্ন সুফইয়ান;

১৭. জাবির ইব্ন সুফইয়ান-এরা দু'জন তাদের তাঈ বংশীয় মিত্র ছিল।

ইব্ন হিশামের মতে আমরকে ইয়াযীদ ইব্ন রুকায়শ ও জাবিরকে আবূ বুরদা ইব্ন নায়্যার (রা) হত্যা করেন।

বনূ সাহম থেকে

বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন হুদায়দ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ এর পাঁচজন :

১. মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম। তাকে বনূ সালিমার লোক আবুল ইয়াসার (রা) হত্যা করেন।

২. তার ছেলে, আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন।

৩. নুবায়হ ইব্‌ন হাজ্জাজ ইব্‌ন আমির;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ও সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সম্মিলিতভাবে হত্যা করেন।

৪. আবুল আস ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম;

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন। অন্যমতে তাকে নু'মান ইব্‌ন মালিক কাওকালী (রা) হত্যা করেন। ভিন্ন মতে আবূ দুজানা (রা) তাকে হত্যা করেন।

৫. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আসিম ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন যুবায়রা ইব্‌ন সুআঈদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম।

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে বনূ সালিমার লোক আবুল ইয়াসার (রা) হত্যা করেন।

বনূ জুমাহ থেকে

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআঈ-এর তিন ব্যক্তি :

১. উমাইয়া ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ; তাকে মাযিন বংশীয় জনৈক আনসার সাহাবী হত্যা করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বরং তাকে মু'আয ইব্‌ন আফরা, খারিজা ইব্‌ন যায়দ ও খুবায়ব ইব্‌ন ইসাফ সম্মিলিতভাবে হত্যা করেন।

২. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : তার ছেলে আলী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খালফ; তাকে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হত্যা করেন।

৩. আওস ইব্‌ন মি'য়ার ইব্‌ন লাওযান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন জুমাহ;

ইব্‌ন হিশামের মতে তাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হত্যা করেন। অন্যমতে হুসায়ন ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিব ও উসমান ইব্‌ন মায'উন (রা) সম্মিলিতভাবে তাকে হত্যা করেন। ইব্‌ন হিশাম এরূপ বলেছেন।

বনূ আমির থেকে

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ-এর দুই ব্যক্তি :

১. আব্‌দ কায়স বংশীয় তাদের মিত্র মু'আবিয়া ইব্‌ন আমির;

ইব্ন হিশামের মতে তাকে হত্যা করেন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), মতান্তরে উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান তাকে হত্যা করেন। ইব্ন হিশাম এরূপ বলেছেন।

২. ইব্ন ইসহাক বলেন : কালব ইব্ন আউফ ইব্ন কা'ব; আমির ইব্ন লায়স বংশীয় তাদের মিত্র মা'বাদ ইব্ন ওয়াহ্ব।

ইব্ন হিশামের মতে তাকে বুকায়রের দু'ছেলে খালিদ ও ইয়াস মতান্তরে আবূ দুজানা হত্যা করেন। ইব্ন হিশাম এরূপ বলেছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বদরে নিহত কুরায়শদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল পঞ্চাশজন।

ইব্ন হিশাম বলেন : আমাকে আবূ উবায়দা আবূ আমর-এর সূত্রে জানিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের সংখ্যা ছিল সত্তরজন এবং বন্দীর সংখ্যাও ছিল সত্তরজন। ইব্ন আব্বাস ও সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা)-এর অভিমতও এরূপ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أَوَلَمَّآ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا –

"কি ব্যাপার যখন তোমাদের উপর (উহুদ যুদ্ধে) মুসীবত এসে পৌঁছাল অথচ তোমরা তো তার দ্বিগুণ বিপদ (বদর যুদ্ধে শত্রুদের উপর) ঘটিয়েছিলে।" (৩ : ১৬৫)

এ আয়াতে উহুদের যুদ্ধে নিহত সত্তরজনের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে তোমাদের যে ক'জন নিহত হয়েছিল, বদরের যুদ্ধে তোমরা শত্রুদেরকে এর দ্বিগুণ বিপদে ফেলেছিলে, তাদের সত্তরজন নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল।

আবূ যায়দ আনসারী আমাকে কা'ব ইব্ন মালিকের এ কবিতা শুনিয়েছেন :

فا قام بالعطن المعطن منهم × سبعون عتبه منهم والاسود

"পানির গর্তে, যেখানে উট বসে, সেখানে তাদের সত্তর ব্যক্তি পড়েছিল, যার মধ্যে উতবা এবং আস্ওয়াদও ছিল।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কবি এখানে বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ পক্তিটি তার উহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ কবিতার অংশবিশেষ। যথাস্থানে তা ইনশা আল্লাহ্ আলোচনা করব।

বদর যুদ্ধে নিহত অন্যান্য কাফির যাদের কথা ইব্ন ইসহাক আলোচনা করেননি

ইব্ন হিশাম বলেন : নিহত সত্তরজনের মধ্যে ইব্ন ইসহাক যাদের নাম উল্লেখ করেন নি, তারা হল :

বনূ আব্দ শামস্ থেকে

বনূ আব্দ শামস্ ইব্ন মানাফ এর দুই ব্যক্তি :

১. ওয়াহ্ব ইব্ন হারিস; সে ছিল আনমার ইব্ন বাগীয গোত্রীয় এবং তাদের মিত্র।

২. তাদের ইয়ামানী মিত্র আমির ইব্ন যায়দ।

বনূ আসাদ থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার দুই ব্যক্তি :

১. তাদের ইয়ামানী মিত্র উকবা ইব্‌ন যায়দ এবং

২. তাদের আযাদকৃত গোলাম উমায়র।

বনূ আবদুদ্দার থেকে

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাই-এর দুই ব্যক্তি :

১. নুবায়হ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুলায়স ও

২. কায়স বংশীয় তাদের মিত্র উবায়দ ইব্‌ন সালীত।

বনূ তায়ম থেকে

বনূ তায়ম ইব্‌ন মুররার দুই ব্যক্তি :

১. মালিক ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান (সে ছিল তাল্‌হা ইব্‌ন উবাযদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান-এর ভাই) তাকে বন্দী করা হয়েছিল এবং সে বন্দী থাকা অবস্থায় মারা যায়। এ জন্য তাকেও নিহতদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

২. কারো কারো মতে, আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুদ'আন।

বনূ মাখযূম থেকে

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযার সাত ব্যক্তি :

১. হুযায়ফা ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা; সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) তাকে হত্যা করেন।

২. হিশাম ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা; সুহায়ব ইব্‌ন সিনান (রা) তাকে হত্যা করেন।

৩. যুহায়র ইব্‌ন আবূ রিফা'আ; তাকে হত্যা করেন আবূ উসায়দ মালিক ইব্‌ন রাবী'আ।

৪. সায়িব ইব্‌ন আবূ রিফা'আ; তাকে হত্যা করেন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)।

৫. আয়িয ইব্‌ন সায়িব ইব্‌ন উওয়াইমির; সে বন্দী হওয়ার পর মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর প্রদত্ত আঘাতের কারণে পথিমধ্যে মারা যায়।

৬. তাঈ বংশীয় তাদের মিত্র উমায়র এবং

৭. কারাহ গোত্রীয় তাদের মিত্র খিয়ার।

বনূ জুমাহ থেকে

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর এর এক ব্যক্তি :

১. তাদের মিত্র সাবরা ইব্‌ন মালিক।

বনূ সাহ্‌ম থেকে

বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর এর দুই ব্যক্তি :

১. হারিস ইব্‌ন মুনাবব্বিহ ইব্‌ন হাজ্জাজ; তাকে হত্যা করেন সুহায়ব ইব্‌ন সিনান।

২. আসিম ইব্‌ন যুবায়রার ভাই আমির ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন যুবায়রা; তাকে হত্যা করেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা আজলানী। মতান্তরে আবূ দুজানা তাকে হত্যা করেন।

বদর যুদ্ধে বন্দী মুশরিকদের বিবরণ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদরের দিন যেসব মুশরিক বন্দী হয়েছিল, তারা হল :

বনূ হাশিম থেকে

১. আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম ও

২. নাওফাল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম।

বনূ মুত্তালিব থেকে

বনূ মুত্তালিব ইব্‌ন আবদ মানাফের দুই ব্যক্তি :

১. সায়িব ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন মুত্তালিব ও

২. নু'মান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব।

বনূ আব্‌দ শামস্ ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর সাত ব্যক্তি :

১. আমর ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস্;

২. হারিস্ ইব্‌ন আবূ উযযা ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শামস্

ইব্‌ন হিশাম বলেন : মতান্তরে ইব্‌ন আবূ অহ্‌রা।

৩. আবুল আস ইব্‌ন রাবী ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন আব্‌দ শামস্;

৪. আবুল আস ইব্‌ন নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ শামস্;

৫. তাদের মিত্রদের থেকে আবূ রীশাহ ইব্‌ন আবূ আমর;

৬. আমর ইব্‌ন আযরাক এবং

৭. উক্‌বা ইব্‌ন আবদুল হারিস ইব্‌ন হাযরামী।

বনূ নাওফাল ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ-এর তিন ব্যক্তি :

১. আদী ইব্‌ন খিয়ার ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাওফাল;

২. উসমান ইব্‌ন আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন উখায় গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির (মাযিন ইব্‌ন মানসূর বংশীয় তাদের মিত্র) এবং

৩. আবূ সাওর (তাদের মিত্র)।

বনূ আবদুদ্দার ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাঈ-এর দু'ব্যক্তি :

১. আবূ আযীয ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন আবদুদ্দার এবং

২. আসওয়াদ ইব্‌ন আমির, তাদের মিত্র। তারা বলে : আমরা আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সাব্বাকের বংশধর।

বনূ আসাদ ও তাদের মিত্রদের থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন কুসাই-এর তিন ব্যক্তি :

১. সায়িব ইব্‌ন আবূ হুবায়শ ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আসাদ;

২. হুয়াইরিস ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আসাদ;

ইব্‌ন হিশামের মতে সে হল হারিস ইব্‌ন আইয ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আসাদ।

৩. ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সালিম ইব্‌ন শাম্মাখ তাদের মিত্র।

বনূ মাখযূম থেকে

বনূ মাখযূম ইব্‌ন ইয়াকযা ইব্‌ন মুর্‌রা থেকে নয় ব্যক্তি :

১. খালিদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

২. উমাইয়া ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন মুগীরা;

৩. ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা;

৪. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

৫. আবুল মুনযির ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযূম;

৬. সায়ফী ইব্‌ন আবূ রিফা'আ ইব্‌ন আবিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

৭. আবূ আতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সায়ব ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযূম;

৮. মুত্তালিব ইব্‌ন হান্‌তাব ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযূম এবং

৯. খালিদ ইব্‌ন আলাম, তাদের মিত্র। লোকেরা তার সম্পর্কে এরূপ বলে থাকে যে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক পালিয়েছিল এবং এই কবিতা আবৃত্তি করেছিল :

ولسنا على الادبار تدمى لكومنا × ولكن على اقدامنا يقطر الدم

"আমরা এমন যোদ্ধা নই যে, আমাদের পৃষ্ঠদেশের যখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে বরং আমাদের রক্ত প্রবাহিত হয় সামনের দিক থেকে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অন্য বর্ণনায় لسنا على الاعقاب রয়েছে। খালিদ ইব্‌ন আলাম ছিল খুযা'আ গোত্রীয়। অন্য মতে সে ছিল আকীল বংশীয়।

বনূ সাহ্‌ম থেকে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ সাহ্‌ম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব-এর চার ব্যক্তি :

১. আবূ বিদা'আ ইব্‌ন যুবায়রা ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম; বদরের বন্দীদের মধ্যে সে ছিল প্রথম ব্যক্তি, যাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করা হয়েছিল। আর তার মুক্তিপণ তার ছেলে মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ বিদা'আ আদায় করেছিল।

২. ফার্‌ওয়া ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম;

৩. হানযালা ইব্‌ন কুবায়সা ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম ও

৪. হাজ্জাজ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সাহ্‌ম।

বনূ জুমাহ থেকে

বনূ জুমাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুসায়স ইব্‌ন কা'ব-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ;

২. আবূ ইয্‌যা আমর ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন উহীব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ;

৩. ফাকিহ, উমাইয়া ইব্‌ন খালফ-এর আযাদকৃত গোলাম। তার আযাদ হওয়ার পর রাবাহ ইব্‌ন মুগ্‌তারিফ তাকে নিজের বংশভুক্ত বলে দাবি করে। আর সে নিজে দাবি করত যে, সে শাম্মাখ ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র বংশের লোক। অনেকের মতে, ফাকিহ্ ছিল জারওল ইব্‌ন হিযম ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন গাযব ইব্‌ন শাম্মাখ ইব্‌ন মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌রের পুত্র;

৪. ওয়াহব ইব্‌ন উমায়র ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন খালফ ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ ও

৫. রবী'আ ইব্‌ন দার্‌রাজ ইব্‌ন আনবাস ইব্‌ন উহবান ইব্‌ন ওয়াহব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ।

বনূ আমির থেকে

বনূ আমির ইব্‌ন লুআঈ থেকে তিন ব্যক্তি :

১. সুহায়ল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদ শামস্; ইব্‌ন আব্‌দ 'উদ্দ' ইব্‌ন নযর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির; তাকে বন্দী করেছিলেন সালিম ইব্‌ন আউফ বংশীয় মালিক ইব্‌ন দুখ্‌শুম।

২. আব্‌দ ইব্‌ন যাম'আ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্‌দ শামস্ ইব্‌ন আব্‌দ 'উদ্দ ইব্‌ন নযর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিস্‌ল ইব্‌ন আমির এবং

৩. আবদুর রহমান ইব্‌ন মাশ্‌নূ ইব্‌ন ওয়াকদান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আব্‌দ শামস্‌ ইব্‌ন আব্‌দ 'উদ্দ ইব্‌ন নযর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হিসল ইব্‌ন 'আমির।

বনূ হারিস থেকে

বনূ হারিস ইব্‌ন ফিহ্‌রের দু'ব্যক্তি :

১. তুফায়ল ইব্‌ন আবূ কুনায় ও

২. উতবাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাহ্‌দাম্‌।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আমাদের কাছে সর্বমোট ৪৩ জন বন্দীর নাম সংরক্ষিত আছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : সর্বমোট সংখ্যায় একটি নাম বাদ পড়েছে। ইব্‌ন ইসহাক তার নাম উল্লেখ করেননি। আর ইব্‌ন ইসহাক বন্দীদের থেকে যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তারা হল :

বনূ হাশিম থেকে

১. বনূ হাশিম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের এক ব্যক্তি-উত্‌বা। সে ফিহ্‌র বংশীয় এবং তাদের মিত্র ছিল।

বনূ মুত্তালিব থেকে

বনূ মুত্তালিব ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের তিন ব্যক্তি :

১. আকীল ইব্‌ন আমর। সে তাদের মিত্র ছিল;

২. আকীলের ভাই তামীম ইব্‌ন আমর এবং

৩. তামীমের ছেলে।

বনূ আব্‌দ শাম্‌স থেকে

বনূ আব্‌দ শামস্‌ মানাফের দু'ব্যক্তি :

১. খালিদ ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন আবুল 'ঈস ও

২. আস ইব্‌ন উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম আবুল আরীয ইয়াসার।

বনূ নাওফাল থেকে

বনূ নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের এক ব্যক্তি :

১. তাদের আযাদকৃত গোলাম নাবহান।

বনূ আসাদ থেকে

বনূ আসাদ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যার এক ব্যক্তি :

১. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুমায়দ ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন হারিস।

বনূ আবদুদ্দার থেকে

বনূ আবদুদ্দার ইব্‌ন কুসাইয়ের এক ব্যক্তি :

১. তাদের ইয়ামানী মিত্র আকীল।

বনূ তায়ম থেকে

বনূ তায়ম ইব্ন মুররার দু'ব্যক্তি :

১. মুসাফি' ইব্ন ইয়ায (ইব্ন সখ্র ইব্ন আমির ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম) এবং

২. জাবির ইব্ন যুবাইয়র, তাদের মিত্র।

বনূ মাখযূম থেকে

বনূ মাখযূম ইব্ন ইয়াক্যার এক ব্যক্তি :

১. কায়স ইব্ন সায়িব।

বনূ জুমাহ থেকে

বনূ জুমাহ্ ইব্ন আমর-এর পাঁচ ব্যক্তি :

১. আম্র ইব্ন উবায় ইব্ন খালফ;

২. আবূ রুহম ইব্ন আবদুল্লাহ্, তাদের মিত্র;

৩. তাদের আর একজন মিত্রের নাম আমার সংগ্রহ থেকে হারিয়ে গেছে।

৪. উমাইয়া ইব্ন খালফের আযাদকৃত দুই ব্যক্তি যাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নিস্তাস।

৫. উমাইয়া ইব্ন খালফের গোলাম আবূ রাফি'।

বনূ সাহ্ম থেকে

বনূ সাহ্ম ইব্ন আমর-এর এক ব্যক্তি :

১. নুবায়হ ইব্ন হাজ্জাজ-এর আযাদকৃত গোলাম আসলাম।

বনূ আমির থেকে

বনূ আমির ইব্ন লুআঈ-এর দুই ব্যক্তি :

১. হাবীব ইব্ন জাবির ও

২. সায়িব ইব্ন মালিক।

বনূ হারিস থেকে

বনূ হারিস ইব্ন ফিহর-এর দুই ব্যক্তি :

১. শাফি' ও

২. শাফী', তাদের ইয়ামানী মিত্রদ্বয়।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা

(১)

হামযা (রা)-এর কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব কবিতা আবৃত্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পরস্পর যে কবিতা প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তার মধ্যে হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর কবিতাও রয়েছে। ইব্‌ন হিশামের মতে অধিকাংশ কাব্য বিশেষজ্ঞ এসব কবিতা এবং তার বিপক্ষে যে সব কবিতা আবৃত্তি করা হযেছে, এগুলোকে অস্বীকার করেন।

الم تر امرا كان من عجب الدهر × وللحين اسباب مبينة الامر

"তুমি কি যুগের বৈচিত্র্যময় কালচক্রের প্রতি লক্ষ্য করনি; আর মৃত্যুর বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে; যা স্পষ্ট।

আর এ ঘটনা এ ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, কওমকে নসীহত করা হয়েছিল; কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও অস্বীকারের মাধ্যমে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

যে সন্ধ্যায় তারা সদলবলে বদরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, সেদিন তারা বদরের প্রস্তরময় গুহায় চিরদিনের জন্য রয়ে গেল।

আমরা শুধু কাফেলার সন্ধানেই বেরিয়েছিলাম। এছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আর তারাও আমাদের দিকে এগিয়ে এল, তখন আমরা ভাগ্যের নির্ধারিত স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হলাম।

এরপর যখন আমরা পরস্পর মুখোমুখি হই, তখন আমাদের জন্য ধূসর বর্ণের সোজা তীর নিক্ষেপ করা ছাড়া ফিরে যাওয়ার আর কোন পথ ছিল না।

আর শিরশ্ছেদকারী ধারাল শ্বেতশুভ্র অলংকার শোভিত ঝলমলে তরবারি দ্বারা আমাদের আক্রমণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না।

আর আমরা ভ্রান্তির দহলিজ (উতবাহ)-কে মাটির সাথে মিশিয়ে দেই। আর শায়বাকে বড় কূপে নিহতদের মাঝে উপুড় করে ফেলে দেই।

তাদের মিত্ররা, যারা মাটির সাথে মিশে গিয়েছে, তার মধ্যে আমরও মাটির সাথে মিশে গিয়েছে, ফলে বিলাপকারিণীদের জামা আমরের শোকে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

আর তারা ছিল লুআঈ ইব্‌ন গালিব ও ফিহ্‌রের উর্ধতন শাখার সম্ভ্রান্ত মহিলা।

এরা সেই সব লোক, যারা নিজেদের গুমরাহীতে নিহত হয়েছে। আর তাদেরকে এমন অবস্থায় ঝাণ্ডা ছাড়তে হয়েছে যে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের কাছে কোন সাহায্যকারী পৌঁছতে পারেনি।

গুমরাহীর ঝাণ্ডা, যে ঝাণ্ডাওয়ালাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইবলীস। পরিশেষে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। বস্তুত সে খবীস বিশ্বাসঘাতকতা করেই থাকে।

যখন সে মুসলমানদের সাহায্যপ্রাপ্তির বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখতে পেল, তখন সে বলল, আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলাম, আজ ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই।

কেননা আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছ না; আর আমি আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় করছি, আর আল্লাহ্ তো পরাক্রমশালী।

পরিশেষে সে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে এনেছে। ফলে তারা সেখানে আটকে গিয়েছে, যে কথা সে তাদের জানায়নি, তা সে ভাল করেই জানত।

তারা সেই বদরের কুয়ায় পৌঁছার সকালে এক হাজার ছিল, আর আমাদের দলে ছিল শ্বেতশুভ্র নর উটের মত তিনশত লোক।

আর আমাদের সাথে ছিল আল্লাহ্‌র সৈনিক, যখন তিনি তাদের দ্বারা আমাদের বিরোধীদের মুকাবিলায় সাহায্য করছিলেন, তখন লোকেরা আমাদের কাছে জানতে চাইত, এরা কারা?

মোটকথা, আমাদের পতাকাতলে থেকে জিবরাঈল (আ) এক সংকীর্ণ স্থানে তাদেরকে এমন কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন যে, সেখানে তাদের লাগাতার মৃত্যুই হচ্ছিল।"

এর জবাবে হারিস ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরা বলে :

الايا القومى للصبابة والهجر × وللحزن منى والحرارة فى الصدر

"শোন, হে জাতি! প্রেম ও বিরহ, আমার দুঃখ ও মনের জ্বালার কথা শোন।

আর আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা ঝরার অবস্থা শোন, যেন তা ছিঁড়ে যাওয়া মালা, যা থেকে মুক্তা দ্রুত ঝরে পড়ছে।

মিষ্টি স্বভাবের, মহান বীর লোকটির জন্য (চক্ষু ক্রন্দন করছে)। কেননা সে বদর প্রান্তরে প্রস্তরময় কূপে আজীবনের জন্য মাটির সাথে মিশে রয়েছে।

হে আম্‌র! তুমি ছিলে উদার স্বভাবের, তুমি আপনজন ও সাথীদের অন্তর থেকে দূরে সরে যেও না।

যদি কোন জাতি ঘটনাক্রমে তোমার উপর জয়ী হয়, তবে কালের চক্রে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কেননা অতীতের কালচক্রে তুমি বীরত্বের সাথে তাদেরকে অপদস্থতার ভয়ংকর পথ দেখিয়ে আসছিলে।

হে আমর! যদি মরে না যাই, তবে তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব এবং কোন আত্মীয় ও কুটুম্বের প্রতি লক্ষ্য করে কোন প্রকার দয়া করব না।

তারা যেমন আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে, আমিও তাদের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে তাদের কোমর ভেঙ্গে দেব।

তারা কতগুলো নোংরা আগাছা জমা করেই আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেছে, আর আমরা হলাম নির্ভেজাল বনূ ফিহ্র গোত্রীয়।

হে বনূ লুআঈ শোন! নিজের সম্ভ্রম ও উপাস্য দেব-দেবীদের হিফাযত কর এবং অহংকারীদের হাতে তাদের ছেড়ে দিও না।

তোমরা এবং তোমাদের পূর্বসূরীরা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের পেয়েছ, আর পেয়েছ ছাদ ও পর্দাবিশিষ্ট ঘর।

সে বলিষ্ঠ সুপুরুষটির কি হল, যে তোমাদের ধ্বংসের ইচ্ছা করেছে। কাজেই হে গালিব বংশীয়রা! তোমরা তাকে মোটেই অপারগ মনে করো না।

যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা করছ, তাদের মুকাবিলায় সচেষ্ট হও। পরস্পরের সহযোগিতা করো, ধৈর্য ও সহ্যের সাথে একতাবদ্ধ থাক।

সম্ভবত তোমরা তোমাদের ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে। তোমরা যদি তার প্রতিশোধ না নাও, তবে আমরের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্কই থাকবে না।

বিজলীর ন্যায় ঝলসানো, হাতে ঝুলানো ও শিরশ্ছেদকারী, অলংকার শোভিত তরবারি দ্বারা।

সে তরবারিকে যখন শত্রুর জন্য উন্মুক্ত করা হয়, তখন তার পৃষ্ঠদেশে শোভিত অলংকারগুলো পিঁপড়ার পদচিহ্ন বলে মনে হয়।"

ইব্ন হিশাম বলেন : এই কাসীদায় ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা থেকে আমি দু'টি শব্দ পরিবর্তন করেছি। তা হল : কবিতার শেষে "الفخر।" আর কবিতার শুরুতে "الحليم।" কেননা সে-এ শব্দ দু'টিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আপত্তিকর কথা বলেছে।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : বদর যুদ্ধ সম্পর্কে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন :

ইব্ন হিশাম বলেন : আমার সাথে এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটেনি যে এ কবিতাগুলো বা এর জবাবী কবিতাগুলো সম্পর্কে জানে। তবে এ কবিতাগুলো উল্লেখ করার কারণ এই যে, অনেকের মতে বদর যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুদ'আন-এর কথা ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেননি। অথচ তার উল্লেখ এ কবিতায় রয়েছে :

الم تر ان الله ابلى رسوله × بلاء عزيزذى اقتدار وذى فضل

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে পরীক্ষা করেছেন যেমন, পরীক্ষা করা হয় শৌর্য-বীর্য ও সম্ভ্রমের অধিকারীর শৌর্য-বীর্য ও সম্ভ্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

যে পরীক্ষার কারণে কাফিরদের অবতরণ করানো হয়েছে লাঞ্ছনার স্থানে; অবশেষে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে বন্দী ও নিহত হওয়ার লাঞ্ছনার সাথে।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্যকারীদেরও সম্মান অর্জিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো ইনসাফের সাথেই প্রেরিত হয়েছেন।

আর তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী কিতাব নিয়ে এসেছেন, যার আয়াতগুলো বিবেকবানদের জন্য সুস্পষ্ট।

ফলে কিছু লোক তার উপর ঈমান এনেছে ও তা বিশ্বাস করে নিয়েছে; আলহামদু লিল্লাহ্, এর ফলে তারা তাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র করতে সক্ষম হয়েছে।

আর কিছু লোক তা অস্বীকার করেছে; ফলে তাদের অন্তর বক্র হয়ে গেছে; আর আরশের অধিপতি (আল্লাহ্) তাদের বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি বদরের দিন তাঁর রাসূলকে কাফিরদের উপর শক্তি দিয়েছেন, আর তিনি শক্তি দিয়েছেন ক্রোধান্বিত জাতিকে, যাদের কাজ ছিল উত্তম; কেননা তাদের ক্রোধ ছিল আল্লাহ্র জন্য।

তাদের হাতে ছিল চকচকে সাদা হালকা (তরবারি), যা দিয়ে তারা হামলা করে। আর সে তরবারিগুলোকে পোড়াতে এবং শাণিত করতে তারা অনেক সময় ব্যয় করেছে।

ফলে তারা ভূপতিত করেছে কত যে বীর সেনা ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারীকে—তাদের শোকে বিলাপকারিণীরা অশ্রু ঝরিয়েছে—মুষলধারে বৃষ্টির মত তারা রাতভর অশ্রু ঝরিয়ে বদান্যতা দেখিয়েছে।

বিলাপকারিণীরা পথভ্রষ্ট উতবা, তার ছেলে শায়বা ও আবূ জাহ্লের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়ে বেড়াচ্ছে।

আর তারা লেংড়ার (আসওয়াদ ইব্ন আবদুল আসাদ মাখযূমী) মৃত্যু সংবাদ শোনাচ্ছে; ইব্ন জুদ'আনও তাদের মধ্যে রয়েছে। বিলাপকারিণীরা শোকের কাল পোশাক পরে আছে, তাদের হৃদয়ে শোকের আগুন জ্বলছে, আপনজনদের বিরহের বেদনার ছাপ তাদের চেহারায় স্পষ্ট।

আর তুমি তাদের একটি শক্তিশালী যুদ্ধবাজ ও দুর্ভিক্ষে সাহায্যকারী দলকে বদরের কুয়ায় পড়ে থাকতে দেখতে পাবে।

তাদের অনেককে গুমরাহীর দিকে আহবান করেছে, আর তারাও সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। ভ্রান্তির দিকে আকর্ষণকারী অনেক রশি রয়েছে, যদিও সেগুলোর আকর্ষণ খুবই দুর্বল।

পরিশেষে, তারা আলু-থালু অবস্থায় চীৎকার করতে করতে জাহান্নামের অগ্নি শিখায় দুপুর বেলা পৌঁছে গেছে।"

এর জবাবে হারিস ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরা বলে :

عجبت لا قوام تغنى سفيههم × بامرسفاه ذى اعتراض وذى بطل

"আমি আশ্চর্যবোধ করি সেসব লোকের আচরণে, যাদের নির্বোধ একটি লোক সমালোচনার যোগ্য ও মিথ্যা কতগুলো কথা কবিতার আকারে গেয়ে বেড়াচ্ছে।

বদরের সেই নিহতদের ব্যাপারে কবিতা গেয়ে বেড়াচ্ছে, যাদের তরুণ ও বৃদ্ধদের ভদ্র আচরণ অব্যাহত ছিল।

তারা ছিল বনূ গালিবের উর্ধ্বতন শাখার উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট বীর পুরুষ এবং যুদ্ধে বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী আর দুর্ভিক্ষে আহার প্রদানকারী।

তারা সম্মানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে। তারা দূরের ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন বংশের লোকদের জন্য নিজ বংশকে বিক্রয় করে দেয়নি।

বনূ গাস্সান আমাদের পরিবর্তে তোমাদের একান্ত আপনজন হয়ে গেল! আশ্চর্যের ব্যাপার, এমন কাণ্ডও কি ঘটতে পারে!

তোমাদের এ ধরনের কাজ-ন্যায়ের বিরোধিতা, স্পষ্ট অপরাধ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে হয়েছে, যা বিবেক ও বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সীমালংঘন হিসাবে গণ্য করছে। যদি কিছু লোক মারা গিয়ে থাকে (তবে তাতে কিঁছু যায় আসে না); কারণ মৃত্যুর মধ্যে উত্তম মৃত্যু হল হত্যার মাধ্যমে মৃত্যু।

তোমরা তাদের হত্যা করে উৎফুল্লবোধ করো না।

কেননা তাদের হত্যা তোমাদের জন্য স্থায়ী ধ্বংসের কারণ।

কেননা তাদের হত্যার পর তোমরা তোমাদের ঈপ্সিত বস্তু থেকে সর্বদা দূরেই থাকবে। আর বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোকে একত্র করতে পারবে না।

প্রশংসারযোগ্য কাজের অধিকারী ইব্ন জুদ'আন উতবা এবং তোমাদের মধ্যে আবূ জাহ্ল —এদের অবর্তমানে (উপরোক্ত অসুবিধা দেখা দেবে)।

তাদের মাঝে আছে শায়বা, ওলীদ, যাজ্ঞাকারীদের আশ্রয়স্থল উমাইয়া, আর এক পারিশিষ্ট আস্ওয়াদ।

আপনজনের বিচ্ছেদে এবং বিপদে চীৎকার করে বিলাপকারিণীদের উচিত এদের জন্য ক্রন্দন করা। আর এদের পর কারো মৃত্যুতে ক্রন্দন না করা।

মক্কার দু'পাশের বাসিন্দাদের বলে দাও যে, তোমরা সৈন্য-সামন্ত একত্র করে নাও এবং খেজুর বাগানে ঘেরা ইয়াসরিবের কিল্লার দিকে এগিয়ে চল।

সকলে মিলে চল। বনূ কা'বকে ঘেরাও কর। স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রঙের সদ্য শান দেওয়া তরবারি দ্বারা তাদের প্রতিহত কর।

অন্যথায় ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন কর, আর জুতা দিয়ে পদদলিতকারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে দিন কাটাও।

হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা একথা জেনে রাখ, লা'ত প্রতিমার কসম : তোমাদের উপর পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও (বলছি যে,) তোমরা লৌহ বর্ম চমকানো বর্শা, তীক্ষ্ণ-শাণিত তরবারি, আর তীর না নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়াবে না।"

বনূ মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌রের লোক যিরার ইব্‌ন খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস বদর যুদ্ধ সম্পর্কে বলে :

عجبت لفخر الاوس والحين دائر × عليهم غدا والدهر فيه بصائر

"আমি আশ্চর্যবোধ করি আওসের অহংকার দেখে, অথচ আগামীকাল তারাও মৃত্যুর চাকায় পিষ্ঠ হবে। আর যামানার মধ্যে রয়েছে অনেক শিক্ষাপ্রদ ঘটনা।

আরও আশ্চর্য হই বনূ নাজ্জারের অহংকারে (যাদের অহংকার শুধু এ কারণেই যে,) বদর যুদ্ধে গোটা একটি বংশ বিপদগ্রস্ত হয়েছে, আর সে সময় তারা অবিচল রয়েছে।

এ বংশের মৃতদেহগুলো যদিও ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তাতে কিছুই আসে যায় না, কেননা তার পরেও তো আমরা আছি, আমরা অচিরেই ধ্বংস নিয়ে আসব।

হে বনূ আওস! ক্ষুদ্র কেশবিশিষ্ট দীর্ঘ ও তেজস্বী ঘোড়া আমাদের বহন করে তোমাদের মথিত করবে, যাতে প্রতিশোধের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে শান্তি আসে।

আর অচিরেই সেই ঘোড়াগুলোর সাহায্যে আমরা বনূ নাজ্জারের উপর দ্বিতীয় হামলা চালাব, যেগুলো বর্শা ও বর্মধারীদের ভার বহনকারীও হবে।

আমরা তাদের এমনভাবে ধরাশায়ী করব যে, পাখির দল তাদের চারপাশে ঘিরে থাকবে। আর মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া তাদের আর কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

তাদের শোকে কাঁদবে ইয়াসরিবের মহিলারা, তারা সেখানে বিনিদ্র রজনী কাটাবে।

আর সে অবস্থা এজন্য হবে যে, আমাদের তরবারির আঘাতে তাদের রক্ত সব সময় প্রবাহিত হতে থাকবে, যাদের সাথে এ তরবারি যুদ্ধ করবে।

যদি তোমরা বদর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে থাক, তবে তার একমাত্র কারণ এই যে, আমাদেরই এক ব্যক্তি আহমদ তোমাদের ভাগ্যে জুটে গেছে, আর এ কথা সুস্পষ্ট।

আর সে এমন সব মনোনীত লোকদের সাথে মিশে গেছে, যারা তার আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু তার মৃত্যু তো অনিবার্য।

তাদের মধ্যে রয়েছে আবূ বকর ও হামযা, আর তোমার উল্লিখিত লোকদের মাঝে আলী নামে পরিচিত লোকটিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

আর তাদের মধ্যে রয়েছে আবূ হাফ্‌স উমর, উসমান ও সা'দ; যখন সে [আহমদ (সা)] কোন যুদ্ধে হাযির হয়, তখন এরা তার সঙ্গে থাকে।

এরাই তারা, যাদের কারণে বিজয় লাভ সম্ভব হয়েছে, আওস ও নাজ্জার বংশীয়দের কারণে নয়, যাদের অনেক সন্তান-সন্ততি রয়েছে যা নিয়ে তারা অহংকার করে।

যখন বনূ কা'ব ও বনূ আমিরের বংশনামা গণনা করা হয়, তখন তাদের উর্ধতন পুরুষ হবে লুআঈ ইব্‌ন গালিব।

এঁরা হলেন প্রত্যেক যুদ্ধেই অশ্বারোহীদের প্রতি বর্শা নিক্ষেপকারী, আর কঠিন বিপদের সময় তারা উত্তম আচরণকারী ও অনেক পূণ্য অর্জনকারী।"

এর জবাবে সালামা গোত্রের কা'ব ইব্ন মালিক বলেন :

"আমি মহান আল্লাহ্র যাবতীয় কর্মে সত্যি বিস্মিত। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম, আল্লাহ্কে বাধ্য করার কেউ নেই।

বদরের দিন তাঁর ফয়সালা এ ছিল যে, আমরা এমন এক বংশের সম্মুখীন হই, যারা ছিল ধর্মদ্রোহী, আর ধর্মদ্রোহিতা মানুষকে বাঁকাপথে নিয়ে যায়।

তারা সৈন্য-সামন্ত একত্র করেছিল এবং তাদের পাশে বসবাসকারী লোকদের যুদ্ধের জন্য বের হতে আহবান করেছিল, ফলে তাদের দলের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে যায়।

তারা সকলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে এবং আমরা ছাড়া আর কেউ তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল না। বনূ কা'ব ও বনূ আমরের সকল সদস্য আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।

আর আমাদের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ্র রাসূল (সা)! যাঁর চারপাশে রয়েছে কিল্লার ন্যায় আওস গোত্র, যারা বিজয়ী ও সাহায্যকারী।

আর তাঁর ঝাণ্ডাতলে রয়েছে বনূ নাজ্জারের দল, তারা সাদা ও নরম বর্ম পরিধান করে বীর বিক্রমে, ধূলি উড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

আমরা যখন তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াই তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সাথীর জন্য বীর হতে নিজকে উদ্বুদ্ধ করি এবং অবিচল থাকি।

আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন রব নেই। আর আল্লাহ্র রাসূল সত্য বার্তা বাহক, বিজয়ী।

আর সাদা চোখ ঝলসানো হালকা তরবারি খাপমুক্ত করা হল, মনে হচ্ছিল তা যেন অগ্নি শিখা, তরবারি উত্তোলনকারী তা তোমার চোখের সামনে নাড়াচ্ছে।

এই তরবারি দিয়ে আমরা তাদের দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ফলে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, আর তাদের নাফরামানরা মারা গেছে।

পরিশেষে, আবূ জাহ্ল উপুড় হয়ে পড়ে গেছে। আর উতবাকে তারা হোঁচট খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে গেছে।

আর তারা শায়বা ও তায়মীকে চীৎকার করা অবস্থায় পরিত্যাগ করেছে। এরা উভয়ই আরশের অধিপতিকে অস্বীকার করেছিল।

ফলে তারা অগ্নিস্থলে অগ্নির ইন্ধন হয়ে গেল, আর জাহান্নামই হল অস্বীকারকারীদের গন্তব্যস্থল।

উষ্ণতার পূর্ণ যৌবন নিয়ে সে অগ্নিশিখা তাদের উপর বর্ধিত হচ্ছে, যা লোহার তক্তা ও পাথরে ভরপুর।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বলেছিলেন : তোমরা আমার দিকে এস, কিন্তু তারা 'আপনি তো যাদুকর' বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

কেননা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই ছিল তারা ধ্বংস হোক,
আর আল্লাহর ইচ্ছা খণ্ডন করার মত কেউ নেই।"

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা

(২)

বদর যুদ্ধে নিহতদের উদ্দেশ্যে শোকগাথা

বদরে নিহতদের প্রতি কেঁদে কেঁদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবা'রী সাহমী বলে :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অনেকের মতে এ কবিতাগুলো হল আ'শা ইব্‌ন যুরারা ইব্‌ন নাব্বাশের। সে ছিল উসায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন তামীম বংশীয় এবং নাওফাল ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের মিত্র। ইব্‌ন ইসহাকের মতে সে ছিল বনূ আবদুদ্দারের মিত্র।

ماذا على بدر وماذا حوله × من فتية بيض الوجوه كرام

"বদর ও তার চারপাশের উপর কি বিপদ আপতিত হয়েছে যে, উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট ভদ্র যুবকেরা—

ছেড়ে গেল নুবায়হ, মুনাব্বিহ আর রবী'আর দুই ছেলেকে, যারা ছিল তাদের ঘোর বিরোধী।

আর ছেড়ে গেল দানবীর হারিসকে, যার মুখখানা পূর্ণিমার চাঁদের মত, যা অন্ধকার রাতকে আলোকিত করে দেয়।

আর ছেড়ে গেল মুনাব্বিহ-এর ছেলে আসীকে, যে ছিল শক্তিশালী, লম্বা-সোজা বর্শার ন্যায় দোষত্রুটিমুক্ত।

আর এ আসীর কারণে মুনাব্বিহের আসল গুণ, তার যোগ্যতা, মাতৃকূল ও পিতৃকূলের যাবতীয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যখন কোন ক্রন্দনকারী কাঁদে এবং উচ্চস্বরে নিজের শোক প্রকাশ করে (তখন বুঝে নেবে যে,) ইযযত ও মর্যাদার অধিকারী ইব্‌ন হিশামের জন্যই এ ক্রন্দন।

আবুল ওয়ালীদকে তাঁর দলসহ আল্লাহ্ বাঁচিয়ে রাখুন এবং সৃষ্টির প্রতিপালক বিশেষভাবে তাদেরকে শান্তিতে রাখুন।"

এর জবাবে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) বলেন :

ابك بكت عيناك ثم تبادرت × بدر تعلُّ غُروبها سجاٌم

"তুমি কাঁদ, তোমার চোখ সর্বদাই কাঁদতে থাকুক, এরপর তা থেকে প্রবাহিত হোক শোণিতধারা, আর চোখের কোণাকে তা বারবার তৃপ্ত করুক।"

এ শোকগাথার দ্বারা তুমি সেইসব লোকের জন্য কেঁদেছ, যারা একের পর এক চলে গেছে। তুমি তাদের প্রশংসনীয়, কাজগুলোর উল্লেখ করলে না কেন ?

আর তুমি আমাদের সম্মানিত সাহসী, উত্তম চরিত্র ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তির উল্লেখ করলে না কেন ?

আমার উদ্দেশ্য সেই নবী (সা), যিনি দাতা এবং উত্তম চরিত্রের, আর শপথকারীদের মধ্যে অধিক শপথ পূরণকারী।

নিঃসন্দেহে তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্ব, আর যে জিনিসের প্রতি তিনি আহবান করছেন, তা প্রশংসার যোগ্য; দূর্বলতা মুক্ত।"

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) আরও বলেছেন :

تبت فؤادت في المنام خريدة × تشفي الصجيع ببار ديسام

"তোমার হৃদয়কে স্বপ্নে এমন যুবতী রুগ্ন করে ফেলেছে, যে তার পাশে শয়নকারীকে মুচকি হাসির দ্বারা চাংগা করে তোলে।

যেমন যদি তুমি বৃষ্টির পানির সাথে মিশক মিশ্রিত কর (তবে তা দ্বারা শেফা হাসিল হয়), যবেহকৃত পশুর রক্তের মত পুরাতন মদের দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়।

সে যুবতী স্ফীত বক্ষবিশিষ্টা, তার কটিদেশ যেন ভাঁজ করে রাখা রয়েছে, সে সাদাসিধা, মিথ্যা কসম খায় না।

তার কটিদেশ অস্থি ছাড়া বানানো হয়েছে, যখন সে নির্ধারিত পোশাক ছেড়ে অর্ধ নগ্ন হয়ে বসে, তখন মনে হয় সে যেন মর্মর পাথরের মূর্তি।

দেহের লাবণ্য, কোমলতা এবং স্বভাবগত সৌন্দর্যে তার অবস্থা এরূপ যে, বিছানায় আসা তার জন্য কঠিন।

আমার সারাটি দিন তার স্মরণ ছাড়া অতিবাহিত হয় না। আর সারাটি রাত আমার স্বপ্ন তার জন্য আমাকে পাগলপারা করে।

এ গুণের অধিকারিণী মেয়েকে দেখে আমি শপথ করি যে, আমি তাকে কখনো ভুলব না, সর্বদা তাকে স্মরণ করব। যতদিন না আমার হাড় কবরে মিশে যায়।

এমন কেউ আছে কি, যে বোকার মত তিরস্কারকারিণীকে তিরস্কার থেকে বাধা দেবে ? আসলে প্রেমের ব্যাপারে তিরস্কারকারীদের কোন তিরস্কারের আমি পরোয়া করিনি।

(এক রাতে) কাল চক্রের (বদরের ঘটনার) নিকটবর্তী সময়, (আমার) সামান্য তন্দ্রার পর, ভোরের আগে সে মেয়েটি আমার কাছে আসে।

সে দাবির সাথে বলে যে, উটের পাল না থাকায় মানুষের জীবন বিভীষিকাময় হয়ে উঠে। (আমি তাকে বললাম) তুমি যা আমার কাছে বলছ, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমার থেকে এভাবে বেঁচে গেলে, যেভাবে হারিস ইব্‌ন হিশাম বেঁচে গেছে।

আপন বন্ধুদের জন্য জীবনপণ করে যুদ্ধ করার পরিবর্তে সে তাদের পরিত্যাগ করল এবং তেজস্বী ঘোড়ার মস্তকের কেশ ও বলগা ধরে পালিয়ে গেল।

উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াসমূহ খালি ময়দান পেছনে ফেলে এমনিভাবে চলে যাচ্ছিল, যেমন পাথরে বাঁধা শক্ত রশিকে দ্রুতগামী চরখা ছেড়ে চলে যায়।

ঘোড়াগুলো এই দৌড়ে খুরের ফাঁক ভরে নিল। এতে তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল; অথচ তার বন্ধু জঘন্য মন্দ জায়গায় পড়ছিল।

তার ভাই এবং তার দল এমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, যাতে প্রকৃত মা'বূদ মুসলমানদের বিজয়ী করেছিলেন।

এমন যুদ্ধ তাদের পিষে ফেলেছিল, যার শিখাকে ইন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত করা হচ্ছিল।

আর আল্লাহ্ তো তাঁর নির্দেশ অবশ্য বাস্তবায়িত করেন।

যদি প্রকৃত মা'বূদ তাকে বাঁচানোর ইচ্ছা না করতেন, আর যদি সে ঘোড়াগুলো না দৌড়াত, তবে হারিস ইব্ন হিশামকে হিংস্র জন্তুর খোরাক বানিয়ে ছাড়ত, অথবা খুর দ্বারা পিষে দিত।

হয়ত সে বন্দী হত, যার গিরাগুলো এমন বীরপুরুষ কষে বেঁধে দিত, যে বর্শার মুকাবিলায়ও সহযোগিতা করে।

অথবা সে যমীনে পড়ে থাকত, আর পাহাড় তার স্থানচ্যুত হলেও কারো ডাকে সে সাড়া দিত না।

সে স্পষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে পড়ে থাকত, যখন যে দেখতে পেত শ্বেত-শুভ্র চমকানো তরবারি দৃঢ় সংকল্প সরদারদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

(সে তরবারিগুলো) হত এমন উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট লোকদের হাতে, যাদের বংশে ভীরুতার কোন কালিমা নেই এবং তা এমন সরদারের হাতে থাকত, যে শত্রুর পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে যায়।

ঐ শ্বেত-শুভ্র (নয়ন ঝলসানো) তরবারিগুলো এমন, যখন তা দিয়ে লোহার উপর আঘাত করা হয়, তখন লোহা কেটে ঐ তারবারি নিচে পড়ে যায়। মনে হয় যেন একখণ্ড মেঘের নীচে বিজলী চমকাচ্ছে।"

হাস্সানের কবিতার জবাবে হারিসের কবিতা

ইব্ন হিশামের মতে হারিস ইব্ন হিশাম এ কবিতার জবাবে বলে :

الله اعلم ما تركت قتالهم × حتى حبوا مهرى ماشقرمذبد

"আল্লাহ্ ভাল জানেন, আমি ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিনি, যতক্ষণ না তারা আমার বক্ষদেশকে রক্তে রঞ্জিত করেছে।

আমি বুঝে ছিলাম যে, আমি যদি এ লড়াই করি, তবে আমি মারা যাব। আর যুদ্ধে আমার উপস্থিতি শত্রুর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না।

আমার বন্ধুরা তাদের পড়ে থাকা সত্ত্বেও আমি তাদের ফেলে চলে আসি। এ আশায় যে, অন্য কোন যুদ্ধের দিন তাদের প্রতিশোধ নেব।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস বদরের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ওযর-স্বরূপ এ কবিতা আবৃত্তি করে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন : হাস্‌সান (রা)-এর কাসীদার শেষ তিনটি লাইন অশালীন হওয়ার কারণে আমি তা ছেড়ে দিয়েছি।

এ সম্পর্কে হাস্‌সান (রা)-এর আরো কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন : বদর যুদ্ধের দিন কুরায়শরা জেনে নিয়েছিল যে, তা বন্দী ও ব্যাপকভাবে নিহত হওয়ার দিন, যখন বর্শার অগ্রভাগ পরস্পর মিলিত হয়, তখন আমরা যুদ্ধের সংরক্ষণকারী হই, বিশেষ করে আবুল ওয়ালীদের হত্যার দিন।

قتلنا ابنى ربيعة يوم سارا × الينافى مضاعفة الحديد

"যে দিন রবী'আর দুই ছেলে লৌহ বর্ম পরিধান করে আমাদের মুকাবিলায় এগিয়ে এল, তখন আমরা তাদের হত্যা করলাম।

আর যখন বনূ নাজ্জার সিংহের ন্যায় হুংকার ছাড়তে লাগল, তখন হাকীম সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

তখন গোটা ফিহ্‌র গোত্র পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করল, আর হুয়াইরিস তো দূর থেকে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তোমরা লাঞ্ছনা ও এমন দ্রুত হত্যার সম্মুখীন হলে, যা তোমাদের গলার শিরার মধ্যে ঢুকে গেল।

আর গোটা জাতিটাই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করল এবং বাপ-দাদার মান-সম্মানের দিকে ফিরেও তাকাল না।"

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরো বলেন :

يا حارقد عولت غير معول × عند الهياج وساعه الاحساب

"হে হারিস! যুদ্ধ ও দুর্যোগের সময় তুমি এমন লোকদের উপর নির্ভর করলে, যারা নির্ভরযোগ্য ছিল না।

যখন তুমি প্রশস্ত পা, অভিজাত, দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং দীর্ঘ পিঠবিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আরোহণ করছিলে।

বেঁচে যাওয়ার আশায় তুমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত ছিলে, অথচ লোকেরা তোমার পিছনেই ছিল, আর সে সময়টি তোমার পলায়ন করার সময় ছিল না।

তুমি আপন মায়ের ছেলের দিকেও ফিরে তাকালে না—যখন সে বর্শার নিচে মাটির সাথে মিশে মৃত্যুমুখো ছিল। আর তার কাছে যা কিছু ছিল তাই ধ্বংস হচ্ছিল।

রাজাধিরাজ তাকে আক্রান্ত করলেন। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় আর তড়িৎ জঘন্য শাস্তিতে। আর তার দলকে ধ্বংস করে দিলেন।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার এ কাসীদার একটি পংক্তি ছেড়ে দিয়েছি, কেননা সেটি ছিল অশালীন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেছেন :

ইব্‌ন হিশাম বলেন : বলা হয়, বরং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস সাহ্‌মী তা বলেছেন :

مستشعرى حلق الماذى يقدمهم × جلد النحيزة ماض غير رعديد

"তাদের সামনে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি শুভ্র ও গায়ের সাথে লাগানো কমল কড়াবিশিষ্ট লৌহবর্ম পরিহিত কঠোর, দৃঢ় সংকল্প ছিলেন, ভীতু ছিলেন না।

আমার উদ্দেশ্য, সৃষ্টির উপাস্যের রাসূল, যাঁকে তিনি সৎকর্ম, তাকওয়া বদান্যতার কারণে সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

তোমাদের দাবি ছিল, তোমরা নিজ দায়িত্বের যত্ন নেবে। তার বদলে বদরের গুহা সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল তা অবতরণযোগ্য নয়।

তারপর আমরা সে জলাশয়ে পৌঁছলাম এবং আমরা তোমার কথা শুনতে পাইনি, এমনকি আমরা এতটুকু তৃপ্ত হলাম যে, পানির মোটেই অভাব হল না।

আমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকলাম, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছেড়ে দেয়া মযবূত রশি।

আমাদের মাঝেই রয়েছেন রাসূল আর আমাদের মাঝেই রয়েছে সত্য, মৃত্যু পর্যন্ত যার অনুসরণ আমরা করতেই থাকব—আর এটা অসীম সাহায্য।

পরিপূর্ণ, দ্রুত, উজ্জ্বল নক্ষত্র যার থেকে আলো গ্রহণ করা হয়, পূর্ণিমার চাঁদ সেসব মাহাত্ম্য ও মর্যাদাশীলদের আলোকিত করে দিয়েছে।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : কবি হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

خابت بنواسد واب غزيهم × يوم القليب بسئوة وقضوح

"গুহার দিন (বদরের যুদ্ধের দিন) বনূ আস্‌দ আর তাদের জঙ্গী সৈন্য বিফল হয়ে জঘন্য লাঞ্ছনার সাথে ফিরে গেল।

আবুল আসও তাদের মাঝে ছিল যে তেজস্বী ঘোড়ার পিঠ থেকে তড়িৎ মৃত্যুর জন্য ভূ-পৃষ্ঠে পড়ে গেল।

যবেহ স্থলে যখন সে গিয়ে পড়ল, তখন তাকে মারণাস্ত্রের আঘাত থেকে হিফাযতকারী শুধু তার মৃত্যুই ছিল।

আর যাম'আ-র মত সুপুরুষকে তারা এমন অবস্থায় ছেড়ে গেল যে, তার গলা থেকে অনবরত টাটকা রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে।

তার কোমল কপাল ধূলি ধূসরিত যমীনে পড়েছিল আর তার নাকের ডগায় মাখা ছিল আবর্জনা।

আর ইব্ন কায়স্ অবশিষ্ট দল নিয়ে আহত অবস্থায় জীবনের শেষ মুহূর্তে পশ্চাদপসরণ করে বেঁচে গেল।"

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

الاليت شعرى هل اتى اهل مكة × ابادتنا الكفار فى ساعه العسر

"হায়! হায়! আমার কি হল যদি আমি জানতাম কঠিন মুহূর্তে আমাদের কর্তৃক কাফিরদেরকে ধ্বংস করার সংবাদ মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছেছে কিনা।

আমাদের আক্রমণে তাদের বীরপুরুষেরা ধরাশায়ী হল, ফলে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল এবং বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

আমরা আবূ জাহ্লকে, উতবাকে ও শায়বাকেও হত্যা করেছি। তারা উপুড় হয়ে পড়েছিল। আর আমরা সুওয়ায়দকে তারপর উতবাকে আর ধূলি উড়ার মুহূর্তে তুমাইককেও হত্যা করেছি।

মোটকথা বিপদে ফেলে কত সে বড় হোমরা-চোমরাকে আমরা নিহত করেছি, আপন সমাজে যাদের প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর।

আমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলাম গর্জনকারী চিতাবাঘের সামনে, যারা বার বার তাদের কাছে আসছে। তারপর তারা প্রবেশ করবে এমন অগ্নিতে যার গভীরতায় রয়েছে তপ্ত বিপদ। তোমার জীবনের শপথ! বদরের দিন আমাদের সাথে মুকাবিলার সময় না মালিকের অশ্বারোহীরা কোন সাহায্য করল, আর না তার অন্য সাথীরা।"

ইব্ন হিশাম বলেন : তার এ পংক্তিটি আবূ যায়দ আনসারী (রা) আমাকে শুনিয়েছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন : হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) আরও বলেন :

نجى حكيما يوم بدر شده × كنجاء مهرمن بنات الاعوج

"বদরের দিন হাকীমের দৌড় তাকে বাঁচিয়ে নিল যেমন বেঁচেছিল আল-আওয়াজ নামের ঘোড়াটির একটি বাচ্চা।

বদরের দিন যখন দেখতে পেল যে, উপত্যকার কিনারা থেকে খাযরাজ বংশীয় সৈন্যদল দৌড়ে এগিয়ে আসছে, তখন তারা পালিয়ে গেল।

বনূ খাযরাজ শত্রুর মুকাবিলার সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না এবং রাজপথ ছেড়ে অন্য কোন পথ ধরে না। তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী, যারা নিজেই নিজেদের হিফাযত করতে সক্ষম; বীর পাহ্‌লোয়ান—ভীতুদের ধ্বংসকারী।

আর কত যে সরদার, যারা স্বহস্তে প্রচুর দানকারী রক্তপণের দায়িত্বভার বহনকারী তাজের অধিকারী।

মজলিসের সৌন্দর্য, যুদ্ধের সময় বরাবর বীর সেনাদের উপর শুভ্র ধারালো তরবারি দ্বারা আক্রমণকারী।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : তার বক্তব্য সালজাজ-এর বর্ণনা ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্যদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) আরও বলেছেন :

فما نخش بحول الله قوما × وان كثروا واجمعت الزحوف

"আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আমরা কোন জাতিকে ভয় করি না। যদিও তারা সংখ্যায় অনেক বেশি হয় এবং দলকে দল একত্রিত হয়ে যায়।

যখন তারা কোন দলকে আমাদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে সমবেত করে, তখন মেহেরবান পরওয়ারদিগার তাদের শক্তির মুকাবিলায় আমাদের জন্য যথেষ্ট।

বদরের দিন আমরা উঁচু উঁচু বর্শা নিয়ে দ্রুত ধেয়ে গেলাম। মৃত্যুর ভয়জনিত কোন দুর্বলতা আমাদের মাঝে ছিল না।

তারপর যখন অনাগ্রহী উটনী অন্তঃসত্তা হয়ে গেল (কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল), তখন তারা শত্রুদের কাছে এমন পরাস্ত হল যে, তাদের মত এমন পরাস্ত হতে তুমি হয়ত কাউকেই দেখনি।

কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম এবং বললাম, আমাদের প্রশংসনীয় কাজ এবং আশ্রয়স্থল হল তরবারি।

আমরা তাদেরকে দূর থেকে দেখে তাদের মুকাবিলা করলাম। অথচ আমাদের দলটি ছিল অতি ক্ষুদ্র। আর তারা ছিল হাজার হাজার।"

হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা) বনূ জুমাহ্‌র নিন্দায় এবং নিহতদের সম্পর্কে বলেন :

جمعت بنوجمح بشقوة جدهم × ان الذليل موكل بذليل

"বনূ জুমাহ তাদের পূর্ব-পুরুষের দুর্ভাগ্যের কারণে ভাগ্যাহত হয়।

নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিত ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছনার হাতেই সঁপে দেয়।

বনূ জুমাহ্ বদরের দিন পরাস্ত হল, তারা একে অপরের সাহায্য ছেড়ে যার যার পথে দ্রুত পালিয়ে গেল।

তারা কুরআনকে অস্বীকার করেছে আর মুহাম্মদ (সা)-কে অবিশ্বাস করেছে আর আল্লাহ্ তো প্রত্যেক রাসূলের দীনকে জয়ী করে থাকেন। মা'বূদ পরাস্ত করলেন আবূ খুযায়মা ও তার ছেলেকে। আর খালিদদ্বয় ও সাঈদ ইব্ন আকীলকে।"

উবায়দা ইব্ন হারিসের কবিতা তাঁর নিজ পা কাটা সম্পর্কে

ইব্ন ইসহাক বলেন : উবায়দা ইব্ন হারিস ইব্ন মুত্তালিব (রা) বদরের যুদ্ধে তাঁর পা কেটে যাওয়া সম্পর্কে বলেন যে, পায়ে ঐ সময় আঘাত লেগেছিল যখন তিনি, হামযা ও আলী (রা) শত্রুর মুকাবিলায় বেরিয়েছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন : কোন কোন জ্ঞানীজন এই কবিতাগুলো উবায়দার নয় বলে উল্লেখ করেছেন।

ستبلغ عنا اهل مكة وقعة × يهب لها من كان ذاك نائيا

"অচিরেই মক্কাবাসীদের কাছে আমাদের সম্পর্কে একটি ঘটনার সংবাদ পৌঁছবে, যা শুনে এ স্থান থেকে যেই দূরে রয়েছে, সেই বিচলিত হয়ে যাবে।

উতবা সম্পর্কে, যখন সে পশ্চাদপসরণ করেছিল, তারপর শায়বাও। আর সে অবস্থা সম্পর্কে (তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছবে) যে অবস্থায় উতবার প্রথম ছেলেটি থাকতে স্থায়ী হয়ে গেল।

যদি তারা আমার পা কেটে দেয় (তবে কিছু আসে যায় না, কেননা) আমি তো মুসলমান, এর পরিবর্তে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অচিরেই এক মহান জীবনের আমি আশাবাদী।

(সে জীবন হবে) চোখের মণির মত হূরদের সাথে, যারা শুধু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী জান্নাতীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের জন্য হবে।

আমি তাদের জন্য এমন এক জীবনকে বিক্রয় করে দিয়েছি যার স্বচ্ছতা আমার জানা ছিল এবং আমি তাতে (এতটা) সাধনা করেছি যে, নিকটতমদের হারিয়ে বসেছি।

আর পরম দয়ালু আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে আমাকে ইসলামের পোশাক দান করেছেন যা আমার সকল অন্যায়কে ঢেকে দিয়েছেন।

তাদের সাথে যুদ্ধ করা আমার অপসন্দ লাগেনি। যেদিন আহবায়ক নিজ সমপর্যায়ীদেরকে (মুকাবিলার জন্য) আহবান করেছে।

যখন তারা নবী করীম (সা)-এর কাছে দাবি করল, তখন তিনি আমাদের তিনজন ছাড়া আর কাউকে তলব করেন নি। ফলে আমরা আহবায়কদের কাছে উপস্থিত হলাম।

আমরা বর্শা নিয়ে সিংহের ন্যায় গর্জনের সাথে তাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আর যারা নাফরমান ছিল, পরম দয়ালূ আল্লাহ্র নামে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলাম।

আমরা তিনজন স্থানেই অনড় থেকে তাদেরকে মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলাম।"

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা

(৩)

ইব্ন হিশাম বলেন : উবায়দা (রা) যখন পায়ে আঘাত পেয়ে বললেন : শোন হে! আল্লাহ্র শপথ! আজ আবূ তালিব থাকলে তিনি ভালোভাবেই জেনে নিতেন যে, এ কথার আমিই অধিক যোগ্য যা তিনি কোন সময় বলেছিলেন :

كذبتم وبيت الله يبزى محمد × ولما نطاعن دونه وتناضل

"বায়তুল্লাহ্র শপথ! তোমরা মিথ্যা বলছ যে, মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হবে। এখনো তো আমরা তার হিফাযতের জন্য বর্শা ও তীর নিক্ষেপ করিনি। এও মিথ্যা যে, আমরা তাকে (তোমাদের হাতে) সঁপে দেব। যতক্ষণ না আমরা তার চারপাশে পরাস্ত হয়ে নিজ স্ত্রী-কন্যাদের থেকে গাফিল হয়ে যাই।"

পংক্তি দুটো আবূ তালিবের একটি কাসীদার অংশবিশেষ—যা ইতিপূর্বে আমি এ কিতাবে উল্লেখ করেছি।

উবায়দা ইব্ন হারিসের জন্য কা'বের শোকগাথা

ইব্ন ইসহাক বলেন : উবায়দা ইব্ন হারিস (রা) যখন পায়ে আঘাত পেয়ে বদরের দিন শহীদ হয়ে গেলেন, তখন কা'ব ইব্ন মালিক আনসারী তাঁর শোক প্রকাশ করে এ কবিতা বলেন :

اياعين جودى ولاتبخلى بدمعك حقاولاتنزرى

"হে চক্ষু! তুমি অশ্রু বিসর্জন কর, তার জন্য এটাই শোভনীয়। আর কার্পণ্য ও অবহেলা করো না এমন ব্যক্তিত্বের প্রতি, যার মৃত্যু আমাদের দুর্বল করে দিয়েছে। বংশ ও যুদ্ধে কৃতিত্বের ক্ষেত্রে যিনি ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও সভ্য।

অগ্রগামী হওয়ার ক্ষেত্রে বীর; ধারালো অস্ত্রবাহী খুবই প্রশংসনীয় যাচাই বাছাই করার পরও উত্তম প্রমাণিত যিনি।

উবায়দার উপর, যিনি এখন এমন হয়ে গিয়েছেন যে, আমাদের উপর সচ্ছলতা বা দুরাবস্থা হলে তার কাছ থেকে কিছুই আশা করতে পারি না।

অথচ যুদ্ধের সকালে তিনি তরবারি নিয়ে সৈন্যদের সাহায্যে ব্যস্ত ছিলেন।"

বদর সম্পর্কে কা'বের কবিতা

কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বদর সম্পর্কে এও বলেছেন :

الاهل انى غسان فى ناى دارها × واخبر شيئ بالامور عليمها

"শোন হে! বনূ গাস্সানের ঘরবাড়ি দূরে হওয়া সত্ত্বেও কি তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে? আর কোন বিষয়ের সংবাদ সেই উত্তমভাবে দিতে পারে, যে তা ভালভাবে জানে। যে বনূ মা'আদ এর অজ্ঞ ও স্থূলকায় উভয় প্রকার লোকেরা শত্রুতাবশত আমাদেরকে তীরের নিশানা বানিয়েছে।

এ জন্য যে, যখন রাসূল আমাদের কাছে আগমন করলেন, আমরা জান্নাতের আশায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। তিনি ছাড়া আর কারও কাছে আশা করি না।

তিনি এমন নবী যে, আপন জাতির মাঝে তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে মর্যাদার অধিকারী। সৎ গুণের অধিকারী যাঁকে তাঁর পূর্ব সূত্র ভদ্র করে দিয়েছে।

তারাও এগিয়ে এল, আমরাও এগিয়ে গেলাম এবং পরস্পরে এভাবে মুখোমুখি হলাম যেন মুকাবিলার জন্য এমন সিংহ যার থাবা থেকে বাঁচার আশা করা যায় না।

আমরা তাদের উপর তরবারির হামলা করি, আমাদের হামলায় লুআঈ বংশীয়রা উপুড় হয়ে জঘন্যভাবে গর্তে গিয়ে পড়ল।

ফলে তারা পশ্চাদপসরণ করল। আর আমরা নয়ন ঝলসানো তরবারি দ্বারা তাদের পিষে দিলাম। আমাদের জন্য তাদের মূল ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের মিত্ররা বরাবর ছিল।"

কা'ব ইব্ন মালিক আরও বলেন

لعمرا بيكما يابنى لوى × على زهولديكم وانتخاء

"হে লুআঈ-এর তনয়দ্বয়! তোমাদের পিতার শপথ, তোমাদের আত্মম্ভরিতা ও অহংকার সত্ত্বেও—

বদরে তোমাদের অশ্বারোহীরা তোমাদেরকে কোনই হিফাযত করেনি, আর না মুকাবিলার সময় তারা সেখানে অনড় হতে পেরেছে।

আমরা আল্লাহ্‌র নূর নিয়ে সে স্থানে উপস্থিত হলাম। যিনি দূর করেছিলেন আমাদের থেকে অন্ধকার রাতের অন্ধকার আর পর্দা।

(তিনি ছিলেন) আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আল্লাহ্‌র কোন এক নির্দেশে আমাদের সম্মুখে চলছিলেন। যা ফয়সালার মাধ্যমে সুদৃঢ় করে দেয়া হয়েছিল।

বদরে তোমাদের আরোহীরা না জয়ী হয়েছে, আর না তোমাদের কাছে সুস্থ ফিরে গেছে। কাজেই হে আবূ সুফইয়ান, তাড়াহুড়া করো না, কেদা এলাকা থেকে উত্তম ঘোড়ায় চড়ে আসার অপেক্ষা কর।

সে বাহনের সাথে হবে আল্লাহ্‌র মদদ, তাদের মাঝে হবে রূহুল কুদুস ও মিকাঈল, কতই উত্তম সে দল।"

রাসূলের প্রশংসায় তালিবের কবিতা

তালিব ইব্‌ন আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসায় এবং বদরের যুদ্ধে গুহায় পড়ে থাকা কুরায়শদের শোক প্রকাশে বলেন :

الا ان عینی انفدت دمعها سكبا × تبكی علی كعب وما ان تری كعبا

"শোন হে! আমার চক্ষু বনূ কা'ব-এর জন্য কেঁদে অশ্রু শেষ করে দিয়েছে কিন্তু বনূ কা'বের কোন ব্যক্তি তার দৃষ্টিতে পড়েনি। জেনে রাখ! বনূ কা'ব যুদ্ধসমূহে পরস্পরের সহযোগিতা ছেড়ে দিল। আর তারা গুনাহ করেছে তাই কালের চক্র তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

আর বনূ আমির-এর অবস্থা হল ভোরবেলা বিপদ আপতিত হওয়ার কারণে কাঁদতে থাকা। হায়! যদি আমি জানতাম যে, সে দু'গোত্রকে কখনো কি কাছে থেকে দেখতে পাব ?

সে দু'গোত্র আমার ভাই, যাদের সম্পৃক্তি তাদের পিতা ছাড়া অন্য কারও দিকে কস্মিনকালেও করা হয় না। যাদের পড়শীর আসবাব-পত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোন প্রশ্নও উঠানো হয় না।

কাজেই হে আমার ভায়েরা। হে বনূ আব্‌দ শামস ও বনূ নাওফাল! আমি তোমাদের উভয়ের জন্য উৎসর্গ, আমাদের পরস্পরে যুদ্ধ বাঁধিও না।

আর পরস্পর হৃদ্যতা ও একতার পর শিক্ষণীয় ঘটনার পরিস্থিতি করে দিও না যাতে তোমাদের প্রত্যেকেই ধ্বংসের অভিযোগ করতে থাকে।

তোমাদের কি জানা নেই 'দাহিস' যুদ্ধের কথা, আর আবূ ইয়াকসূমের সৈন্যদলের কথা— যখন তারা পাহাড়ের মাঝের পথ জমজমাট করে দিল।

যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিফায়ত না হত যিনি ছাড়া আর কোন কিছু নেই, তবে তোমাদের পরিস্থিতি এমন হত যে, তোমরা স্ত্রীদের হিফাযত করতে সক্ষম হতে না।

আমরা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারীদের উত্তম ব্যক্তির হিফাযত ছাড়া কুরায়শের সাথে আর কোন অপরাধ করিনি।

যিনি হলেন সম্ভ্রান্ত, বিপদের ভরসা, প্রশংসা ও গুণের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, না তিনি কৃপণ–ফাসাদী। তাঁর দুয়ারে যাদের ভীড় লেগে থাকে তারা এমন নহরের কাছে এসে ফিরে যায় যার পানি না সামান্য, না শুকিয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র শপথ! আমার অন্তর ততক্ষণ চিন্তিত ও বিচলিত থাকবে, যতক্ষণ তোমরা খাযরাজ-এর উপর এক আঘাত না করবে।"

কবি যিরার-এর আবূ জাহ্ল সম্পর্কে শোকগাথা

যিরার ইব্‌ন খাত্তাব আল-ফিহরী আবূ জাহ্ল ইব্‌ন হিশামের শোক প্রকাশে বলে :

الامن لعین باتت اللیل لم تنم × تراقب نجما فی سواد من الظلم

"হে লোকসকল! আছে কি কেউ সেই চক্ষুটির জন্য সে অন্ধকার রাতে তারকা গুণে রাত কাটিয়ে দিয়েছে, ঘুমায়নি।

যেন তাতে কোন খড়কুটো পড়েছে অথচ তাতে সেই জ্বালা ছাড়া—যা অশ্রুকে উপচিয়ে দিচ্ছে—অন্য কোন খড়কুটো নেই।

কুরায়শদের কাছে সংবাদ পৌঁছে দাও, তাদের মজলিসের উত্তম ব্যক্তি এবং যে হাঁটুর উপর ভর করে চলে, বদরের দিন সংকীর্ণ গর্তে আটকা পড়ে গিয়েছে—যে ছিল ভদ্র, সভ্য, চেষ্টা-সাধনাকারী আর না ছিল নির্বোধ, না কৃপণ।

আমি শপথ করছি যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত সরদার আবুল হাকামের পর আর কারো জন্য আমার চক্ষু অশ্রু ঝরাবে না।

ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকটির উপর, যিনি বনূ লু'আঈ ইব্‌ন গালিবের বীরতম ব্যক্তি ছিলেন, বদরের দিন মৃত্যু তার কাছে এসে গেল আর তিনি সেখান থেকে পৃথক হলেন না।

তুমি তার বাছুরের গলায় বর্শার টুকরা ঐ স্থানে দেখবে যে স্থানে গোশত ভিন্ন হয় আর সে স্থানে একখণ্ড গোশত রয়েছে।

ঝাড়িতে বাত্‌হা থেকে ভেসে আসা নালার কাছে সিংহের জংগলে এমন কোন সিংহ ছিল না যে—

তার থেকেও অধিক সাহসী যখন উভয় দিক থেকে বর্শা চলতে থাকে আর সেনাপতিদের মাঝে "ময়দানে মুকাবিলার জন্য ময়দানে আসো" ধ্বনি চলতে থাকে।

হে আল-মুগীরা! অস্থির ও বিচলিত হয়ো না আর ধৈর্যধারণ করো আর এ ব্যাপারে কেউ অস্থির হলেও তাকে ভর্ৎসনা করা হবে না।

আর সাধনা করে যাও, কেননা মৃত্যু তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। মৃত্যুর পরও সেই জীবনে তোমাদের জন্য আফসোসের কোন কারণ নেই।

আর আমি বলে দিয়েছি, বিবেকবানদের কাছে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাতাস তোমাদের জন্যই উত্তম থাকবে আর উচ্চ মর্যাদা তোমাদের জন্যই রয়েছে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতিপয় কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো জিরারের বলে অস্বীকার করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হারিস ইব্‌ন হিশাম আপন ভাই আবূ জাহ্‌লের শোকে এই কবিতা বলে :

الايالهف نفسى بعد عمرو × وهل يعنى التلهف من قتيل

"মনে রেখ ! উমরের পর তোমার বেঁচে থাকার উপর আফসোস, কিন্তু মৃত ব্যক্তির উপর আফসোস করায় তার কি উপকারে আসে।

সংবাদদাতা আমাকে সংবাদ দিচ্ছে যে, আমর কওমের সামনে এক বিধ্বংসী গর্তে পড়েছিল।

আমি প্রথমেই এ কথা সত্য মনে করতাম। আর তুমি প্রথম থেকেই ভ্রান্ত মতের অধিকারী ছিলে।

যখন তুমি জীবিত ছিলে আমি নি'য়ামতের মধ্যে ছিলাম আর এখন তো তোমাকে অপদস্থতায় ছেড়ে দেয়া হল।

যখন আমার এ পরিস্থিতি হল যে, আমি তোমাকে দেখছি না, তখন পরিস্থিতি এমন হল যেন আমার মাঝে কোন দৃঢ়তাই নেই। আর বড়ই চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। যদি কোনদিন আমরকে স্মরণ করি, তখন তার স্মরণে আমার চক্ষুদ্বয় ক্লান্ত মনে হয় (তার স্মরণ ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না)।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হারিস ইব্‌ন হিশামের বলে অস্বীকার করেছেন। আর যে কবিতা রয়েছে তা ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্যদের থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

বদরে নিহতদের সম্পর্কে আবূ বকর ইবন আল-আসওয়াদের বিলাপ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ বকর ইব্‌ন আল-আসওয়াদ ইব্‌ন শুউব লায়সী ওরফে শাদ্দাদ ইব্‌ন আসওয়াদ বলে :

تحى بالسلامة ام بكر × وهل لى بعد قومى سلام

"উম্মু বকর নিরাপদে বেঁচে থাকবে। আর আমার সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) পর আমার কি শান্তি-নিরাপত্তা আছে?"

فما ذابا القليب قليب بدر × من القينات والشرب الكرام

"বদরের গুহার কাছে গায়িকা দাসী এবং কি যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ছিল।

বদরের গুহার কাছে আবলুস কাঠের পাত্রে কুঁজের গোশত কেমন উঁচু করে পূর্ণ ছিল।

বদরের মযবূত গুহার কাছে রাখাল ছাড়া মুক্ত বিচরণকারী উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর কত যে পাল ছিল।

বদরের মযবূত গুহার কাছে কি পরিমাণ অসীম শক্তি আর বড় বড় দান ছিল।

আর সম্ভ্রান্ত আবূ আলীর কত যে সঙ্গী ছিল; যারা উত্তম মদ পানকারী ও বন্ধু ছিল।

তুমি যদি আবূ আকীলকে না'আম নামক এলাকার পাহাড়দ্বয়ের মাঝে অবস্থানকারীদের সাথে দেখতে।

তবে উটের বাচ্চার মায়ের মত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাদের উপর মেতে উঠতে।

আমাদেরকে রাসূল সংবাদ দিচ্ছেন যে, আমাদেরকে অচিরেই পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (আমাদের আশ্চর্য হয়) বিদীর্ণ হাড় আর নিহতদের মস্তক থেকে বের হওয়া পাখির সাক্ষাৎ কিভাবে সম্ভব।"

ইব্ন হিশাম বলেন : আবূ উবায়দা নাহবী উপরোক্ত কবিতাটি আমাকে এভাবে শুনিয়েছেন :

يخبرنا الرسول لسوف نحى × وكيف لقاء رضداء وهام

"রাসূল আমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আমাদেরকে অচিরেই পুনরুজ্জীবিত করা হবে (আশ্চর্য) বিদীর্ণ হাড়, নিহত ব্যক্তির মস্তক থেকে নির্গত পাখির জীবন কি করে সম্ভব ?"

তিনি বলেন : সে ইসলাম কবূল করে পুনরায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

বদরে নিহতদের সম্পর্ক উমাইয়া ইব্ন আবূ সালতের শোকগাথা

ইব্ন ইসহাক বলেন : বদরের দিন কুরায়শের নিহতদের মৃত্যু শোকে উমাইয়া ইব্ন সালত বলে :

الا بكيت على الكرام × بنى الكرام اولى الممادح

"তুমি কেন ক্রন্দন করলে না, সম্ভ্রান্ত সন্তানদের উপর, যারা হল প্রশংসার যোগ্য। যেমন ক্রন্দন করে বনের গাছের ডালার উপর ঝুঁকে থাকা কবুতর।

ভিতরের জ্বালায় সেগুলো অসহায় হয়ে ক্রন্দন করে আর সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তনকারীদের সাথে প্রত্যাবর্তন করে। চীৎকার করে ক্রন্দনকারিণী ও নাওহাকারিণীরাও ওগুলোর মতই।

তাদের উপর যেই ক্রন্দন করে সে দুঃখে ক্রন্দন করে। আর তাদের প্রত্যেক প্রশংসাকারীই সত্য বলে।

বদরের ময়দানে আর টিলার উপর নেতা ও সরদারদের কি যে পরিণতি হয়ে গেল। বারাকাইন এলাকার নিম্নস্থানগুলোতে আর আওয়াশিহ এলাকার টিলাগুলোতে কি যে কাণ্ড ঘটল।

কিশোর ও যুবক সরদার আর রূঢ় মেজাজ বিধ্বংসকারীদের কি পরিণতি যে হল।

তুমি কি তা দেখছ না যা আমি দেখছি ? অথচ তা প্রত্যেক দর্শকের সামনেই সুস্পষ্ট।

মক্কা উপত্যকার কায়াই বদলে গেছে এবং তার পাথরময় নীচু যমীনগুলো ভয়ানক হয়ে গিয়েছে।

দম্ভের সাথে বিচরণকারী সরদারদের কি পরিণতি হল যাদের রং ছিল স্বচ্ছ ও শুভ্র।

যারা ছিল বাদশার দরজার জন্য কীট। প্রশস্ত ভূমি সফর করে বিজয়কারী।

যারা গর্জনের সাথে কথা বলেন, বৃহৎ দেহবিশিষ্ট সফলকাম সরদার ছিলেন।

যারা ছিলেন সুবক্তাকর্মী, সদুপদেশদাতা, রুটির উপর মাছের পেটির মত তৈলাক্ত গোশত রেখে আপ্যায়নকারী।

যারা বড় বড় পাত্রসহ ছোট কুয়ায় ন্যায় পাত্র হাউযের মত পাত্রে প্রত্যাবর্তনকারী ছিলেন। সে পাত্রগুলো যাচকদের জন্য শূন্য ছিল না আর না শুধু ছড়ানো ছিল (বরং প্রশস্ত ও গভীর ছিল)।

এসব ছিল অতিথিদের জন্য আর অতিথিও এমন যারা একের পর এক আগমন করেছেন তাদের বিছানাপত্রও দীর্ঘ ও চওড়া।

যারা শত শত গাভীন উটওয়ালাকে শত শত থেকে শত শত এইভাবে দান করে দেন।

যেমন, বালাদিহ্ স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অনেকগুলো উটকে হাঁকানো হয়।

তাদের সম্ভ্রান্তদের অন্য সম্ভ্রান্তদের উপর এমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যেমন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে ঝুঁকে যাওয়া পাল্লার ওজনের।

যেমন পাল্লায় বদান্য হাতের দ্বারা ওজন অনেক ভারী হয়ে যায়।

একটি দল তাদের সাহায্য ছেড়ে দিল ? অথচ তারা লুক্কায়িত লাঞ্ছনা থেকে হিফাযত করছিল।

যারা হিন্দী তরবারি দ্বারা অগ্রগামী সৈন্যদলের উপর আক্রমণ করছিল। তাদের চীৎকারগুলো আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তাদের কেউ তো পানি চাইছিল, কেউ চীৎকার করছিল।

আল্লাহ্ই হল রক্ষক বনূ আলীর, যাদের মাঝে কুমারীও ছিল এবং বিবাহিতও ছিল।

যদি তারা এমন কোন বিচ্ছিন্ন আক্রমণ করেনি যা ঘেউ ঘেউকারীকে গর্তে লুকাতে বাধ্য না করে দেয়।

(এমন আক্রমণ) যা ভদ্র ও দূর-দূরান্তে সফরকারিণী এবং মস্তক উত্তোলনকারিণী ঘোটকীর মুকাবিলায় মস্তক উত্তোলনকারীদের দ্বারা হয়। লোম ছাটা ঘোড়ার পৃষ্ঠে ... ... গোঁফ-দাড়িহীন তরুণদের মাধ্যমে যারা কুকুরের মত রুষ্ট হিংস্র সিংহের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সমপর্যায়ের লোকেরা পরস্পরে এভাবে মুখোমুখি হয় যেমন একজন করমর্দনকারী অন্য করমর্দনকারীর দিকে এগিয়ে যায়।

যারা সংখ্যায় এক হাজার তার উপর আরও এক হাজার, যারা ছিল লৌহবর্ম পরিহিত বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী।"

ইব্ন ইসহাক বলেন : উমাইয়া ইব্ন আবূ সালত যামআ' ইব্ন আসওয়াদ আর বনূ আসাদের নিহতদের মৃত্যু শোকে কেঁদে এই কবিতা বলে :

عين بكي بالمسبلات ابا الحارث لاتذخر على زمعه

"হে চক্ষু, প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা আবুল হারিসের উপর ক্রন্দন কর। (একটু অশ্রুও) বাঁচিয়ে রেখ না। আর যাম'আর জন্যও।

আরও ক্রন্দন কর আকীল ইব্ন আসওয়াদের উপর যে লহর ও ধূলি ধূসরিত দিনে যুদ্ধের ময়দানের সিংহ ছিল।

সে ছিল আসাদ বংশীয়, জাওযার ভাই, সে খেয়ানতকারী, ধোঁকাবাজ ছিল না।

এরা ছিল বনূ কা'বের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার। আর তাঁর ছিল কুজ ও উচ্চস্থানের শীর্ষের মত।

এরা লালিত-পালিত হয়েছে মাথায় চুলওয়ালাদের মাঝে। আর তারা তাদের সম্মানে আরও সম্মান বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

তাদের চাচাত ভাইদের পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, যখন যুদ্ধ হত তখন তাদের কলিজা ব্যথিত হয়ে যেত।

তারা (লোকদেরকে) এমন সময় আহার দান করত যখন বৃষ্টির দুর্ভিক্ষ হত আর (আকাশের পরিস্থিতি এমন) বিকৃত হয়—যে, তুমি তাতে একখণ্ড মেঘও দেখবে না"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : এই কবিতাগুলো কার, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু আবূ মিহরায খালফ আহমারসহ অনেকে আমাকে এই কবিতা শুনিয়েছেন। কেউ শুনিয়েছেন, কেউ শুনান নি (এর মধ্যে কিছু কবিতা কোন এক বর্ণনার, আর কিছু কবিতা অন্য বর্ণনার)।

"হে চক্ষু, প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা আবূ হারিসের উপর ক্রন্দন কর (একটু অশ্রুও) বাঁচিয়ে রেখোনা।

আর যামআর জন্যও।

আরও ক্রন্দন করো আকীল ইব্‌ন আসওয়াদের উপর যে লহর ও ধূলি-ধূসরিত দিনে যুদ্ধের ময়দানের সিংহ ছিল।

সুতরাং এদের মত এ ধ্বংসলীলার কারণে যদি জাওয়া বরবাদ হয়ে যায় (তবে তা সংগতই বটে) যারা না ছিল খেয়ানতকারী, না ধোঁকাবাজ।

এরা বনূ কা'বের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার। আর তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যিনি ছিলেন কোন উঁচুস্থানের শীর্ষভাগের মত।

মাথার কেশবিশিষ্ট পরিবারে তারা লালিত পালিত হয়েছেন। তারা তাদের স'ম্মানে আরও সম্মান বৃদ্ধি করেছে। তাদের চাচাত ভাই-এর পরিস্থিতি হল, যখন তাদের উপর কোন যুদ্ধ এসে পড়ে, তাদের কলিজা ব্যথিত হয়ে যায়।

তারা (লোকদেরকে) এমন সময় আহার দান করেন যখন বৃষ্টির দুর্ভিক্ষ হয়। (আকাশের পরিস্থিতি এমন) বিকৃত হয় যে, তুমি তাতে একখণ্ড মেঘ দেখতে পাবে না।"

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত বিভিন্ন কবিতা
(৪)

আবূ উসামার কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : বনূ মাখযূমের মিত্র আবূ উসামা মু'আবিয়া ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুবায়'আহ ইব্‌ন মাযিন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন জাশ্‌ম ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন হিশামের বর্ণনামতে সে মুশরিক ছিল এবং হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহবের কাছ থেকে অতিক্রম করল, যখন তারা বদরের দিন পরাজিত হচ্ছিল হুবায়রা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন

মু'আবিয়া উঠে লৌহবর্ম ফেলে দিল। ... ... তাকে উঠিয়ে চলে গেল। ইব্‌ন হিশাম বলেন : বদরের সাহাবীগণের সম্পর্কে এই কবিতাগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

ولـمـا ان رأيت القوم خفوا × وقد زالت نعامتهم لنفر

"যখন আমি দেখলাম এরা হালকা হয়ে গিয়েছে এবং পলায়ন করতে করতে তাদের পায়ের পাতা উঠে গিয়েছে।

আর কওমের সরদারকে চিতপাত করে এমনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গ দেবদেবীর নামে বলী দেয়া জন্তুর মত পড়ে রয়েছে।

আর নিকটতমরা মৃত্যুর সাথে আপস করে নিয়েছে—আর বদরের দিন মৃত্যু আমাদের বিপক্ষ হয়ে গেল। আমরা পথ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম, তারা আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল, তাদের সংখ্যাধিক্য সমুদ্রের সয়লাবের মত ছিল।

বক্তারা বলল, ইব্‌ন কায়স কে ? তখন আমি বিনা গর্বে বললাম, আবূ উসামা।

(আমি বললাম যে) আমি জুশামী, আমি আমার বংশ পরিচয় পূর্ণ চেষ্টায় বলতে লাগলাম যাতে তারা আমাকে চিনে নেয়।

যদি তুমি কুরায়শের উচ্চ বংশের হয়ে থাক তবে আমি মু'আবিয়া ইব্‌ন বকর বংশীয়।

মালিককে এই বার্তা পৌঁছে দাও যে, শত্রু যখন আমাদের উপর ছেয়ে গেল, তখন হে মালিক! তোমাকে সংবাদ পৌঁছানো হয়নি (যে, আমাদের পরিণতি কি হয়ে গিয়েছিল)।

তুমি তার কাছে পৌঁছলে আমাদের পক্ষ থেকে তাকে সংবাদ পৌঁছে দিও, তার নাম হল হুবায়রা আর সে ইল্‌ম ও সম্মানের অধিকারী।

সে যখন আমাকে উফায়দ নামক লোকটির কাছে আহবান করল, তখন আমি আক্রমণ করে বসলাম—আর আক্রমণ করতে আমার বুকে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করলাম না। সন্ধ্যাবেলা, যখন কোন অসহায় আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর আক্রমণ করা হয় না, আর না তাদের মাঝে কোন নি'য়ামতওয়ালার উপর, আর না শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের উপর।

কাজেই হে বনূ লাবী (বনূ লুআঈ)! নিজ ভাইয়ের খবর নাও। আর হে উম্মু আমর! মালিকের খবর নাও।

আমি যদি না হতাম তবে কাল দাগবিশিষ্ট পা-ওয়ালী বাচ্চার মা (তার গোশত খাওয়ার জন্য) তার উপর এসে দাঁড়িয়ে যেত।

যে স্বহস্তে কবরের মাটি সরিয়ে দেয় আর তার চেহারায় যেন পাতিলের দাগ (কালি) লেগে রয়েছে।

সুতরাং আমি সেই মহান সত্তার কসম খাচ্ছি যিনি আমাকে লালন-পালন করে আসছেন এবং ঐসব দেবদেবীর কসম খাচ্ছি যেগুলো জামরার কাছে (বলী দেওয়া জন্তুর) রক্তে রঞ্জিত।

অচিরেই যখন (পোশাক পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের কারণে লোকদের) চামড়া চিতাবাঘের ন্যায় হয়ে যাবে, তখন তুমি দেখতে পাবে আমার ভদ্র ব্যবহার কেমন।

'তারজ' এলাকার জঙ্গলের কোন সাহসী সিংহ শক্ত ঘন জঙ্গলে সন্তান রাখার নয়।

সে কুলাফ (এলাকার) জঙ্গলের এতটুকু সংরক্ষণ করেছে যে, কেউ তালাশ করে তার কাছেও যেতে পারবে না।

বালুকাময় পথে এমন লোকও অপারগ হয়ে যায় যারা অঙ্গীকার ও কসমের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করা স্বীকার করে নিয়েছে। যারা যে কোন হুমকি সত্ত্বেও আক্রমণ করে।

যে আমার থেকেও অনেক দ্রুত আক্রমণকারী, যখন আমি উত্তেজিত উট নিয়ে তার কাছে পৌঁছলাম। বর্ষার ন্যায় তীর দ্বারা—যার অগ্রভাগ যেন অগ্নিশিখা।

কাল পিঠবিশিষ্ট ঢেকে ফেলে এমন ঢাল দ্বারা, যা বলদের চামড়া নির্মিত আর হলুদ রংয়ে রঞ্জিত (যখন তার উপর তীর পড়ে) আর অত্যন্ত মযবূত ছিল।

শুভ্র কূপের পানির ন্যায় তরবারি দ্বারা যার উপর 'ওমায়ের' শান দেওয়ার যন্ত্র দ্বারা অর্ধমাস তাতে মেহনত করেছিল।

এই তরবারিকে বহন করে আমি এমন দম্ভের সাথে বিচরণ করছিলাম যেমন বড় একটি সিংহ নিজ জঙ্গলে বিচরণ করছে।

আমাকে যুবক সা'দ বলছিল যে, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। তখন আমি বললাম, সম্ভবত এটা বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা।

আর আমি বললাম, হে আবূ আদী! তাদের প্রাচীরের কাছে যেয়ো না। আজ যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও, তবে তো ভাল, অন্যথায়—

তাদের ব্যবহার অনেকটা যেন 'ফারওয়াহ'র মত (তোমার সাথেও তাই ঘটবে)। সে যখন তাদের কাছে এলো, পাকানো রশি দ্বারা তার কাঁধ বেঁধে দেয়া হল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : আবূ মিহ্‌রাজ খালাফ আমাকে এ কবিতাটি এভাবে শুনিয়েছেন :

نصد عن الطريق وادركونا × كان سراعهم تيار بحر

"আমরা পথ থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম আর তারা আমাদেরকে পেয়ে বসল, তাদের এমন দ্রুতগতি ছিল যেন সমুদ্রের বড় তরঙ্গ।"

আর তার বক্তব্য ইব্‌ন ইসহাক ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণিত।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : আবূ উসামা এও বলেছে :

الا من مبلغ عنى رسولا × مغلغله يثبتها لطيف

"কেউ আছে কি—যে আমার পথ থেকে এক হৈ চৈ সৃষ্টিকারী পয়গাম পৌঁছে দেবে যার সত্যাসত্য নির্ণয় করবে বিচক্ষণ কোন ব্যক্তি।

বদরের দিন আমার মুকাবিলার খবর কি তুমি পাওনি ? অথচ তোমার উভয় দিকে (এমন) হাত (যাতে তরবারি) ঝলমল করছিল।

অথচ কওমের সরদার এমনভাবে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিল যে, তার মস্তকটি যেন ভাঙ্গা হাঞ্জল ফল।

অথচ কওমের বিরোধিতার কারণে বদর উপত্যকায় তোমার উপর বিভিন্ন বিপদ এসে পড়েছিল।

সেই বিপদগুলো থেকে আমার দৃঢ়তা, সুদৃঢ় তদবীর আর আল্লাহ্র সাহায্য তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে।

আর 'আবওয়া' নামক জায়গায় আমার একা ফিরে আসায় তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। যখন তোমার কাছে শত্রুদল দাঁড়িয়েছিল।

আর যে তোমার ইচ্ছা করেছিল (তোমার উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল) তুমি তার মুকাবিলায় অপারগ আর 'কুরাশ' এলাকায় আহত, রক্তঝরা অবস্থায় পড়েছিলে।

আর আমার কোন কঠিন মুহূর্তে আমার কোন অসহায় বন্ধু যদি থাকত।

আর এমন সময় কোন ভাই না মিত্র নিজ আওয়ায আমাকে শুনতে দিত, যদিও আমার জীবন আমার কাছে অনেক প্রিয়।

কিন্তু আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম, (তার) কঠিন পরিস্থিতির সুরাহা করতাম, আর (নিজেকে তাতে) সঁপে দিতাম। যখন (অন্যদের) ঠোঁট আর নাক সংকুচিত হয়ে যেত।

আর আমি কোন বিপক্ষকে এমন করে দিয়েছি যে, সে নিজ হাতের সাহায্যে খুব কষ্টে উঠত। (তার অবস্থা এমন হয়ে এগিয়েছিল) যেন একটি ভগ্ন ডালা।

যখন লোকেরা পরস্পরে মিলে গেল, তখন আমি (বর্শা দ্বারা) কঠিন হামলা করে তার নিকটে গেলাম যে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত করত যে, ফিনকি মেরে তার রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

এই ছিল বদরের দিন আমার কৃতিত্ব, আর তার পূর্বে ছিলাম সবার সাথে অমায়িক এবং অপমানজনক কাজ থেকে বিরত।

দুর্দিনে আমি তোমাদের সাহায্যকারী যেমন তোমরা জানতে, আর আমার (আপাদ মস্তক) যুদ্ধে লিপ্ত, আওয়ায সর্বদা থাকে।

আর তোমাদের জন্য রাতের অন্ধকারে লোকের ভীড়ে অগ্রগামী হতে ভীতু নই।

কঠিন শীতে আমি (পানিতে) ডুব দেই। যখন কুকুরকে বৃষ্টিজনিত শীত আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।"

ইব্ন হিশাম বলেন : কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আবূ উসামার লাম-অন্ত একটি কাসীদা আমি ছেড়ে দিয়েছি, যাতে প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি ছাড়া কোথাও বদরের উল্লেখ নেই।

হিন্দ বিন্ত উতবার কবিতা

ইব্ন ইসহাক বলেন : হিন্দ বিন্ত 'উত্বা ইব্ন রবী'আ বদরের দিন তার পিতার মৃত্যুতে এই শোকগাথা আবৃত্তি করে :

اعينى جودا بدمع سرب × على خير خندف لم ينقلب

"হে আমার চক্ষুদ্বয়! প্রবাহিত অশ্রু দ্বারা বনূ খিনদিফের উত্তম ব্যক্তির উপর উদার হও, যে ফিরে আসেনি।

তার দলকে বনূ হাশিম আর বনূ আবদুল মুত্তালিব সকালবেলা এজন্য ডেকেছে—

যে, তাকে তরবারির ধারের স্বাদ আস্বাদন করাবে এবং তার ধ্বংস হওয়ার পর, পুনরায় তাকে তার এক চুমুক পান করাবে।

তারা তাকে এইভাবে টেনে নিচ্ছিল যে, তার চেহারায় ছিল মাটির ধূলা এবং সে ছিল বিবস্ত্র; এবং তার সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল।

অথচ সে ছিল আমাদের জন্য মযবূত পাহাড় (আশ্রয়স্থল), সুদর্শন এবং পরম উপকারী। কিন্তু বুরাই নামের ব্যক্তিটির কি অবস্থা ছিল—সেটা আমার জানার ব্যাপার নয়। সে তো এই পরিমাণ কল্যাণ হাসিল করেছিল যা তার প্রতিদানের জন্য যথেষ্ট ছিল।"

হিন্দ এই কবিতাও বলে :

يريب علينا دهرنا فيسوء ناويابى فما ناتي بشئ نغالبه

"আমাদের কাল আমাদের জন্য অশুভ পরিণতি নিয়ে এলে তা আমাদের কাছে খারাপ মনে হয়।

আর সে আমাদের এছাড়া অন্য অবস্থায় রাখতে চায় না; এমতাবস্থায় আমরা কি এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারি না, যাতে আমরা তার উপর জয়ী হতে পারি ?

লুআঈ ইব্‌ন গালিবের এমন ব্যক্তিটির নিহত হওয়ার পরও কি কেউ নিজের বা নিজের কোন আপনজনের মৃত্যুতে ভীত হবে ?

শোন! একদিন এমনও হয়েছে যে, আমার কাছ থেকে এমন এক দানশীল ব্যক্তিকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার দয়া-দাক্ষিণ্য দিবারাত্রি অব্যাহত ছিল।

হে আবূ সুফইয়ান! আমার পক্ষ থেকে মালিককে এই বার্তা পৌঁছে দাও। আর তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমিও অচিরেই তার কাছে অভিযোগ করব।

কেননা হারব এমন ব্যক্তি ছিল, যে যুদ্ধকে উদ্দীপ্ত করত। আর ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক লোকেরই কোন না কোন অভিভাবক রয়েছে, সে তার কাছেই নিজ দাবি পেশ করে।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন কবিতা বিশেষজ্ঞ এই কবিতাগুলো হিন্দের রচিত বলে অস্বীকার করেছেন।

হিন্দের দ্বিতীয় শোকগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিন্দ আরও বলে :

لله عينا من راى × هلكاكهلك رجاليه

"যে ব্যক্তির চোখ এমন ধ্বংস দেখেছে, যেমন ধ্বংস আমার লোকদের হয়েছে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

হে অনেক ক্রন্দনকারী পুরুষ ও ক্রন্দনকারিণী মহিলা! যারা আগামীকাল বিপদে পড়ে আমার জন্যও কাঁদবে, (তোমরা শোন) :

সেই চীৎকারের দিন সকালে এই কূপ (ভর্তি হওয়ার) দিন কতজন যে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

যারা দুর্ভিক্ষের সময় বর্ষণমুখর মেঘ ছিল, যখন তারকারাশি নিষ্প্রভ হয়ে ডুবে যাচ্ছিল।

যে ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করছি, আমি এর-ই আশংকা করছিলাম। আমার আশংকা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

যে ঘটনা আমি দেখছি, আমি এর-ই আশংকা করছিলাম। আজ তো আমি পাগল হয়ে গেছি।

হে মহিলারা শোন! তোমরাই তো আগামীকাল বলবে : আফসোস মু'আবিয়ার মায়ের জন্য।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কতক কবিতা বিষেশজ্ঞ এই কবিতাগুলো হিন্দ বিনত 'উতবার রচিত বলে স্বীকার করেননি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিন্দ বিনত 'উতবা এ কবিতাও বলেছে :

يا عين بكى عتبه × شيخا شديد الرقبه

"হে চোখ, 'উতবার জন্য কাঁদো। যিনি ছিলেন সুদৃঢ় ঘাড়বিশিষ্ট বৃদ্ধ।

যিনি ক্ষুধার (দুর্ভিক্ষের) সময় লোকদের আহার করাতেন, আর পরাজিত হওয়ার মুহূর্তে মুকাবিলা করতেন।

তার জন্য আমার দুঃখ এবং ক্ষোভ, সীমাহীন অনুতাপ, আর আমি জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছি। আমরা অবশ্যই মদীনার উপর এক দুর্বার আক্রমণ চালাব, যাতে থাকবে লম্বা লম্বা গৃহপালিত ঘোড়ার দল।"

সুফিয়্যা বিন্‌ত মুসাফিরের শোকগাথা

সুফিয়্যা বিন্‌ত মুসাফির ইব্‌ন আবূ আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন শাম্‌দ ইব্‌ন আব্‌দ মানাফ কূপে ফেলে দেওয়া ঐসব কুরায়শের মৃত্যুতে এই কবিতা বলে, যাদের উপর বদরের দিন মুসীবত নাযিল হয়েছিল :

يا من لعين قذا ها عائر الرمد × حد النهار وقرن الشمس لم يقد

"সেই চোখের ফরিয়াদ শোনার কি কেউ আছে, যার খড়কূটা, দিনের শেষভাগেও চোখের যখম হয়ে দাঁড়িয়েছে; আর তা সূর্যের সামান্য আলোও সহ্য করতে পারেনি।

আমি সংবাদ পেয়েছি যে, মৃত্যু সম্ভ্রান্ত সরদারদের বিশেষ সময়ে একত্র করেছে।

আরোহীরা তাদের লোকদের নিয়ে ভেগে গেল, আর সেদিন সকালে কোন মা তার বাচ্চার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

হে সুফিয়্যা, উঠ! তাদের আত্মীয়তার কথা ভুলে যেও না। যদি তুমি কাঁদ, তাহলে দূর থেকে কেঁদো না।

তারা ছিল ঘরের ছাদের খুঁটি স্বরূপ, তা ভেঙ্গে গেলে তার উপরের অংশ খুঁটিশূন্য হয়ে গেল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : 'তারা ছিল ঘরের ছাদের খুঁটি'—যে কবিতায় রয়েছে, তা আমি কতক কবিতা বিশেষজ্ঞের কাছে পেয়েছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : সুফিয়্যা বিন্‌ত মুসাফির আরো বলেছে :

الا يا من لعين للتبكى دمعها فان

"এমন চক্ষু যার অশ্রু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তার ফরিয়াদ শোনার কেউ আছে কি ?

যে চক্ষুর অবস্থা এমন, যেমন কূপ থেকে হাউযে পানি বাহকের দু'টি বালতি, যা বাগান এবং হাউযের মাঝে পানি সরবরাহ করছে। নখর ও দাঁতবিশিষ্ট জঙ্গলের সিংহকে তুমি কি মনে করেছ ? সে দু'টি অল্প বয়সী সিংহের বাপ, আক্রমণে পারদর্শী, কঠিন পাকড়াওকারী, অভুক্ত।

সে সিংহ আমার বন্ধুর মত, তার ফিরে আসায় মানুষের চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

যার হাতে রয়েছে ইস্পাতের তৈরি শুভ্র-শাণিত তরবারি। (হে আমার বন্ধু!) তুমি বর্শা দিয়ে মারাত্মক যখম করে দাও, যা থেকে তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হয়।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কোন কোন বর্ণনায় আছে, শেষোক্ত পাঁচটি পংক্তি প্রথম দুটি পংক্তি থেকে আলাদা।

হিন্দ বিন্‌ত উসাসার শোকগাথা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : হিন্দ বিন্‌ত উসাসা ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন মুত্তালিব, 'উবায়দা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মুত্তালিবের মৃত্যুতে নিম্নোক্ত শোকগাথা আবৃত্তি করে :

لقد ضمن الصفراء مجد او سوددا × وحلما اصيلا وافر اللب ولعقل

"সফ্‌রা এলাকাটি বুযুর্গী নেতৃত্ব, উত্তম সহনশীলতা, বিবেক-বুদ্ধির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নিজের মধ্যে রেখেছে।

(সে) উবায়দাকে (নিজের মাঝে রেখেছে), সুতরাং মুসাফির মেহমান এবং সেইসব বিধবার জন্য, যারা (তার কাছে) বিপদে এসে থাকত; তুমি তার উপর ক্রন্দন কর; যিনি ছিলেন গাছের একটি ডালার ন্যায়।

আর তুমি তার উপর ক্রন্দন কর সেসব লোকের জন্য, যারা প্রত্যেক শীতের মৌসুমে দুর্ভিক্ষের কারণে আকাশের কিনারা লাল হয়ে যাওয়ার সময় তার কাছে আসত।

আর তুমি ইয়াতীমদের জন্য ক্রন্দন কর, যখন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসত, তখন এরা তার কাছেই আশ্রয় নিত। আর ডেগের নীচে আগুন জ্বালানোর জন্য ক্রন্দন কর, যা দীর্ঘদিন ধরে টগবগ করে ফুটত।

যদি আগুন নিভে যেত, তবে তিনি সে আগুনকে মোটা মোটা কাঠের দ্বারা জ্বালিয়ে দিতেন।

(উপরোক্ত আসবাবপত্র) রাতে আগমনকারী বা আপ্যায়নের প্রত্যাশী বা পথ হারিয়ে যাওয়া লোকের জন্য হত, যারা ধীরে ধীরে কুকুরের আওয়াজ শুনে তার কাছে গিয়ে হাযির হত।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : অধিকাংশ কবিতা বিশেষজ্ঞ এ কবিতাগুলো হিন্দের রচিত বলে স্বীকৃতি দেননি।

কুতায়লা বিন্‌ত হারিসের কবিতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নাযর ইব্‌ন হারিস-এর বোন কুতায়লা বিনত হারিস তার মৃত্যুতে বিলাপ করে বলে :

يا راكبا ان الاثيل مظنة × من صبح خامسة وانت موفق

"হে আরোহী! উসায়ল নামক এলাকা সম্পর্কে পাঁচদিন থেকে আমার মধ্যে একটি খারাপ ধারণা ছিল। আর তুমি যথাসময়ে এসেছ (অর্থাৎ যখন তোমার প্রয়োজন ছিল, তুমি তখন অর্থাৎ একেবারেই এসে পৌঁছেছ)।

উসায়ল নামক স্থানের মৃত ব্যক্তিকে আমার দু'আ পৌঁছে দেবে, একজন মৃতকে—যতক্ষণ পর্যন্ত উন্নত শ্রেণীর উটগুলো সেখান থেকে দ্রুত যাতায়াত করতে থাকে।

আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য দু'আ সব সময় থাকুক, আর এমন অশ্রু পৌঁছুক যা অব্যাহত অকৃপণভাবে প্রবাহিত; আর যা কমে আসছে।

আমি ডাকলে নাযর কি আমার ডাক শুনবে, যে মৃতব্যক্তি কথা বলতে পারে না, সে কি করে শুনবে?

হে মুহাম্মদ (সা)! হে নিজ জাতির সম্ভ্রান্ত মহিলার উত্তম সন্তান! ভদ্ররা তো বংশের কারণেই ভদ্র হয়ে থাকে।

আপনার কি ক্ষতি হত যদি আপনি দয়া করে তাকে ছেড়ে দিতেন, এমনও তো দেখা গেছে যে, একজন বিদ্বেষী এবং ক্রোধান্বিত যুবক ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছে।

অথবা আপনি মুক্তিপণ গ্রহণ করতেন; এমতাবস্থায় যদিও তা আদায় করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হত, তবুও আমরা তা আদায় করতাম।

কেননা আপনি যাদের বন্দী করেছিলেন, তাদের মধ্যে নাযর তো আপনার নিকটাত্মীয় ছিল, যদি কাউকে মুক্তি দেওয়া হত, তবে সে ছিল মুক্তি পাওয়ার অধিক হকদার।

তার ভাইদের তরবারি তাকে টুকরা টুকরা করছিল; আল্লাহ্র জন্য এখানে রক্তের সম্পর্কের লোকেরা টুকরা টুকরা হচ্ছে।

তাকে মৃত্যুর দিকে এমনভাবে টেনে নেওয়া হচ্ছিল যে, তার হাত-পা ছিল বাঁধা, সে ছিল ক্লান্ত, শ্রান্ত। বেড়ী পরা, শিকলে বাঁধা পা সে কষ্টের সাথে উঠাচ্ছিল।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন : কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যখন এ কবিতার সংবাদ পৌছল, তখন তিনি বললেন : তার হত্যার আগে যদি আমার কাছে لو بلغنى এ কবিতা পৌঁছত, তবে অবশ্যই আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করতাম।

বদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার তারিখ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধ থেকে রমযানের শেষে অথবা শাওয়ালের প্রথমে নিষ্ক্রান্ত হন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ) ২০০৭-২০০৮/অঃসঃ ৪৩৪৪—৩,২৫০